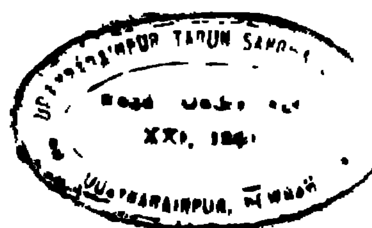


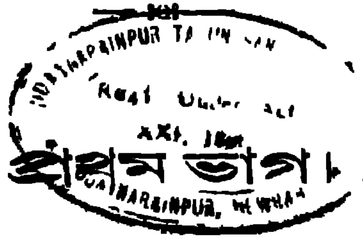


Sri Sri Ramakrishna Parambansa Deb.

CALCUTTA FINE ART COTTAGE

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম-কথিত)



প্রথম ভাগ।

"তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।
শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা।

নবম সংস্করণ। শ্রাবণ, ১৩২৮।

Published by
PRAVAS CHANDRA GUPTA,
13-2, *Gooroo Prosad Chowdry's Lane, Calcutta*

PRINTED BY—A. L. SIRCAR, **Kattayani Machine Press.**
39-1, Shibnarayan Das's Lane, Calcutta.

Swami Vivekananda to 'M.' (7th Feb. 1889.

Thanks ! 100, 000 Master ! You have hit Ramkristo in the right point.

Few alas, few understand him !!

* ANTPORE. }
২৬শে মাঘ 1889. } NARENDRA NATH.

My heart leaps in joy—and it is a wonder that I do not go mad when I find any body thoroughly launched into the midst of the doctrine which is to shower peace on Earth hereafter.

October 1897, c/o Hansaraj, Rawalpindi,—

"Dear M., *Cest bon mon ami*—Now you are doing just the thing. Come out man No sleeping all life Time is flying. Bravo, that is the way.

"Many many thanks for your publication. Only I am afraid it will not pay its way in a pamphlet form ** Never mind—pay or no pay Let it see the blaze of daylight. You will have many blessings on you and many more curses—but বৈসাহি সদ্ কাল বনতা সাহেব (that is always the way of the world, Sir) This is the time Vivekananda."

Dehra Dun, 24th November, 1897 'My dear M, many many thanks for your second leaflet It is indeed wonderful. The move is quite original and never was the life of a great teacher brought before the public untarnished by the writer's mind as you are doing The language also is beyond all praise—so fresh, so pointed and withal so plain and easy. I cannot express in adequate terms how I have enjoyed them I am really in a transport when I read them. Strange, isn't it ? Our Teacher and Lord was so original and each one of us will have to be original or nothing. I now understand why none of us attempted his life before. It has been reserved for you—this great work. He is with you evidently With love and namaskar, yours in the Lord,

Vivekananda

P. S Socratic dialogues are Plato all over. You are entirely hidden. Moreover the dramatic part is infinitely beautiful. Every body likes it, here or in the west."

Vivekananda.

---

* Antpore is a village in the Hugly district,—the birthplace of Premananda. The Swamiji and many of his fellow disciples were at this time staying as guests at the house of Swami Premananda (Baburam)

শ্রীশ্রীগুরুদেব—শ্রীপাদপদ্মভরসা।

পূজা ও নিবেদন।

—:০:—

নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপম্, ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যম্, তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ॥

শ্রীশ্রীমার পত্র।

বাবাজীবন,

—তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোন ভয় নাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে ঐ সকল কথা রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। ঐ সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। আমি একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল যে তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন। * *

—(৺জয়রামবাটী, ২১শে আষাঢ়, ১৩০৪)।

মা, ঠাকুরের জন্ম মহোৎসব উপস্থিত। এ আনন্দের দিনে আমাদের এই নৈবেদ্য গ্রহণ করুন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত আমাদের এই নূতন নৈবেদ্য।

১লা ফাল্গুন, ১৩০৮।	আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী, আপনার প্রণত অকৃতী সন্তানগণ।

প্রথম সংস্করণের উপক্রমণিকা।

ভক্তেরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দিবসের মধ্যে নানা অবস্থায় দেখিতেন। ঠাকুর ঈশ্বরাবেশে কখন একাকী, কখনও বা ভক্তসঙ্গে নানাভাবে থাকিতেন। সেই সকল অবস্থা ও ভাবের কয়েকখানিমাত্র চিত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে আপাততঃ সন্নিবেশিত হইল। সেই চিত্রগুলি সূচিপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্তরঙ্গ ভক্ত লইয়া ঠাকুরের আনন্দ; ও বিদ্যাসাগর, কেশব, বঙ্কিম ইত্যাদি অনেক ভক্ত ও পণ্ডিতের সহিত দেখা—এ সমস্ত কথা পর পর খণ্ডে যথাসাধ্য বলিবার ইচ্ছা রহিল ইতি। কলিকাতা ১লা ফাল্গুন, ১৩০৮ সাল।

মা, আজ আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মদিন, ফাল্গুনের শুক্লাদ্বিতীয়া। আজ আবার জন্মোৎসব আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে মা তোমার আশীর্ব্বাদে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত প্রথম ভাগের তৃতীয় সংস্করণ, ও দ্বিতীয় ভাগের প্রথম সংস্করণ, প্রকাশিত হইল। মা তুমি জগতের মা; কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ কর যেন ঠাকুরকে চিন্তা করিয়া দেশে দেশে ও সর্ব্বকালে, তোমার সকল সন্তানদের হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ হয় ও শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়।

২৪শে ফাল্গুন, ১৩১১। বুধবার, জন্মমহোৎসব। } একান্ত শরণাগত, মা তোমার প্রণত সন্তানগণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, **চতুর্থ সংস্করণ** প্রকাশিত হইল। ইহাতে বোধ হইতেছে পাঠকসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলিয়াছেন যে তাঁহাকে চিন্তা করিলেই হইবে, আর কিছু করিতে হইবে না। তিনি জগতের আদর্শ,—তাঁহাকে চিন্তা করাই মুখ্য সাধন। আর সাধন যদি দরকার হয়, তিনিই সমস্ত করাইয়া লইবেন। ইতি

কলিকাতা, কার্ত্তিক সংক্রান্তি, ১৩১৪।

মা, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মমহোৎসব আবার উপস্থিত। আজ শ্রীশ্রীকথামৃতের **পঞ্চম সংস্করণ** হইল। ইহার ইংরাজি অনুবাদও হইয়াছে। আপনার আশীর্ব্বাদে এখন সমস্ত ভারতবর্ষে, এবং ইউরোপে ও আমেরিকায় তাঁহার অমৃতময়ী কথা প্রচার হইতেছে। মা, আপনি কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন, যেন, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা করিয়া লোকের শান্তি, আনন্দ ও অন্তে ঈশ্বর লাভ হয়। ফাল্গুন, শুক্লাদ্বিতীয়া, ১৩১৬। শ্রীজন্মমহোৎসব।

Srijut **Girish Chandra Ghosh** in a letter dated 22nd March 1909 says :—* * 'If my humble opinion go for anything I not only fully endorse the opinion of the great Swamy (Vivekananda) but add in a loud voice that Kathamrita has been my very existence during my protracted illness for the last three years. * * You deserve" the gratitude of the whole human race to the end of days

Swami Ramkrishnananda (Sasi Maharaj), Belur math, then of the Madras Math, in a letter dated 27 Oct. 1904 says :—* * You have left whole humanity in debt by publishing these invaluable pages fraught with the best wisdom of the greatest Avatar of God.

ঠাকুর ও বিবিধ তত্ত্ব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

প্রথমভাগ—ষষ্ঠ সংস্করণের উপক্রমণিকা।

প্রথমভাগের ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী যে বৎসরে ও যে দিনে প্রতিষ্ঠা হয় তাহা রাণী রাসমণির এই উদ্যান ক্রয়ের কওলা হইতে গৃহীত হইল, একথা ১৩১৩ সালের পঞ্চম সংস্করণেই বলা হইয়াছে। ১২৬২ সাল, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, স্নানযাত্রার দিন, ৩১শে মে, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ, ১২৫৯ সাল নহে।

এই সংস্করণে সুরেন্দ্রের বাগানের বিবরণ ও পণ্ডিত শশধরের সহিত সাক্ষাৎ বিবরণ যে টুকু বাকি ছিল তাহা দেওয়া হইল।

ঠাকুরের চিত্রখানি ছাড়া আরও কয়েকখানি চিত্র সন্নিবেশিত হইল যথা, রাসমণির কালীবাড়ীর plan, মন্দিরের দৃশ্য—প্রাঙ্গনে ও ভাগীরথীবক্ষে, শম্ভু মল্লিক ও মথুর বাবুর চিত্র, কাশীপুর বাগান ও বলরামের বাটী, বিদ্যাসাগর, কেশব সেন, বিজয় গোস্বামী ও ডাক্তার মহেন্দ্রলালের ছবি, আর ঠাকুরের সময়ে অনেকগুলি ভক্তের চেহারা।

ষষ্ঠ সংস্করণ হওয়াতে বুঝা যায় যে শ্রীঠাকুরের বিষয় অনেকেই চিন্তা করিতেছেন। শ্রীকথামৃতের আবার ইংরাজী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী অনুবাদ হইয়াছে, হিন্দি হইতেছে, ইহাতে নানা জাতির ভিতরে তাঁহার অমৃতময়ী কথা ছড়াইয়া পড়িতেছে সন্দেহ নাই। ইতি

৺কাশীধাম, ৭ই মাঘ ১৩১৯, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম।

গ্রন্থকারস্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত চারি ভাগ প্রকাশিত হইল। শ্রীম—বা "মাষ্টার" বা M (a son of the Lord and servant) একই ব্যক্তি। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল ব্যাপার নিজের চক্ষে দেখিয়াছেন বা নিজের কর্ণে শুনিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অন্য ভক্তদিগের নিকট শুনিয়া লিখেন নাই। গ্রন্থের উপকরণ সমস্তই তাঁহার দৈনন্দিন কাহিনী Diaryতে লিপিবদ্ধ ছিল। যেই দিনে দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন সেই দিনেই সমস্ত স্মরণ করিয়া Diaryতে লেখা হইয়াছিল। ইতি গ্রন্থকার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথমভাগ, সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি ১৩২৪। অষ্টম সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩২৫। নবম, ১৩২৮।

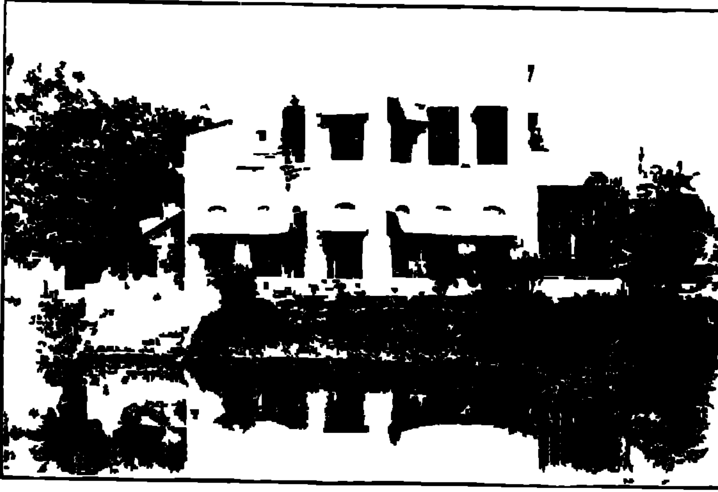
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

প্রথম ভাগ। অষ্টাদশ খণ্ড ও পরিশিষ্ট।

বিষয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথমভাগ, অষ্টম সংস্করণ, নবম সংস্করণ, ১৩২৮। আশ্বিন, দেবীপক্ষ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ১৩২৫।

কাশীপুর বাগান।



১। উপরের অর্দ্ধ গোলাকার হলঘরে ঠাকুর থাকিতেন। ২। নীচের তলার ঠিক মাঝখানের পথটি প্রবেশ দ্বার। এই দ্বারদিয়া নীচের হলঘরে যাওয়া যায়—ভক্তেরা বসিতেন। ৩। নীচের হলঘরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে শ্রীশ্রীমার ঘর, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সেবক ভক্তদিগের থাকিবার ঘর। ৪। উদ্যানবাটিকার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে বাঁধাঘাট বিশিষ্ট দুইটী পুষ্করিণী। বাটিকার উত্তরে পথ—তাহার উত্তরে রান্নাঘর। ৫। বাটিকার পশ্চিমদিক দিয়া উত্তর দক্ষিণে পথ,—এই পথেরই দক্ষিণ প্রান্তে ১৮৮৬, ১লা জানুয়ারী দিবসে সমাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর অনেক ভক্তদের কৃপা করেন।

বলরামের বাটী।



দোতলার বারাণ্ডার নীচে ঠিক মাঝখানে বাটীর প্রবেশদ্বার। এই দ্বারের সম্মুখে ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইত। এই দ্বারের ঠিক উপরে বাটীর পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত বৈঠকখানা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়া ভক্তসঙ্গে বসিতেন। এই ঘরের পশ্চিমে ছোট ঘর—এখানেও ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে বসিতেন ও রাত্রে থাকিলে কখন কখনও শয়ন করিতেন। এই দুই ঘরের আবার উত্তরে দীর্ঘ বারাণ্ডা। রথের সময় ঠাকুর ভক্তসঙ্গে এই বারাণ্ডায় সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য করিয়াছিলেন।



১ম চিত্র--মা কালীর মন্দিরের দক্ষিণে নাটমন্দির, উত্তরে ৺রাধাকান্তের মন্দির।

২য় চিত্র—চাঁদণীর উভয় পার্শ্বে ছয়টী করিয়া শিবমন্দির। উত্তরের শেষ মন্দিরের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘর। চাঁদণী ও শিবমন্দিরের পশ্চিমে পুষ্পোদ্যান। চাদণীর সম্মুখে বাঁধাঘাট।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

প্রথম ভাগ-উপক্রমণিকা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত।

শ্রীবামকৃষ্ণেব জন্ম—পিত ক্ষুদিবাম ও মা চন্দ্রমণি—পাঠশালা—৺বঘু সেবা—সাধুসঙ্গ ও পুবাণ শ্রবণ—অদ্ভুত জ্যোতিঃ দর্শন—কলিকাতায আগমন ও দক্ষিণেশ্বব কালীবাড়ীতে অদ্ভুত 'ঈশ্ববীব' রূপ দর্শন—ঠাকুব উন্মাদবৎ—কালী-বাড়ীতে সাধুসঙ্গ তোতাপুবী ও ঠাকুবেব বেদান্ত শ্রবণ—তন্ত্রোক্ত ও পুবাণোক্ত সাধন—ঠাকুবেব জগন্মাতাব সহিত কথাবার্ত্তা—তীর্থদর্শন—ঠাকুবেব অন্তবঙ্গ—ঠাকুব ও ভক্তগণ—ঠাকুব ও ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয—ঠাকুবেব স্ত্রীলোক ভক্ত—ভক্ত পবিবাব।

ঠাকুব শ্রীবামকৃষ্ণ হুগলী জিলাব অন্তঃপাতী কামাবপুকুব গ্রামে এক সদ্‌ব্রাহ্মণেব ঘবে ফাল্গুনেব শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জন্মগ্রহণ কবেন। কামাবপুকুব গ্রাম জাহানাবাদ (আবামবাগ) হইতে চার ক্রোশ পশ্চিমে, আব বর্দ্ধমান হইতে ১২।১৩ ক্রোশ দক্ষিণে।

ঠাকুব শ্রীবামকৃষ্ণেব জন্মদিন সম্বন্ধে মত ভেদ আছে।—

অম্বিকা আচার্য্যেব কুষ্ঠী।—এই কুষ্ঠী ঠাকুবেব অসুখেব সময় প্রস্তুত কবা হয, ৩বা কার্ত্তিক ১২৮৬, ইংবাজী ১৮৭৯-৮০। উহাতে জন্মদিন লেখা আছে ১৭৫৬, ১০ই ফাল্গুন, বুধবাব, শুক্লা দ্বিতীয়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র। তাহাব গণনা ১৭৫৬।১০।৯।৫৯।১২।

ক্ষেত্রনাথ ভট্টেব ১৩০০ সালে গণনা, ১৭৫৪।১০।৯।০।১২। এ মতে ১৭৫৪, ১০ই ফাল্গুন, বুধবাব, শুক্লা দ্বিতীয়া পূর্ব্বভাদ্রপদ, সব মিলে। ১২৩৯ সাল, ২০এ ফেব্রুযাবি ১৮৩৩। লগ্নে রবি চন্দ্র বুধেব যোগ।* কুম্ভবাশি। বৃহস্পতি শুক্রেব যোগহেতু 'সম্প্রদায়েব প্রভু হইবেন'।

নাবাযণ জ্যোতিভূষণেব নূতন কুষ্ঠী (মঠে প্রস্তুত)। এ গণনা অনু-সাবে ১২৪২ সাল, ৬ই ফাল্গুন, বুধবাব ১৮৩৬, ১৭ই ফেব্রু, ভোর

* লগ্নে ববিচন্দ্র বধেব যোগ' - শ্রীকথামৃত ৪র্থ ভাগ, ২৩-খণ্ড।

রাত্রি ৪ঠা, ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া, ত্রিগ্রহের যোগ, নক্ষত্র—সব মিলে। কেবল কুষ্ঠিকা আচার্য্যের লিখিত ১০ই ফাল্গুন হয় না। ১৭৫৭। ১০।৫।৫৯।২৮।২১।

ঠাকুর মানব শরীরে ৫১।৫২ বৎসরকাল ছিলেন।

ঠাকুরের পিতা ৺ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় অতি নিষ্ঠাবান্ ও পরম ভক্ত ছিলেন। মা ৺চন্দ্রমণি দেবী সরলতা ও দয়ার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহাদের দেরে্ নামক গ্রামে বাস ছিল। কামারপুকুর হইতে দেড় ক্রোশ দূরে। সেই গ্রামস্থ জমিদারের হইয়া মোকদ্দমায় ক্ষুদিরাম সাক্ষ্য দেন নাই। পরে স্বজন লইয়া কামারপুকুরে আসিয়া বাস করেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছেলেবেলার নাম গদাধর। পাঠশালে সামান্য লেখা পড়া শিখিবার পর, বাড়ীতে থাকিয়া ৺রঘুবীরের বিগ্রহ সেবা করিতেন। নিজে ফুল তুলিয়া আনিয়া নিত্যপূজা করিতেন। পাঠশালে 'শুভঙ্করী ধাধাঁ। লাগ্‌তো'।

নিজে গান গাহিতে পারিতেন—অতিশয় সুকণ্ঠ। যাত্রা শুনিয়া প্রায় অধিকাংশ গান গাহিয়া দিতে পারিতেন। বাল্যকালাবধি সদানন্দ। পাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন।

বাড়ীর পাশে লাহাদের বাড়ী, সেখানে অতিথিশালা—সর্ব্বদা সাধুদের যাতায়াত ছিল। গদাধর সেখানে সাধুদের সঙ্গ ও তাঁহাদের সেবা করিতেন। কথকেরা যখন পুরাণ পাঠ করিতেন, তখন নিবিষ্ট মনে সমস্ত শুনিতেন। এইরূপে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবত কথা, সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

এক দিন মাঠ দিয়া বাড়ীর নিকটবর্ত্তী গ্রাম আনুড়ে যাইতেছিলেন। তখন ১১ বৎসর বয়স। ঠাকুর নিজ মুখে বলিয়াছেন, হঠাৎ তিনি অদ্ভুত জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া বাহ্যশূন্য হয়েন। লোকেরা বলিল মূর্চ্ছা—ঠাকুরের ভাবসমাধি হইয়াছিল।

ক্ষুদিরামের মৃত্যুর পর, ঠাকুর জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে কলিকাতায় আসিলেন। তখন তাঁহার বয়স ১৭।১৮ হইবে। কলিকাতায় কিছুদিন নাথের বাগানে, কিছুদিন ঝামাপুকুরে গোবিন্দ চাটুয্যের বাড়ীতে,

থাকিয়া পূজা করিয়া বেড়াইতেন। এই সূত্রে ঝামাপুকুরের মিত্রদের বাড়ীতে, কিছু দিন পূজা করিয়াছিলেন।

রাণী রাসমণি, কলিকাতা হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে,দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী স্থাপন করিলেন। ১২৬২ সাল ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, স্নানযাত্রার দিন (ইংরাজি ৩১শে মে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ)*। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমার কালীবাড়ীর প্রথম পূজারি নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরও মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে আসিতেন ও কিছুদিন পরে ১২৬৩ সালে নিজে পূজাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ২১।২২ হইবে। মধ্যমভ্রাতা রামেশ্বর ও মাঝে মাঝে কালীবাড়ীতে পূজা করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল ও শ্রীযুক্ত শিবরাম ও এক কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী।

কয়েকদিন পূজা করিতে করিতেই শ্রীরামকৃষ্ণের মনের অবস্থা আর এক রকম হইল। সর্ব্বদাই বিমনা ও ঠাকুর প্রতিমার কাছে বসিয়া থাকেন। [৪র্থ সং দ্বিতীয় ভাগে 'রাসমণীর বরাদ্দ' দ্রষ্টব্য।

আত্মীয়েরা এই সময় তাঁহার বিবাহ দিলেন—ভাবিলেন, বিবাহ হইলে হয়তো অবস্থান্তর হইতে পারে। কামারপুকুর হইতে দুই ক্রোশ দূরে জয়রামবাটী গ্রামস্থ ৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীশ্রীশারদামণি দেবীর সঙ্গে বিবাহ হইল, ১২৬৬ সালে ১৮৫৯ সাল। ঠাকুরের বয়স ২২।২৩, শ্রীশ্রীমার ছয় বৎসর। (১২৬০ সালে পৌষে)

বিবাহের পর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিবার কিছু দিন পর তাঁহার একবারে অবস্থান্তর হইল। কালী বিগ্রহ পূজা করিতে করিতে কি অদ্ভুত ঈশ্বরীয়রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। আরতি করেন, আরতি আর শেষ হয় না। পূজা করিতে বসেন,পূজা শেষ হয় না ;হয়তো আপনার মাথায় ফুল দিতে থাকেন! পূজা আর করিতে পারিলেন না—উন্মাদের ন্যায় বিচরণ করিতে

* এ সমস্ত রাণি রাসমণির কালীবাড়ীর বিক্রি কওলা হইতে লওয়া হইয়াছে।

Deed of Conveyance ; "Date of purchase of the Temple grounds 6th September 1847 , Date of Registration 27th August 1861 ; price of the Dinajpur Zemindary which supports the Temple Rs 2,26,000."

লাগিলেন। রাণী রাসমণির জামাতা মথুর তাঁহাকে মহাপুরুষ বোধে সেবা করিতে লাগিলেন ও অন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা মা কালীর পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ঠাকুরের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের উপর মথুরবাবু এই পূজার,ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার, ভার দিলেন।

ঠাকুর আর পূজাও করিলেন না,সংসারও করিলেন না,—বিবাহ নামমাত্র হইল। নিশিদিন মা মা! কখন জড়বৎ,কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায়, কখনও উন্মাদবৎ বিচরণ করেন! কখনও বালকের ন্যায়। কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত বিষয়ীদের দেখিয়া লুকাইতেন। ঈশ্বরীয় লোক ও ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু ভালবাসেন না। সর্ব্বদাই মা মা।

কালীবাড়ীতে সদাব্রত ছিল (এখনও আছে)—সাধু সন্ন্যাসীরা সর্ব্বদা আসিতেন। তোতাপুরী এগার মাস থাকিয়া ঠাকুরকে বেদান্ত শুনাইলেন; একটু শুনাইতে শুনাইতে তোতা দেখিলেন, ঠাকুরের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ ১৮৬৬খ্রীঃ।

ব্রাহ্মণী পূর্ব্বেই, ১৮৫৯, আসিয়াছেন, তিনি তন্ত্রোক্ত অনেক সাধন করাইলেন ও ঠাকুরকে শ্রীগৌরাঙ্গ জ্ঞানে শ্রীচরিতামৃতাদি বৈষ্ণব গ্রন্থ শুনাইলেন। তোতার কাছে ঠাকুর বেদান্ত শ্রবণ করিতেছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেন ও বলিতেন —'বাবা বেদান্ত শুনো না,—ওতে ভাব ভক্তি সব ক'মে যাবে।'

বৈষ্ণবপণ্ডিত বৈষ্ণবচরণও সর্ব্বদা আসিতেন। তিনিই ঠাকুরকে কলুটোলায় চৈতন্য সভায় লইয়া যান। এই সভাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবচরণ চৈতন্যসভার সভাপতি ছিলেন।

বৈষ্ণবচরণ মথুরকে বলিয়াছিলেন, এ উন্মাদ সামান্য নহে,—প্রেমোন্মাদ। ইনি ঈশ্বরের জন্য পাগল! ব্রাহ্মণী ও বৈষ্ণবচরণ দেখিলেন ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা! চৈতন্যদেবের ন্যায় কখনও অন্তর্দ্দশা,(তখন জড়বৎ,সমাধিস্থ); কখন অর্দ্ধবাহ্য, কখনও বা বাহ্যদশা!

ঠাকুর মা মা করিয়া কাঁদিতেন—সর্ব্বদা মার সঙ্গে কথা কহিতেন মার কাছে উপদেশ লইতেন। বলিতেন, 'মা তোর কথা কেবল

শুন্‌বো, আমি শাস্ত্রও জানি না, পণ্ডিতও জানি না। তুই বুঝাবি তবে বিশ্বাস করবো।' ঠাকুর জানিতেন ও বলিতেন, যিনি পরব্রহ্ম, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই মা।

ঠাকুরকে জগন্মাতা বলিয়াছিলেন, 'তুই আর আমি এক! তুই ভক্তি নিয়ে থাক্‌—জীবের মঙ্গলের জন্য। ভক্তেরা সকলে আস্‌বে। তোর তখন কেবল বিষয়ীদের দেখ্‌তে হবে না, অনেক শুদ্ধ কামনা-শূন্য ভক্ত আছে, তারা আস্‌বে।' ঠাকুরবাড়ীতে আরতির সময় যখন কাঁসর ঘণ্টা বাজিত, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কুঠীতে গিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে ডাকিতেন,"ওরে ভক্তেরা,তোরা কোথায় কে আছিস্‌ শীঘ্র আয়।

মাতা চন্দ্রমণি দেবীকে ঠাকুর জগজ্জননীর রূপান্তর জ্ঞান করিতেন ও সেই ভাবে পূজা করিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের স্বর্গলাভের পর মাতা পুত্রশোকে কাতরা হইয়াছিলেন, তিন চার বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে কালীবাড়ীতে আনাইয়া নিজের কাছে রাখাইয়া দিয়াছিলেন ও প্রত্যহ দর্শন,পদধূলি গ্রহণ ও 'মা কেমন আছ' জিজ্ঞাসা করিতেন।

ঠাকুর দুইবার তীর্থে গমন করেন। প্রথমবার মাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, সঙ্গে শ্রীযুত রাম চাটুয্যে ও মথুর বাবুর কয়েকটী পুত্র। তখন সবে কাশীর রেল খুলিযাছে। তাঁহার অবস্থান্তরের ৫।৬ বৎসরের মধ্যে। তখন অহর্নিশি প্রায়ই সমাধিস্থ বা ভাবে গর্গর মাতোযারা! এবার বৈদ্যনাথ দর্শনান্তর ৺কাশীধাম ও প্রয়াগ দর্শন হইয়াছিল। ১৮৬৩ খ্রীঃ।

দ্বিতীয়বার তীর্থ গমন ইহার ৫ বৎসর পরে, ইংরাজী জানুয়ারী ১৮৬৮ খ্রীঃ। মথুরবাবু ও তাঁহার স্ত্রী জগদম্বা দাসীর সঙ্গে। ভাগিনেয় হৃদয় এবার সঙ্গে ছিলেন। এ যাত্রায় ৺কাশীধাম,প্রয়াগ, শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করেন।কাশীতে মণিকর্ণিকায় সমাধিস্থ হইয়া বিশ্বনাথের গম্ভীর চিন্ময়রূপ দর্শন করেন—মুমূর্ষুদিগের কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম দিতেছেন। আর মৌনব্রতধারী ত্রৈলঙ্গস্বামীর সহিত আলাপ করেন। মথুরায় ধ্রুবঘাটে বসুদেবের কোলে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবৃন্দাবনে সন্ধ্যা সময়ে ফিরতী গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ ধেনু লইয়া যমুনাপার হইয়া আসিতেছেন ইত্যাদি

লীলাভাব চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন ; নিধুবনে রাধাপ্রেমে বিভোরা গঙ্গামাতার সহিত আলাপ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন।৽

শ্রীযুক্ত কেশব সেন যখন বেলঘরের বাগানে ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরের ধ্যান চিন্তা করেন, তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগিনেয় হৃদয়ের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে যান ; ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। বিশ্বনাথ উপাধ্যায়,নেপালের 'কাপ্তেন' এই সময়ে আসিতে থাকেন। সিঁতির গোপাল ('বুড়ো গোপাল') ও মহেন্দ্র কবিরাজ, কৃষ্ণনগরের কিশোরী ও মহিমাচরণ এই সময়ে ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তেরা ইং ১৮৭৯, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ঠাকুরের কাছে আসিতে থাকেন। তাঁহারা যখন ঠাকুরকে দেখেন তখন উন্মাদ অবস্থা প্রায় চলিয়া গিয়াছে। তখন শান্ত সদানন্দ বালকের অবস্থা। কিন্তু প্রায় সর্ব্বদা সমাধিস্থ—কখনও জড় সমাধি —কখনও ভাব সমাধি! সমাধি ভঙ্গের পর ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। যেন পাঁচ বছরের ছেলে! সর্ব্বদাই মা মা।

রাম ও মনোমোহন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে আসিয়া মিলিত হইলেন ; কেদার, সুরেন্দ্র, তার পরে আসিলেন। চুনী, লাটু, নৃত্য-গোপাল, তারকও পরে আসিলেন। ১৮৮১র শেষ ভাগে ও ১৮৮২র প্রারম্ভ এই সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র,রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, বলরাম, নিরঞ্জন, মাষ্টার, যোগিন আসিয়া পড়িলেন। ১৮৮৩।৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কিশোরী,অধর,নিতাই, ছোটগোপাল, বেলঘরের তারক, শরৎ, শশী ; ১৮৮৪ মধ্যে সান্যাল, গঙ্গাধর, কালী, গিরীশ, দেবেন্দ্র,শারদা, কালীপদ, উপেন্দ্র, দ্বিজ ও হরি ; ১৮৮৫ মধ্যে সুবোধ, ছোট নরেন্দ্র, পল্টু,পূর্ণ,নারায়ণ,তেজচন্দ্র,হরিপদ আসিলেন। এইরূপে হরমোহন, যজ্ঞেশ্বর,হাজরা,ক্ষীরোদ,কৃষ্ণনগরের যোগিন, মণীন্দ্র, ভূপতি, অক্ষয়, নবগোপাল, বেলঘরের গোবিন্দ, আশু, গিরীন্দ্র, অতুল, দুর্গাচরণ, সুরেশ, প্রাণকৃষ্ণ, নবাই চৈতন্য, হরিপ্রসন্ন, মহেন্দ্র (মুখো), প্রিয় (মুখুয্যে), সাধু প্রিয়নাথ (মন্মথ), বিনোদ, তুলসী, হরিশ-মুস্তফী, বসাখ,কথক ঠাকুর,বালীর শশী (ব্রহ্মচারী),নিত্যগোপাল (গোস্বামী), কোন্নগরের বিপিন, বিহারি, ধীরেন, রাখাল (হালদার) ক্রমে আসিয়া পড়িলেন।

ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, শশধর পণ্ডিত, ডাক্তার রাজেন্দ্র ও ডাক্তার সরকার, বঙ্কিম (চাটুয্যে), আমেরিকার কুক সাহেব, ভক্ত Williams, মিসির সাহেব, মাইকেল মধুসূদন, কৃষ্ণদাস (পাল), পণ্ডিত দীনবন্ধু, পণ্ডিত শ্যামাপদ, রামনারায়ণ ডাক্তার, দুর্গাচরণ ডাক্তার, রাধিকা গোস্বামী, শিশির (ঘোষ), নবীন (মুন্সী), নীলকণ্ঠ ইঁহারাও দর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কাশীধামে ও গঙ্গামাতার শ্রীবৃন্দাবনে সাক্ষাৎ হয়। গঙ্গামাতা ঠাকুরকে শ্রীমতী রাধা জ্ঞানে বৃন্দাবন হইতে ছাড়িতে চান নাই।

অন্তরঙ্গ ভক্তেরা আসিবার আগে কৃষ্ণকিশোর, মথুর, শম্ভু মল্লিক, নারায়ণ শাস্ত্রী, ইঁদেশের গৌরী পণ্ডিত, চন্দ্র, অচলানন্দ সর্ব্বদা ঠাকুরকে দর্শন করিতেন। বর্দ্ধমানের রাজার সভাপণ্ডিত পদ্মলোচন, আর্য্য-সমাজের দয়ানন্দও দর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের জন্মভূমি কামার পুকুর, এবং সিওড় শ্যামবাজার ইত্যাদি স্থানের অনেক ভক্তেরা তাঁহাকে দেখিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের অনেকে ঠাকুরের কাছে সর্ব্বদা যাইতেন। কেশব, বিজয়, কালী (বসু), প্রতাপ, শিবনাথ, অমৃত, ত্রৈলোক্য, কৃষ্ণবিহারী, মণিলাল, উমেশ, হীরানন্দ, ভবানী, নন্দলাল, ও অন্যান্য অনেক ব্রাহ্ম ভক্ত সর্ব্বদা যাইতেন, ঠাকুরও ব্রাহ্মদের দেখিতে আসিতেন। মথুরের জীবদ্দশায় ঠাকুর তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁহার বাটীতে, ও উপাসনাকালে আদি ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে গিয়াছিলেন। পরে কেশবের ব্রাহ্মমন্দির ও সাধারণসমাজ—উপাসনাকালে—দেখিতে গিয়াছিলেন। কেশবের বাড়ীতে সর্ব্বদা যাইতেন ও ব্রাহ্ম-ভক্ত সঙ্গে কত আনন্দ করিতেন। কেশবও সর্ব্বদা, কখন ভক্ত সঙ্গে, কখন একাকী, আসিতেন।

কালনাতে ভগবান দাস বাবাজীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। ঠাকুরের সমাধি অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন—আপনি মহাপুরুষ, চৈতন্যদেবের আসনে বসিবার আপনিই উপযুক্ত!

ঠাকুর সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ার্থ বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি ভাব সাধন করিয়া অপর দিকে আল্লা মন্ত্র জপ ও যীশুখ্রীষ্টের চিন্তা করিয়াছিলেন। যে ঘরে ঠাকুর থাকিতেন সেখানে ঠাকুরদের ছবি ও বু-

দেবের মূর্ত্তি ছিল। যীশু জলমগ্ন পিতরকে উদ্ধারকরিতেছেন,এ ছবিও ছিল। এখনও সে ঘরে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়। আজ ঐ ঘরে ইংরাজ ও আমেরিকান্ ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুরের ধ্যান চিন্তা করেন; দেখা যায়।

এক দিন মাকে ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, 'মা তোর খ্রীষ্টান ভক্তেরা তোকে কিরূপে ডাকে দেখ্‌বো, আমায় নিয়ে চ।' কিছু দিন পরে কলিকাতায় গিয়া এক গির্জ্জার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া উপাসনা দেখিয়াছিলেন। ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া ভক্তদের বলিলেন, আমি খাজাঞ্চীর ভয়ে ভিতরে গিয়া বসি নাই—ভাবিলাম কি জানি যদি কালীঘরে যেতে না দেয়।

ঠাকুরের অনেক স্ত্রীলোক ভক্ত আছেন। গোপালের মাকে ঠাকুর মা বলিয়াছিলেন ও 'গোপালের মা' বলিয়া ডাকিতেন। সকল স্ত্রীলোককেই তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী দেখিতেন ও মা জ্ঞানে পূজা করিতেন। কেবল যত দিন না স্ত্রীলোককে সাক্ষাৎ মা বোধ হয়, যত দিন না ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হয়, ততদিন স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পুরুষদের সাবধান থাকিতে বলিতেন। এমন কি, পরম ভক্তিমতী হইলেও তাঁহাদের সম্পর্কে যাইতে বারণ করিতেন। মাকে নিজে বলিয়াছিলেন, 'মা আমার ভিতরে যদি কাম হয় তা হ'লে কিন্তু মা, গলায় ছুরি দিব।'

ঠাকুরের ভক্তেরা অসংখ্য—তাঁহারা কেহ প্রকাশিত আছেন, কেহ বা গুপ্ত আছেন—সকলের নাম করা অসম্ভব। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে অনেকের নাম পাওয়া যাইবে। বাল্যকালে অনেকে—রামকৃষ্ণ, পল্টু,তুলসী, শান্তি, শশী, বিপিন, হীরালাল, নগেন্দ্র মিত্র, উপেন্দ্র, সুরেন্দ্র, সুরেন ইত্যাদি, ও ছোট ছোট অনেক মেয়েরা ঠাকুরকে দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারাও ঠাকুরের সেবক।

লীলা সংবরণের পর (১২৯৩ সাল) তাঁহার কত ভক্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন। মাদ্রাস, লঙ্কাদ্বীপ, উত্তরপশ্চিম, রাজপুতনা, কুমাউন,নেপাল,বোম্বাই পাঞ্জাব,জাপান; আবার আমেরিকা ইংলণ্ড, সর্ব্বস্থানে ভক্ত পরিবার ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। [জন্মাষ্টমী, ১৩১০।]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

প্রথমভাগ-প্রথমখণ্ড।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কালীবাড়ী ও উদ্যান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীমধ্যে। চাঁদনী ও দ্বাদশ শিবমন্দির। পাকা উঠান ও বিষ্ণুঘর। শ্রীশ্রীভবতারিণী মা-কালী। নাটমন্দির। ভাঁড়ার, ভোগঘর, অতিথিশালা, বলিদানের স্থান। দপ্তরখানা। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘর। নহবৎ, বকুলতলা, পঞ্চবটী। ঝাউতলা ও বেলতলা। কুঠী। বাসনমাজার ঘাট, গাজীতলা, সদর ফটক ও খিড়কী ফটক। হাঁসপুকুর, আস্তাবল ও গোশালা। পুষ্পোদ্যান। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বারান্দা। 'আনন্দনিকেতন'।

আজ রবিবার। ভক্তদের অবসর হইয়াছে, তাই তাঁহারা দলে দলে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে আসিতেছেন। সকলেরই অবারিত দ্বার। যিনি আসিতেছেন-ঠাকুর তাঁহারই সহিত কথা কহিতেছেন। সাধু, পরমহংস; হিন্দু, খৃষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী; শাক্ত, বৈষ্ণব; পুরুষ, স্ত্রীলোক; সকলেই আসিতেছেন। ধন্য রাণী রাসমণি! তোমারই সুকৃতিবলে এই সুন্দর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আবার এই সচলপ্রতিমা এই মহাপুরুষকে লোকে আসিয়া দর্শন ও পূজা করিতে পাইতেছে।

চাঁদনী ও দ্বাদশ শিবমন্দির।

কালীবাড়ীটী কলিকাতা হইতে আড়াই ক্রোশ উত্তরে হইবে। ঠিক গঙ্গার উপরে। নৌকা হইতে নামিয়া সুবিস্তীর্ণ সোপানাবলী দিয়া

পূর্ব্বাস্য হইয়া উঠিয়া কালীবাড়ীতে প্রবেশ করিতে হয়। এই ঘাটে পরমহংসদেব স্নান করিতেন। সোপানের পশ্চিমে চাঁদনী। সেখানে ঠাকুরবাড়ীর চৌকীদারেরা থাকে। তাহাদের খাটিয়া, আমকাঠের সিন্দুক, দুই একটী লোটা, সেই চাঁদনীতে মাঝে মাঝে পড়িয়া আছে। পাড়ার বাবুরা যখন গঙ্গাস্নান করিতে আসেন, কেহ কেহ সেই চাঁদনীতে বসিয়া খোসগল্প করিতে করিতে তেল মাখেন। যে সকল সাধু, ফকির বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী, অতিথিশালার প্রসাদ পাইবেন বলিয়া আসেন, তাঁহারাও কেহ কেহ ভোগের ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই চাঁদনীতে অপেক্ষা করেন। কখনও কখনও দেখা যায়, গৈরিকবস্ত্রধারিণী ভৈরবী ত্রিশূল-হস্তে এই স্থানে বসিয়া আছেন। তিনিও সময় হ'লে অতিথিশালায় যাইবেন। চাঁদনীটী দ্বাদশ শিবমন্দিরের ঠিক মধ্যবর্ত্তী। তন্মধ্যে ছয়টী মন্দির চাঁদনীর ঠিক উত্তরে, আর ছয়টী চাঁদনীর ঠিক দক্ষিণে। নৌকা-যাত্রীরা এই দ্বাদশ মন্দির দূর হইতে দেখিয়া বলিয়া থাকে, 'ঐ রাসমণির ঠাকুরবাড়ী।'

পাকা উঠান্ ও বিষ্ণুঘর।

চাঁদনী ও দ্বাদশ মন্দিরের পূর্ব্ববর্ত্তী ইষ্টকনির্ম্মিত পাকা উঠান। উঠানের মাঝখানে সারি সারি দুইটী মন্দির। উত্তরদিকে ৺রাধাকান্তের মন্দির। তাহার ঠিক দক্ষিণে মা-কালীর মন্দির। রাধাকান্তের মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণবিগ্রহ; পশ্চিমাস্য। সিঁড়ি দিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। মন্দিরতল মর্ম্মরপ্রস্তরাবৃত। মন্দিরের সম্মুখস্থ দালানে ঝাড় টাঙ্গান আছে—এখন ব্যবহার নাই, তাই রক্তবস্ত্রের আবরণী দ্বারা রক্ষিত। একটী দ্বারবান পাহারা দিতেছে। অপরাহ্নে পশ্চিমের রৌদ্রে পাছে ঠাকুরের কষ্ট হয়, ক্যাম্বিশের পরদার বন্দোবস্ত আছে। দালানের সারি সারি খিলানের ফুকর উহাদের দ্বারা আবৃত হয়। দালানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একটী গঙ্গাজলের জালা। মন্দিরের চৌকাঠের নিকট একটী পাত্রে শ্রীচরণামৃত। ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুর প্রণাম করিয়া ঐ চরণামৃত লইবেন। মন্দিরমধ্যে সিংহাসনারূঢ় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ; শ্রীরামকৃষ্ণ এই মন্দিরে প্রথম পূজারীর কার্য্যে ব্রতী হন। ১৮৫৭-৫৮খৃঃ।

শ্রীশ্রীভবতারিণী মা কালী।

দক্ষিণের মন্দিরে সুন্দর পাষাণময়ী কালীপ্রতিমা। মার নাম ভবতারিণী। শ্বেতকৃষ্ণমর্ম্মরপ্রস্তরাবৃত মন্দিরতল ও সোপানযুক্ত উচ্চ বেদী। বেদীর উপরে রৌপ্যময় সহস্রদল পদ্ম, তাহার উপর শিব, শব হইয়া দক্ষিণদিকে মস্তক—উত্তরদিকে পা করিয়া, পড়িয়া আছেন। শিবের প্রতিকৃতি শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত। তাঁহার হৃদয়োপরি বাণারসী-চেলিপরিহিতা, নানাভরণালঙ্কৃতা, এই সুন্দর ত্রিনয়নী শ্যামাকালীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি। শ্রীপাদপদ্মে নূপুর, গুজরী, পঞ্চম, পাঁজেব, চুটকী—আর জবা বিল্বপত্র। পাঁজেব পশ্চিমের মেয়েরা পরে। পরমহংসদেবের ভারি সাধ, তাই মথুরবাবু পরাইয়াছেন। মার হাতে সোণার বাউটি, তাবিজ ইত্যাদি। অগ্রহাতে—বালা, নারিকেল-ফুল, পঁইচে, বাউটি; মধ্যহাতে—তাঁড, তাবিজ ও বাজু; তাবিজের ঝাঁপা দোদুল্যমান। গলদেশে চিক, মুক্তার সাতনর মালা, সোণার বত্রিশ নর, তারাহার ও সুবর্ণনির্ম্মিত মুণ্ডমালা, মাথায় মুকুট, কাণে কাণবালা, কাণপাস, ফুলঝুম্‌কো, চৌদানী ও মাছ। নাসিকায় নৎ, নোলক দেওয়া। ত্রিনয়নীর বামহস্তদ্বয়ে নৃমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণহস্তদ্বয়ে বরাভয়। কটিদেশে নরকর-মালা, নিমফল ও কোমরপাটা। মন্দির মধ্যে উত্তরপূর্ব্ব কোণে বিচিত্র শয্যা;—মা বিশ্রাম করেন। দেওয়ালের একপার্শ্বে চামর ঝুলিতেছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ চামর লইয়া কতবার মাকে বীজন করিয়াছেন। বেদীর উপর পদ্মাসনে রূপার গেলাসে জল। তলায় সারি সারি ঘটী, তন্মধ্যে শ্যামার পান করিবার জল। পদ্মাসনের উপর পশ্চিমে অষ্টধাতুনির্ম্মিত সিংহ; পূর্ব্বে গোধিকা ও ত্রিশূল। বেদীর অগ্নিকোণে শিবা, দক্ষিণে কাল প্রস্তরের বৃষ ও ঈশানকোণে হংস। বেদী উঠিবার সোপানে রৌপ্যময় ক্ষুদ্র সিংহাসনোপরি নারায়ণশিলা; এক-পার্শ্বে পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী-হইতে-প্রাপ্ত অষ্টধাতুনির্ম্মিত রামলালা নামধারী শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ মূর্ত্তি ও বাণেশ্বর শিব। আরও অন্যান্য দেবতা আছেন। দেবীপ্রতিমা দক্ষিণাস্যা। ভবতারিণীর ঠিক সম্মুখে, অর্থাৎ বেদীর ঠিক দক্ষিণে, ঘটস্থাপনা হইয়াছে। সিন্দূররঞ্জিত, পূজান্তে

নানাকুসুমবিভূষিত, পুষ্পমালাশোভিত,মঙ্গলঘট। দেওয়ালের একপার্শ্বে জলপূর্ণ তামার ঝারি ;—মা মুখ ধুইবেন। ঊর্দ্ধে মন্দিরের চাঁদোয়া, বিগ্রহের পশ্চাৎদিকে সুন্দর বাণারসী বস্ত্রখণ্ড লম্বমান! বেদীর চারি কোণে রৌপ্যময় স্তম্ভ। তদুপরি বহুমূল্য চন্দ্রাতপ—উহাতে প্রতিমার শোভা বর্দ্ধন হইয়াছে। মন্দির দুহারা। দালানটীর কয়েকটী ফুকর সুদৃঢ় কপাট দ্বারা সুরক্ষিত। একটী কপাটের কাছে চৌকীদার বসিয়া আছে। মন্দিরের দ্বারে পঞ্চপাত্রে শ্রীচরণামৃত। মন্দিরশীর্ষ নবরত্ন-মণ্ডিত। নীচের থাকে চারিটী চূড়া, মধ্যের থাকে চারিটী ও সর্ব্বোপরি একটী। একটী চূড়া এখন ভাঙ্গিয়া রহিয়াছে। এই মন্দিরে এবং ৺রাধাকান্তের ঘরে পরমহংসদেব পূজা করিয়াছিলেন।

নাটমন্দির।

কালীমন্দিরের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে সুন্দর সুবিস্তৃত নাটমন্দির। নাটমন্দিরের উপর শ্রীশ্রীমহাদেব ও নন্দী ও ভৃঙ্গী। মার মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ৺মহাদেবকে হাত যোড করিয়া প্রণাম করিতেন—যেন তাঁহার আজ্ঞা লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে-ছেন। নাটমন্দিরে উত্তর দক্ষিণে স্থাপিত দুই সারি অতি উচ্চ স্তম্ভ। তদুপরি ছাদ। স্তম্ভশ্রেণীর পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে নাটমন্দিরের দুই পক্ষ। পূজার সময়, মহোৎসবকালে, বিশেষতঃ কালীপূজার দিন, নাট-মন্দিরে যাত্রা হয়। এই নাটমন্দিরে রাসমণীর জামাতা মথুরবাবু শ্রীরাম-কৃষ্ণের উপদেশে ধান্যমেরু করিয়াছিলেন। এই নাটমন্দিরেই সর্ব্ব-সমক্ষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবী পূজা করিয়াছিলেন।

ভাঁড়ার, ভোগঘর, অতিথিশালা। বলিস্থান।

চকমিলান উঠানের পশ্চিমপার্শ্বে দ্বাদশমন্দির, আর তিন পার্শ্বে একতলা ঘর। পূর্ব্বপার্শ্বের ঘরগুলির মধ্যে ভাঁড়ার, 'লুচিঘর,' বিষ্ণুর ভোগঘর, নৈবেদ্যের ঘর, মায়ের ভোগঘর, ঠাকুরদের রান্নাঘর ও অতিথি-শালা। অতিথি, সাধু; যদি অতিথিশালায় না খান, তাহা হইলে দপ্তর-খানায় খাজাঞ্চীর কাছে যাইতে হয়। খাজাঞ্চী ভাণ্ডারীকে হুকুম দিলে সাধু ভাঁড়ার হইতে সিধা লন। নাটমন্দিরের দক্ষিণে বলিদানের স্থান।

বিষ্ণুঘরের রান্না নিরামিষ। কালীঘরের ভোগের ভিন্ন রন্ধনশালা। রন্ধনশালার সম্মুখে দাসীরা বড় বড় বঁটি লইয়া মাছ কুটিতেছে। অমাবস্যায় একটী ছাগ বলি হয়। ভোগ দুই প্রহর মধ্যে হইয়া যায়। ইতিমধ্যে অতিথিশালায় এক এক শালপাতা লইয়া সারি সারি কাঙ্গাল, বৈষ্ণব, সাধু, অতিথি, বসিয়া পড়ে। ব্রাহ্মণদের পৃথক্‌স্থান করিয়া দেওয়া হয়। কর্ম্মচারী ব্রাহ্মণদের পৃথক আসন হয়। খাজাঞ্চীর প্রসাদ তাঁহার ঘরে পঁহুছাইয়া দেওয়া হয়। জানবাজারের বাবুরা আসিলে কুঠীতে থাকেন। সেইখানেই প্রসাদ পাঠান হয়।

দপ্তরখানা।

উঠানের দক্ষিণে সারি সারি ঘরগুলিতে দপ্তরখানা ও কর্ম্মচারীদিগের থাকিবার স্থান। এখানে খাজাঞ্চী,মুহুরী সর্ব্বদা থাকেন, আর ভাণ্ডারী, দাস দাসী, পূজারী, রাঁধুনী, ব্রাহ্মণঠাকুর ইত্যাদির ও দ্বারবান্‌দের সর্ব্বদা যাতায়াত। কোনও কোনও ঘর চাবি দেওয়া, তন্মধ্যে ঠাকুরবাড়ীর আসবাব, সতরঞ্চ, সামিয়ানা ইত্যাদি থাকে। এই সারির কয়েকটা ঘর পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভাঁড়ার ঘর করা হইত। তাহার দক্ষিণদিকের ভূমিতে মহামহোৎসবের রান্না হইত।

উঠানের উত্তরে একতলা ঘরের শ্রেণী। তাহার ঠিক মাঝখানে দেউড়ী। চাঁদনীর ন্যায় সেখানেও দ্বারবানেরা পাহারা দিতেছে। উভয় স্থানে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বাহিরে জুতা রাখিয়া যাইতে হইবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর।

উঠানের ঠিক উত্তর-পশ্চিমকোণে অর্থাৎ দ্বাদশ মন্দিরের ঠিক উত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর। ঘরের ঠিক পশ্চিমদিকে অর্দ্ধমণ্ডলাকার একটী বারাণ্ডা। সেই বারাণ্ডায় শ্রীরামকৃষ্ণ পশ্চিমাস্য হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। এই বারাণ্ডার পরেই পথ। তাহার পশ্চিমে পুষ্পোদ্যান,তৎপরে পোস্তা। তাহার পরেই পূতসলিলা সর্ব্বতীর্থময়ী কলকলনাদিনী গঙ্গা।

নহবৎ ও বকুলতলা। পঞ্চবটী।

পরমহংসদেবের ঘরের ঠিক উত্তরে একটী চতুষ্কোণ বারাণ্ডা, তাহার উত্তরে উদ্যানপথ। তাহার উত্তরে আবার পুষ্পোদ্যান। তাহার পরেই

নহবৎখানা। নহবতের নীচের ঘরে তাঁহার স্বর্গীয়া পরমারাধ্যা বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী, ও পরে শ্রীশ্রীমা, থাকিতেন। নহবতের পরেই বকুলতলা ও বকুলতার ঘাট। এখানে পাড়ার মেয়েরা স্নান করেন। এই ঘাটে পরমহংসদেবের বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীর ৺গঙ্গালাভ হয়। ১৮৭৭ খৃঃ।

বকুলতলার আর কিছু উত্তরে পঞ্চবটী। এই পঞ্চবটীর পাদমূলে বসিয়া পরমহংসদেব অনেক সাধনা করিয়াছিলেন, আর ইদানীং ভক্তসঙ্গে এখানে সর্ব্বদা পাদচারণ করিতেন। গভীর রাত্রে সেখানে কখন কখন উঠিয়া যাইতেন। পঞ্চবটীর বৃক্ষগুলি—বট, অশ্বত্থ, নিম্ব, আমলকী ও বিল্ব—ঠাকুর নিজের তত্ত্বাবধানে রোপণ করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখানে রজঃ ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই পঞ্চবটীর ঠিক পূর্ব্ব গায়ে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতে আসিয়া অনেক ঈশ্বরচিন্তা, অনেক তপস্যা, করিয়াছিলেন। এই কুটীর এক্ষণে পাকা হইয়াছে।

পঞ্চবটীমধ্যে সাবেক একটী বটগাছ আছে। তৎসঙ্গে একটী অশ্বত্থগাছ। দুইটী মিলিয়া যেন একটী হইযাছে। বৃদ্ধ গাছটী বয়সাধিক্যবশতঃ বহুকোটরবিশিষ্ট ও নানাপক্ষিসমাকুল ও অন্যান্য জীবেরও আবাসস্থান হইয়াছে। পাদপমূল ইষ্টকনির্ম্মিত, সোপানযুক্ত, মণ্ডলাকার বেদীসুশোভিত। এই বেদীর উত্তর পশ্চিমাংশে আসীন হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সাধনা করিয়াছিলেন, আর বৎসের জন্য যেমন গাভী ব্যাকুলা হয়, সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে কত ডাকিতেন। আজ সেই পবিত্র আসনোপরি বটবৃক্ষের সখিবৃক্ষ অশ্বত্থের একটী ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। ডালটী একবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই। মূলতরুর সঙ্গে অর্দ্ধসংলগ্ন হইয়া আছে। বুঝি সে আসনে বসিবার এখনও কোনও মহাপুরুষ জন্মেন নাই।

ঝাউতলা ও বেলতলা। কুটী।

পঞ্চবটীর আরও উত্তরে খানিকটা গিয়া লোহার তারের রেল আছে। সেই রেলের ওপারে ঝাউতলা। সারি সারি চারিটী ঝাউগাছ। ঝাউতলা দিয়া পূর্ব্বদিকে খানিকটা গিয়া বেলতলা। এখানেও পরমহংসদেব

অনেক কঠিন সাধনা করিয়াছিলেন। ঝাউতলা ও বেলতলার পরেই উন্নত প্রাচীর। তাহারই উত্তরে গবর্ণমেণ্টের বারুদঘর।

উঠানের দেওড়ী হইতে উত্তরমুখে বহির্গত হইয়া দেখা যায় সম্মুখে দ্বিতল কুঠী। ঠাকুর বাড়ীতে আসিলে রাণী রাসমণি, তাঁহার জামাই মথুরবাবু প্রভৃতি এই কুঠীতে থাকিতেন। তাঁহাদের জীবদ্দশায় পরমহংসদেব এই কুঠীর বাড়ীতে নীচের পশ্চিমের ঘরে থাকিতেন। এই ঘর হইতে বকুলতলার ঘাটে যাওয়া যায় ও বেশ গঙ্গা দর্শন হয়।

বাসনমাজার ঘাট, গাজীতলা ও দুই ফটক।

উঠানের দেউড়ী ও কুঠীর মধ্যবর্ত্তী যে পথ সেই পথ ধরিয়া পূর্ব্বদিকে যাইতে যাইতে ডানদিকে একটি বাঁধাঘাটবিশিষ্ট সুন্দর পুষ্করিণী। মা-কালীর মন্দিরের ঠিক পূর্ব্বদিকে এই পুকুরের একটা বাসনমাজার ঘাট ও উল্লিখিত পথের অনতিদূরে আর একটা ঘাট। ঐ পথপার্শ্বস্থিত ঘাটের নিকট একটা গাছ আছে, তাহাকে গাজিতলা বলে। ঐ পথ ধরিয়া আর একটু পূর্ব্বমুখে যাইলে আবার একটা দেউড়ী,—বাগান হইতে বাহিরে আসিবার সদর ফটক। এই ফটক দিয়া আলমবাজার বা কলিকাতার লোক যাতয়াত করেন। দক্ষিণেশ্বরের লোক খিড়কী ফটক দিয়া আসেন। কলিকাতার লোক প্রায়ই এই সদর ফটক দিয়া কালীবাড়ীতে প্রবেশ করেন। সেখানেও দ্বারবান বসিয়া পাহারা দিতেছে। কলিকাতা হইতে পরমহংসদেব যখন গভীর রাত্রে কালীবাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন, তখন এই দেউড়ীর দ্বারবান্ চাবি খুলিয়া দিত। পরমহংসদেব দ্বারবান্‌কে ডাকিয়া ঘরে লইয়া যাইতেন, ও লুচিমিষ্টান্নাদি ঠাকুরের প্রসাদ তাহাকে দিতেন।

হাঁসপুকুর, আস্তাবল, গোশালা। পুষ্পোদ্যান।

পঞ্চবটীর পূর্ব্বদিকে আর একটা পুষ্করিণী, নাম হাঁসপুকুর। ঐ পুষ্করণীর উত্তরপূর্ব্ব কোণে আস্তাবল ও গোশালা। গোশালার পূর্ব্বদিকে খিড়কী ফটক। এই ফটক দিয়া দক্ষিণেশ্বরের গ্রামে যাওয়া যায়। যে সকল পূজারী বা অন্য কর্ম্মচারী পরিবার আনিয়া দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়াছেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের ছেলে মেয়েরা এই পথ দিয়া যাতয়াত করেন।

উদ্যানের দক্ষিণপ্রান্ত হইতে উত্তরে বকুলতলা ও পঞ্চবটী পর্য্যন্ত গঙ্গার ধার দিয়া পথ গিয়াছে। সেই পথের দুইপার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। আবার কুঠীর দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বপশ্চিমে যে পথ গিয়াছে, তাহারও দুই পার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। গাজিতলা হইতে গোশালা পর্য্যন্ত, কুঠী ও হাঁসপুকুরের পূর্ব্বদিকে যে ভূমিখণ্ড, তাহার মধ্যেও নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষ ফলের বৃক্ষ ও একটী পুষ্করিণী আছে।

অতি প্রত্যূষে পূর্ব্বদিক রক্তিমবর্ণ হইতে না হইতে যখন মঙ্গলারতির সুমধুর শব্দ হইতে থাকে ও শানাইয়ে প্রভাতি রাগরাগিণী বাজিতে থাকে, তখন হইতেই মা কালীর বাগানে পুষ্পচয়ন আরম্ভ হয়। গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীর সম্মুখে বিল্ববৃক্ষ ও সৌরভপূর্ণ গুলচী ফুলের গাছ। মল্লিকা, মাধবী ও গুলচী ফুল শ্রীরামকৃষ্ণ বড় ভালবাসেন। মাধবীলতা শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে আনিয়া তিনি পুঁতিয়া দিয়াছিলেন। হাঁসপুকুর ও কুঠীর পূর্ব্বদিকে যে ভূমিখণ্ড, তন্মধ্যে পুকুরের ধারে চম্পক বৃক্ষ। কিয়দ্দূরে ঝুমকাজবা,গোলাপও কাঞ্চনপুষ্প। বেড়ার উপর অপরাজিতা —নিকটে জুঁই কোথাও বা সেফালিকা। দ্বাদশ মন্দিরের পশ্চিম গায়ে বরাবর শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, গোলাপ, জুঁই, বেল। ক্বচিৎ বা ধুস্তুরপুষ্প—মহাদেবের পূজা হইবে। মাঝে মাঝে তুলসী—উচ্চ ইষ্টকনির্ম্মিত মঞ্চের উপর রোপণ করা হইয়াছে। নহবতের দক্ষিণদিকে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ। বাঁধাঘাটের অনতিদূরে পদ্মকরবী ও কোকিলাক্ষ। পরমহংসদেবের ঘরের পাশে দুই একটী কৃষ্ণচূড়ার বৃক্ষ ও আশে পাশে বেল, জুঁই গন্ধরাজ, গোলাপ, মল্লিকা, জবা, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী , আবার পঞ্চমুখী জবা, চীন জাতীয় জবা।

শ্রীরামকৃষ্ণও এককালে পুষ্পচয়ন করিতেন। এক দিন পঞ্চবটীর সম্মুখস্থ একটী বিল্ববৃক্ষ হইতে বিল্বপত্র চয়ন করিতেছিলেন। বিল্বপত্র তুলিতে গিয়া গাছের খানিকটা ছাল উঠিয়া আসিল। তখন তাঁহার এইরূপ অনুভূতি হইল যে যিনি সর্ব্বভূতে আছেন, তাঁর না জানি কত কষ্ট হইল! অমনি আর বিল্বপত্র তুলিতে পারিলেন না। আর এক দিন পুষ্পচয়ন করিবার জন্য বিচরণ করিতেছিলেন এমন সময় কে যেন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।


শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।


শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন।


শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।


ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার।

অনেকগুলি ভক্তদের চেহারা —(ঠাকুরের সময়ে, ১৮৮২—১৮৮৬)।



গিরীন্দ্র, মহিমাচরণ, গঙ্গাধর, হরিশ, বুড়োগোপাল, শশী। বিনোদ, মাষ্টার, কালী, নবগোপাল, ভূপতি। মনিমল্লিক, ফকির, সুরেন্দ্র। অতুল, তারক, ছোটগোপাল, বৈকুণ্ঠ, বাবুরাম
নিরঞ্জন, শরৎ। অমৃত, পল্টু, ভবনাথ, নরেন্দ্র, রাম, বলরাম রাখাল, নৃত্যগোপাল যোগীন, দেবেন্দ্র প্রভৃতি।

দপ করিয়া দেখাইয়া দিল যে,কুসুমিত বৃক্ষগুলি যেন এক একটী ফুলের তোড়া এই বিরাট শিবমূর্ত্তির উপর শোভা পাইতেছে—যেন তাঁহারই অহর্নিশি পূজা হইতেছে। সেই দিন হইতে আর ফুল তোলা হইল না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বারাণ্ডা।

পরমহংসদেবের ঘরের পূর্ব্বদিকে বরাবর বারাণ্ডা। বারাণ্ডার এক ভাগ উঠানের দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণমুখো। এ বারাণ্ডায় পরমহংসদেব প্রায় ভক্তসঙ্গে বসিতেন ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা কহিতেন বা সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। এই পূর্ব্ব বারাণ্ডার অপরার্দ্ধ উত্তরমুখো। এ বারাণ্ডায় ভক্তেরা তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার জন্মোৎসব করিতেন, তাঁহার সঙ্গে বসিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, আবার তিনি তাঁহাদের সহিত এক-সঙ্গে বসিয়া কত বার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। এই বারাণ্ডায় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন শিষ্যসমভিব্যাহারে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে কত আলাপ করিয়াছেন, আমোদ করিতে করিতে মুড়ি, নারিকেল, লুচি, মিষ্টান্নাদি একসঙ্গে বসিয়া খাইয়া গিয়াছেন। এই বারাণ্ডায় নরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

আনন্দ নিকেতন।

কালীবাড়ী আনন্দ-নিকেতন হইয়াছে। রাধাকান্ত, ভবতারিণী ও মহাদেবের নিত্যপূজা, ভোগরাগাদি ও অতিথিসেবা। এক দিকে ভাগীরথীর বহুদূর পর্য্যন্ত পবিত্র দর্শন। আবার সৌরভাকুল সুন্দর নানাবর্ণরঞ্জিত কুসুমবিশিষ্ট মনোহর পুষ্পোদ্যান। তাহাতে আবার একজন চেতনমানুষ অহর্নিশি ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন! আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব! নহবৎ হইতে রাগরাগিণী সর্ব্বদা বাজি-তেছে! একবার প্রভাতে বাজিতে থাকে, মঙ্গলারতির সময়। তার পর বেলা নয়টার সময়—যখন পূজা আরম্ভ হয়। তার পর বেলা দ্বিপ্রহরের সময়—তখন ভোগ আরতির পর ঠাকুর ঠাকুরাণীরা বিশ্রাম করিতে যান। আবার বেলা চারিটার সময় নহবৎ বাজিতে থাকে—তখন তাঁহারা বিশ্রাম লাভের পর গাত্রোত্থান করিতেছেন ও মুখ ধুইতেছেন। তার পর আবার সন্ধ্যারতির সময়। অবশেষে রাত নয়টার সময় যখন শীতলের পর ঠাকুরের শয়ন হয়,তখন আবার নহবৎ বাজিতে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম দর্শন। ১৮৮২—মার্চ্চ মাস।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা, রাসপঞ্চাধ্যায়।

গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী। মা-কালীর মন্দির। বসন্তকাল, ইংরাজী ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস। ঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েক-দিন পরে। শ্রীযুক্ত কেশব সেন ও Joseph Cook সঙ্গে ২৩শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ঠাকুর Steamer এ বেড়াইয়াছিলেন—তাহারই কয়েকদিন পরে। সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত। এই প্রথম দর্শন। দেখিলেন একঘর লোক নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন। ঠাকুর তক্তাপোষে বসিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া সহাস্যবদনে হরিকথা কহিতেছেন। ভক্তেরা মেজ্যায় বসিয়া আছেন।

[কর্ম্মত্যাগ কখন ?]

মাষ্টার দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎকথা কহিতেছেন, আর সর্ব্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নাম গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "যখন একবার হরি বা একবার রাম নাম কর্‌লে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম্ম—আর কর্‌তে হবে না। তখন কর্ম্মত্যাগের অধিকার হয়েছে—কর্ম্ম আপনা আপনি ত্যাগ হ'য়ে যাচ্ছে। তখন কেবল রামনাম, কি হরিনাম, কি শুদ্ধ ওঁকার, জ'পলেই হ'ল।" আবার বলিলেন, "সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয়।"

মাষ্টার সিধুর* সঙ্গে বরাহনগরে এ বাগানে ও বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন। আজ রবিবার, অবসর আছে,

* শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মজুমদার, উত্তর বরাহনগরে বাড়ী।

তাই বেড়াইতে এসেছেন। শ্রীযুক্ত প্রসন্ন বাঁড়ুয্যের বাগানে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে বেড়াইতেছিলেন। তখন সিধু বলিয়াছিলেন, 'গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার বাগান আছে, সে বাগানটি কি দেখ্‌তে যাবেন? সেখানে এক জন পরমহংস আছেন।'

বাগানে সদর ফটক দিয়া ঢুকিয়াই মাষ্টার ও সিধু বরাবর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আসিলেন। মাষ্টার অবাক্ হইয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছেন, আহা কি সুন্দর স্থান। কি সুন্দর মানুষ! কি সুন্দর কথা। এখান থেকে নড়্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ছে না। কিয়ৎক্ষণ পরে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'একবার দেখি কোথায় এসেছি। তার পর এখানে এসে ব'স্‌ব।'

সিধুর সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিতে না আসিতে আরতির মধুর শব্দ হইতে লাগিল। এককালে কাঁসর ঘন্টা খোল করতালি বাজিয়া উঠিল। বাগানের দক্ষিণ সীমান্ত হইতে নহবতের মধুর শব্দ আসিতে লাগিল। সেই শব্দ ভাগীরথী বক্ষে যেন ভ্রমণ করিতে করিতে অতি দূরে গিয়া কোথায় মিশিয়া যাইতে লাগিল। মন্দ মন্দ কুসুমগন্ধবাহী বসন্তানিল। সবে জ্যোৎস্না উঠিতেছে। ঠাকুরদের আরতির যেন চতুর্দ্দিকে আয়োজন হইতেছে। মাষ্টার, দ্বাদশ শিবমন্দিরে, শ্রীশ্রী-রাধাকান্তের মন্দিরে ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে আরতি দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। সিধু বলিলেন, "এটী রাসমণির দেবালয়। এখানে নিত্যসেবা। অনেক অতিথি, কাঙ্গাল আসে।"

কথা কহিতে কহিতে ভবতারিণীর মন্দির হইতে বৃহৎ পাকা উঠানের মধ্য দিয়া পাদচারণ করিতে করিতে দুইজনে আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। এবার দেখি-লেন, ঘরের দ্বার দেওয়া।

এই মাত্র ধূনা দেওয়া হইয়াছে। মাষ্টার ইংরাজী পড়িয়াছেন, ঘরে হঠাৎ প্রবেশ করিতে পারিলেন না। দ্বারদেশে বৃন্দে (ঝি) দাঁড়াইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, সাধুটী কি এখন এর ভিতর আছেন?" বৃন্দে বলিল, হাঁ, এই ঘরের ভিতরে আছেন।

মাষ্টার। ইনি এখানে কত দিন আছেন?

বৃন্দে। তা অনেক দিন আছেন—

মাষ্টার। আচ্ছা, ইনি কি খুব বই টই পড়েন?

বৃন্দে। আর বাবা বই টই! সব ওঁর মুখে!

মাষ্টার সবে পড়া শুনা ক'রে এসেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বই পড়েন না শুনে আরও অবাক্ হ'লেন।

মাষ্টার। আচ্ছা, ইনি বুঝি এখন সন্ধ্যা ক'র্‌বেন?—আমরা কি এ ঘরের ভিতর যেতে পারি?—তুমি একবার খবর দিবে?

বৃন্দে। তোমরা যাও না বাবা! গিয়ে ঘরে বোসো।

তখন তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, ঘরে আর অন্য কেহ নাই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে একাকী তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে ধূনা দেওয়া হইয়াছে ও সমস্ত দরজা বন্ধ। মাষ্টার প্রবেশ করিয়াই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিতে অনুজ্ঞা করিলে তিনিও সিধু মেজেতে বসিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় থাকো, কি করো, বরাহনগরে কি ক'র্‌তে এসেছ," ইত্যাদি। মাষ্টার সমস্ত পরিচয় দিলেন। কিন্তু দেখিতে লাগিলেন যে, ঠাকুর মাঝে মাঝে যেন অন্যমনস্ক হইতেছেন। পরে শুনিলেন, এরই নাম ভাব। যেমন কেহ ছিপ হাতে করিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছে। মাছ আসিয়া টোপ খাইতে থাকিলে ফাত্‌না যখন নড়ে, সে ব্যক্তি যেমন শশব্যস্ত হইয়া ছিপ্‌-হাতে করিয়া ফাত্‌নার দিকে, একদৃষ্টে একমনে চাহিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কয় না; এ ঠিক সেইরূপ ভাব। পরে শুনিলেন ও দেখিলেন, ঠাকুরের সন্ধ্যার পর এইরূপ ভাবান্তর হয়, কখন কখন তিনি একবারে বাহ্যশূন্য হ'ন।

মাষ্টার। আপনি এখন সন্ধ্যা ক'র্‌বেন, তবে এখন আমরা আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)। না—সন্ধ্যা—তা এমন কিছু নয়।

আর কিছু কথা-বার্ত্তার পর মাষ্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "আবার এসো।"

মাষ্টার ফিরিবার সময় ভাবিতে লাগিলেন, "এ সৌম্য কে—যাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে?—বই না পড়িলে কি মানুষ

মহৎ হয়?—কি আশ্চর্য্য, আবার আসিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইনিও বলিয়াছেন, আবার এসো।—কাল কি পরশ্ব সকালে আসিব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় দর্শন ও গুরুশিষ্য-সংবাদ।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

দ্বিতীয় দর্শন সকাল বেলা, বেলা আটটার সময়। ঠাকুর তখন কামাতে যাচ্ছেন। এখনও একটু শীত আছে। তাই তাঁহার গায়ে moleskinএর র‍্যাপার। র‍্যাপারের কিনারা শালু দিয়ে মোড়া। মাষ্টারকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি এসেছ? আচ্ছা, এখানে বসো।

এ কথা দক্ষিণ পূর্ব্ব বারাণ্ডায় হইতেছিল। নাপিত উপস্থিত। সেই বারাণ্ডায় ঠাকুর কামাইতে বসিলেন ও মাঝে মাঝে মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। গায়ে ঐরূপ র‍্যাপার; পায়ে চটি জুতা, সহাস্যবদন। কথা কহিবার সময় কেবল একটু তোত্‌লা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) হ্যাঁগা, তোমার বাড়ী কোথায়?

মাষ্টার। আজ্ঞা, কলিকাতায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানে কোথায় এসেছ?

মাষ্টার। এখানে বরাহনগরে বড় দিদির বাড়ী আসিয়াছি। ঈশান কবিরাজের বাটী। শ্রীরামকৃষ্ণ। ওহ্‌ ঈশেনের বাড়ী।

[শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ও মার কাছে ঠাকুরের ক্রন্দন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। হ্যাঁগা, কেশব কেমন আছে? বড় অসুখ হয়েছিল।

মাষ্টার। আমিও শুনেছিলুম বটে, এখন বোধ হয় ভাল আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি আবার কেশবের জন্য মার কাছে ডাব-চিনি মেনেছিলুম। শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেতো, আর মার কাছে কাঁদ্‌তুম; বল্‌তুম, মা কেশবের অসুখ ভাল ক'রে দাও, কেশব না থাক্‌লে আমি কল্‌কাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব? তাই ডাব-চিনি মেনেছিলুম্।

"হ্যাঁগা, কুক্‌-সাহেব না কি এক জন এসেছে? সে না কি লেক্‌চার দিচ্ছে? আমাকে কেশব জাহাজে তুলে নিয়ে গিছল। কুক্‌সাহেবও ছিল।

মাষ্টার। আজ্ঞা, এই রকম শুনেছিলুম বটে; কিন্তু আমি তাঁর লেক্‌চার শুনি নাই। আমি তাঁর বিষয় বিশেষ জানি না।

[গৃহস্থ ও পিতার কর্ত্তব্য।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রতাপের ভাই এসেছিল। এখানে কয় দিন ছিল। কাজ কর্ম্ম নাই। বলে, আমি এখানে থাক্‌ব! শুন্‌লাম, মাগছেলে সব শ্বশুরবাড়ীতে রেখেছে। অনেকগুলি ছেলে-পিলে। আমি বক্‌লুম। দেখ দেখি, ছেলে-পিলে হয়েছে, তাদের কি আবার ওপাড়ার লোকে এসে খাওযাবে দাওয়াবে, মানুষ ক'র্‌বে? লজ্জা করে না যে, মাগছেলেদের আর একজন খাওয়াচ্ছে, আর তাদের শ্বশুরবাড়ী ফেলে রেখেছে! আমরা অনেক বক্‌লুম, আব কর্ম্ম কাজ খুজে নিতে বল্‌লুম। তবে এখান থেকে যেতে চায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

[মাষ্টারকে তিরস্কার ও তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণকরণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। তোমাব কি বিবাহ হ'য়েছে?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ। শ্রীরামকৃষ্ণ (শিহরিয়া) ওরে রামলাল! যাঃ বিয়ে ক'রে ফেলেছে!

শ্রীযুক্ত রামলাল, ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কালীবাড়ীর পূজারী।

মাষ্টার ঘোরতর অপরাধীর ন্যায় অবাক হইয়া অবনত মস্তকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, বিয়ে করা কি এত দোষ!

ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি ছেলে হ'য়েছে?

মাষ্টারের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে। ভয়ে ভয়ে বলিলেন— আজ্ঞে, ছেলে হ'য়েছে। ঠাকুর আবার আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, যাঃ ছেলে হ'য়ে গেছে! তিরস্কৃত হইয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কৃপাদৃষ্টি করিয়া সস্নেহে বলিতে লাগিলেন, "দেখ,

তোমার লক্ষণ ভাল ছিল, আমি কপাল চোক এ সব দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারি। * * আচ্ছা, তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?"

[জ্ঞান কাহাকে বলে? প্রতিমা পূজা।]

মাষ্টার। আজ্ঞা ভাল, কিন্তু অজ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। আর তুমি জ্ঞানী?

তিনি জ্ঞান কাহাকে বলে, অজ্ঞান কাহাকে বলে, এখনও জানেন নাই। এখন এই পর্য্যন্ত জানিতেন যে, লেখা পড়া শিখিলে ও বই পড়িতে পারিলে জ্ঞান হয়। এই ভ্রম পরে দূর হইয়াছিল, তখন শুনিলেন, যে ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান। ঠাকুর বলিলেন—'তুমি কি জ্ঞানী!' মাষ্টারের অহঙ্কারে আবার বিশেষ আঘাত লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, তোমার 'সাকারে' বিশ্বাস, না 'নিরাকারে'?

মাষ্টার (অবাক্ হইয়া, স্বগতঃ)। সাকারে বিশ্বাস থাকিলে কি নিরাকারে বিশ্বাস হয়? ঈশ্বর নিরাকার, এ বিশ্বাস থাকিলে, ঈশ্বর সাকার এ বিশ্বাস কি হইতে পারে? বিরুদ্ধ অবস্থা দুটাই কি সত্য হইতে পারে? সাদা জিনিষ, দুধ, কি আবার কালো হ'তে পারে?

মাষ্টার। আজ্ঞা নিরাকার, আমার এইটী ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বেশ। একটাতে বিশ্বাস থাক্‌লেই হ'ল। নিরাকারে বিশ্বাস, তাত ভালই। তবে এ বুদ্ধি কোরো না যে,—এইটী কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা। এইটী জেনো যে নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটী বিশ্বাস, সেইটীই ধ'রে থাক্‌বে।

মাষ্টার দুইই সত্য এই কথা বার বার শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। একথা ত তাঁহার পুথিগত বিদ্যার মধ্যে নাই!

তাঁহার অহঙ্কার তৃতীয়বার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। তাই আবার একটু তর্ক করিতে অগ্রসর হইলেন।

মাষ্টার। আজ্ঞা, তিনি সাকার, এ বিশ্বাস যেন হ'ল। কিন্তু মাটীর প্রতিমা তিনি ত ন'ন—

শ্রীরামকৃষ্ণ। মাটী কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা।

মাষ্টার "চিণ্ময়ী প্রতিমা" বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, আচ্ছা যারা মাটীর প্রতিমা পূজা করে, তাদের ত বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, মাটীর প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ ক'রে পূজা করো ; মাটীকে পূজা করা উচিত নয়।

[লেক্‌চার (Lecture) ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। তোমাদের ক'ল্‌কাতার লোকের ওই এক্! কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া! আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই। তুমি বুঝাবার কে? যাঁর জগৎ তিনি বুঝাবেন! যিনি এই জগৎ ক'রেছেন, চন্দ্র সূর্য্য মানুষ জীব জন্তু করেছেন ; জীবজন্তুদের খাবার উপায়, পালন ক'রবার জন্য মা বাপ, করেছেন, মা বাপের স্নেহ ক'রেছেন, তিনিই বুঝাবেন। তিনি এত উপায় ক'রেছেন, আর এ উপায় কর্‌বেন না? যদি বুঝাবার দরকার হয়, তিনিই বুঝাবেন। তিনি ত অন্তর্য্যামী। যদি ঐ মাটীর প্রতিমা পূজা করাতে, কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না —তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হয়েন। তোমার ওর জন্য মাথা ব্যথা কেন? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর!

এইবার তাঁহার অহঙ্কার বোধ হয় একবারে চূর্ণ হইল।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইনি যা বলছেন তাতো ঠিক। আমার বুঝাতে যাবার কি দরকার? আমি কি ঈশ্বরকে জেনেছি—না আমার তাঁর উপর ভক্তি হয়েছে! "আপনি শুতে স্থান পায় না শঙ্করাকে ডাকে।" জানি না, শুনি না, পরকে বুঝাতে যাওয়া বড়ই লজ্জার কথা ও হীনবুদ্ধির কাজ! একি অঙ্কশাস্ত্র, না ইতিহাস, না সাহিত্য, যে পরকে বুঝাবে? এ যে ঈশ্বরতত্ত্ব! ইনি যা বল্‌ছেন, মনে বেশ লাগ্‌ছে।

ঠাকুরের সহিত তাঁহার এই প্রথম ও শেষ তর্ক।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি মাটীর প্রতিমা পূজা ব'ল্‌ছিলে। যদি মাটীরই হয়, সে পূজাতে প্রয়োজন আছে। নানা রকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন ক'রেছেন। যার জগৎ, তিনিই এ সব করেছেন—অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।

"এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়ীতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানা রকম ব্যঞ্জন ক'রেছেন—যার যা পেটে সয়। কা'রও জন্য মাছের পোলোয়া, কা'রও জন্য মাছের অম্বল, মাছের চড়্চড়ি, মাছ ভাজা, এই সব ক'রেছেন। যেটী যার ভাল লাগে। যেটী যার পেটে সয়। বুঝলে ?

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সংসারার্ণবঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকঃ।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

[ভক্তিলাভের উপায়।]

মাষ্টার (বিনীত ভাবে)। ঈশ্বরের কি ক'রে মন হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের নাম গুণ গান সর্ব্বদা ক'র্তে হয়। আর সৎসঙ্গ—ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু,এঁদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয় কাজের ভিতর রাত দিন থাক্‌লে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জ্জন না হ'লে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।

"যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে।

"ধ্যান ক'র্‌বে মনে, কোণে ও বনে। আর সর্ব্বদা সদসৎ বিচার ক'রবে। ঈশ্বরই সৎ,কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ,কিনা অনিত্য। এই বিচার ক'র্‌তে ক'র্‌তে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ ক'র্‌বে।"

মাষ্টার (বিনীতভাবে)। সংসারে কি রকম ক'রে থাক্‌তে হবে ?

[গৃহস্থ সন্ন্যাস। উপায়—নির্জ্জনে সাধন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। সব কাজ ক'র্‌বে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখ্‌বে। স্ত্রী পুত্র, বাপ, মা, সকলকে নিয়ে থাক্‌বে ও সেবা কর্‌বে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জান্‌বে যে তারা তোমার কেউ নয়।

"বড় মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ ক'চ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীরদিকে মন প'ড়ে আছে। আবার সে, মনিবের ছেলেদের

আপনার ছেলের মত মানুষ করে। বলে, 'আমার রাম' 'আমার হরি'। কিন্তু মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়।

"কচ্ছপ জলে চ'রে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় প'ড়ে আছে জান?—আড়ায় প'ড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব-কর্ম্ম ক'র্‌বে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখ্‌বে।

"ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না ক'রে যদি সংসার ক'র্‌তে যাও, তাহ'লে আরও জড়িয়ে প'ড়্‌বে। বিপদ, শোক,তাপ, এ সবে অধৈর্য্য হ'য়ে যাবে। আর যত বিষয় চিন্তা ক'র্‌বে, ততই আসক্তি বাড়্‌বে।

"তেল হাতে মেখে তবে কাঁটাল ভাঙ্গ্‌তে হয়। তা না হ'লে হাতে আটা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ ক'রে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।

"কিন্তু এই ভক্তি লাভ ক'র্‌তে হ'লে নির্জ্জন হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নির্জ্জনে দই পাত্‌তে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি ক'র্‌লে দই বসে না। তার পর নির্জ্জনে ব'সে সব কাজ ফেলে, দই মন্থন ক'র্‌তে হয়। তবে মাখন তোলা যায়।

"আবার দেখ, এই মনে নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তা কর্‌লে, জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখ্‌লে ঐ মন নীচ হ'য়ে যায়। সংসারে কেবল কামিনী-কাঞ্চন চিন্তা।

"সংসার জল, আর মনটী যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তাহ'লে দুধে জলে মিশে এক হ'য়ে যায়, খাঁটি দুধ খুজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহ'লে ভাসে। তাই নির্জ্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসারজলে ফেলে রাখ্‌লেও মিশ্‌বে না; ভেসে থাক্‌বে।

"সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাক্‌বার জায়গা হয়, এই পর্য্যন্ত। ভগবান্ লাভ হয় না। তাই, টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। এর নাম বিচার। বুঝেছ?"

মাষ্টার। আজ্ঞা, হাঁ; প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক আমি সম্প্রতি প'ড়েছি, তাতে আছে "বস্তুবিচার।"

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, **বস্তুবিচার**। এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে! বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড, মাংস, চর্‌বি, মল, মূত্র এই সব আছে। এই সব বস্তুতে, মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?

(ঈশ্বর দর্শনের উপায়)

মাষ্টার। ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে বাস; তাঁর নাম গুণ গান, বস্তু-বিচার; এই সব উপায় অবলম্বন ক'র্‌তে হয়।

মাষ্টার। কি অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। **খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়।** মাগ ছেলের জন্য লোকে এক ঘটি কাঁদে; টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়; কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? ডাকার মত ডাক্‌তে হয়। [এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—

"ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাক্‌তে পারে।
কেমন শ্যামা থাক্‌তে পারে, কেমন কালী থাক্‌তে পারে॥
মন যদি একান্ত হও, জবা বিল্বদল লও, ভক্তি চন্দন মিশাইয়ে (মার) পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও॥

"**ব্যাকুলতা** হ'লেই অরুণ উদয় হ'ল। তার পর সূর্য্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন।

"তিন টান হ'লে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর, আর সতীর পতির উপর, টান। এই তিন টান যদি কা'রও এক সঙ্গে হয়, সেই জোরে ঈশ্বরকে লাভ কর্‌তে পারে।

"কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাস্‌তে হবে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয় ভালবাসে। এই তিন জনের ভালবাসা, এই তিন টান, একত্র কর্‌লে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পার্‌লে তাঁর দর্শন লাভ হয়।

"ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকা চাই। বিড়ালের ছানা কেবল মিউ মিউ ক'রে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানে থাকে—কখনও হেঁশালে, কখনও মাটীর, উপর, কখনও বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হ'লে সে কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে, আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় দর্শন।

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥"

(নরেন্দ্র, ভবনাথ, মাষ্টার)

মাষ্টার তখন বরাহনগরে ভগিনীর বাড়ীতে ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করা অবধি সর্ব্বক্ষণ তাঁহারই চিন্তা। সর্ব্বদাই যেন সেই আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিতেছেন ও তাঁহার সেই অমৃতময়ী কথা শুনিতেছেন! ভাবিতে লাগিলেন, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিরূপে এই সব গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেন ও জানিলেন? আর এত সহজে এই সকল কথা বুঝাইতে তিনি এ পর্য্যন্ত কাহাকেও কখনও দেখেন নাই। কখন তাঁহার কাছে যাইবেন ও আবার তাঁহাকে দর্শন করিবেন এই কথা রাত্র দিন ভাবিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে রবিবার আসিয়া পড়িল। বরাহনগরের নেপাল বাবুর সঙ্গে বেলা ৩টা ৪টার সময় তিনি দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিয়া পঁহুছিলেন। দেখিলেন, সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরের মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে এক ঘর লোক। রবিবারে অবসর হইয়াছে তাই ভক্তেরা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এখনও মাষ্টারের সঙ্গে কাহারও আলাপ হয় নাই। তিনিও সভামধ্যে এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন; ভক্তসঙ্গে সহাস্য বদনে ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

একটী উনবিংশতিবর্ষবয়স্ক ছোকরাকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহার দিকে তাকাইয়া ঠাকুর যেন কত আনন্দিত হইয়া অনেক কথা

বলিতেছিলেন। নাম নরেন্দ্র। কলেজে পড়েন ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করেন। কথাগুলি তেজঃপরিপূর্ণ। চক্ষু দুটী উজ্জ্বল। ভক্তের চেহারা।

মাষ্টার অনুমানে বুঝিলেন যে, কথাটী বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তির সম্বন্ধে হইতেছিল। যারা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে ও ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে তাদের ঐ সকল ব্যক্তিরা নিন্দা করে॥ আর সংসারে কতদুষ্ট লোক আছে তাদেরসঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, এসব কথা হইতেছে

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। নরেন্দ্র! তুই কি বলিস্? সংসারী লোকেরা কত কি বলে। কিন্তু ছাখ্, হাতী যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চীৎকার করে। কিন্তু হাতী ফিরে চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে ক'র্‌বি?

নরেন্দ্র। আমি মনে কর্‌ব, কুক্কুর ঘেউ ঘেউ ক'র্‌ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ(সহাস্যে)। না রে অতো দূর নয়। (সকলের হাস্য)।ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে, মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাৎ থাকৃতে হয়। বাঘের ভিতরও নারায়ণ আছেন, তা ব'লে,বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না (সকলের হাস্য)। যদি বল বাঘ তো নারায়ণ, তবে কেন পালাবো। তার উত্তর—যারা ব'ল্‌ছে 'পালিয়ে এসো',তারাও নারায়ণ,তাদের কথা কেন না শুনি।

"একটা গল্প শোন্। কোন এক বনে একটী সাধু থাকে। তাঁর অনেকগুলি শিষ্য। তিনি এক দিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্ব্বভূতে নারায়ণ আছেন, এইটী জেনে সকলকে নমস্কার ক'র্‌বে। এক দিন একটী শিষ্য হোমের জন্য কাঠ আন্‌তে বনে গিছলো। এমন সময়ে একটা রব উঠ্‌লো, 'কে কোথায় আছ পালাও—একটা পাগলা হাতী যাচ্ছে!' সবাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্যটী পালাল না। সে জানে যে, হাতীও যে নারায়ণ, তবে কেন পালাব? এই বলে দাঁড়িয়ে রইল; নমস্কার ক'রে স্তব স্তুতি ক'র্‌তে লাগলো; এ দিকে মাহুত চেঁচিয়ে বল্‌ছে, 'পালাও' 'পালাও'। শিষ্যটি তবুও নড়্‌লো না। শেষে হাতীটা শুঁড়ে ক'রে তুলে নিয়ে তাকে এক ধারে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চ'লে গেল। শিষ্য ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে ও অচৈতন্য হ'য়ে প'ড়ে রইল।

"এইসংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যেরা তাকে আশ্রমে ধরাধরি ক'রে নিয়ে গেল। আর ঔষধ দিতে লাগলো। খানিক ক্ষণ পরে চেতনা হ'লে ওকে কেউ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, 'তুমি হাতী আসছে শুনেও কেন চ'লে গেলে না ?' সে ব'ল্লে, 'গুরুদেব যে আমায় ব'লে দিছ্‌লেন যে, নারায়ণই মানুষ জীব জন্তু সব হ'য়েছেন। তাই আমি হাতী নারায়ণ আসছে দেখে সেখান থেকে স'রে যাই নাই।' গুরু তখন বল্লেন, 'বাবা, হাতী নারায়ণ আসছিলেন বটে, তা সত্য ; কিন্তু বাব, মাহুত নারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন। যদি সবই নারায়ণ, তবে তার কথা বিশ্বাস কর্‌লে না কেন ? মাহুত নারায়ণের কথাও শুন্‌তে হয়।' (সকলের হাস্য)।

"শাস্ত্রে আছে 'আপো নারায়ণঃ'—জল নারায়ণ। কিন্তু কোনও জল ঠাকুরসেবায় চলে, আবার কোন জলে আঁচানো, বাসন মাজা, কাপড় কাচা কেবল চলে, কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুরসেবা চলে না। তেমনি সাধু, অসাধু ভক্ত, অভক্ত, সকলেরি হৃদয়ে নারায়ণ আছেন। কিন্তু অসাধু অভক্ত দুষ্ট লোকের সঙ্গে ব্যবহার চলে না। মাখামাখি চলে না। কারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্য্যন্ত চলে, আবার কারও সঙ্গে তাও চলে না। ঐরূপ লোকের কাছ থেকে তফাতে থাক্‌তে হয়।"

একজন ভক্ত। মহাশয় ! যদি দুষ্ট লোকে অনিষ্ট ক'র্‌তে আসে বা অনিষ্ট করে, তা হ'লে কি চুপ ক'রে থাকা উচিত ?

[গৃহস্থ ও তমোগুণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। লোকের সঙ্গে বাস ক'রতে গেলেই, দুষ্ট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য একটু তমোগুণ দেখান দরকার। কিন্তু সে অনিষ্ট করবে বলে,উল্টে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়।

"এক মাঠে এক রাখাল গরু চরাতো। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাক্‌তো। এক দিন একটী ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আসছিল রাখালেরা দৌড়ে এসে ব'ল্লে, 'ঠাকুর মহাশয় ! ওদিক দিয়ে যাবেন না। ওদিকে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ আছে।' ব্রহ্মচারী বল্লে

'বাবা তা হোক্ আমার তাতে ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি।' এই কথা ব'লে ব্রহ্মচারী সেই দিকে চ'লে গেল। রাখালেরা ভয়ে কেউ সঙ্গে গেল না। এ দিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আসছে, কিন্তু কাছে না আসতে আসতে ব্রহ্মচারী যেই একটা মন্ত্র প'ড়লে, অমনি সাপটা কেঁচোর মতন পায়ের কাছে প'ড়ে রইল। ব্রহ্মচারী ব'ল্লে, ওরে! তুই কেন পরের হিংসা ক'রে ক'রে বেড়াস, আয় তোকে মন্ত্র দিব। এই মন্ত্র জ'পলে তোর ভগবানে ভক্তি হবে, ভগবান্ লাভ হবে, আর হিংসা প্রবৃত্তি থাকবে না।' এই ব'লে সে সাপকে মন্ত্র দিল। সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম ক'রলে, আর জিজ্ঞাসা ক'রলে, 'ঠাকুর! কি ক'রে সাধনা ক'রব বলুন।' গুরু ব'ল্লেন, এই মন্ত্র জপ কর, আর কা'রও হিংসা কোরো না।' ব্রহ্মচারী যাবার সময় ব'ল্লে, 'আমি আবার আসবো।'

"এই রকমে কিছু দিন যায়। রাখালেরা দেখে যে, সাপটা আর কাম্‌ড়াতে আসে না। ঢ্যালা মারে, তবুও রাগ হয় না, যেন কেঁচোর মতন হয়ে গেছে। একদিন একজন রাখাল কাছে গিয়ে ল্যাজ্ ধ'রে খুব ঘুরপাক দিয়ে তাকে আছড়ে আছড়ে ফেলে দিলে। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগলো, আর সে অচেতন হ'য়ে প'ড়লো। নড়ে না, চড়ে না। রাখালেরা মনে ক'রলে যে সাপটা ম'রে গেছে। এই মনে ক'রে তারা সব চলে গেল!

"অনেক রাত্রে সাপের চেতনা হ'লো। সে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে তার গর্ত্তের ভিতর চ'লে গেল। শরীর চূর্ণ,—নড়্‌বার শক্তি নাই। অনেক দিন পরে যখন অস্থিচর্ম্মসার, তখন বাহিরে আহারের চেষ্টায় রাত্রে এক একবার চ'রতে আসতো; ভয়ে দিনের বেলা আসত না; মন্ত্র লওয়া অবধি আর হিংসা করে না। মাটী, পাতা, গাছ থেকে প'ড়ে গেছে এমন ফল, খেয়ে প্রাণধারণ ক'রতো।

"প্রায় এক বৎসর পরে ব্রহ্মচারী সেই পথে আবার এলো। এসেই সাপের সন্ধান ক'রলে। রাখালেরা ব'ল্লে, সে সাপটা ম'রে গেছে। ব্রহ্মচারীর কিন্তু ও কথা বিশ্বাস হ'লো না। সে জানে, যে মন্ত্র ও নিয়েছে তা সাধন না হ'লে দেহত্যাগ হবে না। খুঁজে খুঁজে সেই

দিকে তার দেওয়া নাম ধ'রে ডাকতে লাগলো। সে গুরুদেবের আওয়াজ শুনে গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এলো,ও খুব ভক্তিভাবে প্রণাম ক'রলে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা ক'রলে "তুই কেমন আছিস?" সে ব'ল্লে,"আজ্ঞে ভাল আছি।" ব্রহ্মচারী ব'ল্লে, "তবে তুই এত রোগা হ'য়ে গিছিস কেন?" সাপ বল্লে 'ঠাকুর! আপনি আদেশ ক'রেছেন,—কারও হিংসা কোরো না। তাই পাতাটা,ফলটা খাই ব'লে, বোধ হয় রোগা হ'য়ে গিছি!" ওর সত্ত্বগুণ হয়েছে কি না, তাই কারু উপর ক্রোধ নাই। সে ভুলেই গিছলো যে, রাখালেরা মেরে ফেল্‌বার যোগাড় ক'রেছিল! ব্রহ্মচারী ব'ল্লে, "শুধু না খাওয়া দারুন এরূপ অবস্থা হয় না, অবশ্য আরো কারণ আছে, ভেবে ছাখ্।" সাপটার মনে প'ড়্লো যে, রাখালেরা আছাড়্ মেরেছিল। তখন সে ব'ল্লে "ঠাকুর, মনে প'ড়েছে বটে, রাখালেরা একদিন আছাড় মেরেছিল। তারা অজ্ঞান, জানে না যে আমার মনের কি অবস্থা; আমি যে কাহাকেও কামড়াব না বা কোনরূপ অনিষ্ট ক'রবো না,কেমন ক'রে জান্‌বে?" ব্রহ্মচারী বল্লে, "ছি! তুই এত বোকা, আপনাকে রক্ষা ক'রতে জানিস্ না; আমি কামড়াতেই বারণ ক'রেছি ফোঁস ক'র্‌তে নয়। ফোঁস ক'রে তাদের ভয় দেখাস নাই কেন?"

"দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস ক'র্‌তে হয়। ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই, অনিষ্ট ক'রতে নাই।

[ভিন্ন প্রকৃতি। Are all men equal ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানা রকম জীব, জন্তু, গাছ পালা আছে। জানোয়ারের মধ্যে ভাল আছে, মন্দ আছে। বাঘের মত হিংস্র জন্তু আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল হয় এমন আছে আবার বিষফলও আছে। তেমনি মানুষের মধ্যে ভাল আছে, মন্দও আছে; সাধু আছে, অসাধুও আছে, সংসারী জীব আছে, আবার ভক্ত আছে।

"জীব চার প্রকার;—বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব।

"নিত্যজীব;—যেমন নারদাদি। এরা সংসারে থাকে, জীবের মঙ্গলের জন্য—জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য।

"বদ্ধজীব বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে—ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না। মুমুক্ষুজীব;—যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হ'তে পারে, কেউ বা পারে না।

"মুক্তজীব;—যারা সংসারে কামিনী কাঞ্চনে আবদ্ধ নয়—যেমন সাধু মহাত্মারা; যাদের মনে বিষয়বুদ্ধি নাই, আর যারা সর্ব্বদা হরি-পাদপদ্ম চিন্তা করে।

"যেমন জাল ফেলা হয়েছে পুকুরে। দু'চারটা মাছ এমন সেয়ানা যে কখনও জালে পড়ে না—এরা নিত্যজীবের উপমাস্থল। কিন্তু অনেক মাছই জালে পড়ে। এদের মধ্যে কতকগুলি পালাবার চেষ্টা করে; এরা মুমুক্ষুজীবের উপমাস্থল। কিন্তু সব মাছই পালাতে পারে না। দু'চারটা ধপাঙ্ ধপাঙ্ ক'রে জাল থেকে পালিয়ে যায়,—তখন জেলেরা বলে—ঐ একটা মস্ত মাছ পালিয়ে গেল! কিন্তু যারা জালে প'ড়েছে, অধিকাংশই পালাতেও পারে না। আর পালাবার চেষ্টাও করে না। বরং জাল মুখে ক'রে পুকুরের পাঁকের ভিতরে গিয়ে চুপ ক'রে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে থাকে—মনে করে, 'আর কোন ভয় নাই; আমরা বেশ আছি।' কিন্তু জানে না যে, জেলে হড়্ হড়্ ক'রে টেনে আড়ায় তুলবে। এরাই বদ্ধজীবের উপমাস্থল।

[সংসারী লোক, বদ্ধজীব।]

"বদ্ধজীবেরা সংসারের কামিনী কাঞ্চনে বদ্ধ হ'য়েছে। হাত পা বাঁধা। আবার মনে করে যে, সংসারের ঐ কামিনী ও কাঞ্চনেতেই সুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে। জানে না যে, ওতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে তার পরিবার বলে, 'তুমি তো চ'লে, আমার কি ক'রে গেলে?' আবার এমনি মায়া যে, প্রদীপটাতে বেশী সল্তে জ্বল্‌লে বদ্ধজীব বলে, তেল পুড়ে যাবে, সল্‌তে কমিয়ে দাও।' এদিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে!

"বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না। যদি অবসর হয়, তা হ'লে হয় আবোল্ তাবোল্ ফাল্‌তো গল্প ক'রে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা ক'রলে বলে, আমি চুপ ক'রে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি। হয়ত সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে আরম্ভ করে।"

(সকলে স্তব্ধ।)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"যোমামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥" গীতা, ১১,৩।

[উপায়—বিশ্বাস।]

একজন ভক্ত। মহাশয়, এরূপ সংসারী জীবের কি উপায় নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অবশ্য উপায় আছে। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ আর মাঝে মাঝে নির্জ্জনে থেকে ঈশ্বরচিন্তা, কর্‌তে হয়। আর বিচার কর্‌তে হয়। তাঁর কাছে প্রার্থনা কর্‌তে হয়, আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও।

"বিশ্বাস হ'য়ে গেলেই হ'ল। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিষ নাই।

(কেদারের প্রতি) "বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ? পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হ'ল। কিন্তু হনুমান রামনামে বিশ্বাস ক'রে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে প'ড়্‌ল। তার সেতুর দরকার নাই। (সকলের হাস্য।)

"বিভীষণ একটা পাতায় রাম নাম লিখে, ঐ পাতাটী একটী লোকের কাপড়ের খোটে বেঁধে দিছল। সে লোকটী সমুদ্রের পারে যাবে!" বিভীষণ তাকে ব'ল্লে, তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্বাস ক'রে জলের উপর দিয়ে চ'লে যাও, কিন্তু দেখো, যাই অবিশ্বাস ক'র্‌বে, অমনি জলে ডুবে যাবে। লোকটী বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল। এমন সময়ে তার ভারি ইচ্ছা হল যে, কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধা আছে একবার ছাখে। খুলে ছাখে যে, কেবল রামনাম লেখা র'য়েছে, তখন সে ভাবলে, এ কি! শুধু রামনাম একটী লেখা র'য়েছে! যাই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল।

"যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে—গো,ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে,—তবুও ভগবানের এই বিশ্বাসের বলে ভারি ভারি পাপ থেকে উদ্ধার হ'তে পারে। সে যদি বলে,আর আমি এমন কাজ ক'রবো না, তার কিছুতেই ভয় হয় না। এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—

[গীতা। মহাপাতক ও নামমাহাত্ম্য।]

"আমি দুর্গা দুর্গা ব'লে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তার কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

[নরেন্দ্র, হোমাপাখী।]

"এই ছেলেটীকে দেখছ, এখানে এক রকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেমন জুজুটী ; আবার চাঁদনিতে যখন খ্যালে, তখন আর এক মূর্ত্তি। এরা নিত্যসিদ্ধের থাক। এরা সংসারে কখন বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চ'লে যায়। এরা সংসারে আসে জীবশিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না—এরা কামিনী কাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না।

"বেদে আছে হোমা পাখীর কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লে ডিমটা পড়্‌তে থাকে—কিন্তু এত উঁচু যে, অনেক দিন থেকে ডিম পড়্‌তে থাকে। ডিম পড়্‌তে পড়্‌তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়্‌তে থাকে। পড়্‌তে পড়্‌তে তার চোক ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়্‌তে থাকে। পড়্‌তে পড়্‌তে তার চোক ফোটে ও ডানা বেরোয়। চোক ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে প'ড়ে যাচ্ছে, মাটীতে লাগলে একবারে চুরমার হ'য়ে যাবে। তখন সে পাখী মার দিকে একবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।"

নরেন্দ্র উঠিয়া গেলেন।

সভামধ্যে কেদার, প্রাণকৃষ্ণ, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ছাখো, নরেন্দ্র গাইতে, বাজাতে, পড়া শুনায়, সব তাতেই ভাল। সে দিন কেদারের সঙ্গে তর্ক ক'রছিল। কেদারের কথা-গুলো কচ্‌ কচ্‌ ক'রে কেটে দিতে লাগ্‌ল! (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য)

(মাষ্টারের প্রতি) ইংরাজীতে কি কোন তর্কের বই আছে গা?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ, ইংরাজীতে ন্যায়শাস্ত্র (Logic) আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, কি রকম একটু বল দেখি।

মাষ্টার এইবার মুস্কিলে পড়িলেন। বলিলেন—"এক রকম আছে,

সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছান, যেমন—সব মানুষ ম'রে যাবে; পণ্ডিতেরা মানুষ; অতএব পণ্ডিতেরা ম'রে যাবে।

"আর এক রকম আছে, বিশেষ দৃষ্টান্ত বা ঘটনা দেখে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছান। যেমন,—এ কাকটা কালো; ও কাকটা কালো; (আবার) যত কাক দেখছি, সবই কালো; অতএব সব কাকই কালো।

"কিন্তু এ রকম সিদ্ধান্ত ক'রলে ভুল হ'তে পারে, কেননা, হয় তো খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে আর এক দেশে সাদা কাক দেখা গেল। আর এক দৃষ্টান্ত,—যেখানে বৃষ্টি, সেইখানে মেঘ ছিল বা আছে; অতএব এই সাধারণ সিদ্ধান্ত হ'ল যে মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। আরো এক দৃষ্টান্ত;—এ মানুষটীর বত্রিশ দাঁত আছে; ও মানুষটীর বত্রিশ দাঁত, আবার যে কোন মানুষ দেখ্‌ছি, তারই বত্রিশ দাঁত আছে। অতএব সব মানুষেরই বত্রিশ দাঁত আছে।

"এরূপ সাধারণ সিদ্ধান্তের কথা ইংরাজী ন্যায়শাস্ত্রে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথাগুলি শুনিলেন মাত্র। শুনিতে শুনিতেই অন্য-মনস্ক হইলেন। কাজে কাজেই আর এ বিষয়ে বেশী প্রসঙ্গ হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ গীতা, ২,৫৩।

['সমাধি-মন্দিরে'।]

সভাভঙ্গ হইল। ভক্তেরা এদিক্ ওদিক্ পাইচারি করিতেছেন। মাষ্টারও পঞ্চবটী ইত্যাদি স্থানে বেড়াইতেছেন, বেলা আন্দাজ পাঁচটা। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দিকে আসিয়া দেখিলেন, ঘরের উত্তর দিকের ছোট বারাণ্ডার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। নরেন্দ্র গান করি-তেছেন, দুই চারিজন ভক্ত দাঁড়াইয়া আছেন। মাষ্টার আসিয়া গান শুনিতেছেন। গান শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন। ঠাকুরের গান

ছাড়া এমন মধুর গান তিনি কখন কোথাও শুনেন নাই। হঠাৎ ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ, চক্ষের পাতা পড়িতেছে না। নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিছে কি না বহিছে। জিজ্ঞাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, এত নাম সমাধি। মাষ্টার এরূপ কখনও দেখেন নাই, শুনেন নাই। অবাক্ হইয়া তিনি ভাবিতেছেন, ভগবানকে চিন্তা করিয়া মানুষ কি এতো বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়? না জানি কতদূর বিশ্বাস ভক্তি থাকিলে এরূপ হয়! গানটি এই—

চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরঞ্জন।
(কিবা, অনুপমভাতি, মোহনমুরতি, ভকতহৃদয়রঞ্জন।
নবরাগে রঞ্জিত, কোটি শশী বিনিন্দিত, (কিবা) বিজলি চমকে,
সেরূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন।"

গানের এই চরণটি গাহিবার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন। দেহ রোমাঞ্চিত। চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছে। মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতেছেন। না জানি 'কোটী শশী বিনিন্দিত' কি অনুপম রূপ দর্শন করিতেছেন। এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময়-রূপ-দর্শন? কত সাধন করিলে, কত তপস্যার ফলে, কতখানি ভক্তি বিশ্বাসের বলে, এরূপ ঈশ্বর দর্শন হয়? আবার গান চলিতেছে।

"হৃদি কমলাসনে ভজ তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়দর্শন।"

আবার সেই ভুবনমোহন হাস্য। শরীর সেইরূপ নিস্পন্দ। স্তিমিত লোচন। কিন্তু কি যেন অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছেন। আর সেই অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া যেন মহানন্দে ভাসিতেছেন।

এইবার গানের শেষ হইল। নরেন্দ্র গাইলেন—

"চিদানন্দরসে, ভক্তিযোগাবেশে, হও রে চিরমগন।
(চিদানন্দরসে, হায় রে) (প্রেমানন্দরসে)",

সমাধির ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভুত ছবি হৃদয়মধ্যে গ্রহণ করিয়া মাষ্টার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে হৃদয়মধ্যে সেই হৃদয়োন্মত্তকারী মধুর সঙ্গীতের স্ফুট উঠিতে লাগিল।

'প্রেমানন্দ রসে হও রে চিরমগন।' (হরি প্রেমে মত্ত হয়ে)।

নবম পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ দর্শন।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥" গীতা, ৬, ২২।

[নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি সঙ্গে আনন্দ।]

তাহার পরদিন ও ছুটি ছিল। বেলা তিনটার সময় মাষ্টার আবার আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। মেজেতে মাদুর পাতা। সেখানে নরেন্দ্র, ভবনাথ, আরও দুই একজন বসিয়া আছেন। কয়টিই ছোকরা; উনিশ কুড়ি বৎসর বয়স। ঠাকুর সহাস্যবদন, ছোট তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন, আর ছোকরাদের সহিত আনন্দে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

মাষ্টার ঘরে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়াই ঠাকুর উচ্চহাস্য করিয়া ছোকরাদের বলিয়া উঠিলেন, 'ঐ রে আবার এসেছে।'—বলিয়াই হাস্য। সকলে হাসিতে লাগিল। মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। আগে হাতযোড় করিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতেন—ইংরাজিপড়া লোকেরা যেমন করে। কিন্তু আজ তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে শিখিয়াছেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীরামকৃষ্ণ কেন হাসিতেছিলেন, তাহাই নরেন্দ্রাদি ভক্তদের বুঝাইয়া দিতেছেন—

"দ্যাখ্ একটা ময়ূরকে বেলা চারটার সময় আফিম খাইয়ে দিছিল। তারপর দিন ঠিক চারটার সময় ময়ূরটা উপস্থিত—আফিমের মৌতাত ধ'রেছিল—ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে।" (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার মনে মনে ভাবিতেছেন, ইনি ঠিকই কথা বলিতেছেন। বাড়ীতে যাই, কিন্তু দিবানিশি ইঁহার দিকে মন পড়িয়া থাকে—কখন দেখিব, কখন্ দেখিব। এখানে কে যেন টেনে আনলে! মনে ক'রলে অন্য যায়গায় যাবার যো নাই, এখানে আসতেই হবে।' এইরূপ ভাবিতেছেন, ঠাকুর এদিকে ছোকরাগুলির সহিত অনেক ফষ্টিনাষ্টি

করিতে লাগিলেন যেন তারা সমবয়স্ক! হাসির লহরী উঠিতে লাগিল। যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে।

মাষ্টার অবাক্ হইয়া এই অদ্ভুত চরিত্র দেখিতেছেন। ভাবিতেছেন, ইহারই কি পূর্ব্বদিনে সমাধি ও অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমানন্দ দেখিয়াছিলাম? সেই ব্যক্তি কি আজ প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন? ইনিই কি আমায় প্রথম দিনে উপদেশ দিবার সময় তিরস্কার ক'রেছিলেন? ইনিই কি আমায় 'তুমি কি জ্ঞানী' ব'লেছিলেন? ইনিই কি সাকার নিরাকার দুইই সত্য ব'লেছিলেন? ইনিই কি আমায় ব'লেছিলেন যে, ঈশ্বরই সত্য আর সংসারের সমস্তই অনিত্য? ইনিই কি আমায় সংসারে দাসীর মত থাক্‌তে ব'লেছিলেন?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ করিতেছেন ও মাষ্টারকে এক একবার দেখিতেছেন। দেখিলেন, তিনি অবাক্ হইয়া বসিয়া আছেন। তখন রামলালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ছাখ্, এর একটু উমের বেশী কিনা, তাই একটু গম্ভীর। এরা এত হাসিখুসী ক'র্‌ছে, কিন্তু এ চুপ ক'রে ব'সে আছে।" মাষ্টারের বয়স তখন সাতাস বৎসর হইবে।

কথা কহিতে কহিতে পরম ভক্ত হনুমানের কথা উঠিল। হনুমানের পট একখানি ঠাকুরের ঘরের দেয়ালে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, 'দেখ, হনুমানের কি ভাব! ধন মান, দেহসুখ, কিছুই যায় না, কেবল ভগবানকে চায়! যখন স্ফটিকস্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে, তখন মন্দোদরী অনেক রকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগ্‌লো। ভাব্‌লে ফলের লোভে নেমে এসে অস্ত্রটা যদি ফেলে দেয়। কিন্তু হনুমান ভুলবার ছেলে নয়। সে বল্লে—

গীত। 'শ্রীরাম কল্পতরু'।

আমার কি ফলের অভাব।

পেয়েছি যে ফল, জনম সফল, মোক্ষ-ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে॥
শ্রীরাম-কল্পতরু মূলে ব'সে রই—যখন যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই।
ফলের কথা কই(ধনি গো) ও ফল গ্রাহক নাই, যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে॥

[সমাধি-মন্দিরে।]

ঠাকুর এই গান গাইতেছেন। আবার সেই সমাধি। আবার নিস্পন্দ দেহ, স্তিমিত লোচন, দেহ স্থির। বসিয়া আছেন—ফটোগ্রাফে যেরূপ ছবি দেখা যায়। ভক্তেরা এইমাত্র এত হাসিখুসী করিতেছিলেন, এখন সকলেই একদৃষ্টি হইয়া ঠাকুরের সেই অদ্ভুত অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন। সমাধি-অবস্থা মাষ্টার এই দ্বিতীয়বার দর্শন করিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। দেহ শিথিল হইল। মুখ সহাস্য হইল। ইন্দ্রিয়গণ আবার নিজের নিজের কার্য্য করিতেছে। চক্ষের কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ঠাকুর 'রাম' 'রাম' এই নাম উচ্চারণ করিতেছেন।

মাষ্টার ভাবিতে লাগিলেন, এই মহাপুরুষই কি ছেলেদের সঙ্গে কচ্‌কিমি করিতেছিলেন? তখন ঠিক যেন পাঁচ বছরের বালক।

ঠাকুর পূর্ব্বপ্রকৃতিস্থ হইয়া আবার প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিছেন। মাষ্টারকে ও নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া ব'ল্লেন,—"তোমরা দু'জনে ইংরাজীতে কথা কও ও বিচার করো, আমি শুন্‌বো।"

মাষ্টার ও নরেন্দ্র উভয়ে এই কথা শুনিয়া হাসিতেছেন। দু'জনে কিছু কিছু আলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাঙ্গলাতে। ঠাকুরের সামনে মাষ্টারের বিচার আর সম্ভব নয়। তাঁহার তর্কের ঘর ঠাকুরের কৃপায় এক রকম বন্ধ। আর কিরূপে তর্ক বিচার করিবেন? ঠাকুর আর একবার জিদ্ করিলেন, কিন্তু ইংরাজীতে তর্ক করা হইল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং, ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা, সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতো মে॥ গীতা।

[অন্তরঙ্গ সঙ্গে। 'আমি কে'?]

পাঁচটা বাজিয়াছে। ভক্ত কয়টি যে যার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। কেবল মাষ্টার ও নরেন্দ্র রহিলেন। নরেন্দ্র গাড়ু লইয়া হাঁসপুকুরের

ও ঝাউতলার দিকে মুখ ধুইতে গেলেন। মাষ্টার ঠাকুরবাড়ীর এদিক ওদিক পায়চারি করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কুঠীর কাছ দিয়া হাঁসপুকুরের দিকে আসিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পুকুরের দক্ষিণ দিকের সিঁড়ির চাতালের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া; নরেন্দ্র গাড়ু হাতে করিয়া মুখ ধুইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "দ্যাখ্, আর একটু বেশী বেশী আস্‌বি। সবে নূতন আস্‌ছিস কি না। প্রথম আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন নূতন— পতি (নরেন্দ্র ও মাষ্টারের হাস্য)। কেমন, আস্‌বি তো?" নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের ছেলে, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, হাঁ চেষ্টা ক'র্‌বো।

সকলে কুঠীর পথ দিয়া ঠাকুরের ঘরে আসিতেছেন। কুঠীর কাছে মাষ্টারকে ঠাকুর বলিলেন, "দেখ, চাষারা হাটে গরু কিন্‌তে যায়; তারা ভাল গরু, মন্দ গরু, বেশ চেনে। ল্যাজের নীচে হাত দিয়ে দেখে। কোনও গরু ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে, সে গরু কেনে না। যে গরু ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং মিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠে, সেই গরুকেই পছন্দ করে। নরেন্দ্র সেই গরুর জাত, ভিতরে খুব তেজ।" এই বলিয়া ঠাকুর হাসিতেছেন। আবার কেউ কেউ লোক আছে, যেন চিঁড়ের ফলার, আঁট নাই, জোর নাই, ভ্যাৎ ভ্যাৎ করছে।

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন। মাষ্টারকে বলিলেন, "তুমি নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করগে, আমায় ব'ল্‌বে কি রকম ছেলে।"

আরতি হইয়া গেল। মাষ্টার অনেকক্ষণ পরে চাঁদনীর পশ্চিম ধারে নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। পরস্পর আলাপ হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বলিলেন, আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের। কলেজে পড়িতেছি। ইত্যাদি।

রাত হইয়াছে মাষ্টার এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যাইতে আর পারিতেছেন না। তাই নরেন্দ্রের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার গান শুনিয়া হৃদয় মন মুগ্ধ হইয়াছে, বড় সাধ যে আবার তাঁর শ্রীমুখে গান শুনিতে পান। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে নাট মন্দির মধ্যে একাকী ঠাকুর পাদচারণ করিতেছেন।

মার মন্দিরে মার দুই পার্শ্বে আলো জ্বলিতেছিল। বৃহৎ নাটমন্দিরে একটী আলো জ্বলিতেছিল। ক্ষীণ আলোক। আলো ও অন্ধকার মিশ্রিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ নাটমন্দিরে দেখাইতেছিল।

মাষ্টার ঠাকুরের গান শুনিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্প। এক্ষণে সঙ্কুচিতভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"আজ আর কি গান হবে?" ঠাকুর চিন্তা করিয়া বলিলেন, "না, আজ আর গান হবে না।" এই বলিয়া কি যেন মনে পড়িল,অমনই বলিলেন,"তবে এক কর্ম্ম কোরো। আমি বলরামের বাড়ী কলিকাতায় যাবো,তুমি যেও, সেখানে গান হবে।" মাষ্টার। যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি জান? বলরাম বসু? মাষ্টার। আজ্ঞা না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বলরাম বসু। বোসপাড়ায় বাড়ী।

মাষ্টার। যে আজ্ঞা, আমি জিজ্ঞাসা ক'রবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের সঙ্গে নাটমন্দিরে বেড়াইতে বেড়াইতে)। আচ্ছা,তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাকে তোমার কি বোধ হয়?

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন,—

"তোমার কি বোধ হয়? আমার কয় আনা জ্ঞান হ'য়েছে?"

মাষ্টার। 'আনা' এ কথা বুঝতে পারছি না, তবে এরূপ জ্ঞান বা প্রেমভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদার ভাব কখনও কোথাও দেখি নাই।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে লাগিলেন।

এরূপ কথাবার্ত্তার পর মাষ্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। সদর ফটক পর্য্যন্ত আসিয়া আবার কি মনে পড়িল, অমনই ফিরিলেন। আবার নাটমন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া উপস্থিত।

ঠাকুর সেই ক্ষীণালোকমধ্যে একাকী পাদচারণ করিতেছেন। একাকী;—নিঃসঙ্গ। পশুরাজ যেন অরণ্যমধ্যে আপন মনে একাকী বিচরণ করিতেছে! আত্মারাম; সিংহ একলা থাকতে, একলা বেড়াতে, ভালবাসে। 'অনপেক্ষ।'

অবাক্ হইয়া মাষ্টার আবার সেই মহাপুরুষ দর্শন করিতেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আবার যে ফিরে এলে?

মাষ্টার। আজ্ঞা,বোধ হয় বড়মানুষের বাড়ী—যেতে দেবে কি না; তাই,যাব না ভাব্‌ছি। এইখানে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌ব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না গো,তা কেন? তুমি আমার নাম ক'র্‌বে। ব'ল্‌বে তাঁর কাছে যাব, তা হ'লেই—কেউ আমার কাছে নিয়ে আস্‌বে।

মাষ্টার 'যে আজ্ঞা' বলিয়া আবার প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

প্রথমভাগ-দ্বিতীয়খণ্ড।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের

নৌকাবিহার, আনন্দ ও কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 'সমাধি-মন্দিরে'।

আজ কোজাগর লক্ষ্মীপূজা। শুক্রবার ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর সেই পূর্ব্ব-পরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। বিজয় (গোস্বামী) ও হরলালের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতেছেন। একজন আসিয়া বলিলেন, কেশব সেন জাহাজে করিয়া ঘাটে উপস্থিত। কেশবের শিষ্যেরা প্রণাম করিয়া বলিলেন, মহাশয়,জাহাজ এসেছে, আপনাকে যেতে হবে; চলুন একটু বেড়িয়ে আসবেন, কেশব বাবু জাহাজে আছেন,আমাদের পাঠালেন।

বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর নৌকা করিয়া জাহাজে উঠিতেছেন। সঙ্গে বিজয়। নৌকায় উঠিয়াই বাহ্যশূন্য। সমাধিস্থ।

মাষ্টার জাহাজে দাঁড়াইয়া এই সমাধি-চিত্র দেখিতেছেন। তিনি বেলা ৩টার সময় কেশবের জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। বড় সাধ, দেখিবেন ঠাকুর ও কেশবের মিলন,তাঁহা-

দের আনন্দ, শুনিবেন তাঁহাদের কথাবার্ত্তা। কেশব তাঁহার সাধু-চরিত্রে ও বক্তৃতাবলে মাষ্টারের ন্যায় অনেক বঙ্গীয় যুবকের মন হরণ করিয়াছেন। অনেকেই তাঁহাকে পরম আত্মীয়বোধে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়াছেন। কেশব ইংরাজী পড়া লোক, ইংরাজী দর্শন, সাহিত্য পড়িয়াছেন, তিনি আবার দেব দেবী পূজাকে অনেকবার পৌত্তলিকতা বলিয়াছেন। এইরূপ লোক শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন. আবার মাঝে মাঝে দর্শন করিতে আসেন, এটি বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। তাঁহাদের মনের মিল কোন্ খানে বা কেমন করিয়া হইল, এ রহস্য ভেদ করিতে মাষ্টারাদি অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন। ঠাকুর নিরাকারবাদী বটেন, কিন্তু আবার সাকারবাদী। ব্রহ্মের চিন্তা করেন, আবার দেবদেবী প্রতিমার সম্মুখে ফুল, চন্দন দিয়া পূজা ও প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য গীত করেন! খাট বিছানায় বসেন,লালপেড়ে কাপড়,জামা,মোজা, জুতা পরেন। কিন্তু সংসাব করেন না। ভাব সমস্ত সন্ন্যাসীর,তাই লোকে পরমহংস বলে। এ দিকে কেশব নিরাকারবাদী, স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসার করেন, ইংরাজীতে লেক্চার দেন, সংবাদপত্র লেখেন, বিষয় কর্ম্ম করেন।

সমবেত কেশব-প্রমুখ ব্রাহ্মভক্তগণ জাহাজ হইতে ঠাকুরবাড়ীব শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। জাহাজের পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে বাঁধা-ঘাট ও ঠাকুরবাড়ীর চাঁদনী। আরোহীদের বামপার্শ্বে চাঁদনীর উত্তরে দ্বাদশ শিবমন্দিরের ক্রমান্বয়ে ছয় মন্দির। দক্ষিণপার্শ্বেও ছয় শিব-মন্দির। শরতের নীল আকাশ চিত্রপটে ভবতারিণীর মন্দিরের চূড়া ও উত্তরদিকে পঞ্চবটী ও ঝাউগাছের মাথাগুলি দেখা যাইতেছে। বকুলতলার নিকট একটী, ও কালীবাড়ীর দক্ষিণ প্রান্তভাগে আর একটী, নহবৎখানা। দুই নহবৎখানার মধ্যবর্ত্তী উদ্যানপথ, ধারে ধারে সারি সারি পুষ্পবৃক্ষ। শরতের নীলাকাশের নীলিমা জাহ্নবী-জলে প্রতিভাসিত হইতেছে। বহির্জগতে কোমলভাব, ব্রাহ্মভক্তদের হৃদয়মধ্যে কোমলভাব। ঊর্দ্ধে সুন্দর সুনীল অনন্ত আকাশ, সম্মুখে সুন্দর ঠাকুরবাড়ী, নিম্নে পবিত্রসলিলা গঙ্গা, যাহার তীরে আর্য্য ঋষিগণ ভগবানের চিন্তা করিয়াছেন। আবাব আসিতেছেন একটী

মহাপুরুষ, সাক্ষাৎ সনাতনধর্ম্ম। এরূপ দর্শন মানুষের কপালে সর্ব্বদা ঘটে না। এরূপস্থলে, সমাধিস্থ মহাপুরুষে কাহার ভক্তির না উদ্রেক হয়, কোন্ পাষাণহৃদয় না বিগলিত হয়?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥গীতা।

সমাধি-মন্দিরে। আত্মা অবিনশ্বর। পওহারী বাবা।

নৌকা আসিয়া লাগিল। সকলেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত। ভিড় হইয়াছে। ঠাকুরকে নিরাপদে নামাইবার জন্য কেশব শশব্যস্ত হইলেন। অনেক কষ্টে হুঁস করাইয়া ঘরের ভিতর লইয়া যাওয়া হইল। এখনও ভাবস্থ—একজন ভক্তের উপর ভর দিয়া আসিতেছেন। পা নড়িতেছে মাত্র। ক্যাবিন ঘরে প্রবেশ করিলেন। কেশবাদি ভক্তেরা প্রণাম করিলেন, কিন্তু কোন হুঁস নাই। ঘরের মধ্যে একটী টেবিল, খানকতক চেয়ার। একখানি চেয়ারে ঠাকুরকে বসান হইল, কেশব একখানিতে বসিলেন। বিজয় বসিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা যে যেমন পাইলেন, মেজেতে বসিলেন। অনেক লোকের স্থান হইল না। তাঁহারা বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন। ঠাকুর বসিয়া আবার সমাধিস্থ। সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য। সকলে একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

কেশব দেখিলেন ঘরের মধ্যে অনেক লোক, ঠাকুরের কষ্ট হইতেছে। বিজয় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত হইয়াছেন ও কন্যার বিবাহ ইত্যাদি কার্য্যের বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতা দিয়াছেন, তাই বিজয়কে দেখিয়া কেশব একটু অপ্রস্তুত। কেশব আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। ঘরের জানালা খুলিয়া দিবেন।

ব্রাহ্মভক্তেরা একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। এখনও ভাব পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। ঠাকুর আপনি আপনি অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন, "মা, আমায় এখানে আন্‌লি কেন। আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বো?"

ঠাকুর কি দেখিতেছেন যে,সংসারী ব্যক্তিরা বেড়ার ভিতরে বদ্ধ, বাহিরে আসিতে পারিতেছে না,বাহিরের আলোকও দেখিতে পাইতেছে না, সকলের বিষয়কর্ম্ম, হাত পা বাঁধা ? কেবল বাড়ীর ভিতরের জিনিষগুলি দেখিতে পাইতেছে, আর মনে করিতেছে যে জীবনের উদ্দেশ্য কেবল দেহসুখ ও বিষয়কর্ম্ম,'কামিনী ও কাঞ্চন ?' তাই কি ঠাকুর এমন কথা বলিলেন,"মা আমায় এখানে আন্‌লি কেন ? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব ?"

ঠাকুরের ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হইতেছে। গাজিপুরের নীলমাধব বাবু ও একজন ব্রাহ্মভক্ত পওহারি বাবার কথা পাড়িলেন।

একজন ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয়,এঁরা সব পওহারি বাবাকে দেখেছেন। তিনি গাজিপুরে থাকেন। আপনার মত আর একজন।

ঠাকুর এখনও কথা কহিতে পারিতেছেন না। ঈষৎ হাস্য করিলেন।

ব্রাহ্মভক্ত (ঠাকুরের প্রতি)। মহাশয়, পওহারি বাবা নিজের ঘরে আপনার ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন।

ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলে—"খোলটা।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ গীতা।

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগের সমন্বয়।

'বালিস ও তার খোলটা।' দেহী ও দেহ। ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, 'দেহ বিনশ্বর, থাকিবে না ? দেহের ভিতর যিনি দেহী, তিনিই অবিনাশী ; অতএব দেহের ফটোগ্রাফ লইয়া কি হইবে ? দেহ অনিত্য জিনিষ, এর আদর ক'রে কি হবে ? বরং যে ভগবান্ অন্তর্যামী, মানুষের হৃদয়মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই পূজা করা উচিত ?'

ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন ;—

"তবে একটী কথা আছে। ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাসস্থান। তিনি সর্ব্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন। যেমন কোন জমিদার তার জমিদারির সকল স্থানেই থাকতে পারে। কিন্তু তিনি তার অমুক বৈঠকখানায় প্রায়ই থাকেন, এই লোকে বলে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। (সকলের আনন্দ)।

[এক ঈশ্বর—তাঁহার ভিন্ন নাম। জ্ঞানী, যোগী, ও ভক্ত।]

"জ্ঞানীরা যাঁকে **ব্রহ্ম** বলে, যোগীরা তাঁকেই **আত্মা** বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই **ভগবান্** বলে।

"একই ব্রাহ্মণ। যখন পূজা করে, তা'র নাম পূজারী, যখন রাঁধে তখন রাঁধুনি বামুন। যে জ্ঞানী, জ্ঞানযোগ ধ'রে আছে, সে নেতি নেতি এই বিচার করে, ব্রহ্ম, এ নয় ও নয়, জীব নয়, জগৎ নয়। বিচার ক'র্‌তে ক'র্‌তে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা **ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা**, নামরূপ এসব স্বপ্নবৎ, ব্রহ্ম কি যে, তা মুখে বলা যায় না, তিনি যে ব্যক্তি, (Personal God,) তা ও বল্‌বার যো নাই।

"জ্ঞানীরা ঐরূপ বলে—যেমন বেদান্তবাদীরা। ভক্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই লয়। জাগ্রত অবস্থাও সত্য বলে—জগৎকে স্বপ্নবৎ বলে না। ভক্তেরা বলে, এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য্য। আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র সূর্য্য, পর্ব্বত, সমুদ্র, জীব, জন্তু এ সব ঈশ্বর ক'রেছেন। তাঁরই ঐশ্বর্য্য তিনি অন্তরে হৃদয় মধ্যে। আবার বাহিরে। উত্তম ভক্ত বলে, তিনি নিজে এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব—জীব জগৎ হ'য়েছেন। ভক্তের সাধ যে, চিনি খায়, চিনি হ'তে ভালবাসে না। (সকলের হাস্য।

"ভক্তের ভাব কিরূপ জান? হে ভগবন্ "তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস', 'তুমি মা আমি তোমার সন্তান', আবার 'তুমি আমার পিতা বা মাতা,' "তুমি পূর্ণ, আমি তোমার অংশ'। ভক্ত এমন কথা বল্‌তে ইচ্ছা করে না যে, 'আমি ব্রহ্ম'।

"যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার ক'র্‌তে চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য-জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয়

ও পরমাত্মাতে মন স্থির ক'র্‌তে চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জ্জনে স্থির আসনে অনন্যমন হ'য়ে ধ্যান চিন্তা করে।

"কিন্তু একই বস্তু। নাম ভেদমাত্র। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান্। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা", ভক্তের ভগবান্।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥ মহানির্ব্বাণতন্ত্র চতুর্থোল্লাস, ১৫।

বেদ ও তন্ত্রের সমন্বয়, আদ্যাশক্তির ঐশ্বর্য্য।

এ দিকে আগ্নেয় পোত কলিকাতার অভিমুখে চলিতেছে। ঘরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে যাঁহারা দর্শন ও তাঁহার অমৃতময়ী কথা শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহারা জাহাজ চলিতেছে কি না, এ কথা জানিতেও পারিলেন না। ভ্রমর পুষ্পে বসিলে আর কি ভন্ ভন্ করে।

ক্রমে পোত দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইল। সুন্দর দেবালয়ের ছবি দৃশ্য-পটের বহির্ভূত হইল। পোতচক্রবিক্ষুব্ধ নীলাভ গাঙ্গবারি তরঙ্গায়িত, ফেনিল, কল্লোলপূর্ণ হইতে লাগিল। ভক্তদের কর্ণে সে কল্লোল আর পৌঁছিল না। তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন,—সহাস্যবদন, আনন্দময়, প্রেমানুরঞ্জিতনয়ন, প্রিয়দর্শন, অদ্ভুত এক যোগী। তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, সর্ব্বত্যাগী একজন প্রেমিক বৈরাগী। ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না। এদিকে ঠাকুরের কথা চলিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীব জগৎ, এ সব শক্তির খেলা। বিচার ক'র্‌তে গেলে, এসব স্বপ্নবৎ, ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু, শক্তিও স্বপ্নবৎ, অবস্তু!"

কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হ'লে শক্তির এলাকা ছাড়িয়া যাবার যো নাই। 'আমি ধ্যান ক'র্‌ছি,' 'আমি চিন্তা ক'র্‌ছি, এ সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্য্যের মধ্যে।

"তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মান্‌লেই আর একটীকে মান্‌তে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি ;—অগ্নি মান্‌লেই দাহিকাশক্তি মান্‌তে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না ; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সূর্য্যকে বাদ দিয়ে সূর্য্যের রশ্মি ভাবা যায় না, সূর্য্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্য্যকে ভাবা যায় না।

"দুধ কেমন ? না, ধোবো ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না।

"তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে, ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য, ভাবা যায় না।*

"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ক'র্‌ছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ ক'রছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন তিনি এই সবকার্য্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি ; নাম রূপ ভেদ।

"যেমন জল, 'water', 'পানি।' এক পুকুরে তিন চার ঘাট, এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়, তারা বলে 'জল।' এক ঘাটে মুসলমানেরা জল খায়, বলে 'পানি।' আর এক ঘাটে ইংরাজেরা জল খায়, তারা বলে 'water।' তিনই এক ; কেবল নামে তফাৎ! তাঁকে কেউ বল্‌ছে 'আল্লা', কেউ 'God' ; কেউ বল্‌ছে 'ব্রহ্ম', কেউ 'কালী' ; কেউ ব'ল্‌ছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা।" কেশব (সহাস্যে)। কালী কত ভাবে লীলা ক'রছেন, সেই কথাগুলি একবার বলুন।

(কেশবের সহিত কথা। মহাকালী ও সৃষ্টিপ্রকরণ)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তিনি নানাভাবে লীলা ক'রছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না ; নিবিড় আঁধার, তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে বিরাজ ক'রছিলেন।

* নিত্য—The Absolute লীলা—The Relative phenomenal world.

"শ্যামাকালীর অনেকটা কোমলভাব—বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থ-বাড়ীতে তাঁরি পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়, রক্ষাকালী পূজা ক'রতে হয়। শ্মশানকালীর সংহার মূর্ত্তি। শব, শিবা ডাকিনী যোগিনী মধ্যে, শ্মশানের উপর, থাকেন। রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহা প্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নির কাছে যেমন একটা ন্যাতাক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাড়িতে গিন্নি পাঁচরকম জিনিষ তুলে রাখে। (কেশবের ও সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। হ্যাঁ গো। গিন্নিদের ঐ রকম একটা হাঁড়ি থাকে। ভিতরে সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি, ছোট ছোট পুঁটলি বাঁধা শশা বীচি, কুমড়া বীচি, লাউ বীচি, এই সব রাখে, দরকার হ'লে বার করে। মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টি নাশের পর ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 'উর্ণনাভি'র কথা; মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বা'র করে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার, আধেয় দুই।

['কালীব্রহ্ম,'—কালী নির্গুণা ও সগুণা।]

"কালী কি কালো? দূরে তাই কালো, জানতে পারলে কালো নয়।

"আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে দ্যাখো, কোন রং নাই! সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দ্যাখো,—রং নাই।"

এই কথা বলিয়া প্রেমোন্মত্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরিলেন—

মা কি আমার কালো রে। কালরূপ দিগম্বরী, হৃৎপদ্ম করে আলো রে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌। গীতা, ৭ ১৩।

(এ সংসার কেন?)

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদির প্রতি)। বন্ধন আর মুক্তি; দুয়ের কর্ত্তাই

তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব, কামিনীকাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হ'লেই মুক্ত? তিনি 'ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী'।

এই বলিয়া গন্ধর্ব্বনিন্দিতকণ্ঠে রামপ্রসাদের গান গাইতেছেন।

"শ্যামা মা উড়াচ্ছো ঘুড়ি (ভব সংসার বাজার মাঝে) আশা বায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ী॥ কাক গণ্ডি মণ্ডী গাঁথা পঞ্জরাদি নানা নাড়ী। ঘুড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা কারিগিরি বাড়াবাড়ি॥ বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা, কর্কশা হ'য়েছে দড়ী। ঘুড়ি লক্ষের দুটা একটা কাটে, হেসে দেও মা হাত চাপড়ি॥ প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি। ভব সংসার সমুদ্র পারে পড়্‌বে গিয়ে তাড়াতাড়ি॥'

"তিনি লীলাময়ী; এ সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী! লক্ষের মধ্যে এক জনকে মুক্তি দেন।"

ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয়,তিনি তো মনে কর্‌লে সকলকে মুক্ত ক'র্‌তে পারেন। কেন তবে আমাদের সংসারে বদ্ধ ক'রে রেখেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে তিনি এই সব নিয়ে খেলা করেন। বুড়ীকে আগে থাক্‌তে ছুঁলে দৌড়াদৌড়ি ক'র্‌তে হয় না; সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, খেলা কেমন করে হয়? সকলেই ছুঁয়ে ফেল্লে বুড়ী অসন্তুষ্ট হয়! খেলা চল্লে বুড়ির আহ্লাদ। তাই 'লক্ষের দুটা একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপড়ি।' (সকলের আনন্দ।)

"তিনি মনকে আঁখি ঠেরে ইসারা করে ব'লে দিয়েছেন,'যা, এখন সংসার ক'র্‌গে যা।' মনের কি দোষ? তিনি যদি আবার দয়া ক'রে মনকে ফিরিয়ে দেন, তা হ'লে বিষয় বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয়।"

ঠাকুর সংসারীর ভাবে মার কাছে অভিমান ক'রে গাইতেছেন।

"আমি ঐ খেদে খেদ করি। তুমি মাতা থাকতে আমার জাগাঘরে চুরি॥ মনে করি তোমার নাম করি, কিন্তু সময়ে পাসরি: আমি বুঝেছি জেনেছি, আশয় পেয়েছি, এসব তোমারি চাতুরী॥ কিছু দিলেনা পেলেনা, নিলেনা খেলেনা, সে দোষ কি আমারি। যদি দিতে পেতে, নিতে,খেতে দিতাম পাওয়াতাম তোমারি॥ যশ, অপযশ, সুরস কুরস, সকল রস তোমারি। (ওগো)

রসে থেকে রস ভঙ্গ, কেন রসেখবি॥ প্রসাদ বলে মন দিয়েছ, মনেবি আঁখঠারি।
(ওমা) তোমার দৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরি॥

"তাঁরই মায়াতে ভুলে মানুষ সংসারী হ'য়েছে। প্রসাদ বলে, 'মন দিয়েছ মনেরি আঁখঠারি'।

[কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে শিক্ষা। সংসার ও নিষ্কাম কর্ম্ম।]

ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয়, সব ত্যাগ না ক'র্‌লে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। নাগো। তোমাদের সব ত্যাগ ক'র্‌তে হবে কেন? তোমরা রসে বসে বেশ আছো। সারে মাতে! (সকলের হাস্য) তোমরা বেশ আছো। নক্স খেলা জান? আমি বেসি কাটিয়ে জ্বলে গেছি। তোমরা খুব শেয়ানা। কেউ দশে আছো; কেউ ছয়ে আছো; কেউ পাঁচে আছো। বেসি কাটাও নাই; তাই আমার মত জ্বলে যাও নাই। খেলা চল্‌ছে। এতো বেশ! (সকলের হাস্য।)

"সত্য বল্‌ছি, তোমরা সংসার ক'রছো, এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখ্‌তে হবে। তা না হ'লে হবে না। এক হাতে কর্ম্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধ'রে থাকো। কর্ম্ম শেষ হ'লে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।

"মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙ্গে ছোপাবে, সেই রঙ্গে ছুপ্‌বে। যেমন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙ্গে ছোপাও সবুজ। যে রঙ্গে ছোপাও সেই রঙ্গেই ছুপ্‌বে। দেখনা, যদি একটু ইংরাজী পড়, তো অমনি মুখে ইংরাজী কথা এসে পড়ে! ফুটফাট ইট্‌মিট্‌ (সকলের হাস্য)! আবার পায়ে বুটজুতা, শিষ্‌ দিয়ে গান করা; এই সব এসে জুটুবে। আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে, অমনি শোলোক ঝাড়্‌বে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখো, তো সেই রকম কথাবার্ত্তা, চিন্তা, হ'য়ে যাবে। যদি ভক্তের সঙ্গে রাখো, ঈশ্বর চিন্তা, হরিকথা এই সব হবে।

"মন নিয়েই সব। এক পাশে পরিবার, এক পাশে সন্তান! এক জনকে এক ভাবে, সন্তানকে আর এক ভাবে, আদর করে। কিন্তু একই মন!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥ গীতা ১৮,৬৬

ব্রাহ্মদিগকে উপদেশ। খৃষ্টধর্ম্ম, ব্রাহ্মসমাজ ও পাপবাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি)। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ; সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান: রাজাধিরাজের ছেলে, আমায় আবার বাঁধে কে? যদি সাপে কামড়ায়, 'বিষ নাই' জোর ক'রে বল্লে বিষ ছেড়ে যায়! তেমনি 'আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত' এই কথাটী রোক ক'রে বল্‌তে বল্‌তে তাই হ'য়ে যায়। মুক্তই হ'য়ে যায়।

[পূর্ব্বকথা —শ্রীরামকৃষ্ণের Bible শ্রবণ। কৃষ্ণকিশোরের বিশ্বাস।]

"খ্রীষ্টানদের এক খানা বই এক জন দিলে। আমি পড়ে শুনাতে ব'ল্‌লুম। তাতে কেবল 'পাপ' আর 'পাপ!' (কেশবের প্রতি) তোমাদের ব্রহ্মসমাজেও কেবল 'পাপ'। যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ', 'আমি বদ্ধ', বার বার বলে, সে শালা বদ্ধই হ'য়ে যায়। যে রাত দিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' এই করে সে তাই হ'য়ে যায়।

"ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—কি! অমি তাঁর নাম ক'রেছি আমার এখনও পাপ থাক্‌বে। আমার আবার পাপ কি। আমার আবার বন্ধন কি। কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সে বৃন্দাবনে গি'ছিল! একদিন ভ্রমণ ক'রতে ক'রতে তার জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখ্‌লে, একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বল্লে, ওরে তুই এক ঘটি আমায় জল দিতে পারিস্? তুই কি জাত? সে বল্লে, ঠাকুর মহাশয়, আমি হীন জাত; মুচি। কৃষ্ণকিশোর ব'ল্লে, তুই বল শিব। নে, এখন জল তুলে দে।

"ভগবানের নাম কর্‌লে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হ'য়ে যায়।

"কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এই সব কথা কেন? এক বার বল,

যে, অন্যায় কর্ম্ম যা ক'রেছি আর করবো না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।" (ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নামমাহাত্ম্য গাইতেছেন)

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।

আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥ (৩৫ পৃষ্ঠা)

"আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়ে ছিলাম। ফুল হাতে ক'রে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলাম: ব'লেছিলাম, মা এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, এই নাও শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।' (ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) একটি রামপ্রসাদের গান শোন।

গান। আয় মন বেড়াতে যাবি।

কালীকল্পতরুমূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি। ওরে বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্বকথা তায় সুধাবি॥ শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি। যখন দুই সতীনে পীরিত হবে তখন শ্যামা মাকে পাবি॥ অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়িয়ে দিবি। যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্যখোঁটা ধ'রে র'বি॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোটায় বেঁধে থুবি। যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞানখড়্গে বলি দিবি॥ প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূর হ'তে বুঝাইবি। যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥ প্রসাদ বলে এমন হ'লে কালের কাছে জবাব দিবি। তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মতন মন হ'বি॥

"সংসারে ঈশ্বর লাভ হবে না কেন? জনকের হ'য়েছিল। সংসার ধোকার টাটি' প্রসাদ বলেছিল। তাঁর পাদপদ্মে ভক্তিলাভ ক'রলে—

এই সংসারই মজার কুটি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি। জনক রাজা মহাতেজা, তার কিসে ছিল ত্রুটি, সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে, খেয়েছিল দুধের বাটি। (সকলের হাস্য)

[ব্রাহ্মসমাজ ও জনকরাজা। গৃহস্থের উপায়—নির্জ্জনে বাস ও বিবেক।]

"কিন্তু ফস্ করে জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা নির্জ্জনে অনেক তপস্যা ক'রেছিলেন। সংসারে থেকেও এক একবার

নির্জ্জনে বাস ক'রতে হয়। সংসারের বাহিরে একলা গিয়ে যদি ভগবানের জন্য তিন দিনও কাঁদা যায় সেও ভাল। এমন কি,অবসর পেয়ে এক দিনও নির্জ্জনে তাঁর চিন্তা যদি করা যায়, সেও ভাল। লোক মাগ ছেলের জন্য একঘটি কাঁদে,ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে বল? নির্জ্জনে থেকে মাঝে মাঝে ভগবানের জন্য সাধন করতে হয়। সংসারের ভিতর কর্ম্মের মধ্যে থেকে প্রথমাবস্থায় মন স্থির করতে অনেক ব্যাঘাত হয়। ফুটপাতের গাছ, যখন চারা থাকে, বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। প্রথমাবস্থায় বেড়া, গুঁড়ি হলে আর বেড়ার দরকার থাকে না। গুঁড়িতে হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না।

"রোগটী হ'চ্ছে বিকার। আবার যে ঘরে বিকারের রোগী, সেই ঘরে জলের জ্বালা আর আচার তেঁতুল। যদি বিকারের রোগীআরাম করতে চাও, ঘর থেকে ঠাঁই নাড়া ক'রতে হবে। সংসারী জীব বিকারের রোগী, বিষয়, জলের জ্বালা, বিষয়ভোগতৃষ্ণা, জলতৃষ্ণা। আচার তেঁতুল মনে করলেই মুখে জল সরে, কাছে আনতে হয় না, এরূপ জিনিষও ঘরে রয়েছে। যোষিৎসঙ্গ, তাই নির্জ্জনে চিকিৎসা দরকার।

"বিবেক বৈরাগ্য লাভ ক'রে সংসার কত্তে হয়। সংসার সমুদ্রে কাম ক্রোধাদি কুমীর আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমীরের ভয় থাকে না। বিবেক বৈরাগ্য হলুদ। সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই সৎ, নিত্যবস্তু। আর সব অসৎ, অনিত্য, দুইদিনের জন্য। এইটী বোধ। আর ঈশ্বরে অনুরাগ। তাঁর উপর টান্—ভালবাসা। গোপীদের কৃষ্ণের উপর যেরূপ টান ছিল একটা গান শোন।

[আর উপায় -ঈশ্বরে অনুরাগ। গোপীদের মত টান বা স্নেহ।]

গান। বংশী বাজিল ঐ বিপিনে। (আমার তো না গেলে নয়) (শ্যাম পথে দাঁড়ায়ে আছে)। তোরা যাবি কি না যাবি বল গো॥ তোদের শ্যাম কথার কথা। আমার শ্যাম অন্তরের ব্যথা (সই)॥ তোদের বাজে বাঁশী কানের কাছে। বাঁশী আমার বাজে হৃদয়মাঝে॥ শ্যামের বাঁশী বাজে, 'বেরাও রাই। তোমা বিনা কুঞ্জের শোভা নাই'॥

ঠাকুর অশ্রুপূর্ণনয়নে এই গান গাহিতে গাহিতে কেশবাদি ভক্তদের বল্লেন,"রাধাকৃষ্ণ মানো আর নাই মানো, এই টানটুকু নাও,

ভগবানের জন্য কিসে এইরূপ ব্যাকুলতা হয়, চেষ্টা করো। **ব্যাকুলতা থাকলেই তাঁকে লাভ করা যায়।**

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ। গীতা।

ভাঁটা পড়িয়াছে। আগ্নেয়পোত কলিকাতাভিমুখে দ্রুতগতি চলিতেছে। তাই পোল পার হইয়া কোম্পানীর বাগানের দিকে আরো খানিকটা বেড়াইয়া আসিতে কাপ্তেনকে হুকুম হইয়াছে। কতদূর জাহাজ গিয়াছিল,অনেকেরই জ্ঞান নাই—তাঁহারা মগ্ন হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিতেছেন। কোন দিক্ দিয়া সময় যাইতেছে, হুস্ নাই।

এইবার মুড়ি নারিকেল খাওয়া হইতেছে। সকলেই কিছু কিছু কোঁচড়ে লইলেন ও খাইতেছেন। আনন্দের হাট। কেশব মুড়ি আয়োজন ক'রে এনেছেন। এই অবসরে ঠাকুর দেখিলেন বিজয় ও কেশব দুইজনেই সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া আছেন। তখন যেন দুই জন অবোধ ছেলেকে ভাব করিয়া দিবেন। 'সর্ব্বভূতহিতেরত'।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)। ওগো! এই বিজয় এসেছেন। তোমাদের ঝগড়া বিবাদ—যেন শিবরামের যুদ্ধ। (হাস্য।) রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হোলো, দুজনে ভাবও হোলো। কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো ওদের ঝগড়া কিচকিচী আর আর মেটে না। (উচ্চ হাস্য।) আপনার লোক। তা এরূপ হ'য়ে থাকে লব কুশ যে রামের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেছিলেন। আবার জানো মায়ে ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে? মার মঙ্গল আর মেয়ের মঙ্গল যেন দুটো আলাদা। কিন্তু এর মঙ্গলে ওর মঙ্গল হয়, ওর মঙ্গলে এর মঙ্গল হয়। তেমনি তোমাদের এর একটী সমাজ আছে; আবার ওর একটী দরকার (সকলের হাস্য)। তবে এ সব চাই। যদি বলো ভগবান্ নিজে লীলা করেছেন,সেখানে জটালেকুটালের কি দরকার?

জটিলে কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না! (সকলের হাস্য) জটিলে কুটিলে না থাকলে রগড় হয় না! (উচ্চ হাস্য।)

"রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁর গুরু ছিলেন অদ্বৈতবাদী। শেষে দুজনে অমিল। গুরু শিষ্য পরস্পর মত খণ্ডন ক'রতে লাগল। এরূপ হয়েই থাকে। যাই হৌক, তবু আপনার লোক।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য, ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্,
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো, লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥ গীতা।

কেশবকে শিক্ষা, গুরুগিরি ও ব্রাহ্মসমাজ ; গুরু এক সচ্চিদানন্দ।

সকলে আনন্দ করিতেছেন। ঠাকুর কেশবকে বলিতেছেন, "তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য ক'রো না,তাই এইরূপ ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়।

"মানুষগুলি দেখতে সব এক রকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারু ভিতর সত্বগুণ বেশী,কারু রজোগুণ বেশী,কারু তমোগুণ। পুলিগুলি দেখতে সব এক রকম। কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর,কারু ভিতর নারিকেলের ছাই, কারু ভিতর কলায়ের পোর। (সকলের হাস্য)।

"আমার কি ভাব জানো? আমি খাই দাই থাকি, আর সব মা জানে। আমার তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে। গুরু, কর্ত্তা আর বাবা।

"গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দিবেন। আমার সন্তান ভাব। মানুষ গুরু মেলে লাখ লাখ। সকলেই গুরু হ'তে চায়। শিষ্য কে হ'তে চায়?

"লোক শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন আর আদেশ দেন,তা'হলে হ'তে পারে। নারদ শুকদেবাদির আদেশ হ'য়েছিল। শঙ্করের আদেশ হ'য়েছিল। আদেশ না হ'লে কে তোমার কথা শুনবে? কল্‌কাতার হুজুগ তো জানো! যতক্ষণ কাঠে জ্বাল, দুধ ফোঁস করে ফোলে। কাঠ টেনে নিলে কোথাও কিছু নাই। কল্‌কাতার লোক হুজুগে! এই এখানটায় কুয়া খুঁড়ছে।—বলে জল চাই। সেখানে পাথর হলো তো ছেড়ে দিলে।

আবার এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ ক'রলে। সেখানে বালি মিলে গেল, ছেড়ে দিলে! আর এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ হলো! এই রকম!

"আবার মনে মনে আদেশ হ'লে হয় না। তিনি সত্য সত্যই সাক্ষাৎকার হন্ আর কথা কন্। তখন আদেশ হ'তে পারে। সে কথার জোর কত? পর্ব্বত টলে যায়। শুধু লেকচার? দিন কতক লোক শুন্‌বে, তার পর ভুলে যাবে। সে কথার অনুসারে কাজ করবে না।

[পূর্ব্ব কথা—ভাব-চক্ষে হালদার পুকুর দর্শন।]

"ও দেশে **হালদার পুকুর** ব'লে একটা পুকুর আছে। পাড়ে রোজ সকাল বেলা বাহ্যে করে রাখতো! যারা সকাল বেলা আসে, খুব গালাগাল দেয়। আবার তার পর দিন সেইরূপ। বাহ্যে আর থামে না। (সকলের হাস্য)। লোকে কোম্পানিকে জানালে। তারা একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিল। সেই যখন একটা কাগজ মেরে দিলে, 'বাহ্যে করিও না' তখন সব বন্ধ! (সকলের হাস্য)।

"লোক শিক্ষা দেবে তার চাপরাস চাই। না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয় না, আবার অন্য লোক! কাণা কাণাকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে! (হাস্য)। হিতে বিপরীত। ভগবান লাভ হ'লে অন্তর্দৃষ্টি হয়, কার কি রোগ বোঝা যায়। উপদেশ দেওয়া যায়।

['অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে,'—গীতা।]

"আদেশ না থাক্‌লে 'আমি লোক শিক্ষা দিচ্ছি' এই অহঙ্কার হয়। অহঙ্কার হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে বোধ হয়, আমি কর্ত্তা। 'ঈশ্বর কর্ত্তা, ঈশ্বরই সব করছেন, আমি কিছু ক'রছিনা', এ বোধ হ'লে তো সে জীবন্মুক্ত। 'আমি কর্ত্তা' 'আমি কর্ত্তা', এই বোধ থেকেই যত দুঃখ, অশান্তি।"

নবম পরিচ্ছেদ।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥ গীতা।

[কেশবাদি ব্রাহ্মদিগকে কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে উপদেশ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদি ভক্তের প্রতি)। তোমরা বলো, 'জগতের

উপকার' করা। জগৎ কি এতটুকু গা! আর তুমি কে,যে জগতের উপকার করবে? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার করো। তাঁকে লাভ করো। তিনি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত ক'রতে পারো। নচেৎ নয়।

একজন ভক্ত। যতদিন না লাভ হয়,ততদিন সব কর্ম্ম ত্যাগ করবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না; কর্ম্মত্যাগ ক'রবে কেন? ঈশ্বরের চিন্তা,তাঁর নাম গুণ গান, নিত্য কর্ম্ম, এ সব ক'রতে হবে।

ব্রাহ্মভক্ত। সংসারের কর্ম্ম? বিষয় কর্ম্ম?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তাও ক'রবে, সংসার যাত্রার জন্য যে টুকু দরকার। কিন্তু কেঁদে নির্জ্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'রতে হবে, যাতে ঐ কর্ম্মগুলি নিষ্কামভাবে করা যায়। আর ব'লবে, হে ঈশ্বর, আমার বিষয় কর্ম্ম কমিয়ে দাও,কেন না ঠাকুর দেখছি যে বেশী কর্ম্ম জুটলে তোমায় ভুলে যাই। মনে করছি নিষ্কাম কর্ম্ম করছি, কিন্তু সকাম হ'য়ে পড়ে। হয়তো দান সদাব্রত বেশী ক'রতে গিয়ে লোকমান্য হ'তে ইচ্ছা হ'য়ে পড়ে।

[পূর্ব্ব কথা —শম্ভু মল্লিকের সহিত দানাদি কর্ম্মকাণ্ডের কথা।]

"শম্ভু মল্লিক হাঁসপাতাল,ডাক্তারখানা, স্কুল, রাস্তা, পুষ্করিণীর কথা বলেছিল। আমি বল্লাম, সম্মুখে যেটা পড়লো, না করলে নয় সেটাই নিষ্কাম হ'য়ে ক'রতে হয়। ইচ্ছা ক'রে বেশী কাজ জড়ানো ভাল নয়,—ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে দানই কর্ত্তে লাগলো; কালীদর্শন আর হলো না! (হাস্য)। আগে যো সো ক'রো, ধাক্কা ধুক্কি খেয়েও কালী দর্শন কর্ত্তে হয়, তারপর দান যত করো,আর না করো। ইচ্ছা হয় খুব করো। ঈশ্বর লাভের জন্যই কর্ম্ম। শম্ভুকে তাই বল্লুম, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাঁকে কি ব'লবে কতকগুলো হাঁসপাতাল, ডিস্পেন্সারি করে দাও? (হাস্য।) ভক্ত কখনও তা বলে না। বরং বলবে 'ঠাকুর! আমায় পাদপদ্মে স্থান দাও, নিজের সঙ্গে সর্ব্বদা রাখো,পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও।

"কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে কর্ম্ম করতে ব'লেছে, কলিকালে করা বড় কঠিন। অন্নগতপ্রাণ। বেশী কর্ম্ম চলে না। জ্বর

হ'লে কবিরাজী চিকিৎসা ক'রতে গেলে এ দিকে রোগীর হ'য়ে যায়। বেশী দেরী সয় না। এখন ডি, গুপ্ত। কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নামগুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম। (ব্রাহ্ম-ভক্তদের প্রতি) তোমাদেরও ভক্তিযোগ, তোমরা হরি নাম কর, মায়ের নাম গুণ গান কর, তোমরা ধন্য! তোমাদের ভাবটী বেশ। বেদান্তবাদীদের মত তোমরা জগৎকে স্বপ্নবৎ বলো না। ওরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা নও, তোমরা ভক্ত। তোমরা ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) বলো এও বেশ। তোমরা ভক্ত। ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌লে তাঁকে অবশ্য পাবে।"

দশম পরিচ্ছেদ।

সুরেন্দ্রের বাড়ী নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে।

জাহাজ কয়লাঘাটে এইবার ফিরিয়া আসিল। সকলে নামিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখেন, কোজাগরের পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে, ভাগীরথীবক্ষে কৌমুদীর লীলাভূমি হইয়াছে! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য গাড়ী আনিতে দেওয়া হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার ও দু একটি ভক্তের সহিত ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। কেশবের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলালও গাড়ীতে উঠিলেন, ঠাকুরের সঙ্গে খানিকটা যাবেন।

গাড়ীতে সকলে বসিলে পর ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কৈ তিনি কৈ—অর্থাৎ কেশব কৈ? দেখিতে দেখিতে কেশব একাকী আসিয়া উপস্থিত। মুখে হাসি। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,কে কে এঁর সঙ্গে যাবে? সকলে গাড়ীতে বসিলে পর, কেশবভূমিষ্ট হইয়া ঠাকুরেরপদ ধূলিগ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও সস্নেহে সম্ভাষণ করিয়া বিদায়দিলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। ইংরেজটোলা। সুন্দর রাজপথ। পথের দুই দিকে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা। পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে; অট্টালিকাগুলি যেন বিমল শীতল চন্দ্রকিরণে বিশ্রাম করিতেছে। দ্বারদেশে বাষ্পীয় দীপ,কক্ষমধ্যে দীপমালা,স্থানে স্থানে হার্মোনিয়ম,পিয়ানো সংযোগে ইংরাজ মহিলারা গান করিতেছে। ঠাকুর আনন্দে হাস্য করিতে করিতে যাইতেছেন। হঠাৎ বল্লেন, 'আমার জলতৃষ্ণা পাচ্ছে, কি হবে? কি করা যায়! নন্দলাল ইণ্ডিয়া ক্লাবের (Indian Club)

নিকট গাড়ী থামাইয়া উপরে জল আনিতে গেলেন, কাঁচের গ্লাস করিয়া জল আনিলেন। ঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন ;-গ্লাসটি ধোয়া তো ? নন্দলাল বল্লেন, হাঁ। ঠাকুর সেই গ্লাসে জল পান করিলেন।

বালকের স্বভাব। গাড়ী চালাইয়া দিলে ঠাকুর মুখ বাড়াইয়া লোক জন,গাড়ী ঘোড়া চাঁদের আলো দেখিতেছেন। সকল তাতেই আনন্দ।

নন্দলাল কলুটোলায় নামিলেন। ঠাকুরের গাড়ী সিমুলিয়া ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত সুরেশ মিত্রের বাড়ীতে আসিয়া লাগিল। ঠাকুর তাঁহাকে সুরেন্দ্র বলিতেন। সুরেন্দ্র ঠাকুরের পরম ভক্ত।

কিন্তু সুরেন্দ্র বাড়ীতে নাই। তাঁহাদের নূতন বাগানে গিয়াছেন। বাড়ীর লোকেরা বসিতে নীচের ঘর খুলিয়া দিলেন।

গাড়ীর ভাড়া দিতে হবে। কে দিবে ? সুরেন্দ্র থাকিলে সেই দিত। ঠাকুর এক জন ভক্তকে বল্লেন,ভাড়াটা মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে নে না। ওরা কি জানে না, ওদের ভাতারবা যায় আসে। (সকলের হাস্য)।

নরেন্দ্র পাড়াতেই থাকেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন। এদিকে বাড়ীর লোকেরা দুতলার ঘরে ঠাকুরকে বসাইলেন। ঘরের মেজেতে চাদর পাতা, দু চারটা তাকিয়া তার উপর ; কক্ষ প্রাচীরে সুরেন্দ্রের বিশেষ যত্নে প্রস্তুত ছবি(Oil Painting)যাহাতে কেশবকে ঠাকুর দেখাইতেছেন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সকল ধর্ম্মের সমন্বয়। আর বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয়।

ঠাকুর বসিয়া সহাস্যে গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে নরেন্দ্র আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন ঠাকুরের আনন্দ যেন দ্বিগুণ হইল। তিনি বলিলেন, "আজ কেশব সেনের সঙ্গে কেমন জাহাজে ক'রে বেড়াতে গিছিলাম। বিজয় ছিল, এরা সব ছিল। মাষ্টারকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, একে জিজ্ঞাসা কর, কেমন বিজয় আর কেশবকে বল্লুম, মায় ঝিয়ে মঙ্গলবার, আর জটিলে কুটিলে না থাক্‌লে লীলা পোষ্টাই হয় না , এই সব কথা। (মাষ্টারের প্রতি) কেমন গা ?"
মাষ্টার বল্লেন, আজ্ঞা হাঁ।।

রাত্রি হইল, তবু সুরেন্দ্র ফিরিলেন না। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন, আর দেরী করা যায় না. রাত সাড়ে দশটা। রাস্তায় চাঁদের আলো।

গাড়ী আসিল। ঠাকুর উঠিলেন। নরেন্দ্র ও মাষ্টার প্রণাম করিয়া কলিকাতাস্থিত স্ব স্ব বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রথমভাগ-দ্বিতীয়খণ্ড।

সিঁতি ব্রাহ্মসমাজ দর্শন ও শ্রীযুক্ত শিবনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তদিগের সহিত কথোপকথন ও আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উৎসব মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ।

প্রায় চল্লিশ বর্ষ অতীত হইল, শ্রীশ্রীপরমহংসদেব সিঁতির ব্রাহ্মসমাজ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ২৮এ অক্টোবর, ইং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ, শনিবার আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাদ্বিতীয়া তিথি।

আজ এখানে মহোৎসব। ব্রাহ্মসমাজের ষান্মাসিক। তাই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এখানে নিমন্ত্রণ। বেলা ৩টা, ৪টার সময় তিনি কয়েকজন ভক্তসঙ্গে গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটী হইতে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হইলেন। এই উদ্যানবাটীতে ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজকে তিনি বড় ভালবাসেন। ব্রাহ্মভক্তগণও তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। ইহার পূর্ব্ব দিন অর্থাৎ শুক্রবার বৈকালে কত আনন্দ করিতে করিতে সশিষ্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ভাগীরথী-বক্ষে, কালীবাটী হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত,ভক্তসঙ্গে ষ্টীমার করিয়া বেড়াইতে আসিয়াছিলেন।

সিঁতি পাইকপাড়ার নিকট। কলিকাতা হইতে দেড় ক্রোশ উত্তরে উদ্যানবাটীটী মনোহর বলিয়াছি। স্থানটী অতি নিভৃত।

ভগবানের উপাসনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। উদ্যানস্বামী বৎসরে দুইবার মহোৎসব করিয়া থাকেন। একবার শরৎকালে, আর একবার বসন্তে। এই মহোৎসব উপলক্ষে তিনি কলিকাতার ও সিঁথির নিকটবর্ত্তী গ্রামের অনেক ভক্তদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। তাই আজ কলিকাতা হইতে শিবনাথ প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাতঃকালে উপাসনায় যোগদান করিয়াছেন। আবার সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হইবে, তাই প্রতীক্ষা করিতেছেন। বিশেষতঃ তাঁহারা শুনিয়াছেন যে, অপরাহ্নে মহাপুরুষের আগমন হইবে ও তাঁহারা তাঁহার আনন্দমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন, তাঁহার হৃদয়মুগ্ধকরী কথামৃত পান করিতে পাইবেন, তাঁহার সেই মধুর সংকীর্ত্তন শুনিতে ও দেবদুর্লভ হরিপ্রেমময় নৃত্য দেখিতে পাইবেন!

অপরাহ্নে বাগানটী বহুলোক সমাকীর্ণ হইয়াছে। কেহ লতা-মণ্ডপচ্ছায়ায় কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট। কেহ বা সুন্দর বাপীতটে বন্ধু-সমভিব্যাহারে বিচরণ করিতেছেন। অনেকেই সমাজগৃহে শ্রীরাম-কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় পূর্ব্ব হইতেই উত্তম আসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। উদ্যানের প্রবেশদ্বারে পানের দোকান। প্রবেশ করিয়া বোধ হয় যেন পূজাবাড়ী—রাত্রিকালে যাত্রা হইবে। চতুর্দ্দিক আনন্দ পরিপূর্ণ। শরতের নীল আকাশে আনন্দ প্রতি-ভাসিত হইতেছে। উদ্যানের বৃক্ষলতাগুল্ম মধ্যে প্রভাত হইতে আনন্দের সমীরণ বহিতেছে। আকাশ, জীব জন্তু, বৃক্ষ লতা যেন একতানে গান করিতেছে—

"আজি কি হরষ সমীর বহে প্রাণে—ভগবৎ মঙ্গল কিরণে।

সকলেই যেন ভগবদ্দর্শন-পিপাসু। এমন সময়ে পরমহংসদেবের গাড়ী আসিয়া সমাজগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া মহাপুরুষের অভ্যর্থনা করিতেছেন। তিনি আসিয়াছেন! চারিদিকের লোক তাঁহাকে মণ্ডলাকারে ঘেরিতেছে।

সমাজগৃহের প্রধান প্রকোষ্ঠ মধ্যে বেদী রচনা হইয়াছে। সে স্থান লোকে পরিপূর্ণ। সম্মুখে দালান, সেখানে পরমহংসদেব সমা-সীন, সেখানেও লোক। আর দালানেব দুই পার্শ্বস্থিত দুই ঘর,—

সে ঘরেও লোক,—ঘরের দ্বারদেশে উদ্‌গ্রীব হইয়া লোকে দণ্ডায়মান। দালানে উঠিবার সোপানপরম্পরা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেই সোপানও লোকে লোকাকীর্ণ; সোপানের অনতিদূরে ২।৩টী বৃক্ষ, পার্শ্বে লতামণ্ডপ,—সেখানে কয়েকখানি কাষ্ঠাসন। তথা হইতেও লোকে উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া মহাপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। সারি সারি ফল ও পুষ্পের বৃক্ষ, মধ্যে পথ। বৃক্ষ সকল সমীরণে ঈষৎ হেলিতেছে দুলিতেছে, যেন আনন্দভরে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে!

ঠাকুর পরমহংসদেব হাসিতে হাসিতে আসন গ্রহণ করিলেন। এখন সব চক্ষু এককালে তাঁহার আনন্দমূর্ত্তির উপর পতিত হইল। যতক্ষণ নাট্যশালায় অভিনয় আরম্ভ না হয়, ততক্ষণ দর্শকবৃন্দের মধ্যে কেহ হাসিতেছে কেহ বিষয়-কর্ম্মের কথা কহিতেছে, কেহ একাকী অথবা বন্ধুসঙ্গে পাদচারণ করিতেছে, কেহ পান খাইতেছে, কেহ বা তামাক খাইতেছে। কিন্তু যাই ড্রপসিন উঠিয়া গেল, অমনি সকলে সব কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া অনন্যমন হইয়া একদৃষ্টে নাট্যরঙ্গ দেখিতে থাকে। অথবা নানাপুষ্পপরিভ্রমণকারী ষট্‌পদবৃন্দ পদ্মের সন্ধান পাইলে অন্য কুসুম ত্যাগ করিয়া পদ্মমধু পান করিতে ছুটিয়া আসে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। গীতা।

ভক্ত-সম্ভাষণে।

সহাস্য বদনে ঠাকুর শ্রীযুক্ত শিবনাথ আদি ভক্তগণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, এই যে শিবনাথ! দেখ তোমরা ভক্ত, তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব, আর এক জন গাঁজাখোরকে দেখ্‌লে ভারী খুসী হয়। হয় ত তার সঙ্গে কোলাকুলিই করে। (শিবনাথের ও সকলের হাস্য)।

[সংসারী লোকের স্বভাব। নাম মাহাত্ম্য।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নাই, তাদের আমি বলি, "তোমরা একটু ঐখানে গিয়ে বস।" অথবা বলি, যাও বেশ বিল্ডিং (রাসমণির কালীবাটীর মন্দির সকল) দেখগে (সকলের হাস্য)।

"আবার দেখেছি যে, ভক্তদের সঙ্গে হাবাতে লোক এসেছে। তাদের ভারি বিষয়-বুদ্ধি। ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে না। ওরা হয়ত আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে ঈশ্বরীয় কথা ব'লছে। এদিকে এরা আর ব'সে থাকতে পারে না, ছটফট ক'রছে। বার বার কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'লছে, 'কখন্ যাবে,—কখন্ যাবে।' তারা হয় ত বল্লে, 'দাঁড়াও না হে, আর একটু পরে যাব।' তখন এরা বিরক্ত হ'য়ে বলে, তবে তোমরা কথা কও, আমরা নৌকায় গিয়ে বসি। (সকলের হাস্য)।

"সংসারী লোকদের যদি বল যে সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের পাদ-পদ্মে মগ্ন হও, তা তারা কখনও শুনবে না। তাই বিষয়ী লোকদের টান্‌বার জন্য গৌরনিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ ক'রে এই ব্যবস্থা ক'রেছিলেন—'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল'। প্রথম দুইটীর লোভে অনেকে হরি বোল ব'লতে যেতো। হরিনামসুধার একটু আস্বাদ পেলে বুঝতে পারতো যে 'মাগুর মাছের ঝোল' আর কিছুই নয়, হরি প্রেমে যে অশ্রু পড়ে তাই, 'যুবতী মেয়ে' কিনা—পৃথিবী। 'যুবতী মেয়ের কোল' কি না —ধূলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি।

"নিতাই কোন রকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব ব'লেছিলেন, ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হ'তে পারে কিন্তু কখনও না কখনও এর ফল হবেই হবে। যেমন কেউ বাড়ীর কার্ণিসের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল; অনেক দিন পরে বাড়ী ভূমিসাৎ হ'য়ে গেল, তখনও সেই বীজ মাটীতে পড়ে গাছ হ'ল ও তার ফলও হ'ল।

[মনুষ্যপ্রকৃতি ও গুণত্রয়,—ভক্তির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। যেমন সংসারীদের মধ্যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ আছে, তেমনি ভক্তিরও সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ আছে।

"সংসারীর সত্ত্বগুণ কি রকম জান? বাড়ীটী এখানে ভাঙ্গা, ওখানে ভাঙ্গা—মেরামত করে না। ঠাকুর দালানে পায়রাগুলো হাগ্‌ছে। উঠানে সেওলা প'ড়েছে, হুঁস নাই। আসবাবগুলো পুরানো, ফিট্‌-কাট্ করবার চেষ্টা নাই। কাপড় যা তাই, একখানা হ'লেই হলো। লোকটী খুব শান্ত, শিষ্ট, দয়ালু, অমায়িক, কারু কোনও অনিষ্ট করে না।

"সংসারীর রজোগুণের লক্ষণ আবার আছে। ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে দুই তিনটা আংটী। বাড়ীর আসবাব খুব ফিট কাট। দেওয়ালে (Queen's) কুইনের ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোন বড় মানুষের ছবি। বাড়ীটী চুণকাম করা, যেন কোনখানে একটু দাগ নাই। নানারকমের ভাল পোষাক। চাকরদেরও পোষাক। এম্‌নি এম্‌নি সব।

"সংসারীর তমোগুণের লক্ষণ—নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, এই সব।

"আর ভক্তির সত্ত্ব আছে। যে ভক্তের সত্ত্বগুণ আছে, সে ধ্যান করে অতি গোপনে। সে হয় ত মশারির ভিতর ধ্যান করে,—সবাই জানছে ইনি শুয়ে আছেন বুঝি রাত্রে ঘুম হয় নাই, তাই উঠ্‌তে এত দেরী হচ্ছে। এদিকে শরীরের উপর আদর কেবল পেট্‌চলা পর্য্যন্ত; শাকান্ন পেলেই হ'ল! খাবার ঘটা নাই। পোষা-কের আড়ম্বর নাই। বাড়ীর আসবাবের জাঁকজমক নাই। আর সত্ত্বগুণী ভক্ত কখনও তোষামোদ ক'রে ধন লয় না।

"ভক্তির রজঃ থাক্‌লে সে ভক্তের হয়তো তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের মালা আছে। সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার একটী সোণার দানা (সকলের হাস্য)। যখন পূজা করে, গরদের কাপড় প'রে পূজা করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ গীতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তির তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জলন্ত। ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি ক'রে ধন কেড়ে লওয়া। 'মারো কাটো বাঁধো'! এইরূপ ডাকাত-পড়া ভাব।

ঠাকুর ঊর্দ্ধদৃষ্টি, তাঁহার প্রেমরসাভিষিক্তকণ্ঠে গাহিতেছেন —:

গঙ্গা গয়া প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।

কালী কালী ব'লে আমার অজপা যদি ফুরায়॥ ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়। সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥ দয়া ব্রত দান আদি, আর কিছু না মনে লয়। মদনের যাগ যজ্ঞ, ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়। কালীনামের এত গুণ কেবা জান্‌তে পারে তায়। দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায়॥

ঠাকুর ভাবোন্মত্ত, যেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গাহিতেছেন।

[নাম-মাহাত্ম্য ও পাপ। তিন প্রকার আচার্য্য।]

গান। আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।

আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥ (৩৫ পৃষ্ঠা)

"কি! আমি তাঁর নাম ক'রেছি—আমার আবার পাপ! আমি তাঁর ছেলে! তাঁর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী!" এমন রোক হওয়া চাই!

"তমোগুণকে মোড় ফিরিয়ে দিলে ঈশ্বর লাভ হয়। তাঁর কাছে জোর কর; তিনি ত পর নন, তিনি আপনার লোক।

"আবার দেখ, এই তমোগুণকে পরের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা যায়। বৈদ্য তিন প্রকার;—উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেও হে,' এই কথা ব'লে চ'লে যায়, সে অধম বৈদ্য—রোগী খেলে কি না, এ খবর সে লয় না। যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক ক'রে বুঝায়—যে মিষ্ট কথাতে বলে, 'ওহে ঔষধ না খেলে কেমন করে ভাল হবে! লক্ষ্মীটী খাও' আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি খাও'—সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোন মতে খেলে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে, জোর করে ঔষধ খাইয়ে দেয়—সে উত্তম বৈদ্য। এই বৈদ্যের তমোগুণ, এ গুণে রোগীর মঙ্গল হয়, অপকার হয় না।

"বৈদ্যের মত আচার্য্যও তিন প্রকার। ধর্ম্মোপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খবর লয় না; সে আচার্য্য অধম। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বরাবর বুঝান, যাতে তারা উপদেশগুলি ধারণা কর্ত্তে পারে, অনেক অনুনয় বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান—তিনি মধ্যম থাকের আচার্য্য। আর যখন শিষ্যরা,

কোনও মতে শুনছে না দেখে, কোনও আচার্য্য জোর পর্য্যন্ত করেন, তাঁরে বলি উত্তম আচার্য্য।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।

ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না।

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার আবার সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হ'য়েছে, তাঁদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে আমি একটী জিনিষ, জগৎ একটী জিনিষ। তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর 'ব্যক্তি' (Personal God) হ'য়ে দেখা দেন। জ্ঞানী—যেমন বেদান্তবাদী—কেবল নেতি নেতি বিচার করে। বিচার ক'রে জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে, 'আমি মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা—স্বপ্নবৎ।' জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে। তিনি যে কি, মুখে বল্‌তে পারে না।

"কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—কূল কিনারা নাই—ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হ'য়ে যায়—বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তভাবে কখন কখন সাকার রূপ ধ'রে থাকেন। জ্ঞান-সূর্য্য উঠলে, সে বরফ গ'লে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ হয় না—তাঁর রূপও দর্শন হয় না। কি তিনি মুখে বলা যায় না। কে ব'লবে? যিনি বল্‌বেন, তিনিই নাই, তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না।

"বিচার কর্‌তে কর্‌তে আমি টামি আর কিছুই থাকে না। প্যাঁজের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর সাদা পুরু খোসা। এইরূপ বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।

"যেখানে নিজের 'আমি' খুঁজে পাওয়া যায় না। আর খুঁজেই বা কে?—সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ কিরূপ হয়, সে কথা কে ব'লবে!

একটা লুণের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গি'ছিল। সমুদ্রে যাই নেমেছে, অমনি গ'লে মিশে গেল। তখন খবর কে দিবেক?

"পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ,—পূর্ণ জ্ঞান হ'লে মানুষ চুপ হ'য়ে যায়। তখন আমিরূপ লুণের পুতুল সচ্চিদানন্দরূপ সাগরে গ'লে এক হ'য়ে যায়, আর একটুও ভেদবুদ্ধি থাকে না।

"বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ফড়্ ফড়্ ক'রে তর্ক করে। শেষ হ'লে চুপ হ'য়ে যায়। কলসী পূর্ণ হ'লে, কলসীর জল পুকুরের জল এক হ'লে, আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয়, ততক্ষণ শব্দ।

"আগেকাব লোকে বল্‌তো,কালাপানীতে জাহাজ গেলে ফেরে না।

['আমি' কিন্তু যায় না।]

"আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল' (হাস্য)। হাজার বিচার কর,'আমি' যায় না। তোমার আমাব পক্ষে 'ভক্ত আমি' এ অভিমান ভাল।

"ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম। অর্থাৎ তিনি সগুণ—একজন ব্যক্তি হ'য়ে, রূপ হ'য়ে, দেখা দেন। তিনিই প্রার্থনা শুনেন। তোমরা যে প্রার্থনা করো,তাঁহাকেই কবো। তোমরা বেদান্তবাদী নও,জ্ঞানী নও; তোমরা ভক্ত। সাকার রূপ মানো আর না মানো, এসে যায় না। ঈশ্বর একজন ব্যক্তি ব'লে বোধ থাক্‌লেই হলো, যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনেন, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করেন, যে ব্যক্তি অনন্তশক্তি।

"ভক্তিপথেই তাঁকে সহজে পাওয়া যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ গীতা।

ঈশ্বর দর্শন। সাকার বা নিরাকার।

একজন ব্রাহ্ম-ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,'মহাশয়,ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? যদি দেখা যায়, দেখিতে পাই না কেন?'

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, অবশ্য দেখা যায়—সাকার রূপ দেখা যায়, আবার অরূপও দেখা যায়। তা তোমায় বুঝাব কেমন ক'রে ?

ব্রাহ্মভক্ত। কি উপায়ে দেখা যেতে পারে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর জন্য কাঁদ্‌তে পার ? লোকে ছেলের জন্য,স্ত্রীর জন্য, টাকার জন্য, এক ঘটী কাঁদে! কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদ্‌ছে ? যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে,মা রান্না বান্না বাড়ীর কাজ সব করে। ছেলের যখন চুষি আর ভাল লাগে না—চুষি ফেলে চীৎকার ক'রে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে হুড়্ হুড়্ ক'রে এসে ছেলেকে কোলে লয়।

ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয়! ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে এত নানা মত কেন ? কেউ বলে, সাকার,—কেউ বলে নিরাকার—আবার সাকার-বাদীদের নিকট নানারূপের কথা শুন্‌তে পাই। এত গণ্ডগোল কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যে ভক্ত যেরূপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক কোনও গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোন রকমে যদি একবার লাভ কর্‌তে পারা যায়,তা হ'লে তিনি সব বুঝিয়ে দেন! সে পাড়া-তেই গেলে না,—সব খবর পাবে কেমন ক'রে ?

"একটা গল্প শুন। একজন বাহ্যে গিছিল। সে দেখলে যে গাছের উপর একটী জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে বল্লে—দেখ, অমুক গাছে একটী সুন্দর লাল রঙ্গের জানোয়ার দেখে এলাম। লোকটী উত্তর কর্‌লে,'আমি যখন বাহ্যে গিছিলাম আমিও দেখিছি—তা সে লাল রঙ হ'তে যাবে কেন ? সে যে সবুজ রঙ!' আর একজন বল্লে,'না না—আমি দেখেছি ; হল্‌দে।'এইরূপে আরও কেউ কেউ ব'ল্‌লে, না জরদা, বেগুনী, নীল,ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক ব'সে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্লে, "আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটীকে বেশ জানি—তোমরা যা যা বল্‌ছ, সব সত্য—সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হল্‌দে, কখন নীল, আরও সব কত কি হয়। বহুরূপী। আবার কখনও দেখি, কোনও রঙই নাই। কখনও সগুণ কখনও নির্গুণ।

"অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করে, সেই জানতে পারে তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন—তিনি সগুণ,আবার তিনি নির্গুণ। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ—আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।

"কবীর ব'লতো,'নিরাকার আমার বাপ,সাকার আমার মা।'

"ভক্ত যে রূপটী ভালবাসে,সেইরূপে তিনি দেখা দেন—তিনি যে ভক্তবৎসল! পুরাণে আছে, বীরভক্ত হনুমানের জন্য তিনি রামরূপ ধ'রেছিলেন।

[কালীরূপ ও শ্যামরূপের ব্যাখ্যা। 'অনন্ত'কে -জানা যায় না।]

"বেদান্ত বিচারের কাছে রূপ্ টুপ্ উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। যতক্ষণ 'আমি ভক্ত' এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপ দর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) ব'লে বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখ্‌লে ভক্তের 'আমি' অভিমান, ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে। কালীরূপ কি শ্যামরূপ চৌদ্দ পোয়া কেন? দূরে ব'লে। দূরে ব'লে সূর্য্য ছোট দেখায়। কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা ক'রতে পারবে না। আবার কালীরূপ কি শ্যামরূপ শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূর ব'লে। যেমন দীঘির জল দূরে থেকে সবুজ, নীল বা কালবর্ণ দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে ক'রে জল তুলে দেখ, কোন রঙই নাই। আকাশ দূরে দেখলে নীলবর্ণ, কাছে দেখ,কোন রঙ নাই।

"তাই বল্‌ছি, বেদান্ত দর্শনের বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কি স্বরূপ,তা মুখে বলা যায় না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য,ততক্ষণ জগৎও সত্য,ঈশ্বরের নানারূপও সত্য! ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তিপথ তোমাদের পথ। এ খুব ভাল—এ সহজ পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়? আর তাঁকে জান্‌বারই বা কি দরকার? এই দুর্ল্লভ মানুষজনম পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়।

"যদি আমার এক ঘটী জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে, এ মাপ্‌বার আমার কি দরকার? আমি আধ বোতল মদে মাতাল হয়ে যাই—শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে,এ হিসাবে আমার কি দরকার? অনন্তকে জানার দরকারই বা কি!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ গীতা।

ঈশ্বরলাভের লক্ষণ। সপ্তভূমি ও ব্রহ্মজ্ঞান।

"বেদে ব্রহ্মজ্ঞানীর নানা রকম অবস্থা বর্ণনা আছে! জ্ঞানপথ বড় কঠিন পথ। বিষয় বুদ্ধি—কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তির—লেশমাত্র থাকলে জ্ঞান হয় না। এ পথ কলিযুগের পক্ষে নয়।

"এই সম্বন্ধে বেদে সপ্তভুমির (Seven Planes) কথা আছে। এই সাত ভূমি মনের স্থান। যখন সংসারে মন থাকে, তখন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভি মনের বাসস্থান। মনের তখন উর্দ্ধদৃষ্টি থাকে না—কেবল কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে! মনের চতুর্থ ভূমি, হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। আর চারিদিকে জ্যোতি দর্শন হয়। তখন সে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ দেখে অবাক্ হয়ে বলে, 'একি!' 'একি!' তখন আর নীচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না।

"মনের পঞ্চম ভূমি, কণ্ঠ। মন যার কণ্ঠে উঠেছে, তার অবিদ্যা অজ্ঞান সব গিয়ে,ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোন কথা শুনতে বা বল্‌তে ভাল লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে,সেখান থেকে উঠে যায়।

"মনের ষষ্ঠ ভূমি কপাল। মন সেখানে গেলে অহর্নিশি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। তখনও একটু 'আমি' থাকে। সে ব্যক্তি সেই নিরুপম রূপ দর্শন করে উন্মত্ত হয়ে,সেই রূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন করতে যায় কিন্তু পারে না। যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো আছে, মনে হয়, এই আলো ছুঁলাম ছুঁলাম; কিন্তু কাঁচ ব্যবধান আছে ব'লে ছুঁতে পারা যায় না।

"শিরোদেশ সপ্তম ভূমি। সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। কিন্তু সে অবস্থায় শরীর অধিক দিন থাকে না। সর্ব্বদা বেহুঁস কিছু খেতে পারে না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু। এই ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা। তোমাদের ভক্তিপথ। ভক্তিপথ খুব ভাল আর সহজ।

[সমাধি হলে কর্ম্মত্যাগ। পূর্ব্বকথা—ঠাকুরের তর্পণাদি কর্ম্ম ত্যাগ।]

"আমায় এক জন ব'লেছিল, মহাশয়! আমাকে সমাধিটা শিখিয়ে দিতে পারেন? (সকলের হাস্য)।

"সমাধি হ'লে সব কর্ম্ম ত্যাগ হ'য়ে যায়। পূজা জপাদি কর্ম্ম, বিষয়কর্ম্ম, সব ত্যাগ হয়। প্রথমে কর্ম্মের বড় হৈ চৈ থাকে। যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে, ততই কর্ম্মের আড়ম্বর কমে। এমন কি তাঁর নাম-গুণ-গান পর্য্যন্ত বন্ধ হ'য়ে যায়। (শিবনাথের প্রতি) যতক্ষণ তুমি সভায় আসনি তোমার নাম, গুণ, কথা, অনেক হ'য়েছে। যাই তুমি এসে প'ড়েছ, অমনি সেসব কথা বন্ধ হ'য়ে গেল। তখন তোমার দর্শনেতেই আনন্দ। তখন লোকে বলে, এই যে শিবনাথ বাবু এসেছেন; তোমার বিষয়ে অন্য সব কথা বন্ধ হ'য়ে যায়।

"আমার এই অবস্থার পর গঙ্গাজলে তর্পণ করতে গিয়ে দেখি যে হাতের আঙ্গুলের ভিতর দিয়ে জল গ'লে প'ড়ে যাচ্ছে। তখন হলধারীকে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম, দাদা একি হ'ল! হলধারী বল্‌লে, একে 'গলিতহস্ত' বলে। ঈশ্বর দর্শনের পর তর্পণাদি কর্ম্ম থাকে না।

'সঙ্কীর্ত্তনে প্রথমে বলে, 'নিতাই আমার মাতাহাতী'!—'নিতাই আমার মাতা হাতী! ভাব গাঢ় হ'লে শুধু বলে, 'হাতী! হাতী!' তার পর কেবল 'হাতী!' এই কথাটী মুখে থাকে। শেষে 'হা!' বল্‌তে বল্‌তে ভাবসমাধি হয়। তখন সে ব্যক্তি, এতক্ষণ কীর্ত্তন ক'র্‌ছিল, চুপ হয়ে যায়।'

'যেমন ব্রাহ্মণভোজনে প্রথমে খুব হৈ চৈ। যখন সকলে পাতা সম্মুখে ক'রে ব'স্‌ল, তখন অনেক হৈ চৈ ক'মে গেল, কেবল 'লুচি আন 'লুচি আন' শব্দ হ'তে থাকে। তার পর যখন লুচি তরকারী খেতে আরম্ভ করে, তখন বার আনা শব্দ কমে গেছে। যখন দই

এল, তখন স্থপ্ স্থপ্ (সকলের হাস্য)—শব্দ নাই বললেও হয়। খাবার পর নিদ্রা। তখন সব চুপ।

"তাই ব'ল্ছি, প্রথম প্রথম কর্ম্মের খুব হৈ চৈ থাকে। ঈশ্বরের পথে যত এগুবে ততই কর্ম্ম কম্‌বে। শেষে কর্ম্মত্যাগ আর সমাধি।

"গৃহস্থের বৌ অন্তঃসত্ত্বা হ'লে শাশুড়ী কর্ম্ম কমিয়ে দেয়, দশমাসে কর্ম্ম প্রায় ক'র্‌তে হয় না। ছেলে হ'লে একেবারে কর্ম্মত্যাগ। মা ছেলেটী নিয়ে কেবল নাড়া চাড়া করে। ঘরকন্নার কাজ শাশুড়ী, ননদ, জা, এরা সব করে।

[অবতারাদির শরীর সমাধির পর লোকশিক্ষার জন্য।]

"সমাধিস্থ হ'বার পর প্রায় শরীর থাকে না। কা'রু কা'রু লোক-শিক্ষার জন্য শরীর থাকে—যেমন নারদাদির। আর চৈতন্যদেবের মত অবতারদের। কুপ খোঁড়া হ'য়ে গেলে,কেহ কেহ ঝুড়ি কোদাল বিদায় ক'রে দেয়। কেউ কেউ রেখে দেয়—ভাবে, যদি পাড়ার কারু দরকার হয়। এরূপ মহাপুরুষ জীবের দুঃখে কাতর। এরা স্বার্থপর নয় যে, আপনাদের জ্ঞান হলেই হল। স্বার্থপর লোকের কথা তো জান। এখানে মোৎ বল্লে মুৎবে না, পাছে তোমার উপকার হয় (সকলের হাস্য।) এক পয়সার সন্দেশ দোকান থেকে আন্‌তে দিলে চুষে চুষে এনে দেয়। (সকলের হাস্য।)

"কিন্তু শক্তিবিশেষ। সামান্য আধার লোকশিক্ষা দিতে ভয় করে। হাবাতে কাঠ নিজে এক রকম করে ভেসে যায়, কিন্তু একটা পাখী এসে বস্‌লে ডুবে যায়। কিন্তু নারদাদি বাহাদুরী কাঠ। এ কাঠ নিজেও ভেসে যায়, আবার উপরে কত মানুষ, গরু হাতী পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা, ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং, প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ গীতা ১১,৪৫।

ব্রাহ্মসমাজে প্রার্থনা পদ্ধতি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য-বর্ণনা।

[পূর্ব্বকথা—দক্ষিণেশ্বরে ৺রাধাকান্তের ঘরে গয়না চুরি। ১৮৬৯।.]

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিবনাথাদির প্রতি)। হ্যাঁগা, তোমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অত বর্ণনা কর কেন? আমি কেশব সেনকে ঐ কথা ব'লেছিলাম। এক দিন তারা সব ওখানে (কালী-বাড়ীতে) গি'ছিল। আমি ব'ল্লুম, তোমরা কি রকম lecture দাও, আমি শুনবো। তা' গঙ্গার ঘাটের চাঁদনীতে সভা হ'ল, আর কেশব বল্‌তে লাগ্‌ল। বেশ বল্লে; আমার, ভাব হ'য়ে গি'ছিল। পরে কেশবকে আমি বল্লুম, তুমি এগুলো এত বল কেন?—হে ঈশ্বর, তুমি কি সুন্দর ফুল করিয়াছ, তুমি আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা করিয়াছ, তুমি সমুদ্র করিয়াছ; এই সব? যারা নিজে ঐশ্বর্য্য ভালবাসে, তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা ক'র্‌তে ভালবাসে। যখন রাধাকান্তের গয়না চুরি গেল, সেজ বাবু (রাসমণির জামাই) রাধাকান্তের মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে ব'ল্‌তে লাগল, ছি ঠাকুর! তুমি তোমার গয়না রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লে না!' আমি সেজ বাবুকে বল্লাম, ও তোমার কি বুদ্ধি! স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর দাসী, পদসেবা করেন, তাঁর কি ঐশ্বর্য্যের অভাব! এ গয়না তোমার পক্ষেই ভারী একটা জিনিষ, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে কতকগুলো মাটীর ড্যালা! ছি! অমন হীনবুদ্ধির কথা বল্‌তে নাই, কি ঐশ্বর্য্য তুমি তাঁকে দিতে পার? তাই বলি, যাকে নিয়ে আনন্দ হয়, তাকেই লোকে যায়, তার বাড়ী কোথায়, ক'খানা বাড়ী, ক'টা বাগান, কত ধন জন দাস দাসী এর খবরে কাজ কি? নরেন্দ্রকে যখন দেখি, তখন আমি সব ভুলে যাই। তার কোথা বাড়ী, তার বাবা কি করে, তার কটী ভাই, এ সব কথা এক দিন ভুলেও জিজ্ঞাসা করি নাই। ঈশ্বরের মাধুর্য্যরসে ডুবে যাও। তাঁর অনন্ত সৃষ্টি! অনন্ত ঐশ্বর্য্য! অত খবরে আমাদের কাজ কি।

আবার সেই গন্ধর্ব্বনিন্দিত কণ্ঠে সেই মধুরিমাপূর্ণ গান।

ডুব্‌ ডুব্‌ ডুব্‌ রূপ সাগরে আমার মন। তলাতল পাতাল খুঁজলে, পাবি রে প্রেম রত্নধন॥ খুঁজ্‌ খুঁজ্‌ খুঁজ্‌ খুঁজলে পাবি, হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন। দীপ্‌ দীপ্‌ দীপ্‌ জ্ঞানের বাতি, জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ॥ ড্যাঙ্‌ ড্যাঙ্‌ ড্যাঙ্‌ ডাঙ্গায় ডিঙ্গে, চালায় আবার সে কোন জন। কুবীর বলে শোন শোন শোন, ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

"তবে দর্শনের পর ভক্তের সাধ হয়, তাঁর লীলা কি, দেখি রামচন্দ্র রাবণবধের পর রাক্ষসপুরী প্রবেশ ক'ল্লেন; বুড়ি নিকষা দৌড়ে পালাতে লাগ্‌ল। লক্ষ্মণ বল্লেন, 'রাম! একি বলুন দেখি; এই নিকষা এত বুড়ী, কত পুত্রশোক পেয়েছে—তার এত প্রাণের ভয়, পালাচ্ছে!' রামচন্দ্র নিকষাকে অভয়দান ক'রে সম্মুখে আনিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে' নিকষা ব'ল্লে, রাম এত দিন বেঁচে আছি ব'লে তোমার এত লীলা দেখ্‌লাম, তাই আরও বাঁচ্‌বার সাধ আছে! তোমার আরও কত লীলা দেখবো। (সকলের হাস্য)।

(শিবনাথের প্রতি) তোমাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে। শুদ্ধাত্মাদের না দেখ্‌লে কি নিয়ে থাকৃব? শুদ্ধাত্মাদের পূর্ব্বজন্মের বন্ধু ব'লে বোধ হয়।

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, মহাশয়! আপনি জন্মান্তর মানেন?

[জন্মান্তর। 'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন']

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, আমি শুনেছি জন্মান্তর আছে। ঈশ্বরের কার্য্য আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি বুঝবো? অনেকে ব'লে গেছে, তাই অবিশ্বাস কর্‌তে পারি না। ভীষ্মদেব দেহ ত্যাগ কর'বেন, শর-শয্যায় শুয়ে আছেন, পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সব দাঁড়িয়ে। তাঁরা দেখ্‌লেন যে, ভীষ্মদেবের চক্ষু দিয়ে জল প'ড়ছে। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ব'ল্লেন, ভাই,কি আশ্চর্য্য! পিতামহ, যিনি স্বয়ং ভীষ্মদেব, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী, অষ্টবসুর এক বসু, তিনিও দেহত্যাগের সময় মায়াতে কাঁদচেন! শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে এ কথা বলাতে তিনি বল্লেন, কৃষ্ণ! তুমি বেশ জান, আমি সে জন্য কাঁদচি না। যখন ভাবছি যে, যে পাণ্ডবদের স্বয়ং ভগবান নিজে সারথী তা'দেরও দুঃখ বিপদের শেষ নাই, তখন এই মনে ক'রে কাঁদচি যে, ভগবানের কার্য্য কিছুই বুঝতে পারলাম না!"

[কীর্ত্তনানন্দে—ভক্তসঙ্গে।]

সমাজগৃহে এইবার সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হইল। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা। সন্ধ্যার চারপাঁচ দণ্ডেরপর রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হইল। উদ্যা-নের বৃক্ষরাজিলতা পল্লব শরচ্চন্দ্রের বিমলকিরণে যেন ভাসিতে লাগিল, এ দিকে সমাজ গৃহে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ

হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছেন, ব্রাহ্মভক্তেরা খোল করতালি লইয়া তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন। সকলেই ভাবে মত্ত যেন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। হরি-নামের রোল উত্তরোত্তর উঠিতেছে। চারিদিকে গ্রামবাসীরা হরিনাম শুনিতেছেন, আর মনে মনে উদ্যানস্বামী ভক্ত বেণীমাধবকে কতই ধন্যবাদ দিতেছেন।

কীর্ত্তনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইয়া জগন্মাতাকে প্রণাম করিতেছেন প্রণাম করিতে করিতে বলিতেছেন, "ভাগবতভক্তভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদী ভক্তের নিরকার-বাদী ভক্তের চরণে প্রণাম; আগেকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে, ব্রাহ্ম-সমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে, প্রণাম।"

বেণীমাধব নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য আয়োজন করিয়াছিলেন ও সমবেত সকল ভক্তকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তসঙ্গে বসিয়া আনন্দ করিতে করিতে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।



প্রথমভাগ-চতুর্থখণ্ড।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তের প্রতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ গীতা।

মুক্ত পুরুষের শরীরত্যাগ কি আত্মহত্যা?

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে তিনচারিটী ব্রাহ্মভক্ত অগ্রহায়ণ, শুক্লাচতুর্থী তিথি। বৃহস্পতিবার, ইংরাজী ১৪ই ডিসেম্বর,

১৮৮২ খৃষ্টাব্দ। পরমহংসদেবের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত বলরামের সহিত ইঁহারা নৌকা করিয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নকালে সবে একটু বিশ্রাম করিতেছেন। রবিবারেই বেশী লোক সমাগম হয়। যে সকল ভক্তেরা একান্তে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে চান, তাঁহারা প্রায় অন্য দিনেই আসেন।

পরমহংসদেব তক্তাপোষের উপর উপবিষ্ট। বিজয়, বলরাম, মাষ্টার ও অন্যান্য ভক্তেরা, পশ্চিমাস্য হইয়া তাঁহার দিকে মুখ করিয়া কেহ মাদুরের উপর, কেহ শুধু মেজের উপর, বসিয়া আছেন। ঘরের পশ্চিম দিকের দ্বারমধ্য দিয়া ভাগীরথী দেখা যাইতেছিল। শীত-কালের স্থিরা স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী। দ্বারের পরই পশ্চিমের অর্দ্ধ-মণ্ডলাকার বারাণ্ডা, তৎপরেই পুষ্পোদ্যান, তাব পর পোস্তা। পোস্তার পশ্চিম গায়ে পুণ্য সলিলা কলুষহারিণী গঙ্গা, যেন ঈশ্বর মন্দিরের পাদমূল আনন্দে ধৌত করিতে করিতে যাইতে ছিলেন।

শীতকাল, তাই সকলের গায়ে গরম কাপড়। বিজয় শূলবেদনায় দারুণ যন্ত্রণা পান; তাই সঙ্গে শিশি কবিযা ঔষধ আনিয়াছেন,— ঔষধ সেবনের সময় হইলে খাইবেন। বিজয় এখন সধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের একজন বেতনভোগী আচার্য্য, সমাজেব বেদীব উপর বসিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতে হয়। তবে এখন সমাজেব সহিত নানা বিষযে মতভেদ হইতেছে। কর্ম্ম স্বীকাব করিয়াছেন কি করেন —স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তা বা কার্য্য কবিতে পাবেন না। বিজয় অতি পবিত্র বংশে—অদ্বৈত গোস্বামীর বংশে -জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈত গোস্বামী জ্ঞানীছিলেন—নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করিতেন, আবার ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি ভগবান্ চৈতন্যদেবের এক জন প্রধান পার্ষদ—হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেন—এত আত্মহারা হইতেন যে নৃত্য করিতে করিতে পরিধানবস্ত্র খসিয়া যাইত। বিজয়ও ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন— নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করেন; কিন্তু মহাভক্ত পূর্ব্বপুরুষ শ্রীঅদ্বৈ-তের শোণিত ধমনীমধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল, শরীর মধ্যস্থিত হরি-প্রেমের বীজ এখন প্রকাশোন্মুখ—কেবল কাল প্রতীক্ষা করিতেছে।

তাই তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দেবদুর্লভ হরিপ্রেমে 'গর্গর মাতোয়ারা' অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। মন্ত্রমুগ্ধ সর্প যেমন ফনা ধরিয়া সাপুড়ের কাছে বসিয়া থাকে, বিজয়ও পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত ভাগবত শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকটে বসিয়া থাকেন। আবার যখন তিনি হরিপ্রেমে বালকের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন, বিজয়ও তাঁহার সঙ্গে নাচিতে থাকেন।

বিষ্ণুব এঁড়েদয়ে বাড়ী, তিনি গলায় খুর দিয়া শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। আজ প্রথমে তাঁহারই কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়, মাষ্টার ও ভক্তদের প্রতি)। দেখ, এই ছেলেটী শরীর ত্যাগ ক'রছে শুনলুম, মনটা খারাপ হ'য়ে র'য়েছে। এখানে আসতো। স্কুলে পোড়তো, কিন্তু বোলতো সংসার ভাল লাগে না। পশ্চিমে গিয়ে কোন আত্মীয়ের কাছে কিছুদিন ছিল—সেখানে নির্জনে, মাঠে, বনে, পাহাড়ে, সর্ব্বদা ব'সে ধ্যান ক'রতো। বলেছিল যে, কত কি ঈশ্বরীয় রূপদর্শন করি।

"বোধ হয়—শেষ জন্ম। পূর্ব্বজন্মে অনেক কাজ করা ছিল। একটু বাকী ছিল, সেইটুকু বুঝি এবার হয়ে গেল।

"পূর্ব্বজন্মের সংস্কার মানতে হয়। শুনেছি—একজন শব সাধন কর্‌ছিল, গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা করছিল। কিন্তু সে অনেক বিভীষিকা দেখতে লাগলো, শেষে তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আর এক জন, বাঘের ভয়ে, নিকটে একটা গাছের উপর উঠেছিল। শব আর অন্যান্য পূজার উপকরণ তৈয়ার দেখে, সে নেমে এসে আচমন ক'রে শবের উপর ব'সে গেল। একটু জপ ক'রতে ক'রতে মা সাক্ষাৎকার হ'লেন ও বল্লেন—আমি তোমার উপর প্রসন্ন হ'য়েছি, তুমি বর নাও। মার পাদপদ্মে প্রণত হ'য়ে সে বল্লে—মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার কাণ্ড দেখে অবাক হ'য়েছি! সে ব্যক্তি, এত খেটে এত আয়োজন ক'রে, এত দিন ধ'রে তোমার সাধনা ক'রছিল তাকে তোমার দয়া হলো না! আর আমি, কিছু জানি না, শুনি না, ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, আমার উপর এত কৃপা হ'ল। ভগবতী হাসতে হাসতে বল্লেন,—'বাছা, তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই, তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা করেছিলে, সেই

সাধনবলে তোমার এরূপ জোট্ পাট্ হ'য়েছে, তাই আমার দর্শন পেলে। এখন বল, কি বর চাও?

এক জন ভক্ত বলিলেন, আত্মহত্যা ক'রেছে শুনে ভয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আত্মহত্যা করা মহাপাপ, ফিরে ফিরে সংসারে আস্‌তে হবে, আর এই সংসার যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবে।

"তবে যদি ঈশ্বরের দর্শন হয়ে কেউ শরীর ত্যাগ ক'রে, তাকে আত্মহত্যা বলে না। সে শরীর ত্যাগে দোষ নাই। জ্ঞানলাভের পর কেউ কেউ শরীর ত্যাগ করে। যখন সোণার প্রতিমা একবার মাটীর ছাঁচে ঢালাই হয়, তখন মাটীর ছাঁচ রাখতেও পারে, ভেঙ্গে ফেল্‌তেও পারে।

"অনেক বছর আগে বরাহনগর থেকে একটী ছোক্‌রা আস্‌তো, উমের কুড়ি বছর হ'বে। গোপাল সেন। যখন এখানে আস্‌তো, তখন এত ভাব হতো যে,হৃদয়কে ধ'র্‌তে হ'তো—পাছে প'ড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙ্গে যায়। সে ছোক্‌রা একদিন হঠাৎ আমার পায়ে হাত দিয়ে বল্লে—'আর আমি আস্‌তে পারবো না—তবে আমি চ'ল্লুম।' কিছুদিন পরে শুন্‌লাম যে, সে শরীর ত্যাগ ক'রেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্। গীতা ৯, ৩৩।

জীব চার থাক। বদ্ধ জীবের লক্ষণ। কামিনীকাঞ্চন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীব চার থাক ব'লেছে—বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত, নিত্য।

"সংসার জালের স্বরূপ,জীব যেন মাছ,ঈশ্বর (যাঁর মায়া এই সংসার) তিনি জেলে! জেলের জালে যখন মাছ পড়ে, কতকগুলো মাছ জাল ছিঁড়ে পালাবার অর্থাৎ মুক্ত হবার চেষ্টা করে। এদের মুমুক্ষুজীব বলা যায়। যারা পালাবার চেষ্টা কর্‌ছে,সকলেই পালাতে পারে না।

দু চারটা মাছ ধপাঙ্ শব্দ ক'রে পলায়। তখন লোকেরা ব'লে, ঐ 'মাছটা বড় পালিয়ে গেল!' এই দু'চারটা লোক মুক্তজীব। কতক-গুলি মাছ স্বভাবতঃ এত সাবধান যে, কখনও জালে পড়ে না। নারদাদি নিত্যজীব কখনও সংসার জালে পড়ে না। কিন্তু অধিকাংশ মাছ জালে পড়ে, অথচ এ বোধ নাই যে,জালে প'ড়েছে ম'র্‌তে হবে। জালে প'ড়েই জাল শুদ্ধ চোঁচা দৌড় মারে ও একবারে পাঁকে গিয়ে শরীর লুকা'বার চেষ্টা করে। পলাবার কোন চেষ্টা নাই, বরং আরও পাঁকে গিয়ে পড়ে। এরাই বদ্ধজীব। জালে এরা রয়েছে, কিন্তু মনে করে—হেথায় বেশ আছি। বদ্ধজীব, সংসারে—অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চনে—আসক্ত হ'য়ে আছে, কলঙ্ক সাগরে মগ্ন, কিন্তু মনে করে যে বেশ আছি। যারা মুমুক্ষু বা মুক্ত, সংসার তাদের পাতকুয়া বোধ হয়, ভাল লাগে না। তাই কেউ কেউ জ্ঞান লাভের পর, ভগবান্ লাভের পর, শরীর ত্যাগ করে। কিন্তু সে রকম শরীর ত্যাগ, অনেক দূরের কথা।

"বদ্ধজীবের—সংসারী জীবের—কোন মতে হুঁস আর হয় না। এত দুঃখ, এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না।

"উট্ কাঁটাঘাস বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায়, মুখ দিয়ে রক্ত দর-দর্ ক'রে পড়ে; তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়্‌বে না! সংসারীলোক এত শোক-তাপ পায়, তবু কিছু দিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী ম'রে গেল—কি অসতী হ'লো,—তবু আবার বিয়ে ক'র্‌বে! ছেলে ম'রে গেল, কত শোক পেলে, কিছু দিন পরেই সব ভুলে গেল! সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হ'য়েছিল, আবার কিছু দিন পরে চুল বাঁধলো, গয়না পর্‌লো! এ রকম লোক মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আবার বছরে বছরে তাদের মেয়ে ছেলেও হয়! মোকদ্দমা ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আবার মোকদ্দমা করে! যার ছেলে হয়েছে, তাদেরই খাওয়াতে পারে না, পরাতে পারে না, ভাল ঘরে রাখতে পারে না, আবার বছরে বছরে ছেলে হয়!

"আবার কখনও কখনও যেন সাপে ছুঁচো গেলা হয়। গিল্‌তেও পারে না, আবার উগ্‌রাতেও পারে না। বদ্ধজীব হয়'ত বুঝছে যে

সংসারে কিছুই সার নাই; আমড়ার কেবল আঁটী আর চামড়া। তবু ছাড়্‌তে পারে না। তবুও ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না!

"কেশব সেনের এক জন আত্মীয়, পঞ্চাশ বছর বয়স, দেখি তাস্ খেল্‌ছে! যেন ঈশ্বরের নাম করবার সময় হয় নাই!

"বদ্ধজীবের আর একটী লক্ষণ। তাকে যদি সংসার থেকে সরিয়ে ভাল জায়গায় রাখা যায়, তা হ'লে হেদিয়ে হেদিয়ে মারা যাবে। বিষ্ঠার পোকার বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ। ঐতেই বেশ হৃষ্ট পুষ্ট হয়। যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখ ম'রে যাবে। (সকলে স্তব্ধ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ গীতা, ৬,৩৫।

তীব্রবৈরাগ্য ও বদ্ধজীব।

বিজয়। বদ্ধজীবের মনের কি অবস্থা হ'লে মুক্তি হতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের কৃপায় তীব্রবৈরাগ্য হ'লে, এই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে নিস্তার হ'তে পারে। তীব্রবৈরাগ্য কা'কে বলে? হচ্ছে হবে, ঈশ্বরের নাম করা যাক্, এ সব মন্দ বৈরাগ্য। যার তীব্রবৈরাগ্য, তার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল; মার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্য ব্যাকুল। যার তীব্রবৈরাগ্য, সে ভগবান্ ভিন্ন আর কিছু চায় না; সংসারকে পাতকুয়া দেখে; তার মনে হয়, বুঝি ডুবে গেলুম। আত্মীয়দের কাল সাপ দেখে, তাদের কাছ থেকে পলাতে ইচ্ছা হয়; আর পলায়ও। 'বাড়ীর বন্দোবস্ত করি, তার পর ঈশ্বর চিন্তা ক'র্‌বো,' একথা ভাবেই না। ভিতরে খুব রোক্।

"তীব্রবৈরাগ্য কাকে বলে, একটা গল্প শোনো। এক দেশে অনাবৃষ্টি হ'য়েছে। চাষারা সব খানা কেটে দূর থেকে জল আন্‌ছে! এক জন চাষার খুব রোক্ আছে; সে এক দিন প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লে যতক্ষণ না জল আসে, খানার সঙ্গে আর নদীর সঙ্গে এক হয়, ততক্ষণ খানা খুঁড়ে যাবে।

এ দিকে স্নান করবার বেলা হ'লো। গৃহিণী মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দিল। মেয়ে বল্লে—'বাবা! বেলা হয়েছে, তেল মেখে নেয়ে ফেল।' সে ব'ল্লে, 'তুই যা, আমার এখন কাজ আছে।' বেলা দুই প্রহর একটা হ'লো, তখনও চাষা মাঠে কাজ ক'চ্ছে। স্নান করার নামটী নাই। তার স্ত্রী তখন মাঠে এসে ব'ল্লে, 'এখনও নাও নাই কেন? ভাত জুড়িয়ে গেল, তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি! না হয় কাল ক'র্‌বে, কি খেয়ে দেয়েই ক'র্‌বে।' গালাগালি দিয়ে চাষা কোদাল হাতে ক'রে তাকে তাড়া কল্লে, আর বল্লে, 'তোর আকেল নাই? বৃষ্টি হয় নাই। চাষ বাস কিছুই হলো না, এবার ছেলেপুলে কি খাবে? না খেয়ে সব মারা যাবি। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, মাঠে আজ জল আন্‌বো, তবে নাওয়া খাওয়ার কথা কবো।' স্ত্রী গতিক দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল। চাষা সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে সন্ধ্যার সময় খানার সঙ্গে নদীর যোগ ক'রে দিলে। তখন একধারে ব'সে দেখতে লাগলো যে, নদীর জল মাঠে কুল্‌কুল্ ক'রে আস্‌ছে। তার মন তখন শান্ত আর আনন্দে পূর্ণ হ'লো। বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে ব'ল্লে 'নে, এখন তেল দে, আর একটু তামাক সাজ্!' তার পর নিশ্চিন্ত হ'য়ে নেয়ে খেয়ে, সুখে ভোঁস ভোঁস ক'রে নিদ্রা যেতে লাগলো। এই রোক্, তীব্রবৈরাগ্যের উপমা।

"আর এক জন চাষা,—সেও মাঠে জল আন্‌ছিল। তার স্ত্রী যখন গেল আর বল্লে, 'অনেক বেলা হয়েছে, এখন এস, এত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই,' তখন সে, বেশী উচ্চবাচ্য না ক'রে, কোদাল রেখে স্ত্রীকে ব'ল্লে—'তুই যখন বল্‌ছিস্ তো চ'ল্!' (সকলের হাস্য)। সে চাষার আর মাঠে জল আনা হ'লো না। এটী মন্দ বৈরাগ্যের উপমা।

"খুব রোক্ না হ'লে, চাষার যেমন মাঠে জল আসে না, সেইরূপ মানুষের ঈশ্বরলাভ হয় না।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ গীতা।

[কামিনীকাঞ্চন জন্য দাসত্ব।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। আগে অত আস্‌তে ; এখন আস না কেন ?

বিজয়। এখানে আস্‌বার খুব ইচ্ছা ; কিন্তু আমি স্বাধীন নই, ব্রাহ্মসমাজের কাজ স্বীকার ক'রেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কামিনী-কাঞ্চনে জীবকে বদ্ধ করে। জীবের স্বাধীনতা যায়। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার। তার জন্য পরের দাসত্ব। স্বাধীনতা চ'লে যায়। তোমার মনের মত কাজ ক'র্‌তে পার না।

"জয়পুরে গোবিন্‌জীর পূজারীরা প্রথম প্রথম বিবাহ করে নাই। তখন খুব তেজস্বী ছিল। রাজা একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা তারা যায় নাই। বলেছিল—'রাজাকে আস্‌তে বল। তার পর রাজা ও পাঁচজনে, তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন রাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্য, আর কাহারও ডাক্‌তে হলো না। নিজে নিজেই গিয়ে উপস্থিত। 'মহারাজ, আশীর্ব্বাদ করতে এসেছি, এই নির্ম্মাল্য এনেছি, ধারণ করুন।' কাজে কাজেই আস্‌তে হয়, আজ ঘর তুলতে হবে, আজ ছেলের অন্নপ্রাশন, আজ হাতে খড়ি, এই সব।

"বারশো ন্যাড়া আর তেরশো নেড়ী তার সাক্ষী উদম সাঁড়ী'—এ গল্পতো জান। নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে বীরভদ্রের তেরশো ন্যাড়া শিষ্য ছিল। তারা যখন সিদ্ধ হ'য়ে গেল, তখন বীরভদ্রের ভয় হ'লো। তিনি ভাবতে লাগ্‌লেন, 'এরা সিদ্ধ হ'লো ; লোক্‌কে যা বল্‌বে তাই ফল্‌বে, যে দিক দিয়ে যাবে, সেই দিকেই ভয় ; কেন না, লোক না জেনে যদি অপরাধ করে, তাদের অনিষ্ট হবে।' এই ভেবে বীরভদ্র তাদের ডেকে বল্লেন,—'তোমরা গঙ্গায় গিয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক ক'রে এস। ন্যাড়াদের এত তেজ যে, ধ্যান ক'রতে ক'রতে সমাধি হলো। কখন্

জোয়ার মাথার উপর দিয়ে চ'লে গেছে, হুঁস নাই। আবার ভাঁটা প'ড়েছে তবু ধ্যান ভাঙ্গে না। তেরশোর মধ্যে একশো বুঝেছিল— বীরভদ্র কি ব'ল্‌বেন। গুরুর বাক্য লঙ্ঘন ক'র্‌তে নাই, তাই তারা স'রে পড়লো, আর বীরভদ্রের সঙ্গে দেখা কল্লে না। বাকী বারশো দেখা ক'র্‌লে। বীরভদ্র ব'ল্লেন, 'এই তেরশো নেড়ী তোমাদের সেবা ক'র্‌বে। তোমরা এদের বিয়ে কর।' ওরা ব'ল্লে, 'যে আজ্ঞা, কিন্তু আমাদের মধ্যে একশো জন কোথায় চলে গেছে।' ঐ বারোশোর এখন প্রত্যেকের সেবাদাসী সঙ্গে থাক্‌তে লাগলো। তখন আর সে তেজ নাই, সে তপস্যার বল নাই। মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকাতে আর সে বল রইল না, কেন না, সে সঙ্গে স্বাধীনতা লোপ হ'য়ে যায়। (বিজয়ের প্রতি) তোমরা নিজে নিজে তো দেখ্‌ছো, পরের কর্ম্ম স্বীকার ক'রে কি হ'য়ে র'য়েছ। আর দেখ, অত পাশকরা, কত ইংরাজি পড়া পণ্ডিত, মনিবের চাকরী স্বীকার ক'রে, তাদের বুট জুতোর গোঁজা দুবেলা খায়। এর কারণ কেবল "কামিনী"। বিয়ে ক'রে নদের হাট বসিয়ে আর হাট তোলবার যো নাই। তাই এত অপমান বোধ। অত দাসত্বের যন্ত্রণা।

[ঈশ্বর লাভের পর কামিনীকে মাতৃভাবে পূজা।]

"যদি একবার এইরূপ তীব্রবৈরাগ্য হ'য়ে ঈশ্বর লাভ হয়, তা হ'লে আর মেয়েমানুষে আসক্তি থাকে না। ঘরে থাক্‌লেও, মেয়ে মানুষে আসক্তি থাকে না, তাদের ভয় থাকে না। যদি একটা চুম্বক পাথর খুব বড় হয়, আর একটা সামান্য হয়, তা'হলে লোহাকে কোন্‌টা টেনে লবে? বড়টাই টেনে লবে। ঈশ্বর বড় চুম্বক পাথর, তাঁর কাছে কামিনী ছোট চুম্বক পাথর। কামিনী কি কর্‌বে?

একজন ভক্ত। মহাশয়। মেয়েমানুষকে কি ঘৃণা ক'র্‌বো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তিনি কামিনীকে আর অন্য চক্ষে দেখেন না যে, ভয় হবে। তিনি ঠিক দেখেন যে মেয়েরা মা ব্রহ্মময়ীর অংশ, আর মা ব'লে তাই সকলকে পূজা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। তুমি মাঝে মাঝে আস্‌বে, তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছা করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হলে তবে ঠিক আচার্য্য।]

বিজয়। ব্রাহ্মসমাজের কাজ ক'রতে হয়, তাই সদাসর্ব্বদা আস্‌তে পারি না, সুবিধা হ'লে আস্‌বো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়েব প্রতি)। দেখ আচার্য্যের কাজ বড় কঠিন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতিরেকে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না।

"যদি আদেশ না পেয়ে উপদেশ দাও, লোকে শুন্‌বে না। সে উপদেশের কোন শক্তি নাই। আগে সাধন করে, বা যে কোনরূপে হোক, ঈশ্বরকে লাভ ক'রতে হয়। তাঁর আদেশ পেয়ে লেক্‌চার দিতে হয়। ও দেশে একটী পুকুর আছে, নাম হালদার পুকুর। তার পাড়ে রোজ লোক বাহ্যে ক'রে রাখতো। সকালে যারা ঘাটে আস্‌তো তারা তাদের গালাগালি দিয়ে খুব গোলমাল ক'র্‌তো। গালাগালে কোন কাজ হ'তো না—আবার তার পর দিন পাড়েতেই বাহ্যে! শেষে কোম্পানীর চাপরাসী এসে নোটিস টাঙ্গিয়ে দিলে যে, এখানে কেউ ওরূপ কাজ ক'র্‌তে পার্‌বে না। যদি করে শাস্তি হবে। এই নোটিসের পর আর কেউ পাড়ে বাহ্যে কর্‌তো না।

"তাঁর আদেশের পর যেখানে সেখানে আচার্য্য হওয়া যায় ও লেক্‌চার দেওয়া যায়। যে তাঁর আদেশ পায়, সে তাঁর কাছ থেকে শক্তি পায়। তখন এই কঠিন আচার্য্যের কর্ম্ম কর্‌তে পারে।

"এক বড় জমিদারের সঙ্গে এক জন সামান্য প্রজা বড় আদালতে মোকদ্দমা ক'রেছিল। তখন লোকে বুঝেছিল যে, ঐ প্রজার পেছনে একজন বলবান্ লোক আছে। হয়তো আর এক জন বড় জমিদার তার পেছনে থেকে মোকদ্দমা চালাচ্ছে। মানুষ সামান্য জীব, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শক্তি না পেলে আচার্য্যের এমন কঠিন কাজ ক'র্‌তে পারে না।"

বিজয়। মহাশয়! ব্রাহ্মসমাজে যে উপদেশাদি হয়, তাতে কি লোকের পরিত্রাণ হয় না?

[সচ্চিদানন্দই গুরু। মুক্তি তিনিই দেন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে! যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। সচ্চিদানন্দগুরু বই আর গতি নাই। যারা ঈশ্বর লাভ করে নাই, তাঁর আদেশ পায় নাই, যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান্ হয় নাই, তাদের কি সাধ্য জীবের ভববন্ধন মোচন করে।

"আমি এক দিন পঞ্চবটীর কাছ দিয়ে ঝাউতলায় বাহ্যে যাচ্ছিলাম। শুনতে পেলুম যে, একটা কোলা ব্যাঙ খুব ডাক্‌ছে। বোধ হলো সাপে ধরেছে। অনেকক্ষণ পরে যখন ফিরে আস্‌ছি, তখনও দেখি, ব্যাঙটা খুব ডাক্‌ছে। একবার উঁকি মেরে দেখলুম, কি হ'য়েছে। দেখি একটা ঢোঁড়ায় ব্যাঙটাকে ধ'রেছে—ছাড়তেও পাচ্ছে না—গিলতেও পাচ্ছে না—ব্যাঙটার যন্ত্রণা ঘুচ্‌ছে না। তখন ভাবলাম, ওরে যদি জাত সাপে ধ'রতো, তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হ'য়ে যেতো, এ একটা ঢোঁড়ায় ধ'রেছে কি না তাই সাপটারও যন্ত্রণা ব্যাঙটারও যন্ত্রণা।

"যদি সদ্‌গুরু হয়, জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে। গুরু কাঁচা হ'লে গুরুরও যন্ত্রণা শিষ্যেরও যন্ত্রণা। শিষ্যের অহঙ্কার আর ঘুচে না, সংসার বন্ধন আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়্‌লে শিষ্য মুক্ত হয় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে। গীতা।

[মায়া বা অহং আবরণ গেলেই মুক্তি বা ঈশ্বর লাভ।]

বিজয়। মহাশয়! কেন আমরা এরূপ বদ্ধ হ'য়ে আছি? কেন ঈশ্বরকে দেখতে পাই না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।' যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্ত্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তা হ'লে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল! তার আর ভয় নাই।

"এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্য্যকে দেখা যায় না,—মেঘ সরে গেলেই সূর্য্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহংবুদ্ধি যায়, তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয়।

"আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র, যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, মধ্যে সীতা-রূপিণী মায়া ব্যবধান আছে ব'লে, লক্ষ্মণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখতে পান নাই। এই দেখ, আমি এই গামছাখানা দিয়ে মুখের সাম্‌নে আড়াল ক'রছি। আর আমায় দেখ্‌তে পাচ্ছ না। তবু আমি এত কাছে। সেইরূপ ভগবান্ সকলের চেয়ে কাছে, তবু এই মায়া-আবরণের দরুণ তাঁকে দেখতে পার'ছ না।

"জীব তো সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহঙ্কারে তাদের সব নানা উপাধি হ'য়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।

"এক একটী উপাধি হয়, আর জীবের স্বভাব বদ্‌লে যায়। যে কালাপেড়ে কাপড় প'রে আছে, অমনি দেখবে, তার নিধুর টপ্পার তান এসে জোটে, আর তাস খেলা, বেড়াতে যাবার সময় হাতে ছড়ি (stick), এই সব এসে জোটে। রোগা লোকও যদি বুট জুতা পরে সে অমনি শিশ্‌ দিতে আরম্ভ করে, সিঁড়ি উঠবার সময় সাহেব-দের মত লাফিয়ে উঠ্‌তে থাকে। মানুষের হাতে যদি কলম থাকে, এমনি কলমের গুণ যে, সে অমনি একটা কাগজ টাগজ পেলেই তার উপর ফ্যাস্ ফ্যাস্ ক'রে টান দিতে থাক্‌বে।

"টাকাও একটী বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হ'লেই মানুষ আর এক রকম হয়ে যায়, সে মানুষ থাকে না। এখানে এক জন ব্রাহ্মণ আসা যাওয়া ক'র্‌তো। সে বাহিরে বেশ বিনয়ী ছিল। কিছু দিন পরে আমরা কোন্নগরে গেছলুম। হৃদে সঙ্গে ছিল। নৌকা থেকে যাই নাম্‌ছি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে ব'সে আছে। বোধ হয়, হাওয়া খাচ্ছিল। আমাদের দেখে ব'লছে, 'কি ঠাকুর! বলি—আছ কেমন?' তার কথার স্বর শুনে আমি হৃদেকে বল্লাম, 'ওরে হৃদে। এ লোকটার টাকা হয়েছে, তাই এই রকম কথা'। হৃদে হাসতে লাগলো।

"একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। গর্ত্তে তার টাকাটা ছিল।

একটা হাতী সেই গর্ত্ত ডিঙ্গিয়ে গিছিল। তখন ব্যাঙটা বেরিয়ে এসে খুব রাগ ক'রে হাতীকে লাথী দেখাতে লাগল, আর ব'ল্লে, তোর এত বড সাধ্য যে আমায় ডিঙ্গিয়ে যাস্! টাকার এত অহঙ্কার।

[সপ্তভূমি। অহঙ্কার কখন যায় ; ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা।]

"জ্ঞানলাভ হ'লে অহঙ্কার যেতে পারে। জ্ঞানলাভ হ'লে সমাধিস্থ হয়। সমাধিস্থ হ'লে তবে অহং যায়। সে জ্ঞানলাভ বড় কঠিন।

"বেদে আছে যে, সপ্তমভূমিতে মন গেলে তবে সমাধি হয়। সমাধি হ'লেই তবে অহং চলে যেতে পারে। মনের সচরাচর বাস কোথায়? প্রথম তিন ভূমিতে। লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি—সেই তিন ভূমি, তখন মনের আসক্তি কেবল সংসারে, কামিনীকাঞ্চনে। হৃদয়ে যখন মনের বাস হয়, তখন ঈশ্বরীয় জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সে ব্যক্তি জ্যোতিঃ দর্শন ক'রে বলে, 'একি! একি!' তারপর কণ্ঠ, সেখানে যখন মনের বাস হয়, তখন কেবল ঈশ্বরীয় কথা কহিতে ও শুনতে ইচ্ছা হয়। কপালে—ভ্রূমধ্যে—মন গেলে তখন সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন হয়, সেই রূপের সঙ্গে আলিঙ্গন স্পর্শন ক'রতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু পারে না। লণ্ঠনের ভিতর আলো দর্শন হয় কিন্তু স্পর্শ হয় না, ছুঁই ছুঁই বোধ হয়, কিন্তু ছোঁয়া যায় না। সপ্তমভূমিতে মন যখন যায়, তখন অহং আর থাকে না, সমাধি হয়।

বিজয়। সেখানে পঁহুছিবার পর ব্রহ্মজ্ঞান হয়, মানুষ কি দেখে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সপ্তমভূমিতে মন পৌঁছিলে কি হয় মুখে বলা যায় না।

"জাহাজ একবার কালাপানীতে গেলে আর ফিরে না। জাহাজের খপর আর পাওয়া যায় না। সমুদ্রের খপরও জাহাজের কাছে পাওয়া যায় না। নুনের ছবি সমুদ্র মাপ্‌তে গিছিল। কিন্তু যাই নেমেছে, অমনি গলে গেছে। সমুদ্র কত গভীর, কে খপর দিবেক? যে দিবে, সে মিশে গেছে। সপ্তমভূমিতে মনের নাশ হয়, সমাধি হয়। কি বোধ হয়, মুখে বলা যায় না।

[অহং কিন্তু যায় না। 'বজ্জাৎ আমি'। 'দাস আমি'।]

"যে 'আমি'তে সংসারী করে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত করে, সেই 'আমি' খারাপ। জীব ও আত্মার প্রভেদ হ'য়েছে, এই আমি মাঝখানে

আছে বলে। জলের উপর যদি একটা লাঠি ফেলে দেওয়া যায়, তা'হলে দুটো ভাগ দেখায়। বস্তুতঃ, এক জল; লাঠিটার দরুণ দুটো দেখাচ্ছে।

"অহং'ই এই লাঠি! লাঠি তুলে লও, সেই এক জলই থাক্‌বে।

"বজ্জাৎ 'আমি' কে? যে 'আমি' বলে—'আমায় জানে না! আমার এতো টাকা, আমার চেয়ে কে বড লোক আছে? যদি চোরে দশ টাকা চুরী ক'রে থাকে, প্রথমে টাকা কেড়ে লয়, তার পর চোরকে খুব মারে; তাতেও ছাড়ে না, পাহারাওয়ালা ডেকে পুলিশে দেয় ও ম্যাদ খাটায়। 'বজ্জাৎ আমি' বলে, 'জানে না—আমার দশ টাকা নিয়েছে! এত বড় আস্পর্দ্ধা!'

বিজয়। যদি অহং না গেলে সংসারে আসক্তি যাবে না,সমাধি হবে না,তা'হলে ব্রহ্মজ্ঞানের পথ অবলম্বন করাই ভাল,যাতে সমাধি হয়। আর ভক্তিযোগে যদি অহং থাকে, তবে জ্ঞানযোগই ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দুই একটী লোকের সমাধি হ'য়ে 'অহং' যায় বটে, কিন্তু প্রায় যায় না। হাজার বিচার কর, 'অহং' ফিরে ঘুরে এসে উপস্থিত। আজ অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, কাল আবার সকালে দেখো ফেঁক্‌ড়ী বেরিয়েছে! একান্ত যদি 'আমি' যাবে না, থাক্ শালা 'দাস আমি' হয়ে। 'হে ঈশ্বর! তুমি প্রভু, আমি দাস,' এই ভাবে থাকো। 'আমি দাস' 'আমি ভক্ত', এরূপ 'আমি'তে দোষ নাই, মিষ্ট খেলে অম্বল হয়, কিন্তু মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়।

"জ্ঞানযোগ ভারি কঠিন। দেহাত্মবুদ্ধি, না গেলে জ্ঞান হয় না। কলিযুগে অন্নগতপ্রাণ—দেহাত্মবুদ্ধি,অহংবুদ্ধি,যায় না। তাই কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। ভক্তিপথ সহজ পথ। আন্তরিক ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর নামগুণগান কর, প্রার্থনা কর, ভগবানকে লাভ ক'র্‌বে, কোন সন্দেহ নাই।

"যেমন জলরাশির উপর বাঁশ না রেখে একটী রেখা কাটা হ'য়েছে। যেন দুই ভাগ জল। আর রেখা অনেকক্ষণ থাকে না। 'দাস আমি' কি 'ভক্তের আমি,' কি 'বালকের আমি' এরা যেন 'আমি'র রেখা মাত্র।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ গীতা, ১২।৫।

ভক্তিযোগ যুগধর্ম্ম, জ্ঞানযোগ বড় কঠিন।

['দাস আমি', 'ভক্তের আমি'। 'বালকের আমি'।]

বিজয় (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। মহাশয়! আপনি 'বজ্জাৎ আমি' ত্যাগ করতে বল্‌ছেন। 'দাস আমি'তে দোষ নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, 'দাস আমি' অর্থাৎ আমি ঈশ্বরের দাস, আমি তাঁর ভক্ত,এই অভিমান। এতে দোষ নাই,বরং এতে ঈশ্বর লাভ হয়।

বিজয়। আচ্ছা, যার 'দাস আমি' তার কাম ক্রোধাদি কি রূপ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক ভাব যদি হয়, তাহ'লে কাম ক্রোধের কেবল আকার মাত্র থাকে। যদি ঈশ্বর লাভের পর 'দাস আমি' বা 'ভক্তের আমি' থাকে, সে ব্যক্তি কারো অনিষ্ট করতে পারে না। পরশমণি ছোঁয়ার পর তরবার সোণা হ'য়ে যায়, তরবারের আকার থাকে, কিন্তু কারো হিংসা করে না।

"নারকেল গাছের বেল্লো শুকিয়ে ঝ'রে প'ড়ে গেলে, কেবল দাগমাত্র থাকে। সেই দাগে এইটি টের পাওয়া যায় যে, এককালে ঐখানে নারকেলেব বেল্লো ছিল। সে রকম যার ঈশ্বর লাভ হ'য়েছে, তার অহংকারের দাগমাত্র থাকে, কাম ক্রোধের আকার মাত্র থাকে, বালকের অবস্থা হয়। বালকের যেমন সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণের মধ্যে কোন গুণের আঁট নাই। বালকের কোন জিনিষের উপর টান ক'র্‌তেও যতক্ষণ তাকে ছাড়্‌তেও ততক্ষণ। একখানা পাঁচ টাকার কাপড় তুমি আধ পয়সার পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে নিতে পারো। কিন্তু প্রথমে খুব আঁট ক'রে বল্‌বে এখন—'না আমি দেবো না, আমার বাবা কিনে দিয়েছে'। বালকের আবার সব্বাই সমান—ইনি বড়, উনি ছোট, এরূপ বোধ নাই! তাই জাতি বিচার নাই। মা ব'লে দিয়েছে, 'ও তোর দাদা হয়,' সে ছুঁতোর

হ'লেও এক পাতে ব'সে ভাত খাবে। বালকের ঘৃণা নাই, শুচি অশুচি বোধ নাই। পাইখানায় গিয়ে হাতে মাটী দেয় না!

"কেউ কেউ সমাধির পরও 'ভক্তের আমি,' 'দাস আমি' নিয়ে থাকে। 'আমি দাস, তুমি প্রভু' 'আমি ভক্ত, তুমি ভগবান,' এই অভিমান ভক্তের থাকে। ঈশ্বরলাভের পরও থাকে, সব 'আমি' যায় না! আবার এই অভিমান অভ্যাস করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ।

"ভক্তির পথ ধ'রে গেলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান, মনে ক'রলে ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন। ভক্তেরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। 'আমি দাস, তুমি প্রভু' 'আমি ছেলে, তুমি মা' এই অভিমান রাখতে চায়।

বিজয়। যাঁরা বেদান্ত বিচার করেন, তাঁরাও তো তাঁকে পান?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, বিচারপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। একেই জ্ঞানযোগ বলে। বিচারপথ বড় কঠিন। তোমায় তো সপ্তভূমির কথা ব'লেছি। সপ্তম ভূমিতে মন পঁহুছিলে সমাধি হয়। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, এই বোধ ঠিক হ'লে মনের লয় হয়, সমাধি হয়। কিন্তু কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ,'ব্রহ্ম সত্য,জগৎ মিথ্যা'কেমন ক'রে বোধ হবে? সে বোধ দেহবুদ্ধি না গেলে হয় না। 'আমি দেহ নই, আমি মন নই, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নই, আমি সুখ দুঃখের অতীত, আমার আবার রোগ, শোক, জরা,মৃত্যু কৈ?'—এ সব বোধ কলিতে হওয়া কঠিন। যতই বিচার করো কোন্ খান্ থেকে দেহাত্মবুদ্ধি এসে দেখা দেয়! অশ্বত্থগাছ এই কেটে দাও,মনে ক'রলে মূলশুদ্ধ উঠে গেল কিন্তু তার পর দিন সকালে দেখো,গাছের একটী ফেক্‌ড়ী দেখা দিয়েছে! দেহাভিমান যায় না। তাই ভক্তিযোগ কলির পক্ষে ভাল, সহজ।

"আর 'চিনি হ'তে চাই না,চিনি খেতে ভালবাসি।' আমার এমন কখন ইচ্ছা হয় না,যে বলি,'আমি ব্রহ্ম'। আমি বলি, 'তুমি ভগবান, আমি তোমার দাস'। পঞ্চম ভূমি আর ষষ্ঠ ভূমির মাঝখানে বাচ-খেলান ভাল। ষষ্ঠ ভূমি পার হ'য়ে সপ্তম ভূমিতে অনেকক্ষণ থাকতে আমার সাধ হয় না। আমি তাঁর নামগুণগান ক'রবো, এই আমার সাধ। সেব্যসেবকভাব খুব ভাল। আর দেখো,গঙ্গারই ঢেউ,ঢেউয়ের

গঙ্গা কেউ বলে না। 'আমিই সেই' এ অভিমান ভাল নয়। দেহাত্মবুদ্ধি থাক্‌তে যে এ অভিমান করে, তার বিশেষ হানি হয়; এগুতে পারে না, ক্রমে অধঃপতন হয়। পরকে ঠকায়, আবার নিজেকে ঠকায়, নিজের অবস্থা বুঝ্‌তে পারে না।

[দ্বিবিধা ভক্তি। উত্তম অধিকারী। ঈশ্বর দর্শনের উপায়।]

"কিন্তু ভক্তি অমনি ক'রলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাভক্তি না হ'লে ঈশ্বরলাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আর একটি নাম রাগ-ভক্তি। প্রেম, অনুরাগ না হ'লে ভগবান্ লাভ হয় না। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না এলে তাঁকে লাভ করা যায় না।

"আর এক রকম ভক্তি আছে, তার নাম বৈধী ভক্তি। এতো জপ ক'রতে হবে, উপোস ক'রতে হবে, তীর্থে যেতে হবে, এতো উপচারে পূজা ক'র্‌তে হবে,এতোগুলি বলিদান দিতে হবে—এ সব বৈধীভক্তি। এ সব অনেক ক'র্‌তে ক'র্‌তে ক্রমে রাগভক্তি আসে। কিন্তু রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ ঈশ্বরলাভ হবে না। তাঁর উপর ভালবাসা চাই। সংসারবুদ্ধি একেবারে চ'লে যাবে, আর তাঁর উপর ষোল আনা মন হবে, তবে তাঁকে পাবে।

"কিন্তু কারু কারু রাগভক্তি আপনা আপনি হয়। স্বতঃসিদ্ধ। ছেলেবেলা থেকেই আছে। ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরের জন্য কাঁদে। যেমন প্রহ্লাদ। 'বিধিবাদীয়' ভক্তি, যেমন, হাওয়া পাবে ব'লে পাখা করা। হাওয়ার জন্য পাখার দরকার হয়। ঈশ্বরের উপর ভাল বাসা আস্‌বে ব'লে জপ, তপ, উপবাস। কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি বয়, পাখাখানা লোকে ফেলে দেয়। ঈশ্বরের উপর অনুরাগ, প্রেম, আপনি এলে, জপ, পাদি, কর্ম্ম ত্যাগ হ'য়ে যায়। হরি প্রেমে-মাতোয়ারা হ'লে বৈধীকর্ম্ম কে ক'র্‌বে?

"যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা জন্মায়, ততক্ষণ ভক্তি কাঁচা-ভক্তি। তাঁর উপর ভালবাসা এলে, তখন সেই ভক্তির নাম পাকা-ভক্তি।

"যার কাঁচা ভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা, উপদেশ,ধারণা ক'র্‌তে পারে না। পাকা ভক্তি হ'লে ধারণা ক'রতে পারে। ফটোগ্রাফের কাঁচে

যদি কালি (Silver Nitrate) মাখান থাকে, তা হ'লে যা ছবি পড়ে, তা র'য়ে যায়। কিন্তু শুধু কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়ুক, একটাও থাকে না—একটু স'রে গেলেই, যেমন কাঁচ তেমনি কাঁচ। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না থাক্‌লে উপদেশ ধারণা হয় না।

বিজয়। মহাশয়, ঈশ্বরকে লাভ ক'র্‌তে গেলে, তাঁকে দর্শন ক'র্‌তে গেলে, ভক্তি হ'লেই হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়, কিন্তু পাকাভক্তি, প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি, চাই। সেই ভক্তি এলেই তাঁর উপর ভালবাসা আসে। যেমন ছেলের মা'র উপর ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা, স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা।

"এ ভালবাসা, এ রাগভক্তি, এলে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না। দয়া থাকে। সংসার বিদেশ বোধ হয়, একটি কর্ম্মভূমি মাত্র বোধ হয়। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী কিন্তু কল্‌কতা কর্ম্মভূমি; কল্‌কাতায় বাসা ক'রে থাক্‌তে হয়, কর্ম্ম কর্‌বার জন্য। ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারাসক্তি—বিষয়বুদ্ধি—একবারে যাবে।

"বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাক্‌লে তাঁকে দর্শন হয় না। দেশলায়ের কাঠী যদি ভিজে থাকে হাজার ঘষো, কোন রকমেই জ্বলবে না—কেবল এক রাশ কাঠী লোকসান হয়। বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশলাই।

"শ্রীমতী (রাধিকা) যখন বল্লেন, আমি কৃষ্ণময় দেখছি, সখীরা বল্লে, কৈ আমরা তো তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কি প্রলাপ বোক্‌চো? শ্রীমতী বল্লেন, সখি! অনুরাগ-অঞ্জন চক্ষে মাখো, তাঁকে দেখতে পাবে। (বিজয়ের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেরই গানে আছে—

"প্রভু বিনে অনুরাগ, করে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা।'

"এই অনুরাগ, এই প্রেম, এই পাকাভক্তি, এই ভালবাসা যদি একবার হয়, তা হ'লে সাকার নিরাকার দুই সাক্ষাৎকার হয়।"

[ঈশ্বর দর্শন, তাঁর কৃপা না হলে হয় না।]

বিজয়। ঈশ্বর দর্শন কেমন ক'রে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। চিত্তশুদ্ধি না হ'লে হয় না। কামিনীকাঞ্চনে মন

মলিন হ'য়ে আছে, মনে ময়লা প'ড়ে আছে। ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাক্‌লে আর চুম্বকে টানে না। মাটী কাদা ধুয়ে ফেল্লে তখন চুম্বক টানে। মনের ময়লা তেমনি চোকের জলে ধুয়ে ফেলা যায়। 'হে ঈশ্বর আর অমন কাজ ক'র্ব্বো না' ব'লে যদি কেউ অনুতাপে কাঁদে, তা'হলে ময়লাটা ধুয়ে যায়। তখন ঈশ্বররূপ চুম্বক পাথর মনরূপ ছুচকে টেনে লন। তখন সমাধি হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়।

"কিন্তু হাজার চেষ্টা কর তাঁর কৃপা না হ'লে কিছু হয় না। তাঁর কৃপা না হলে তাঁর দর্শন হয় না। কৃপা কি সহজে হয়? অহঙ্কার একবারে ত্যাগ ক'র্‌তে হবে। 'আমি কর্ত্তা' এ বোধ থাক্‌লে ঈশ্বর দর্শন হয় না। ভাঁড়ারে এক জন আছে, তখন বাড়ীর কর্ত্তাকে যদি কেউ বলে মহাশয়, আপনি এসে জিনিস বার ক'রে দিন। তখন কর্ত্তাটী বলে ভাঁড়ারে একজন র'য়েছে আমি আর গিয়ে কি ক'রব। যে নিজে কর্ত্তা হ'য়ে বসেছে তার হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর সহজে আসেন না।

"কৃপা হ'লেই দর্শন হয়। তিনি জ্ঞানসূর্য্য। তাঁর একটি কিরণে এই জগতে জ্ঞানের আলো পড়েছে, তবেই আমরা পরস্পরকে জান্‌তে পারছি, আর জগতে কত রকম বিদ্যা উপার্জ্জন করছি। তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজে তাঁর মুখের উপর ধরেন, তা হ'লে দর্শনলাভ হয়। সার্জ্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে ক'রে বেড়ায় তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখ্‌তে পায়, আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখ্‌তে পায়।

"যদি কেউ সার্জ্জনকে দেখ্‌তে চায়, তা হলে তাকে প্রার্থনা ক'র্‌তে হয়। ব'লতে হয়,—সাহেব, কৃপা ক'রে একবার আলোটী নিজের মুখের উপর ফিরাও, তোমাকে একবার দেখি।

"ঈশ্বরকে প্রার্থনা কর্‌তে হয়, ঠাকুর, কৃপা ক'রে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।

"ঘরে যদি আলো না জ্বলে, সেটি দারিদ্র্যের চিহ্ন। হৃদয়মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালতে হয়। 'জ্ঞানদীপ জ্বেলে ঘরে, ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না'।

বিজয় সঙ্গে ঔষধ আনিয়াছেন। ঠাকুরের সম্মুখে সেবন করিবেন।

ঔষধ জল দিয়া খাইতে হয়। ঠাকুর জল আনাইয়া দিলেন। ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু, বিজয় গাড়ী ভাড়া, নৌকা ভাড়া, দিয়া আসিতে পারেন না, ঠাকুর মাঝে মাঝে লোক পাঠাইয়া দেন, আসতে বলেন। এবার বলরামকে পাঠাইয়াছিলেন। বলরাম ভাড়া দিবেন। বলরামের সঙ্গে বিজয় আসিয়াছেন। সন্ধ্যার সময় বিজয়, নবকুমার, ও বিজয়ের অন্যান্য সঙ্গীগণ বলরামের নৌকাতে আবার উঠিলেন। বলরাম বাগবাজারের ঘাটে পৌঁছিয়া দিবেন। মাষ্টারও ঐ নৌকায় উঠিলেন।

নৌকা বাগবাজারের অন্নপূর্ণার ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। যখন বলরামের বাগবাজারের বাড়ীর কাছে তাঁহারা পৌঁছিলেন, তখন জ্যোৎস্না একটু উঠিয়াছে। আজ শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথি। শীতকাল, অল্প শীত করিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতোপম উপদেশ স্মরণ করিতে করিতে ও তাঁহার আনন্দ মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া, বিজয়, বলরাম, মাষ্টার প্রভৃতি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

প্রথমভাগ-পঞ্চমখণ্ড।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে শ্রীযুক্ত অমৃত, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তের সহিত কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

['সমাধি-মন্দিরে।']

ফাল্গুনের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি। বৃহস্পতিবার ১৬ই চৈত্র, ইংরাজী ২৯শে মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। মধ্যাহ্নে ভোজনের পর ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘর। সম্মুখে পশ্চিমদিকে গঙ্গা। চৈত্রমাসের গঙ্গা। বেলা দুইটার সময় জোয়ার আসিতে আরম্ভ হইয়াছে।

ভক্তেরা কেহ কেহ আসিয়াছেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মভক্ত শ্রীযুক্ত অমৃত ও মধুরকণ্ঠ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য, যিনি কেশবের ব্রাহ্মসমাজে ভগবল্লীলাগুণগান করিয়া আবালবৃদ্ধের কতবার মন হরণ করিয়াছেন।

রাখালের অসুখ। এই কথা শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই দেখ, রাখালের অসুখ। সোডা খেলে কি ভাল হয় গা? কি হবে বাপু! রাখাল, তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা।

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর অদ্ভুত ভাবে ভাবিত হইলেন। বুঝি দেখিতে লাগিলেন সাক্ষাৎ নারায়ণ সম্মুখে রাখালরূপে বালকের দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন! এ দিকে কামিনীকাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধাত্মা বালকভক্ত রাখাল—অপরদিকে ঈশ্বরপ্রেমে অহরহঃ মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রেমের চক্ষু—সহজেই বাৎসল্যভাবের উদয় হইল। তিনি সেই বালক রাখালকে বাৎসল্যভাবে দেখিতে লাগিলেন ও 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' এই নাম প্রেমভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া যশোদার যে ভাবের উদয় হইত, এ বুঝি সেই ভাব। ভক্তেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে সব স্থির! গোবিন্দ নাম করিতে করিতে ভক্তাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি হইয়াছে! শরীর চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির। ইন্দ্রিয়গণ কাজে জবাব দিয়া যেন চলিয়া গিয়াছে। নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির। নিশ্বাস বহিছে, কি না বহিছে। শরীরমাত্র ইহলোকে পড়িয়া আছে। আত্মাপক্ষী বুঝি চিদাকাশে বিচরণ করিতেছে। এতক্ষণ যিনি সাক্ষাৎ মায়ের ন্যায় সন্তানের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তিনি এখন কোথায়? এই অদ্ভুত ভাবান্তরের নাম কি সমাধি।

এই সময়ে গেরুয়াকাপড়পরা অপরিচিত একটী বাঙ্গালী আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ গীতা, ৩, ৬।

পরমহংসদেবের সমাধি ক্রমে ভঙ্গ হইতে লাগিল। ভাবস্থ হইয়াই কথা কহিতেছেন। আপনা আপনি বলিতেছেন—

[গেরুয়াবসন ও সন্ন্যাসী। অভিনয়েও মিথ্যা ভাল নয়।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (গেরুয়াদৃষ্টে)। আবার গেরুয়া কেন? একটা কি পর্‌লেই হ'লো। (হাস্য) একজন ব'লেছিল, "চণ্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকী।" —আগে চণ্ডীর গান গাইতো, এখন ঢাক বাজায়। (সকলের হাস্য)।

"বৈরাগ্য তিন চার প্রকার। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া-বসন পরেছে—সে বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না। হয় ত কর্ম্ম নাই,—গেরুয়া প'রে কাশী চলে গেল। তিন মাস পরে ঘরে পত্র এলো, 'আমার একটি কর্ম্ম হইয়াছে, কিছু দিন পরে বাড়ী যাইব, তোমরা ভাবিত হইও না'। আবার সব আছে, কোন অভাব নাই, কিছু ভাল লাগে না। ভগবানের জন্য এক্‌লা এক্‌লা কাঁদে। সে বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য।

"মিথ্যা কিছুই ভাল নয়। মিথ্যা ভেক্ ভাল নয়। ভেকের মত যদি মনটা না হয়, ক্রমে সর্ব্বনাশ হয়। মিথ্যা ব'ল্‌তে বা ক'র্‌তে ক্রমে ভয় ভেঙ্গে যায়। তার চেয়ে সাদা কাপড় ভাল। মনে আসক্তি, মাঝে মাঝে পতনও হচ্ছে, আর বাহিরে গেরুয়া! বড় ভয়ঙ্কর!

[কেশবের বাড়ী গমন ও নববৃন্দাবন দর্শন।]

"এমন কি, যারা সৎ, অভিনয়েও তাদের মিথ্যা কথা বা কাজ ভাল নয়। কেশব সেনের ওখানে নববৃন্দাবন নাটক দেখ্‌তে গি'ছিলাম। কি একটা আন্‌লে ক্রস (Cross) আবার জল ছড়াতে লাগ্‌লো; বলে শান্তিজল। একজন দেখি, মাতাল সেজে মাতলামি ক'র্‌ছে!

ব্রাহ্মভক্ত। কু—বাবু।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তের পক্ষে ওরূপ সাজাও ভাল নয়। ও সব বিষয়ে মন অনেকক্ষণ ফেলে রাখায় দোষ হয়। মন ধোপা ঘরের কাপড়,

যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙ হ'য়ে যায়। মিথ্যাতে অনেকক্ষণ ফেলে রাখ্‌লে মিথ্যার রঙ ধ'রে যাবে।

"আর এক দিন নিমাইসন্ন্যাস, কেশবের বাড়ীতে দেখতে গিছিলাম। যাত্রাটী কেশবের কতকগুলো খোসামুদে শিষ্য জুটে খারাপ ক'রেছিল। এক জন কেশবকে ব'ল্লে, 'কলির চৈতন্য হ'চ্ছেন আপনি' কেশব আবার আমার দিকে চেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লে, 'তা হ'লে ইনি কি হ'লেন?' আমি বল্লুম, 'আমি তোমাদের দাসের দাস। রেণুর রেণু।' কেশবের লোকমান্য হ'বার ইচ্ছা ছিল।

[নরেন্দ্র প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ। তাদের ভক্তি আজন্ম।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (অমৃত ও ত্রৈলোক্যের প্রতি)। নরেন্দ্র, রাখাল টাখাল এই সব ছোক্‌রা এরা নিত্যসিদ্ধ, এরা জন্মে জন্মে ঈশ্বরের ভক্ত। অনেকের সাধ্য সাধনা ক'রে একটু ভক্তি হয়, এদের কিন্তু আজন্ম ঈশ্বরে ভালবাসা। যেন পাতালফোঁড়া শিব ;—বসানো শিব নয়।

"নিত্যসিদ্ধ একটা থাক আলাদা। সব পাখীর ঠোঁট বাঁকা নয়। এরা কখনও সংসারে আসক্ত হয় না। যেমন প্রহ্লাদ।

"সাধারণ লোক সাধন করে, ঈশ্বরে ভক্তিও করে। আবার সংসারেও আসক্ত হয়, কামিনী কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়। মাছি যেমন ফুলে বসে, সন্দেশে বসে; আবার বিষ্ঠাতেও বসে। [সকলে স্তব্ধ]

"নিত্যসিদ্ধ যেমন মৌমাছি, কেবল ফুলের উপর ব'সে মধুপান করে। নিত্যসিদ্ধ হরিরস পান করে, বিষয় রসের দিকে যায় না।

"সাধ্যসাধনা ক'রে যে ভক্তি, এদের সে ভক্তি নয়। এত জপ, এত ধ্যান ক'রতে হ'বে, এইরূপ পূজা ক'রতে হবে, এ সব 'বিধিবাদীয় ভক্তি। যেমন ধান হ'লে, মাঠ পার হ'তে গেলে, আল দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। আবার যেমন সম্মুখের গাঁয়ে যাবে, কিন্তু বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে।

"রাগভক্তি, প্রেমাভক্তি, ঈশ্বরে আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসা, এলে আর কোন বিধিনিয়ম থাকে না! তখন ধানকাটা মাঠ যেমন পার হওয়া! আল দিয়ে যেতে হয় না। সোজা এক দিক্ দিয়ে গেলেই হ'লো।

"বন্যে এলে আর বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয় না। তখন মাঠের উপর এক বাঁশ জল। সোজা নৌকা চালিয়ে দিলেই হ'লো।

"এই রাগভক্তি, অনুরাগ, ভালবাসা, না এলে ঈশ্বর লাভ হয় না

[সমাধিতত্ত্ব; সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প।]

অমৃত। মহাশয়! আপনার এই সমাধি অবস্থায় কি বোধ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুনেছো, কুমুরে পোকা চিন্তা ক'রে আরসুলা কুমুরে পোকা হ'য়ে যায়; কি রকম জানো? যেমন হাঁড়ির মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে হয়।

অমৃত। একটুও কি অহং থাকে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, আমার প্রায় একটু অহং থাকে। সোণার একটু কণা সোণার চাপে যত ঘসো না কেন, তবু একটু কণা থেকে যায়। আর যেমন বড় আগুণ, আর তার একটা ফিন্‌কি। বাহ্যজ্ঞান চলে যায়, কিন্তু প্রায় তিনি একটু 'অহং' রেখে দেন—বিলাসের জন্য। আমি তুমি থাকলে তবে আস্বাদন হয়। কখন কখন সে আমিটুকুও তিনি পুঁছে ফেলেন। এর নাম 'জড় সমাধি'—নির্ব্বিকল্প সমাধি। তখন কি অবস্থা মুখে বলা যায় না। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছিল, একটু নেমেই গলে গেল। 'তদাকারকারিত'। তখন কে আর উপরে এসে সংবাদ দেবে, সমুদ্র কত গভীর।"

প্রথমভাগ-ষষ্ঠ খণ্ড।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে ভক্তসঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্ব ও আদ্যাশক্তি বিষয়ে কথোপকথন। বিদ্যাসাগর ও কেশবসেনের কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[জ্ঞানযোগ ও নির্ব্বাণমত। পণ্ডিত পদ্মলোচন। বিদ্যাসাগর।]

আষাঢ়ের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি। ইংরাজি ২২শে জুলাই, ১৮৮৩

খৃষ্টাব্দ। আজ রবিবার। ভক্তেরা শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আবার আসিয়াছেন। অন্য অন্য বারে তাঁহারা প্রায় আসিতে পারেন না। রবিবারে তাঁহারা অবসর পান। অধর, রাখাল, মাষ্টার কলিকাতা হইতে একখানি গাড়ী করিয়া বেলা একটা ছুইটায় সময় কালীবাটীতে পৌঁছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। ঘরে মণিমল্লিকাদি আরও কয়েকজন ভক্ত বসিয়া আছেন।

রাসমণির কালীবাড়ীর বৃহৎ প্রাঙ্গণের পূর্ব্বাংশে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দির ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দির। পশ্চিমাংশে দ্বাদশ শিবমন্দির। সারি সারি শিব মন্দিরের ঠিক উত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর। ঘরের পশ্চিমে অর্দ্ধ মণ্ডলাকার বারাণ্ডা। সেখানে তিনি দাঁড়াইয়া পশ্চিমাস্য হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। গঙ্গার পোস্তা ও বারাণ্ডার মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ডে ঠাকুরবাড়ীর পুষ্পোদ্যান। এই পুষ্পোদ্যান বহুদূর-ব্যাপী। দক্ষিণে বাগানের সীমা পর্য্যন্ত। উত্তরে পঞ্চবটী পর্য্যন্ত —যেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তপস্যা করিয়াছিলেন—ও পূর্ব্বে উদ্যানের দুই প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত। পরমহংসদেবের ঘরের কোলে দুএকটী কৃষ্ণচূড়ার গাছ। নিকটেই গন্ধরাজ, কোকিলাক্ষ, শ্বেত ও পদ্ম করবী। ঘরের দেওয়ালে ঠাকুরদের ছবি, তন্মধ্যে পিটার জলমধ্যে ডুবিতেছেন ও যীশু তাঁর হাত ধরিয়া তুলিতেছেন, সে ছবিখানিও আছে। আর একটী বুদ্ধদেবের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিও আছে। তক্তপোষের উপর তিনি উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তেরা মেজের উপর কেহ মাদুরে কেহ আসনে উপবিষ্ট। সকলেই মহাপুরুষের আনন্দমূর্ত্তি একদৃষ্টে দেখিতেছেন। ঘরের অনতিদূরে পোস্তার পশ্চিম গা দিয়া পূতসলিলা গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছিলেন। বর্ষাকালে খরস্রোত যেন সাগর সঙ্গমে পঁহুছিবার জন্য কত ব্যস্ত! পথে কেবল একবার মহাপুরুষের ধ্যানমন্দির দর্শন স্পর্শন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত মণিমল্লিক পুরাতন ব্রাহ্মভক্ত। বয়স ষাট পঁয়ষট্টি। কিছু দিন পূর্ব্বে কাশীধাম দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। আজ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন ও তাঁহাকে কাশী-পর্য্যটন বৃত্তান্ত বলিতেছেন।

মণিমল্লিক। আর একটী সাধুকে দেখলাম। তিনি বলেন, ইন্দ্রিয় সংযম না হ'লে কিছু হবে না। শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর ক'র্‌লে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এদের মত কি জান? আগে সাধন চাই; শম দম তিতিক্ষা চাই। এরা নির্ব্বাণের চেষ্টা ক'র্‌ছে। এরা বেদান্তবাদী, কেবল বিচার করে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'। বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হ'লে তুমিও মিথ্যা, যিনি ব'ল্‌ছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।

"কি রকম জান? যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন 'আমি' 'তুমি' 'জগৎ' এ সবের খবর থাকে না।

[পণ্ডিত পদ্মলোচন ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা।]

"পদ্মলোচন ভারী জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু আমি মা, মা, কর্‌তুম, তবু আমায় খুব মান্‌তো। পদ্মলোচন বর্দ্ধমানের রাজার সভাপণ্ডিত ছিল। কলিকাতায় এসেছিল, এসে কামারহাটীর কাছে একটী বাগানে ছিল। আমার পণ্ডিত দেখবার ইচ্ছা হ'লো। হৃদেকে পাঠিয়ে দিলুম জান্‌তে, অভিমান আছে কি না? শুন্‌লাম পণ্ডিতের অভিমান নাই। আমার সঙ্গে দেখা হ'লো। এতো জ্ঞানী আর পণ্ডিত, তবু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কান্না! কথা ক'য়ে এমন সুখ কোথাও পাই নাই। আমায় ব'ল্লে, ভক্তের সঙ্গ কর্‌বো এ কামনা ত্যাগ ক'রো, নচেৎ নানারকমের লোক তোমায় পতিত কর্‌বে।' বৈষ্ণবচরণের গুরু উৎসবানন্দের সঙ্গে লিখে বিচার ক'রেছিল, আমায় আবার ব'ল্লে, আপনি একটু শুনুন। একটা সভায় বিচার হ'য়েছিল—শিব বড় না ব্রহ্মা বড়। শেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পদ্মলোচনকে জিজ্ঞাসা করলে। পদ্মলোচন এমনি সরল, সে ব'ল্লে 'আমার চৌদ্দপুরুষ শিবও দেখে নাই, ব্রহ্মাও দেখে নাই।' কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগ শুনে আমায় এক দিন ব'ল্লে, 'ওসব ত্যাগ করেছ কেন? এটা টাকা, এটা মাটী, এ ভেদবুদ্ধি তো অজ্ঞান থেকে হয়।' আমি কি বল্‌বো, বল্লাম—কে জানে বাপু, আমার টাকাকড়ি ও সব ভাল লাগে না।

[বিদ্যাসাগরের দয়া। 'কিন্তু অন্তরে সোণা চাপা।']

"এক জন পণ্ডিতের ভারী অভিমান ছিল। ঈশ্বরের রূপ মান্‌তো না। কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্য কে বুঝবে? তিনি আদ্যাশক্তিরূপে দেখা দিলেন। পণ্ডিত অনেকক্ষণ বেহুঁস হয়ে রৈল। একটু হুঁস হবার পর কা! কা! কা! (অর্থাৎ কালী) এই শব্দ কেবল ক'র্‌তে লাগলো।

ভক্ত। মহাশয়, বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন, কি রকম বোধ হ'লো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই। অন্তরে সোণা চাপা আছে, যদি সেই সোণার সন্ধান পেতো, এত বাহিরের কাজ যা ক'চ্চে সে সব কম প'ড়ে যেতো; শেষে একবারে ত্যাগ হ'য়ে যেতো। অন্তরে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর আছেন এ কথা জান্‌তে পার্‌লে তাঁরই ধ্যান চিন্তায় মন যেতো। কারু কারু নিষ্কাম কর্ম্ম অনেক দিন ক'র্‌তে ক'র্‌তে শেষে বৈরাগ্য হয়, আর ঐ দিকে মন যায়, ঈশ্বরে মন লিপ্ত হয়।

"ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যেরূপ কাজ ক'রছে সে খুব ভাল। দয়া খুব ভাল। দয়া আর মায়া অনেক তফাৎ। দয়া ভাল, মায়া ভাল নয়। মায়া আত্মীয়ের উপর ভালবাসা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী, ভাইপো, ভাগনে, বাপ, মা এদেরই উপর। দয়া সর্ব্বভূতে সমান ভালবাসা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

'গুণত্রয়ব্যতিরিক্তঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ।' মাণ্ডুক্য-উপনিষৎ।

[ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত। 'মুখে বলা যায় না'।]

মাষ্টার। দয়াও কি একটা বন্ধন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে অনেক দূরের কথা। দয়া সত্ত্ব গুণ থেকে হয়। সত্ত্বগুণে পালন, রজোগুণে সৃষ্টি, তমোগুণে সংহার। কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণের পার। প্রকৃতির পার।

"যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে গুণ পঁহুছিতে পারে না। চোর যেমন

ঠিক যায়গায় যেতে পারে না, ভয় হয় পাছে ধরা পড়ে। সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণই চোর। একটা গল্প বলি শুন।

"একটী লোক বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময়ে তাকে তিন জন ডাকাতে এসে ধর্‌লে। তারা তার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে। এক জন চোর ব'ল্লে আর এ লোকটাকে রেখে কি হবে? এই কথা ব'লে খাঁড়া দিয়ে কাটতে এলো। তখন আর এক জন চোর ব'ল্লে, না হে কেটে কি হবে? একে হাত পা বেঁধে এখানে ফেলে যাও। তখন তাকে হাত পা বেঁধে ঐখানে রেখে চোরেরা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তাদের মধ্যে এক জন ফিরে এসে ব'ল্লে, আহা, তোমার কি লেগেছে? এসো, আমি তোমার বন্ধন খুলে দিই। তার বন্ধন খুলে দিয়ে চোরটী বল্লে, 'আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো, তোমায় সদর রাস্তায় তুলে দিচ্ছি।' অনেকক্ষণ পরে সদর রাস্তায় এসে বল্লে, 'এই রাস্তা ধ'রে যাও, ঐ তোমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে'। তখন লোকটী চোরকে ব'ল্লে, 'মশাই আমার অনেক উপকার করলেন, এখন আপনিও আসুন, আমার বাড়ী পর্য্যন্ত যাবেন। চোর ব'ল্লে, 'না, আমার ওখানে যাবার যো নাই, পুলিশে টের পাবে'।

"সংসারই অরণ্য। এই বনে সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণ ডাকাত, জীবের তত্ত্বজ্ঞান কে'ড়ে লয়। তমোগুণ জীবের বিনাশ ক'র্‌তে যায়। রজোগুণ সংসারে বদ্ধ করে। কিন্তু সত্ত্বগুণ রজস্তমঃ থেকে বাঁচায়। সত্ত্বগুণের আশ্রয় পেলে কাম ক্রোধ এই সব তমোগুণ থেকে রক্ষা হয়। সত্ত্বগুণ আবাব জীবের সংসারবন্ধন মোচন করে। কিন্তু সত্ত্বগুণও চোর, তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না। কিন্তু সেই পরম ধামে যাবার পথে তুলে দেয়। দিয়ে বলে, ঐ দেখ তোমার বাড়ী ঐ দেখা যায়। যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান সেখান থেকে সত্ত্বগুণও অনেক দূরে।

"ব্রহ্ম কি, তা মুখে বলা যায় না। যার হয় সে খবর দিতে পারে না। একটা কথা আছে, কালাপানিতে গেলে জাহাজ আর ফিরে না।

"চার বন্ধু ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে পাঁচীলে ঘেরা একটা জায়গা দেখতে পেলে। খুব উচু পাঁচীল। ভিতরে কি আছে দেখবার জন্য সকলে বড় উৎসুক হল। পাঁচীল বেয়ে এক জন উঠলো। উঁকি মেরে যা

দেখলে তাতে অবাক্ হ'য়ে "হা হা হা হা"ব'লে ভিতরে প'ড়ে গেল। আর কোন খবর দিল না। যেই উঠে সেই হা হা হা হা ক'রে প'ড়ে যায়। তখন খবর আর কে দিবে?

[জড়ভরত, দত্তা'ত্রয়, শুকদেব এদের ব্রহ্মজ্ঞান।]

"জড়-ভরত, দত্তাত্রেয় এরা ব্রহ্ম দর্শন ক'রে আর খবর দিতে পারে নাই। ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়ে সমাধি হ'লে আর 'আমি' থাকে না। তাই রামপ্রসাদ ব'লেছে, 'আপনি যদি না পারিস মন তবে রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা।' মনের লয় হওয়া চাই আবার 'রামপ্রসাদের লয়' অর্থাৎ অহংতত্ত্বের লয় হওয়া চাই। তবে সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

একজন ভক্ত। মহাশয়। শুকদেবের কি জ্ঞান হয় নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেউ কেউ বলে, শুকদেব ব্রহ্মসমুদ্রের দর্শন স্পর্শন মাত্র করেছিলেন, নেমে ডুব দেন নাই। তাই ফিরে এসে অত উপদেশ দিয়েছেন। কেউ বলে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ফিরে এসেছিলেন—লোক শিক্ষার জন্য। পরীক্ষিৎকে ভাগবত বল্‌বেন, আরো কত লোক-শিক্ষা দিবেন, তাই ঈশ্বর তাঁর সব 'আমি'র লয় করেন নাই। বিদ্যার 'আমি' এক রেখে দিয়েছিলেন।

[কেশবকে শিক্ষা—দল (সাম্প্রদায়িকতা) ভাল নয়।]

একজন ভক্ত। ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে কি দলটল থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশবসেনের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হ'চ্ছিল। কেশব ব'ল্লে, আরও বলুন। আমি বল্লুম, আর ব'ল্লে দলটল থাকে না। তখন কেশব ব'ল্লে, তবে আর থাক, ম'শাই। (সকলের হাস্য)। তবু কেশবকে বল্লুম, 'আমি' 'আমার' এটী অজ্ঞান। 'আমি কর্ত্তা' আর আমার এই সব স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, মান, সম্ভ্রম, এ ভাব অজ্ঞান না হ'লে হয় না। তখন কেশব ব'ল্লে, মহাশয় 'আমি' ত্যাগ ক'র্‌লে যে আর কিছুই থাকে না। আমি বল্লুম, 'কেশব, তোমাকে সব 'আমি' ত্যাগ করতে বল্‌ছি না, তুমি 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর। 'আমি কর্ত্তা 'আমার স্ত্রী পুত্র' 'আমি গুরু' এ সব অভিমান, কাঁচা আমি,—এইটি ত্যাগ কর। এইটি ত্যাগ ক'রে 'পাকা আমি' হ'য়ে থাকো। 'আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর ভক্ত, আমি অকর্ত্তা, তিনি কর্ত্তা।'

[ঈশ্বরের আদেশ পেয়ে তবে ধর্মপ্রচার করা উচিত।]

একজন ভক্ত। "পাকা আমি" কি দল ক'রতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশবসেনকে বল্লুম, আমি দলপতি দল ক'রেছি, আমি লোক শিক্ষা দিচ্ছি, এ 'আমি' 'কাঁচা আমি'। মতপ্রচার বড় কঠিন। ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতিরেকে হয় না। তাঁর আদেশ চাই। শুকদেব ভাগবত কথা ব'লতে আদেশ পেয়েছিলেন। যদি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার ক'রে কেউ আদেশ পায়, সে যদি প্রচার করে, লোক শিক্ষা দেয়, দোষ নাই। তার 'আমি' 'কাঁচা আমি' নয়, 'পাকা আমি'।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশবকে ব'লেছিলাম, 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর। 'দাস আমি' 'ভক্তের আমি' এতে কোন দোষ নাই।

"তুমি দল দল করছো। তোমার দল থেকে লোক ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে।" কেশব ব'ল্লে, মহাশয় তিন বৎসর এ দলে থেকে আবার ও দলে গেল। যাবার সময় আবার গালাগালি দিয়ে গেল। আমি বল্লাম, তুমি লক্ষণ দেখ না কেন, যাকে তাকে চেলা ক'র্‌লে কি হয়?

[কেশবকে শিক্ষা, আদ্যাশক্তিকে মানো।]

"আর কেশবকে ব'লেছিলাম, আদ্যাশক্তিকে মানো। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যতক্ষণ দেহবুদ্ধি, দুটো বলে বোধ হয়। ব'লতে গেলেই দুটো। কেশব কালী (শক্তি) মেনেছিল।

"এক দিন কেশব শিষ্যদের সঙ্গে এখানে এসেছিল। আমি ব'ল্‌লাম, তোমার লেক্‌চার শুন্‌বো। চাঁদনীতে ব'সে লেক্‌চার দিলে। তার পর ঘাটে এসে ব'সে অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল। আমি ব'ল্‌লাম, যিনিই ভগবান তিনিই একরূপে ভক্ত। তিনিই একরূপে ভাগবত। তোমরা বল ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। কেশব ব'ল্‌লে, আর শিষ্যরাও সব এক সঙ্গে ব'ল্‌লে, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। যখন বল্লাম, 'বলো গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব,' তখন কেশব ব'ল্‌লে, মহাশয়, এখন এত দূর নয়; তাহ'লে লোকে গোঁড়া ব'লবে।

[পূর্ব্বকথা – শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্চ্ছা – মায়ার কাণ্ড দেখে।]

"ত্রিগুণাতীত হওয়া বড় কঠিন। ঈশ্বর লাভ না ক'র্‌লে হয় না। জীব মায়ার রাজ্যে বাস করে। এই মায়া ঈশ্বরকে জান্‌তে দেয় না। এই মায়া মানুষকে অজ্ঞান ক'রে রেখেছে! হৃদে একটা এঁড়ে বাছুর এনেছিল। এক দিন দেখি, সেটাকে বাগানে বেঁধে দিয়েছে, ঘাস খাওয়াবার জন্য। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, হৃদে ওটাকে রোজ ওখানে বেঁধে রাখিস কেন? হৃদে ব'ল্‌লে, 'মামা এঁড়েটাকে দেশে পাঠিয়ে দিব। বড় হ'লে লাঙ্গল টান্‌বে।' যাই এ কথা ব'লেছে আমি মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়ে গেলাম। মনে হ'য়েছিল, কি মায়ার খেলা! কোথায় কামারপুকুর সিওড়, কোথায় কল্‌কাতা! এই বাছুরটী যাবে, ওই পথ। সেখানে বড় হবে। তার পর কত দিন পরে লাঙ্গল টান্‌বে। এরই নাম সংসার,—এরই নাম মায়া। অনেকক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভেঙ্গেছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

['সমাধি - মন্দিরে।']

শ্রীরামকৃষ্ণ অহর্নিশি সমাধিস্থ। দিনরাত কোথা দিয়া যাইতেছে। কেবল ভক্তদের সঙ্গে এক একবার ঈশ্বরীয় কথা কীর্ত্তন করেন। তিনটা চারিটার সময় মাষ্টার দেখিলেন, ঠাকুর ছোট তক্তাপোষে বসিয়া আছেন। ভাবাবিষ্ট। কিয়ৎক্ষণ পরে মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

মার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে একবার বলিলেন, 'মা, ওকে এক কলা দিলি কেন?' ঠাকুর খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আবার বলিতেছেন, 'মা বুঝেছি, এক কলাতেই যথেষ্ট হবে। এক কলাতেই তোর কাজ হবে, জীবশিক্ষা হবে।'

ঠাকুর কি সাঙ্গোপাঙ্গদের ভিতর এইরূপে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন? এ সব কি আয়োজন হইতেছে যে, পরে তাঁহারা জীব শিক্ষা দিবেন?

মাষ্টার ছাড়া ঘরে রাখালও বসিয়া আছেন। ঠাকুর এখনও আবিষ্ট। রাখালকে বলিতেছেন, 'তুই রাগ ক'রেছিলি? তোকে রাগালুম কেন, এর মানে আছে। ঔষধ ঠিক প'ড়বে ব'লে? পীলে মুখ তুল্‌লে পর মন্‌সার পাতা টাটা দিতে হয়'।

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন, হাজরাকে দেখ্‌লাম শুষ্ক কাঠ। তবে এখানে থাকে কেন? তার মানে আছে, জটিলে, কুটিলে থাক্‌লে লীলা পোষ্টাই হয়। (মাষ্টারের প্রতি)। ঈশ্বরীয় রূপ মান্‌তে হয়। জগদ্ধাত্রীরূপের মানে জান? যিনি জগতকে ধারণ ক'রে আছেন। তিনি না ধ'র্‌লে, তিনি না পালন ক'র্‌লে জগৎ প'ড়ে যায়, নষ্ট হ'য়ে যায়। মনকরীকে যে বশ ক'র্‌তে পারে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন।

রাখাল। 'মন-মত্ত-করী'। শ্রীরামকৃষ্ণ। সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতীকে জব্দ ক'বে ব'য়েছে।

সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়ীতে আরতি হইতেছে। সন্ধ্যাসমাগমে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে ঠাকুরদের নাম করিতেছেন। ঘরে ধূনা দেওয়া হইল। ঠাকুর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ছোট তক্তাপোষটির উপর বসিয়া আছেন। মার চিন্তা করিতেছেন। বেলঘরের শ্রীযুত গোবিন্দ মুখুয্যে ও তাঁহার বন্ধুগণ আসিয়া প্রণাম করিয়া মেজেতে বসিলেন। মাষ্টারও বসিয়া আছেন। রাখালও আছেন।

বাহিরে চাঁদ উঠিয়াছে। জগৎ নিঃশব্দে হাসিতেছে। ঘরের ভিতরে সকলে নিঃশব্দে বসিয়া ঠাকুরের শান্ত মূর্ত্তি দেখিতেছেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। কিয়ৎক্ষণ পরে কথা কহিলেন। এখনও ভাবাবস্থা।

[শ্যামারূপ—পুরুষ প্রকৃতি – যোগমায়া – শিবকালী ও রাধাকৃষ্ণ রূপের ব্যাখ্যা—'উত্তম ভক্ত' – বিচার পথ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)। বল তোমাদের যা সংশয়। আমি সব বল্‌ছি। গোবিন্দ ও অন্যান্য ভক্তেরা ভাবিতে লাগিলেন। গোবিন্দ। আজ্ঞা, শ্যামা এ রূপটী হ'ল কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে দূর বলে। কাছে গেলে কোন রংই নাই! দীঘির জল দূর থেকে কাল দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে ক'রে তোল কোন রং নাই। আকাশ দূর থেকে যেন নীলবর্ণ। কাছের আকাশ

দেখ, কোন রং নাই। ঈশ্বরের যত কাছে যাবে, ততই ধারণা হবে তাঁর নাম,রূপ নাই, পেছিয়ে একটু দূরে এলে আবার 'আমার শ্যামা মা'! যেন ঘাসফুলের রং।   শ্যামা পুরুষ না প্রকৃতি? এক-জন ভক্ত পূজা ক'রেছিল। একজন দর্শন করতে এসে দেখে ঠাকুরের গলায় পৈতে! সে ব'ল্‌লে, তুমি মার গলায় পৈতে পরিয়েছ! ভক্তটী ব'ল্‌লে, "ভাই, তুমিই মাকে চিনেছ। আমি এখনও চি'নতে পারি নাই, তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি! তাই পৈতে পরিয়েছি।"

"যিনি শ্যামা, তিনিই ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ, তিনিই অরূপ। যিনি সগুণ তিনিই নির্গুণ। ব্রহ্ম শক্তি—শক্তি ব্রহ্ম। অভেদ। সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী।

গোবিন্দ। যোগমায়া কেন বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যোগমায়া অর্থাৎ পুরুষপ্রকৃতির যোগ। যা কিছু দেখছ সবই পুরুষপ্রকৃতির যোগ! শিবকালীর মূর্ত্তি, শিবের উপর কালী দাঁড়িয়ে আছেন। শিব শব হ'য়ে প'ড়ে আছেন। কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন। এই সমস্তই পুরুষপ্রকৃতির যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাই শিব শব হ'য়ে আছেন। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তিরও মানে ঐ। ঐ যোগের জন্য বঙ্কিম ভাব। সেই যোগ দেখার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের নাকে মুক্তা, শ্রীমতীর নাকে নীল পাথর। শ্রীমতীর গৌর বরণ, মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ, তাই শ্রীমতীর নীলপাথর। আবার শ্রীকৃষ্ণ পীতবসন ও শ্রীমতী নীলবসন পরেছেন।

"উত্তম ভক্ত কে? যে ব্রহ্মজ্ঞানের পর দেখে, তিনিই জীব-জগৎ, চতুর্বিংশতিতত্ত্ব হয়েছেন। প্রথমে 'নেতি' নেতি' বিচার ক'রে ছাদে পৌঁছিতে হয়। তার পর সে দেখে, ছাদও যে জিনিষে তৈয়ারি—ইট্, চুণ, শুরকি—সিঁড়িও সেই জিনিষে তৈয়ারি। তখন দেখে ব্রহ্মই জীব জগৎ সমস্ত হ'য়েছেন।

"শুধু বিচার! থু! থু!—কাজ নাই। [ঠাকুর মুখামৃত ফেলিলেন।

"কেন বিচার ক'রে শুষ্ক হ'য়ে থাকব? যতক্ষণ 'আমি তুমি' আছে ততক্ষণ যেন তাঁর পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোবিন্দের প্রতি)। কখনও বলি—তুমিই আমি, আমিই তুমি। আবার কখনও 'তুমিই তুমি' হ'য়ে যায়! তখন আমি খুঁজে পাই না। শক্তিরই অবতার। এক মতে রাম ও কৃষ্ণ চিদানন্দসাগরের দুটী ঢেউ।

"অদ্বৈতজ্ঞানের পর চৈতন্য লাভ হয়। তখন দেখে সর্ব্বভূতে চৈতন্য রূপে তিনি। লাভের পর আনন্দ। 'অদ্বৈত, চৈতন্য, নিত্যানন্দ।'

[ঈশ্বরের রূপ আছে। ভোগবাসনা গেলে ব্যাকুলতা।]

(মাষ্টারের প্রতি)। আর তোমায় বল্‌ছি—রূপ, ঈশ্বরীয় রূপ, অবিশ্বাস কোরো না। রূপ আছে বিশ্বাস কোরো। তারপর যে রূপটী ভালবাস সেইরূপ ধ্যান কোরো। (গোবিন্দের প্রতি)। কি জান, যতক্ষণ ভোগ বাসনা ততক্ষণ ঈশ্বরকে জান্‌তে বা দর্শন কর্‌তে প্রাণ ব্যাকুল হয় না। ছেলে, খেলা নিয়ে, ভুলে থাকে। সন্দেশ দিয়ে ভুলোও, খানিক সন্দেশ খাবে। যখন খেলাও ভাল লাগে না, সন্দেশও ভাল লাগে না, তখন বলে 'মা যাব', আর সন্দেশ চায় না। যাকে চেনে না, কোনও কালে দেখে নাই, সে যদি বলে, আয় মার কাছে নিয়ে যাই—তারই সঙ্গে যাবে। যে কোলে ক'রে নিয়ে যায় তারই সঙ্গে যাবে।

"সংসারের ভোগ হ'যে গেলে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। কি ক'রে তাঁকে পাবো, কেবল এই চিন্তা হয়। যে যা বলে তাই শুনে।" মাষ্টার। (স্বগতঃ) ভোগ-বাসনা গেলে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়।

প্রথম ভাগ-সপ্তম খণ্ড।

—:০:—

দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে—ভক্তসঙ্গে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—•—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ভক্তসঙ্গে। শ্রাবণ কৃষ্ণাপ্রতিপদ, ১৯শে আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

আজ রবিবার। এইমাত্র ভোগারতির সময় সানাই বাজিতেছিল। ঠাকুরঘর বন্ধ হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও প্রসাদপ্রাপ্তির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন। বিশ্রামের পর—এখনও মধ্যাহ্নকাল —তিনি তাঁহার ঘরে ছোট তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন। এমন সময়ে মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সঙ্গে বেদান্ত সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল।

[বেদান্তবাদীদিগের মত। কৃষ্ণকিশোরের কথা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের প্রতি । দেখ, অষ্টাবক্রসংহিতায় আত্মজ্ঞানের কথা আছে। আত্মজ্ঞানীরা বলে, 'সোঽহম,' অর্থাৎ 'আমিই সেই পরমাত্মা।' এ সব বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর মত, সংসারীর পক্ষে এ মত ঠিক নয়। সবই করা যাচ্ছে, অথচ 'আমিই সেই, নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা' এ কিরূপ হ'তে পারে? বেদান্তবাদীরা বলে, আত্মা নির্লিপ্ত। সুখ-দুখ., পাপ পুণ্য এ সব আত্মার কোনও অপকার ক'র্‌তে পারে না,—তবে দেহাভিমানী লোকদের কষ্ট দিতে পারে। ধোঁয়া দেওয়াল ময়লা করে, আকাশের কিছু ক'রতে পারে না। কৃষ্ণকিশোর জ্ঞানীদের মত ব'ল্‌তো, আমি 'খ' - অর্থাৎ আকাশবৎ। তা সে পরম ভক্ত, তার মুখে ও কথা বরং সাজে, কিন্তু সকলের মুখে নয়।

[পাপ ও পুণ্য। মায়া না দয়া?]

"কিন্তু 'আমি মুক্ত' এ অভিমান খুব ভাল। 'আমি মুক্ত' এ কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সে মুক্ত হ'য়ে যায়। আবার 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ,' এ কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সে ব্যক্তি বদ্ধই হ'য়ে যায়। যে কেবল বলে, 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' সেই শালাই প'ড়ে যায়। বরং ব'লতে হয়, আমি তাঁর নাম ক'রেছি, আমার আবার পাপ কি, বন্ধন কি!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, আমার মনটা বড় খারাপ হ'য়েছে। হৃদে* চিঠি লিখেছে, তার বড় অসুখ। একি মায়া না দয়া?

* হৃদয় ইং ১৮৮১ স্নানযাত্রার দিন পর্য্যন্ত কালীবাটীতে প্রায় তেইশ বৎসর পরমহংসদেবের সেবা করিয়াছিলেন। সম্পর্কে হৃদয় তাঁহার ভাগিনেয়। তাঁহার জন্মভূমি হুগলি জেলার অন্তঃপাতী সিওড় গ্রাম। ঐ গ্রাম ঠাকুরের জন্মভূমি ৺কামারপুকুর হইতে দুই ক্রোশ। ১৩০৬ সালের বৈশাখমাসে ত্রিষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রমে জন্মভূমিতে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে।

মাষ্টার কি বলিবেন ? চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মায়া কাকে বলে জান ? বাপ-মা, ভাই ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, ভাগিনা-ভাগ্‌নী, ভাইপো-ভাইঝি,এই সব আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা। দয়া মানে—সর্ব্বভূতে ভালবাসা। আমার এটা কি হ'লো, মায়া না দয়া ? হৃদে কিন্তু আমার অনেক ক'রেছিল—অনেক সেবা ক'রেছিল—হাতে ক'রে গু পরিষ্কার ক'র্‌তো। তেমনি শেষে শাস্তিও দিয়েছিল ! এত শাস্তি দিত যে, পোস্তার উপর গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ ক'র্‌তে গি'ছিলুম। কিন্তু আমার অনেক ক'রেছিল—এখন সে কিছু [টাকা] পেলে মনটা স্থির হয়। কিন্তু কোন্‌ বাবুকে আবার ব'ল্‌তে যাব ' কে ব'লে বেড়ায় ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

'মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী। বিষ্ণুপুরে মৃন্ময়ী দর্শন।'

বেলা দুটা তিনটার সময় ভক্তবীর অধর সেন ও বলরাম আসিয়া উপনীত হইলেন ও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেমন আছেন ? ঠাকুর বলিলেন, 'হাঁ, শরীর ভাল আছে, তবে আমার মনে একটু কষ্ট হ'য়ে আছে'। হৃদয়ের পীডা সম্বন্ধে কোন কথারই উত্থাপন করিলেন না।

বড়বাজারের মল্লিকদের সিংহবাহিনী দেবীবিগ্রহের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সিংহবাহিনী আমি দেখ্‌তে গি'ছিলুম। চাষাধোপা পাড়ার এক জন মল্লিকদের বাড়ীতে ঠাকুরকে দেখ্‌লুম। পোড়ো বাড়ী। তারা গরীব হ'য়ে গেছে। এখানে পায়রার গু, ওখানে শেওলা,এখানে ঝুরঝুর ক'রে বালি শুরকি পড়্‌ছে। অন্য মল্লিকদের বাড়ীর যেমন দেখেছি, এ বাড়ীর সে শ্রী নাই। (মাষ্টারের প্রতি)। আচ্ছা, এর মানে কি বল দেখি ! [মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান, যার যা কর্ম্মের ভোগ আছে, তা তার ক'র্‌তে হয়। সংস্কার, প্রারব্ধ, এ সব মান্‌তে হয়।

"আর পোড়ো বাড়ীতে দেখ্লুম যে, সেখানেও সিংহবাহিনীর মুখের ভাব জ্বল্ জ্বল্ ক'র্‌ছে। আবির্ভাব মান্‌তে হয়।

"আমি একবার বিষ্ণুপুরে গি'ছিলুম। রাজার বেশ সব ঠাকুর-বাড়ী আছে। সেখানে ভগবতীর মূর্ত্তি আছে নাম মৃন্ময়ী। ঠাকুর-বাড়ীর কাছে বড় দীঘি। কৃষ্ণবাঁধ। লালবাঁধ। আচ্ছা, দীঘিতে আবাঠার (মাথাঘসার) গন্ধ পেলুম কেন বল দেখি? আমি ত জান্তুম্ না যে মেয়েরা মৃণ্ময়ীদর্শনের সময় আবাঠা তাঁকে দেয়! আর দীঘির কাছে আমার ভাবসমাধি হ'ল, তখন বিগ্রহ দেখি নাই। আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃণ্ময়ী-দর্শন হ'ল—কোমর পর্য্যন্ত।

[ভক্তের সুখ দুঃখ। ভাগবত ও মহাভারতের কথা।]

এত ক্ষণে আর সব ভক্ত আসিয়া জুটিতেছেন। কাবুলের রাজবিপ্লব ও যুদ্ধের কথা উঠিল। এক জন বলিতেছেন যে, ইয়াকুব খাঁ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। তিনি পরমহংসদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, মহাশয়। ইয়াকুব খাঁ কিন্তু এক জন বড় ভক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান, সুখ-দুঃখ দেহধারণের ধর্ম্ম। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে আছে যে, কালুবীর জেলে গি'ছিল, তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহধারণ ক'র্‌লেই সুখ দুঃখ ভোগ আছে। শ্রীমন্ত বড় ভক্ত। আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাস্‌তেন, সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ। মশানে কাট্‌তে নিয়ে গি'ছিলো। একজন কাঠুরে, পরম ভক্ত, ভগবতীর দর্শন পেলে, তিনি কত ভালবাস্‌লেন, কত কৃপা কর্‌লেন। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচ্‌লো না! সেই কাঠ কেটে আবার খেতে হবে। কারাগারে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র-গদাধারী ভগবান দেবকীর দর্শন হ'ল। কিন্তু কারাগার ঘুচ্‌লো না!

মাষ্টার। শুধু কারাগার ঘোচা কেন? দেহই ত যত জঞ্জালের গোড়া। দেহটা ঘুচে যাওয়া উচিত ছিল!

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান, প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ। যে ক'দিন ভোগ আছে, দেহ ধারণ কর্‌তে হয়। এক জন কাণা গঙ্গাস্নান

ক'র্‌লে। পাপ সব ঘুচে গেল। কিন্তু কাণা চোক আর ঘুচ্‌লো না। (সকলের হাস্য।) পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ছিল, তাই ভোগ।

মণি। যে বাণটা ছোড়া গেল, তার উপর কোনও আয়ত্ত থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেহের সুখ দুঃখ যাই হোক, ভক্তের জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্য্য থাকে, সে ঐশ্বর্য্য কখনও যা'বার নয়। দেখ না— পাণ্ডবদের অত বিপদ! কিন্তু এ বিপদে তারা চৈতন্য একবারও হারায় নাই। তাদের মত জ্ঞানী, তাদের মত ভক্ত, কোথায়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

'সমাধিমন্দিরে'। কাপ্তেন ও নরেন্দ্রের আগমন।

এমন সময় নরেন্দ্র ও বিশ্বনাথ উপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বনাথ নেপালের রাজার উকিল,—রাজপ্রতিনিধি। ঠাকুর কাপ্তেন বলিতেন। নরেন্দ্রের বয়স বছর বাইশ, বি. এ. পড়িতেছেন। মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ রবিবারে, দর্শন করিতে আসেন।

তাঁহারা প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে, পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে গান গাইতে অনুরোধ করিলেন। ঘরের পশ্চিম ধারে তানপুরাটী ঝুলান ছিল। সকলে একদৃষ্টে গায়কের দিকে চাহিয়া রহিলেন, বাঁয়া ও তবলার সুর বাঁধা হইতে লাগিল,—কখন্ গান হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। দেখ্, এ আর তেমন বাজে না।

কাপ্তেন। পূর্ণ হয়ে বসে আছে, তাই শব্দ নাই। (সকলের হাস্য)। পূর্ণকুম্ভ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কাপ্তেন প্রতি)। কিন্তু নারদাদি?

কাপ্তেন। তাঁরা পরের দুঃখে কথা ক'য়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, নারদ, শুকদেব, এরা সমাধির পর নেমে এসেছিলেন,—দয়ার জন্য, পরের হিতের জন্য, তাঁরা কথা কয়েছিলেন।

নরেন্দ্র গান আরম্ভ করিলেন। গাইলেন,—

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে,

(সে দিন কবে বা হ'বে)

নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপ সাগরে। জ্ঞান-অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে, অবাক্ হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে। আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয়-আকাশে, চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে, আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে। শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজরাজ-চরণে, বিকাইব ওহে প্রাণসখা সফল করিব জীবনে। এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গভোগ জীবনে (সশরীরে)। শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার, আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর, তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ-আঁধার। ওহে ধ্রুবতারা-সম হৃদে জলন্ত বিশ্বাস হে, জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পুরাও মনের আশ, আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে, আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে। (সে দিন কবে হ'বে)॥

আনন্দ অমৃতরূপে, এই কথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন! আসীন হইয়া করযোড়ে বসিয়া আছেন। পূর্ব্ব-আস্য। দেহ উন্নত। আনন্দময়ীর রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। লোকবাহ্য একবারে নাই। শ্বাস বহিছে, কি না বহিছে! স্পন্দহীন। নিমেষশূন্য। চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। যেন এ রাজ্য ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সচ্চিদানন্দ লাভের উপায়।

জ্ঞানী ও ভক্তের প্রভেদ।

সমাধি ভঙ্গ হইল। ইতিপূর্ব্বে নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি দৃষ্টে কক্ষ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডায় চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে হাজরা মহাশয় কম্বলাসনে হরিনামের মালা হাতে করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে নরেন্দ্র আলাপ করিতেছেন। এদিকে ঘরে এক ঘর লোক। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিভঙ্গের পর ভক্তদের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখেন যে, নরেন্দ্র নাই; শূন্য তানপুরা পড়িয়া রহিয়াছে। আর ভক্তগণ, সকলে তাঁর দিকে ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া রহিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আগুন জ্বেলে গেছে, এখন থাক্‌লো আর গেল!

(কাপ্তেন প্রভৃতির প্রতি)। চিদানন্দ আরোপ কর, তোমাদেরও আনন্দ হবে। চিদানন্দ আছেই,—কেবল আবরণ ও বিক্ষেপ। বিষয়াসক্তি যত কম্‌বে, ঈশ্বরের প্রতি মতি তত বাড়্‌বে।

কাপ্তেন। কলিকাতার বাড়ীর দিকে যত আসবে, কাশী থেকে তত তফাৎ হবে। কাশীর দিকে যত যাবে, বাড়ী থেকে তত তফাৎ হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীমতী যত কৃষ্ণের দিকে এগুচ্চেন, ততই কৃষ্ণের দেহগন্ধ পাচ্ছিলেন। ঈশ্বরের নিকট যত যাওয়া ততই তাঁতে ভাবভক্তি হয়। সাগরের নিকট নদী যতই যায়, ততই জোয়ার ভাঁটা দেখা যায়। জ্ঞানীর ভিতর একটানা গঙ্গা বহিতে থাকে। তার পক্ষে সব স্বপ্নবৎ। সে সর্ব্বদা স্বস্বরূপে থাকে। ভক্তের ভিতর একটানা নয়, জোয়ার ভাঁটা হয়। হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। ভক্ত তাঁর সঙ্গে বিলাস ক'র্ত্তে ভালবাসে—কখন সাঁতার দেয়, কখন ডুবে, কখন উঠে—যেমন জলের ভিতর বরফ 'টাপুর টুপুর' 'টাপুর টুপুর' করে। (হাস্য)।

[সচ্চিদানন্দ ও সচ্চিদানন্দময়ী। ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি অভেদ।]

"জ্ঞানী ব্রহ্মকে জান্‌তে চায়। ভক্তের ভগবান,—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্‌ ভগবান্‌। কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী। যেমন মণির জ্যোতিঃ ও মণি, মণির জ্যোতিঃ ব'ল্লেই মণি বুঝায়, মণি ব'ল্লেই জ্যোতিঃ বুঝায়। মণি না ভাব্‌লে মণির জ্যোতিঃ ভাব্‌তে পারা যায় না—মণির জ্যোতিঃ না ভাব্‌লে মণি ভাব্‌তে পারা যায় না। এক সচ্চিদানন্দ শক্তিভেদে উপাধিভেদ, তাই নানা রূপ—'সে তো তুমিই গো তারা!' যেখানে কার্য্য (সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়) সেইখানেই শক্তি! কিন্তু জল স্থির থাক্‌লেও জল, তরঙ্গ ভুড়ভুড়ি হ'লেও জল। সেই সচ্চিদানন্দই আদ্যাশক্তি—যিনি সৃষ্টি স্থিতি, প্রলয় করেন। যেমন কাপ্তেন যখন কোন কাজ করেন না, তখনও যিনি, আর কাপ্তেন পূজা কর্‌ছেন তখনও তিনি; আর কাপ্তেন লাট সাহেবের কাছে যাচ্ছেন, তখনও তিনি,—কেবল উপাধিবিশেষ।

কাপ্তেন। আজ্ঞা হাঁ, মহাশয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি এই কথা কেশব সেনকে ব'লেছিলাম।

কাপ্তেন। কেশব সেন ভ্রষ্টাচার, স্বেচ্ছাচার; তিনি বাবু, সাধু নন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। কাপ্তেন আমায় বারণ করে, কেশব সেনের ওখানে যেতে।

কাপ্তেন। মহাশয়, আপনি যাবেন, তা আর কি ক'র্‌বো?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্তভাবে)। তুমি লাট সাহেবের কাছে যেতে পার টাকার জন্য, আর আমি কেশব সেনের কাছে যেতে পারি না? সে ঈশ্বরচিন্তা করে, হরিনাম করে। তবে না তুমি বল, 'ঈশ্বরমায়া-জীবজগৎ'—যিনি ঈশ্বর, তিনিই এই সব জীব, জগৎ হয়েছেন!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্রসঙ্গে। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয়।

এই বলিয়া ঠাকুর হঠাৎ ঘর হইতে উত্তর-পূর্ব্বের বারাণ্ডায় চলিয়া গেলেন। কাপ্তেন ও অন্যান্য ভক্তেরা ঘরেই বসিয়া তাঁর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। মাষ্টার তাঁহার সঙ্গে ঐ বারাণ্ডায় আসিলেন।

উত্তর-পূর্ব্বের বারাণ্ডায় নরেন্দ্র হাজরার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জানেন, হাজরা বড় শুষ্ক জ্ঞানবিচার করেন,—বলেন, "জগৎ স্বপ্নবৎ,—পূজা নৈবেদ্য এ সব মনের ভুল—কেবল স্ব-স্বরূপকে চিন্তা করাই উদ্দেশ্য, আর 'আমিই সেই'।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। কি গো! তোমাদের কি সব কথা হ'চ্ছে?

নরেন্দ্র (সহাস্যে)। কত কি কথা হ'চ্চে, 'লম্বা' 'লম্বা' কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। কিন্তু শুদ্ধজ্ঞান আর শুদ্ধাভক্তি এক। শুদ্ধজ্ঞান যেখানে শুদ্ধাভক্তিও সেইখানে, নিয়ে যায়। ভক্তিপথ বেশ সহজ পথ। নরেন্দ্র। 'আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে,দে মা পাগল ক'রে!' (মাষ্টারের প্রতি) দেখুন Hamiltonএ পড়্‌লুম—লিখ্‌ছেন, 'A learned ignorance is the end of Philosophy and the beginning of Religion.

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। এর মানে কি গা ?

নরেন্দ্র। Philosophy (দর্শনশাস্ত্র) পড়া শেষে হ'লে মানুষটা পণ্ডিত-মূর্খ হ'য়ে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে। তখন ধর্ম্মের আরম্ভ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। Thank you ! Thank you ! (হাস্য।)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা সমাগমে হরিধ্বনি। নরেন্দ্রের কত গুণ।

কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া অধিকাংশ লোক বাটী গমন করিলেন। নরেন্দ্রও বিদায় লইলেন।

বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল। সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুরবাড়ীর ফরাস চারিদিকে আলোর আয়োজন করিতেছে। কালীঘরের ও বিষ্ণুঘরের দুই জন পূজারি গঙ্গায় অর্দ্ধনিমগ্ন হইয়া বাহ্য ও অন্তর শুচি করিতেছেন, শীঘ্র গিয়া আরতি ও ঠাকুরদের রাত্রিকালীন শীতল দিতে হইবে। দক্ষিণেশ্বরগ্রামবাসী যুবকবৃন্দ—কাহারও হাতে ছড়ি, কেহ বন্ধু সঙ্গে—বাগান বেড়াইতে আসিয়াছে। তাহারা পোস্তার উপর বিচরণ করিতেছে ও কুসুমগন্ধবাহী নির্ম্মল সন্ধ্যাসমীরণ সেবন করিতে করিতে শ্রাবণ মাসের খরস্রোত ঈষৎবীচিবিকম্পিত গঙ্গা-প্রবাহ দেখিতেছে। তন্মধ্যে হয় ত কেহ অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল, পঞ্চবটীর বিজনভূমিতে পাদচারণ করিতেছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও পশ্চিমের বারাণ্ডা হইতে কিয়ৎকাল গঙ্গাদর্শন করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হইল। ফরাস আলোগুলি জ্বালিয়া দিয়া গেল। ঠাকুরের ঘরে আসিয়া দাসী প্রদীপ জ্বালিয়া ধুনা দিল। এদিকে দ্বাদশমন্দিরে শিবের আরতি, তৎপরেই বিষ্ণুঘরের ও কালীঘরের আরতি, আরম্ভ হইল। কাঁসর, ঘড়ি ও ঘণ্টা, মধুর ও গম্ভীর নিনাদ করিতে লাগিল —মধুর ও গম্ভীর—কেন না, মন্দিরের পার্শ্বেই কলকলনিনাদিনী গঙ্গা!

শ্রাবণের কৃষ্ণাপ্রতিপদ, কিয়ৎক্ষণ পরেই চাঁদ উঠিল। বৃহৎ উঠান ও উদ্যানস্থিত বৃক্ষশীর্ষ ক্রমে চন্দ্রকিরণে প্লাবিত হইল। এদিকে

জ্যোৎস্নাস্পর্শে ভাগীরথীসলিল কত আনন্দ করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে।

সন্ধ্যার পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতাকে নমস্কার করিয়া, হাততালি দিয়া হরিধ্বনি করিতেছেন। কক্ষমধ্যে অনেকগুলি ঠাকুরদের ছবি,—ধ্রুব প্রহ্লাদের ছবি, রাম রাজার ছবি, মা কালীর ছবি, রাধাকৃষ্ণের ছবি। তিনি সকল ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহাদের নাম করিয়া প্রণাম করিতেছেন। আবার বলিতেছেন, ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান্, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান্, ব্রহ্ম-শক্তি, শক্তি-ব্রহ্ম, বেদ পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, গায়ত্রী। শরণাগত শরণাগত, নাহং, নাহং, তুঁহু তুঁহু, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, ইত্যাদি।

নামের পর শ্রীরামকৃষ্ণ করযোড়ে জগন্মাতার চিন্তা করিতেছেন। দুই চারিজন ভক্ত সন্ধ্যাসমাগমে উদ্যানমধ্যে গঙ্গাতীরে বেড়াইতেছিলেন। তাঁহারা ঠাকুরের আরতির কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের ঘরে ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিতেছেন। পরমহংসদেব খাটে উপবিষ্ট। মাষ্টার, অধর, কিশোরী ইত্যাদি নীচে সম্মুখে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, এরা সব নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ। দেখ না, নরেন্দ্র কাহাকেও care (গ্রাহ্য) করে না। আমার সঙ্গে কাপ্তেনের গাড়ীতে যাচ্ছিল—কাপ্তেন ভাল জায়গায় ব'সতে ব'ল্লে—তা চেয়েও দেখ্‌লে না। আমারই অপেক্ষা রাখে না। আবার যা জানে, তাও বলে না—পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে, নরেন্দ্র এত বিদ্বান্। মায়ামোহ নাই, —যেন, কোন বন্ধন নাই! খুব ভাল আধার। একাধারে অনেকগুণ, গাইতে বাজাতে, লিখ্‌তে পড়্‌তে। এদিকে জিতেন্দ্রিয়,—ব'লেছে, বিয়ে কোরবো না। নরেন্দ্র আর ভবনাথ দু'জনে ভারি মিল—যেন স্ত্রী পুরুষ। নরেন্দ্র বেশী আসে না। সে ভাল। বেশী এলে আমি বিহ্বল হই।

প্রথম ভাগ অষ্টম খণ্ড।

শ্রীরামকৃষ্ণের সিন্দুরিয়াপটি ব্রাহ্মসমাজে গমন ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সহিত কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা একাদশী। ২৬শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ। শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিকের বাটীতে সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হয়। বাড়ীটী চিৎপুর রোডের উপর, পূর্ব্বধারে হ্যারিসন রোডের চৌমাথা—যেখানে বেদানা, পেস্তা, আপেল এবং অন্যান্য মেওয়ার দোকান,—সেখান হইতে কয়েক খানি দোকানবাড়ীর উত্তরে। সমাজের অধিবেশন রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী দুতলার হলঘরে হয়। আজ সমাজের সাম্বৎসরিক, তাই মণিলাল মহোৎসব করিয়াছেন।

উপাসনাগৃহ আজ আনন্দপূর্ণ, বাহিরে ও ভিতরে হরিৎ বৃক্ষপল্লবে, নানাপুষ্প ও পুষ্পমালায়, সুশোভিত। গৃহমধ্যে ভক্তগণ আসন গ্রহণ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন উপাসনা হইবে। গৃহমধ্যে সকলের স্থান হয় নাই, অনেকেই পশ্চিমদিকের ছাদে বিচরণ করিতেছেন, বা যথাস্থানে স্থাপিত সুন্দর বিচিত্র কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। মাঝে মাঝে গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া মিষ্ট সম্ভাষণে অভ্যাগত ভক্তবৃন্দকে আপ্যায়িত করিতেছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্ম ভক্তগণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা আজ একটী বিশেষ উৎসাহে উৎসাহান্বিত,—আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভাগমন হইবে। ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃগণ কেশব, বিজয়, শিবনাথ প্রভৃতি ভক্তগণকে পরমহংসদেব বড় ভালবাসেন, তাই তিনি ব্রাহ্মভক্তদের এত প্রিয়। তিনি হরিপ্রেমে মাতোয়ারা, তাঁহার প্রেম, তাঁহার জ্বলন্ত

বিশ্বাস, তাঁহার বালকের ন্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন, ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন, তাঁহার মাতৃজ্ঞানে স্ত্রীজাতির পূজা, তাঁহার বিষয়কথাবর্জ্জন ও তৈল্য-ধারা তুল্য নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর-কথাপ্রসঙ্গ, তাঁহার সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় ও অপর ধর্ম্মে বিদ্বেষভাবলেশশূন্যতা, তাঁহার ঈশ্বরভক্তের জন্য রোদন,—এই সকল ব্যাপারে ব্রাহ্মভক্তদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন। তাই আজ অনেকে বহুদূর হইতে তাঁহার দর্শন লাভার্থে আসিয়াছেন।

[শিবনাথ ও সত্যকথা। ঠাকুর 'সমাধিমন্দিরে'।]

উপাসনার পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের সহিত সহাস্য বদনে আলাপ করিতেছেন। সমাজগৃহে আলো জ্বালা হইল, অনতিবিলম্বে উপাসনা আরম্ভ হইবে।

পরমহংসদেব বলিতেছেন, হাঁগা, শিবনাথ আস্‌বে না ?" একজন ব্রাহ্মভক্ত বলিতেছেন, "না, আজ তাঁর অনেক কাজ আছে, আস্‌তে পার্‌বেন না।" পরমহংসদেব বলিলেন, "শিবনাথকে দেখ্‌লে আমার বড় আনন্দ হয়, যেন ভক্তিরসে ডুবে আছে; আর যাকে অনেকে গণে মানে, তা'তে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কিছু শক্তি আছে। তবে শিবনাথের একটা ভারি দোষ আছে—কথার ঠিক নাই। আমাকে ব'লেছিল যে, একবার ওখানে (দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে) যাবে, কিন্তু যায় নাই, আর কোন খবরও পাঠায় নাই; ওটা ভাল নয়। এই রকম আছে যে, **সত্য কথাই কলির তপস্যা।** সত্যকে আঁট ক'রে ধ'রে থাকলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাক্‌লে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়। আমি এই ভেবে, যদিও কখন ব'লে ফেলি যে বাহ্যে যাব, যদি বাহ্যে নাও পায় তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে ক'রে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই—পাছে সত্যের আঁট যায়। আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে ক'রে বলেছিলাম, 'মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও

তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।' যখন এই সব বলেছিলুম, তখন এ কথা বলতে পারি নাই, মা। এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য। সব মাকে দিতে পার্‌লুম, 'সত্য' মাকে দিতে পার্‌লুম না।"

ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা আরম্ভ হইল। বেদীর উপরে আচার্য্য; সম্মুখে সেজ। উদ্বোধনের পর আচার্য্য পরব্রহ্মের উদ্দেশে বেদোক্ত মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মভক্তগণ সমস্বরে সেই পুরাতন আর্য্য ঋষির শ্রীমুখনিঃসৃত, তাঁহাদের সেই পবিত্র রসনার দ্বারা উচ্চারিত, নাম গান করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতম্‌ যদ্বিভাতি, শান্তম্‌ শিবমদ্বৈতম্‌, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌।" প্রণবসংযুক্ত এই ধ্বনি ভক্তদের হৃদয়াকাশে প্রতিধ্বনিত হইল। অনেকের অন্তরে বাসনা নির্ব্বাপিতপ্রায় হইল। চিত্ত অনেকটা স্থির ও ধ্যানপ্রবণ হইতে লাগিল। সকলেরই চক্ষু মুদ্রিত,—ক্ষণকালের জন্য বেদোক্ত সগুণ ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব ভাবে নিমগ্ন। স্পন্দহীন, স্থিরদৃষ্টি, অবাক্‌, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া আছেন। আত্মাপক্ষী কোথায় আনন্দে বিচরণ করিতেছেন; আর দেহটী মাত্র শূন্যমন্দিরে পড়িয়া রহিয়াছে।

সমাধির অব্যবহিত পরেই পরমহংসদেব চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিতেছেন। দেখিলেন, সভাস্থ সকলেই নিমীলিত নেত্র। তখন "ব্রহ্ম" "ব্রহ্ম" বলিয়া হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন। উপাসনান্তে ব্রাহ্মভক্তেরা খোল করতাল লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, আর নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে মুগ্ধ হইয়া সেই নৃত্য দেখিতেছেন। বিজয় ও অন্যান্য ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন। অনেকে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ও কীর্ত্তনানন্দ সম্ভোগ করিয়া এককালে সংসার ভুলিয়া গেলেন—ক্ষণকালের জন্য হরি-রস-মদিরা পান করিয়া বিষয়ানন্দ ভুলিয়া গেলেন। বিষয় সুখের রস তিক্তবোধ হইতে লাগিল।

কীর্ত্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর কি বলেন, শুনিবার জন্য সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গৃহস্থের প্রতি উপদেশ।

সমবেত ব্রাহ্মভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—"নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার করা কঠিন। প্রতাপ ব'লেছিল, মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত; জনক নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার ক'রেছিলেন, আমরাও তাই ক'র্‌বো। আমি বল্লুম, মনে করলেই কি জনকরাজা হওয়া যায়? জনক-রাজা কত তপস্যা ক'রে জ্ঞানলাভ ক'রেছিলেন। হেটমুণ্ড ঊর্দ্ধপদ হ'য়ে অনেক বৎসর ঘোরতর তপস্যা ক'রে, তবে সংসারে ফিরে গিছ্‌লেন।

"তবে সংসারীর কি উপায় নাই?—হাঁ, অবশ্য আছে। দিন কতক নির্জ্জনে সাধন কর্ত্তে হয়। তবে ভক্তিলাভ হয়, জ্ঞানলাভ হয়; তার পর গিয়ে সংসার কর, দোষ নাই। যখন নির্জ্জনে সাধন ক'রবে, সংসার থেকে একবারে তফাতে যাবে, তখন যেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয়, কুটুম্ব কেহ কাছে না থাকে। নির্জ্জনে সাধনের সময় ভাব্‌বে, আমার কেউ নাই, ঈশ্বরই আমার সর্ব্বস্ব। আর কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে জ্ঞান ভক্তির জন্য প্রার্থনা ক'র্‌বে।

"যদি বল কত দিন সংসার ছেড়ে নির্জ্জনে থাক্‌বো? তা এক দিন যদি এই রকম ক'রে থাক, সেও ভাল, তিন দিন থাকলে আরও ভাল; বা বারোদিন, এক মাস, তিন মাস এক বৎসর, যে যেমন পারে। জ্ঞান ভক্তি লাভ ক'রে, সংসার ক'র্‌লে আর বেশী ভয় নাই।

"হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে হাতে আটা লাগে না। চোর চোর যদি খেল, বুড়ী ছুঁয়ে ফেল্লে আর ভয় নাই। একবার পরশ-মণিকে ছুঁয়ে সোণা হও, সোণা হবার পর হাজার বৎসর যদি মাটীতে পোঁতা থাক, মাটী থেকে তোল্‌বার পর সেই সোণাই থাক্‌বে।

"মনটি দুধের মত। সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হ'লে দুধে জলে মিশে যাবে। তাই দুধকে নির্জ্জনে দই পেতে মাখন তুল্‌তে হয়। যখন নির্জ্জনে সাধন করে, মনরূপ দুধ থেকে, জ্ঞান-ভক্তিরূপ

মাখন তোলা হ'লো, তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার-জলে রাখা যায়। সে মাখন কখনও সংসার-জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার জলের উপর নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাস্‌বে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামীর নির্জ্জনে সাধন।

শ্রীযুক্ত বিজয় সবে গয়া হইতে ফিরিয়াছেন। সেখানে অনেক দিন নির্জ্জনে বাস ও সাধুসঙ্গ হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছেন। অবস্থা ভারী সুন্দর, যেন সর্ব্বদা অন্তর্মুখ। পরমহংসদেবের নিকট হেটমুখ হইয়া রহিয়াছেন, যেন মগ্ন হইয়া কি ভাবিতেছেন।

বিজয়কে দেখিতে দেখিতে পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন, "বিজয়! তুমি কি বাসা পাক্‌ড়েছ?"

"দেখ, দু'জন সাধু ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে একটি সহরে এসে পড়েছিল। একজন হাঁ ক'রে সহরের বাজার, দোকান, বাড়ী, দেখ্‌ছিল; এমন সময়ে অপরটীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তখন সে সাধুটী বল্লে, তুমি হাঁ করে সহর দেখ্‌ছ তল্পী তল্পা কোথায়? প্রথম সাধুটী বল্লে, আমি আগে বাসা পাক্‌ড়ে, তল্পী তল্পা রেখে, ঘরে চাবি দিয়ে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেরিয়েছি; এখন সহরে রং দেখে বেড়াচ্ছি। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, তুমি কি বাসা পাক্‌ড়েছ? (মাষ্টার ইত্যাদির প্রতি) দেখ, বিজয়ের এত দিন ফোয়ারা চাপা ছিল, এইবার খুলে গেছে।

[বিজয় ও শিবনাথ। নিষ্কাম কর্ম্ম। সন্ন্যাসীর বাসনাত্যাগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। দেখ শিবনাথের ভারী ঝঞ্ঝাট। খবরের কাগজ লিখতে হয়, আর অনেক কর্ম্ম কর্ত্তে হয়। বিষয়-কর্ম্ম কর্‌লেই অশান্তি হয়, অনেক ভাবনা চিন্তা জোটে।

"শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, অবধূত চব্বিশ গুরুর মধ্যে চিল্‌কে একটী গুরু করেছিলেন। এক জায়গায় জেলেরা মাছ ধর্ত্তে ছিল, একটী চিল এসে একটা মাছ ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। কিন্তু মাছ দেখে পেছনে

পেছনে প্রায় এক হাজার কাক চিল্লকে তাড়া করে গেল; আর সঙ্গে সঙ্গে কা কা ক'রে বড় গোলমাল কর্ত্তে লাগলো। মাছ নিয়ে চিল যে দিকে যায়, কাকগুলাও তাডা ক'রে সেইদিকে যেতে লাগলো। দক্ষিণ দিকে চিলটা গেল; কাকগুলাও সেইদিকে গেল; আবার উত্তরদিকে যখন সে গেল, ওরাও সেই দিকে গেল। এইরূপে পূর্ব্ব-দিকে ও পশ্চিমদিকে চিল ঘুরতে লাগলো। শেষে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে মাছটা তার কাছ থেকে প'ড়ে গেল। তখন কাকগুলা চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে গেল। চিল তখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটা গাছের ডালের উপর গিয়ে বস্‌লো। ব'সে ভাবতে লাগলো,—ঐ মাছটা যত গোল করেছিল। এখন মাছ কাছে নাই, তাই আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

"অবধূত চিলের কাছে এই শিক্ষা কর্‌লেন যে, যতক্ষণ সঙ্গে মাছ থাকে অর্থাৎ বাসনা থাকে, ততক্ষণ কর্ম্ম থাকে, আর কর্ম্মের দরুণ ভাবনা, চিন্তা, অশান্তি। বাসনাত্যাগ হ'লেই কর্ম্ম ক্ষয় হয় আর শান্তি হয়।

"তবে নিষ্কাম কর্ম্ম ভাল। তাতে অশান্তি হয় না। কিন্তু নিষ্কাম করা বড় কঠিন। মনে কর্‌ছি, নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌ছি, কিন্তু কোথা থেকে কামনা এসে পড়ে, জান্‌তে দেয় না। আগে যদি অনেক সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ কেউ নিষ্কাম কর্ম্ম কর্ত্তে পারে। ঈশ্বর দর্শনের পর নিষ্কাম কর্ম্ম অনায়াসে করা যায়। ঈশ্বর দর্শনের পর প্রায়, কর্ম্মত্যাগ হয়, দুই একজন (নারদাদি) লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্ম করে।

[সন্ন্যাসী সঞ্চয় করিবে না। প্রেম হলে কর্ম্মত্যাগ হয়।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। অবধূতের আর একটী গুরু ছিল—মৌমাছি। মৌমাছি অনেক কষ্টে অনেক দিন ধ'রে মধুসঞ্চয় করে। কিন্তু সে মধু নিজের ভোগ হয় না। আর একজন এসে চাক ভেঙ্গে নিয়ে যায়। মৌমাছির কাছে অবধূত এই শিখলেন যে, সঞ্চয় কর্ত্তে নাই। সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোল আনা নির্ভর কর্‌বে। তাদের সঞ্চয় ক'র্ত্তে নাই।

"এটা সংসারীর পক্ষে নয়। সংসারীর সংসার প্রতিপালন কর্‌তে হয়। তাই, সঞ্চয়ের দরকার হয়। পন্‌ছী (পাখী) আউর দরবেশ

(সাধু) সঞ্চয় করে না। কিন্তু পাখীর ছানা হ'লে সঞ্চয় করে ;—ছানার জন্য মুখে ক'রে খাবার আনে।

"দেখ বিজয়, সাধুর সঙ্গে যদি পুটলী পাটলা থাকে, পনরটা গাঁট-ওয়ালা যদি কাপড় বুচকি থাকে, তাহলে তাদের বিশ্বাস কোরো না। আমি বটতলায় ঐ রকম সাধু দেখেছিলাম। দু'তিন জন বসে আছে, কেউ ডাল বাচ্ছে, কেউ কেউ কাপড় সেলাই কচ্ছে, আর বড়মানুষের বাড়ীর ভাণ্ডারার গল্প করছে। বল্‌ছে "আরে, ও বাবুনে লাখো রূপেয়া খরচ কিয়া, সাধু লোক্‌কো বহুৎ খিলায়া—পুরী, জিলেবী, পেঁড়া, বরফী, মালপুয়া, বহুৎ চিজ তৈয়ার কিয়া।" (সকলের হাস্য)।

বিজয়। আজ্ঞা হাঁ। গয়ায় ঐ রকম সাধু দেখেছি। গয়ার লোটাওয়ালা সাধু। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আস্‌লে কর্ম্মত্যাগ আপনি হ'য়ে যায়। যাদের ঈশ্বর কর্ম্ম করাচ্ছেন, তারা করুক। তোমার এখন সময় হ'য়েছে,—সব ছেড়ে তুমি বলো', "মন তুই ছাখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।"

এই বলিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অতুলনায় কণ্ঠে মাধুর্য্য বর্ষণ করিতে করিতে গান গাইলেন,—

যতনে হৃদ-য় রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।

মন তুই ছাখ্ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে॥ কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি, রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে। (মাঝে মাঝে সে যেন মা ব'লে ডাকে)॥ কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিওনাকো, জ্ঞান নয়নকে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে। (খুব যেন সাবধানে থকে)॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। ভগবানের শরণাগত হ'য়ে এখন লজ্জা, ভয়, এ সব ত্যাগ কর। 'আমি হরিনামে যদি নাচি, লোকে আমায় কি ব'ল্‌বে'—এ সব ভাব ত্যাগ কর।

[লজ্জা, ঘৃণা, ভয়।]

"লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাক্‌তে নয়।" লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি অভিমান, গোপন ইচ্ছা এ সব পাশ। এ সব গেলে জীবের মুক্তি হয়।

"পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব। ভগবানের প্রেম—দুর্লভ জিনিষ। প্রথমে, স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা, সেইরূপ নিষ্ঠা যদি ঈশ্বরেতে হয় তবেই ভক্তি হয়। শুদ্ধাভক্তি হওয়া বড় কঠিন। ভক্তিতে প্রাণ মন ঈশ্বরেতে লীন হয়।

"তার পর ভাব। ভাবেতে মানুষ অবাক্ হয়। বায়ু স্থির হ'য়ে যায়। আপনি কুম্ভক হয়। যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময়, যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ে সে বাক্যশূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হ'য়ে যায়।

"প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। চৈতন্যদেবের প্রেম হ'য়েছিল। ঈশ্বরে প্রেম হ'লে বাহিরের জিনিষ ভুল হ'য়ে যায়। জগৎ ভুল হ'য়ে যায়। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ,—তাও ভুল হ'য়ে যায়।

এই বলিয়া পরমহংসদেব আবার গান গাহিতেছেন—

সে দিন কবে বা হবে?

হরি বলিতে ধারা বেয়ে প'ড়বে (সে দিন কবে বা হবে?)। সংসার বাসনা যাবে (সে দিন কবে বা হবে)। অঙ্গে পুলক হবে। সে দিন কবে বা হবে)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভাব ও কুম্ভক। মহাবায়ু উঠিলে ভগবান দর্শন।

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে নিমন্ত্রিত আর কয়েকটী ব্রাহ্মভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে কয়েকটী পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। তাঁহাদের মধ্যে এক জন শ্রীরজনীনাথ রায়।

ভাব হইলে বায়ু স্থির হয়, ঠাকুর বলিতেছেন। আর বলিতেছেন, অর্জ্জুন যখন লক্ষ্য বিঁধেছিল, কেবল মাছের চোখের দিকে দৃষ্টি ছিল —আর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। এমন কি, চোখ ছাড়া আর কোন অঙ্গ দেখতে পায় নাই। এরূপ অবস্থায় বায়ু স্থির হয়, কুম্ভক হয়।

"ঈশ্বর দর্শনের একটী লক্ষণ,—ভিতর থেকে মহাবায়ু গর্ গর্ ক'রে উঠে মাথার দিকে যায়! তখন যদি সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয়।

[শুধু পাণ্ডিত্য মিথ্যা। ঐশ্বর্য্য, বিভব, মান, পদ, সব মিথ্যা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (অভ্যাগত ব্রাহ্মভক্ত দৃষ্টে)। যারা শুধু পণ্ডিত,

কিন্তু যাদের ভগবানে ভক্তি নাই, তাদের কথা গোলমেলে। সামাধ্যায়ী ব'লে এক পণ্ডিত ব'লেছিল "ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজের প্রেম-ভক্তি দিয়ে সরস ক'রো।" বেদে যাঁকে "রসস্বরূপ" ব'লেছে তাঁকে কি না নীরস বলে! আর এতে বোধ হ'চ্ছে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর কি বস্তু, কখনও জানে নাই। তাই এরূপ গোলমেলে কথা।

"এক জন ব'লেছিল, 'আমার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোঁড়া আছে'! এ কথায় বুঝতে হবে, ঘোড়া আদবেই নাই, কেন না গোয়ালে ঘোড়া থাকে না। (সকলের হাস্য)।

"কেউ ঐশ্বর্য্যের—বিভব, মান, পদ, এই সবের—অহঙ্কার করে: এ সব দুই দিনের জন্য; কিছুই সঙ্গে যাবে না। একটা গানে আছে—

ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে। ভুলনা দক্ষিণে কালী বদ্ধ হ'য়ে মায়াজালে॥ যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে। সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া, অমঙ্গল হবে ব'লে॥ দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্ত্তা ব'লে সবাই মানে, সেই কর্ত্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে।

[অহঙ্কারের মহৌষধ। তাবে বাড়া আছে।]

"আর টাকার অহঙ্কার ক'র্ত্তে নাই। যদি বলো, আমি ধনী,—তো ধনীর আবার, তারে বাড়া, তারে বাড়া, আছে। সন্ধ্যার পর যখন জোনাকি পোকা উঠে, সে মনে করে, আমি এই জগৎকে আলো দিচ্চি। কিন্তু নক্ষত্র যাই উঠলো, অমনি তার অভিমান চ'লে গেল। তখন নক্ষত্রেরা ভাবতে লাগলো আমরা জগৎকে আলো দিচ্চি! কিছু পরে চন্দ্র উঠলো, তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হ'য়ে গেল। চন্দ্র মনে ক'রলেন, আমার আলোতে জগৎ হাসছে আমি জগৎকে আলো দিচ্চি! দেখতে দেখতে অরুণ উদয় হলো, সূর্য্য উঠ্‌ছেন। চাঁদ মলিন হ'য়ে গেল,—খানিকক্ষণ পরে আর দেখাই গেল না!

"ধনীরা যদি এইগুলি ভাবে, তা হ'লে ধনের অহঙ্কার হয় না।"

উৎসব উপলক্ষে মণিলাল অনেক উপাদেয় খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়াছেন। তিনি অনেক যত্ন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ও সমবেত ভক্তগণকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। যখন সকলে বাড়ী প্রত্যাগমন করিলেন, তখন রাত্রি অনেক কিন্তু কাহারও কোন কষ্ট হয় নাই।

প্রথম ভাগ-নবম খণ্ড।

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের বাড়ীতে শুভাগমন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজী ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। আজ বেলা ৪টা ৫টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের কমল কুটীর নামক বাটীতে গিয়াছিলেন। কেশব পীড়িত, শীঘ্রই মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া যাইবেন। কেশবকে দেখিয়া রাত্রি ৭টার পর মাথাঘসা গলিতে শ্রীযুক্ত জয়গোপালের বাটীতে কয়েকটি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর আগমন করিয়াছেন।

ভক্তেরা কত কি ভাবিতেছেন। ঠাকুর দেখিতেছি, নিশিদিন হরিপ্রেমে বিহ্বল। বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্মপত্নীর সহিত এইরূপ সংসার করেন নাই। ধর্ম্মপত্নীকে ভক্তি করেন, পূজা করেন, তাহার সহিত কেবল ঈশ্বরীয় কথা কহেন, ঈশ্বরের গান করেন, ঈশ্বরের পূজা করেন, ধ্যান করেন, মায়িক কোন সম্বন্ধই নাই। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, ঠাকুর দেখিতেছেন। টাকা, ধাতুদ্রব্য, ঘটী ও বাটি স্পর্শ করিতে পারেন না। স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিতে পারেন না। স্পর্শ করিলে সিঙি মাছের কাঁটা ফোটা মত সেই স্থান ঝনঝন্ কন্ কন্ করে। টাকা, সোণা, হাতে দিলে হাত তেউড়ে যায়, বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, নিশ্বাস রুদ্ধ হয়। অবশেষে ফেলিয়া দিলে আবার পূর্ব্বের ন্যায়, নিশ্বাস বহিতে থাকে!

ভক্তেরা কত কি ভাবিতেছেন। সংসার কি ত্যাগ করিতে হইবে? পড়া শুনা আর করিবার প্রয়োজন কি? যদি বিবাহ না করি, চাকুরী তো করিতে হইবে না। মা বাপকে কি ত্যাগ করিতে হইবে? আর আমি বিবাহ করিয়াছি, সন্তান হইয়াছে, পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে,—আমার কি হইবে? আমারও ইচ্ছা করে, নিশিদিন হরিপ্রেমে মগ্ন হইয়া থাকি। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখি আর ভাবি, কি

করিতেছি! ইনি রাতদিন তৈলধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন, আর আমি রাতদিন বিষয় চিন্তা করিতে ছুটিতেছি! একমাত্র ইঁহারই দর্শন, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের এক স্থানে একটু জ্যোতিঃ। এখন জীবন সমস্যা কিরূপে পূরণ করিতে হইবে?

"ইনি তো নিজে ক'রে দেখালেন। তবে, এখনও সন্দেহ?

'ভেঙ্গে বালির বাঁধ পূরাই মনের সাধ!' সত্যকি 'বালির বাঁধ'? যদি তাঁর উপর সেরূপ ভালবাসা আসে, আর হিসাব আস্‌বে না। যদি জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটে, কে রোধ কর্‌বে? যে প্রেমোদয় হওয়াতে শ্রীগৌরাঙ্গ কৌপীন ধারণ ক'রেছিলেন, যে প্রেমে ঈশা অনন্যচিন্ত হ'য়ে বনবাসী হ'য়েছিলেন, আর প্রেমময় পিতার মুখ চেয়ে শরীর ত্যাগ ক'রেছিলেন, যে প্রেমে বুদ্ধ রাজভোগ ত্যাগ ক'রে বৈরাগী হ'য়েছিলেন, সেই প্রেমের এক বিন্দু যদি উদয় হয়, এই অনিত্য সংসার কোথায় পড়ে থাকে!

"আচ্ছা, যারা দুর্ব্বল, যাদের সে প্রেমোদয় হয় না, যারা সংসারী জীব, যাদের পায়ে মায়ার বেড়ী, তাদের কি উপায়? দেখি এই প্রেমিক বৈরাগী কি বলেন?" ভক্তেরা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। ঠাকুর জয়গোপালের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে উপবিষ্ট—সম্মুখে জয়গোপাল, তাঁহার আত্মীয়েরা ও প্রতিবেশীগণ। একজন প্রতিবেশী বিচার করিবেন বলিয়া প্রস্তুত ছিলেন। তিনিই অগ্রণী হইয়া কথারম্ভ করিলেন। জয়গোপালের ভ্রাতা বৈকুণ্ঠও আছেন।

[গৃহস্থাশ্রম ও শ্রীরামকৃষ্ণ।]

বৈকুণ্ঠ। আমরা সংসারী লোক, আমাদের কিছু বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে জেনে,—এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে আর এক হাতে সংসারের কার্য্য কর।

বৈকুণ্ঠ। মহাশয়! সংসার কি মিথ্যা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যতক্ষণ তাঁকে না জানা যায়, ততক্ষণ মিথ্যা। তখন তাঁকে ভুলে মানুষ 'আমার আমার' করে, মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে, কামিনী কাঞ্চনে মুগ্ধ হ'য়ে, আরও ডোবে! মায়াতে এমনই মানুষ অজ্ঞান হয় যে, পালাবার পথ থাক্‌লেও পালাতে পারে না। একটী গান আছে—

এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে। ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে॥ বিল ক'রে ঘুণী পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে॥ গুটিপোকায় গুটি করে পালালেও পালাতে পারে। মহামায়ায় বদ্ধ গুটী, আপনার নালে আপনি মরে॥

"তোমরা তো নিজে নিজে দেখ্‌ছো, সংসার অনিত্য। এই দেখো না কেম? কত লোক এলো গেল। কি জন্মালো, কত দেহত্যাগ করলে। সংসার এই আছে, এই নাই। অনিত্য। যাদের এতো 'আমার' 'আমার' ক'র্‌ছো চোখ বুঝ্‌লেই নাই। কেউ নাই, তবু নাতির জন্য কাশী যাওয়া হয় না! 'আমার হারুর কি হবে?' 'গতায়াতের পথ আছে, তবু মীন পালাতে নারে'। 'গুটীপোকা আপন নালে আপনি মরে।' এরূপ সংসার মিথ্যা, অনিত্য।

প্রতিবেশী। মহাশয়। এক হাত ঈশ্বরে আর এক হাত সংসারে রাখবো কেন? যদি সংসার অনিত্য এক হাতই বা সংসারে দিব কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে জেনে সংসার ক'র্‌লে, অনিত্য নয়। গান শোন।—

গান। মনরে কৃষি কাজ জাননা।

এমন মানব জমি রইল পতিত, আবাদ ক'র্লে ফল্‌তো সোণা॥ কালী নামে দাওরে বেড়া ফসলে তছরূপ হবে না। সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না।। অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে, বাজাপ্ত হবে জাননা। এখন আপন একতারে (মনরে) চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা॥ গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তি-বারি সেঁচে দেনা। একা যদি না পারিস্ মন রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গৃহাশ্রমে ঈশ্বর লাভ। উপায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। গান শুন্‌লে? 'কালী নামে দেওরে বেড়া ফসলে তছরূপ হবে না।' ঈশ্বরের শরণাগত হও, সব পাবে। 'সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছে ত যম ঘেসে না।' শক্ত বেড়া! তাঁকে যদি লাভ করতে পারো, সংসার অসার ব'লে বোধ হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মনে নিবৃত্তি এলে তবে বিবেক হয়, বিবেক হ'লে তবে তত্ত্ব কথা মনে উঠে। তখন মনের বেড়াতে যেতে সাধ হয় কালীকল্পতরুমূলে। সেই গাছতলায় গেলে, ঈশ্বরের কাছে গেলে, চার ফল কুড়িয়ে পাবে—অনায়াসে পাবে, কুড়িয়ে পাবে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। তাঁকে পেলে ধর্ম্ম, অর্থ কাম যা সংসারী দরকার, তাও হয়—যদি কেউ চায়। প্রতিবেশী। তবে সংসার মায়া বলে কেন?

(বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ 'নেতি নেতি' ক'রে ত্যাগ ক'রতে হয়। তাঁকে যারা পেয়েছে, তারা জানে যে তিনিই সব হয়েছেন। তখন বোধ হয় ঈশ্বরমায়াজীব-জগৎ। জীবজগৎ শুদ্ধ তিনি। যদি একটা বেলের খোলা, শাঁস, বীচি আলাদা করা যায়, আর এক জন বলে, বেলটা কত ওজনে ছিল দেখত; তুমি কি খোলা বীচি ফেলে শাঁসটা কেবল ওজন ক'রবে? না, ওজন ক'র্‌তে হ'লে খোলা বীচি সমস্ত ধ'রতে হ'বে। ধ'রলে তবে ব'লতে পারবে, বেলটা এতো ওজনে ছিল। খোলটা যেন জগৎ, জীবগুলি যেন বীচি। বিচারের সময় জীব আর জগৎকে অনাত্মা বলেছিলে, অবস্তু ব'লেছিলে। বিচার কর্‌বার সময় শাঁসকেই সার, খোলা আর বীচিকে অসার, ব'লে বোধ হয়। বিচার হ'য়ে গেলে, সমস্ত জড়িয়ে এক বলে বোধ হয়। আর বোধ হয় যে, যে সত্ত্বাতে শাঁস সেই সত্ত্বা দিয়েই বেলের খোলা আর বীচি হ'য়েছে। বেল বুঝতে গেলে সব বুঝিয়ে যাবে।

"অনুলোম বিলোম। ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। যদি ঘোল হ'যে থাকে তো মাখনও হ'য়েছে। যদি মাখন হ'য়ে থাকে, তাহ'লে ঘোলও হয়েছে। আত্মা যদি থাকেন,তো অনাত্মাও আছে।

"যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা (phenomenal world), যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য (Absolute), যিনি ঈশ্বর ব'লে গোচর হন, তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। যে জেনেছে সে দেখে যে তিনিই সব হ'য়েছেন। বাপ,—মা ছেলে, প্রতিবেশী, জীব জন্তু, ভাল মন্দ, শুচি অশুচি সমস্ত।

[পাপবোধ। Sense of sin and responsibility.]

প্রতিবেশী। তবে পাপ পুণ্য নাই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আছে, আবার নাই। তিনি যদি অহংতত্ত্ব (Ego) রেখে দেন তাহ'লে ভেদবুদ্ধিও রেখে দেন, পাপ পুণ্য জ্ঞানও রেখে দেন। তিনি দু এক জনেতে অহঙ্কার একবারে পুঁছে ফেলেন—তারা পাপপুণ্য ভালমন্দের পার হয়ে যায়। ঈশ্বর দর্শন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি ভালমন্দ জ্ঞান, থাক্‌বেই থাক্‌বে। তুমি মুখে ব'ল্‌তে পারো 'আমার পাপ পুণ্য সমান হ'য়ে গেছে, তিনি যেমন করাচ্ছেন, তেমনি ক'রছি।' কিন্তু অন্তরে জান যে ও সব কথামাত্র. মন্দ কাজটী কর্‌লেই মন ধুগ্ ধুগ্ ক'রবে। ঈশ্বর দর্শনের পরও তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি 'দাস আমি' রেখে দেন। সে অবস্থায় ভক্ত বলে—আমি দাস, তুমি প্রভু। ঈশ্বরীয় কথা, ঈশ্বরীয় কাজ, সে ভক্তের ভাল লাগে. ঈশ্বরবিমুখ লোককে ভাল লাগে না, ঈশ্বর ছাড়া কাজ ভাল লাগে না। তবেই হ'লো, এরূপ ভক্তেতেও তিনি ভেদবুদ্ধি রাখেন।

প্রতিবেশী। মহাশয় বল্‌ছেন, ঈশ্বরকে জেনে সংসার কর। তাকে কি জানা যায় ?

[The 'Unknown and Unknowable']

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা বা এ মনের দ্বারা জানা যায় না। যে মনে বিষয়বাসনা নাই সেই শুদ্ধ মনের দ্বারা তাঁকে জানা যায়।

প্রতিবেশী। ঈশ্বরকে কে জান্‌তে পারে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক কে জান্‌বে ? আমাদের যতটুকু দরকার, ততটুক হ'লেই হ'ল। আমার এক পাতকুয়া জলের কি দরকার ? এক ঘটি হ'লেই খুব হ'লো। চিনির পাহাড়ের কাছে একটা পিঁপড়ে গিছিল। তার সব পাহাড়টার কি দরকার ? ১টা ২টা দানা হলেই হেউ ঢেউ হয়।

প্রতিবেশী। আমাদের যে বিকার, এক ঘটি জলে হয় কৈ ? ইচ্ছা করে ঈশ্বরকে সব বুঝে ফেলি।

[সংসার-বিকাররোগ ও ঔষধ। ঔষধ—'মামেকং শরণং ব্রজ' ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বটে। কিন্তু বিকারের ঔষধও আছে।

প্রতিবেশী। মহাশয়, কি ঔষধ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধুসঙ্গ, তাঁর নাম গুণ গান, তাঁকে সর্ব্বদা প্রার্থনা। আমি ব'লেছিলাম, মা আমি জ্ঞান চাই না ; এই নাও তোমার জ্ঞান এই নাও তোমার অজ্ঞান,—মা আমায় তোমার পাদপদ্মে কেবল শুদ্ধাভক্তি দাও। আর আমি কিছুই চাই নাই।

"যেমন রোগ, তার তেমনি ঔষধ। গীতায় তিনি বলেছেন, হে অর্জ্জুন, তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সব রকম পাপ থেকে আমি মুক্ত ক'রবো। তাঁর শরণাগত হও, তিনি সদ্বুদ্ধি দেবেন, তিনি সব ভার লবেন। তখন সব রকম বিকার দূরে যাবে। এ বুদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বুঝা যায় ? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে ? আর তিনি না বুঝালে কি বুঝা যায় ? তাই বলছি, তাঁর শরণাগত হও—তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করুন। তিনি ইচ্ছাময়। মানুষের কি শক্তি আছে ?"

প্রথম ভাগ-দশম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব।

আজ ঠাকুর সুরেন্দ্রের বাগানে আসিয়াছেন। রবিবার, জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাষষ্ঠী তিথি, ১৫ই জুন, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর সকাল নয়টা হইতে ভক্তসঙ্গে আনন্দ করিতেছেন।

সুরেন্দ্রের বাগান কলিকাতার নিকটস্থ কাঁকুড়গাছী নামক পল্লীর অন্তর্গত। নিকটেই রামের বাগান—যে বাগানে ঠাকুর প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে শুভাগমন করিয়াছিলেন। আজ সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব।

সকাল হইতেই সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। কীর্ত্তনীয়াগণ মাথুর গাহিতেছে। গোপীদিগের প্রেম, শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীমতীর শোচনীয় অবস্থা—সমস্ত বর্ণিত হইতেছিল। ঠাকুর মুহুর্ম্মুহুঃ ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। ভক্তগণ উদ্যানগৃহমধ্যে চতুর্দ্দিকে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

উদ্যানগৃহমধ্যে প্রধান প্রকোষ্ঠে সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে। ঘরের মেজেতে সাদা চাদর পাতা ও মাঝেমাঝে তাকিয়া রহিয়াছে। এই প্রকোষ্ঠের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে একটী করিয়া কামরা এবং উত্তরে ও দক্ষিণে বারাণ্ডা আছে। উদ্যানগৃহের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে একটী বাঁধা-ঘাটবিশিষ্ট সুন্দর পুষ্করিণী। গৃহ ও পুষ্করিণীঘাটের মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্ব-পশ্চিমে উদ্যানপথ। পথের দুইধারে পুষ্পবৃক্ষ ও ক্রোটনাদি গাছ। উদ্যান-গৃহের পূর্ব্বধার হইতে উত্তরের ফটক পর্যান্ত আর একটী রাস্তা গিয়াছে। লাল সুরকির রাস্তা। তাহারও দুই পার্শ্বে নানা-বিধ পুষ্পবৃক্ষ ও ক্রোটনাদি গাছ। ফটকের নিকট ও রাস্তার পূর্ব্ব ধারে আর একটী বাঁধাঘাট পুষ্করিণী। পল্লীবাসী সাধারণ লোকে এখানে স্নানাদি করে এবং পানীয় জল লয়। উদ্যানগৃহের পশ্চিম ধারেও উদ্যানপথ, সেই পথের দক্ষিণ পশ্চিমে রন্ধনশালা। আজ এখানে খুব ধুমধাম, ঠাকুর ও ভক্তদের সেবা হইবে। সুরেশ ও রাম সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

উদ্যানগৃহের বারাণ্ডাতেও ভক্তদের সমাবেশ হইয়াছে। কেহ কেহ একাকী বা বন্ধুসঙ্গে প্রথমোক্ত পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতেছেন। কেহ কেহ কেহ বাঁধাঘাটে মাঝে মাঝে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন।

সঙ্কীর্ত্তন চলিতেছে। সঙ্কীর্ত্তনগৃহমধ্যে ভক্তের জনতা হইয়াছে। ভবনাথ, নিরঞ্জন, রাখাল, সুরেন্দ্র, রাম, মাষ্টার, মহিমাচরণ ও মণিমল্লিক ইত্যাদি অনেকেই উপস্থিত। অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্তও উপস্থিত।

মাথুর গান হইতেছে। কীর্ত্তনীয়া প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা গাহিতেছেন। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করিয়াছেন—কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়াছেন। তাঁর অদর্শনে নবদ্বীপের ভক্তেরা কাতর হইয়া কাঁদিতেছেন। তাই কীর্ত্তনীয়া গাহিতেছেন।—গান। গৌর একবার চল নদীয়ায়।

তৎপরে শ্রীমতীর বিরহ অবস্থাবর্ণন করিয়া আবার গাহিতেছেন।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া অতি করুণ স্বরে, আখর দিতেছেন—"সখি! হয় প্রাণবল্লভকে আমার কাছে নিয়ে আয়, নয় আমাকে সেখানে রেখে আয়।" ঠাকুরের শ্রীরাধার ভাব

হইয়াছে। কথাগুলি বলিতে বলিতেই নির্ব্বাক হইলেন, দেহ স্পন্দহীন, অর্দ্ধনিমীলিতনেত্র। সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য; ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন।

অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইলেন। আবার সেই করুণ স্বর। বলিতেছেন, "সখি! তার কাছে লয়ে গিয়ে তুই আমাকে কিনে নে! আমি তোদের দাসী হ'ব। তুই তো কৃষ্ণ প্রেম শিখায়েছিলি! —প্রাণবল্লভ!"

কীর্ত্তনীয়াদিগের গান চলিতে লাগিল। শ্রীমতী বলিতেছেন, "সখি! যমুনার জল আ'নতে আমি যাব না। কদম্বতলে প্রিয়সখাকে দেখেছিলাম, সেখানে গেলেই আমি বিহ্বল হই।"

ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাতর হইয়া বলিতেছেন, 'আহা' 'আহা'।"

কীর্ত্তন চলিতেছে —শ্রীমতীর উক্তি—

গান। শীতল তছু অঙ্গ হেরি সঙ্গসুখ লালসে (হে)

মাঝে মাঝে আখর দিতেছেন— না হয় তোদের হবে, আমায় একবার দেখাগো,। (ভূষণের ভূষণ গেছে আর ভূষণে কাজ নাই)
(আমার সুদিন গিয়ে দুর্দ্দিন হ'য়েছে) দুর্দ্দশার দিন কি দেখা হয় না,

ঠাকুর আখর দিতেছেন—(সে কাল কি আজও হয় নাই
কীর্ত্তনীয়া আখর দিতেছেন—(এত কাল গেল, সে কাল কি আজও হয় নাই,

গান। মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব, (আমার) কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব। না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে, (দেখো যেন অঙ্গ পোড়াইও না গো) (কৃষ্ণ বিলাসের অঙ্গ ভাসাইও না গো) কৃষ্ণ বিলাসের অঙ্গ জলে না ডারবি, অনলে না দিবি) মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালের ডালে। (বেঁধে তমালে রাখবি, (তাতে পরশ হবে) (কালোতে পরশ হবে) (কৃষ্ণ কালো তমাল কালো) (কালো বড় ভালবাসি) (শিশুকাল হ'তে) (আমার কানু অনুগত তনু) (দেখো যেন কানু ছাড়া ক'রো না গো)।

শ্রীমতীর দশম দশা—মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন।

গান। ধনি ভেল মুরছিত, হরল গেয়ান, (নাম করিতে করিতে) (হাট কি ভাঙলি রাই) তখনি ত প্রাণ সখি মুদিল নয়ান। (ধনি কেন এমন হলো) (এই যে কথা কইতেছিল) কেহ কেহ চন্দন দেয় ধনীর অঙ্গে, কেহ কেহ রোউত বিষাদতরঙ্গে। (সাধের প্রাণ যাবে ব'লে) কেহ কেহ জল ঢালি দেয় রাইয়ের বদনে (যদি বাঁচে) (যে কৃষ্ণ অনুরাগে মরে, সে কি জলে বাঁচে)

মূর্চ্ছিতা দেখিয়া সখিরা কৃষ্ণনাম করিতেছেন। শ্যামনামে তাঁহার সংজ্ঞা হইল। তমাল দেখে ভাবছেন বুঝি সম্মুখে কৃষ্ণ এসেছেন।

গান। শ্যাম নামে প্রাণ পেয়ে, ধনি ইতি উতি চায়, না দেখি সে চাঁদমুখ কাঁদে উভরায়। (বলে কই রে শ্রীদাম) (তোরা যার নাম শুনাইলি কই) (একবার এনে দেখা গো) সম্মুখে তমাল তরু দেখিবারে পায়। (তখন) সেই তমাল তরু করি নিরীক্ষণ (বলে ঐ যে চূড়া) (আমার কৃষ্ণের ঐ যে চূড়া) (চূড়া দেখা যায়) (তমাল গাছে ময়ূর দেখে বলে, ঐ সে চূড়া দেখা যায়)।

সখিরা যুক্তি করিয়া মথুরায় দূতী পাঠাইয়াছেন। তিনি একজন মথুরাবাসিনীর সহিত পরিচয় করিলেন—

গান। এক রমণী সমবয়সিনী, সঙ্গে পরিচয় পুছে।

শ্রীমতীর সখি দূতী ব'লছেন -আমায় ডাকতে হবে না, সে আপনি আসবে। দূতী মথুরাবাসিনীর সঙ্গে যেখানে কৃষ্ণ আছেন সেইখানে যাইতেছেন। তৎপরে ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে ডাক্‌ছেন—

"কোথায় হরি হে, গোপীজনজীবন! প্রাণবল্লভ। রাধাবল্লভ! লজ্জানিবারণ হরি। একবার দেখা দেও। আমি অনেক গরব করে এদের বলেছি, তুমি আপনি দেখা দিবে।"

গান। মধুপুর নাগরী, হাসি কহত ফিরি, গোকুলে গোপ কোয়ারী। (হায় গো) (কেমন ক'রে বা যাবি গো) (এমন কাঙালিনী বেশে)। সপ্তম দ্বার, পারে রাজা বৈঠত, তাঁহা তাহা যাওবি নারি। (কেমন ক'রে বা যাবি) (তোর সাহস দেখি লাজে মরি, বল কেমন ক'রে যাবি)। হা হা নাগর, গোপীজনজীবন (কাঁহা নাগর, দেখা দিয়ে দাসীর প্রাণ রাখ।) (কোথায় গোপীজনজীবন প্রাণবল্লভ।) (হে মথুরানাথ, দেখা দিয়ে দাসীর মন প্রাণ রাখ হরি) (হা হা রাধাবল্লভ।) কোথায় আছহে, হৃদয়নাথ হৃদয়বল্লভ, লজ্জা নিবারণ হরি) (দেখা দিয়ে দাসীর মান রাখ হরি)। হা হা নাগর গোপীজীবনধন, দূতী ডাকত উভরায়।

'কোথায় গোপীজনজীবন প্রাণবল্লভ।' এই কথা শুনিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। কীর্ত্তনান্তে কীর্ত্তনীয়ারা উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রভু আবার দণ্ডায়মান। সমাধিস্থ। কতক সংজ্ঞা লাভ করিয়া, অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন, "কিষ্টু, কিষ্টু" (কৃষ্ণ, কৃষ্ণ)। ভাবে নিমগ্ন। নাম সম্পূর্ণ উচ্চারণ হইতেছে না।

রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল। কীর্ত্তনীয়ারা ঐ ভাবের গান গাহিতেছেন।

ঠাকুর আখর দিতেছেন—"ধনি দাঁড়ালো রে! অঙ্গ হেলাইয়ে ধনি দাঁড়ালো রে। শ্যামেব বামে ধনি দাঁড়ালো বে। তমাল বেড়ি বেড়ি ধনি দাঁড়ালো বে।"

এইবারে নাম সঙ্কীর্ত্তন। তাহারা খোল করতাল সঙ্গে গাইতে লাগিল, "রাধে গোবিন্দ জয়!" ভক্তরা সকলেই উন্মত্ত! ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন। ভক্তরাও তাঁহাকে বেড়িয়া আনন্দে নাচিতেছেন। মুখে "রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয়!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সরলতা ও ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরের সেবা আর সংসারের সেবা।

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুব ভক্তসঙ্গে একটু উপবেশন করিয়াছেন। এমন সময়ে নিরঞ্জন আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিলেন! আনন্দে বিস্ফারিত-লোচনে সস্মিতমুখে বলিয়া উঠিলেন, 'তুই এসেছিস্!' (মাষ্টারকে)। দেখ, এ ছোকরাটী বড় সরল। সরলতা পূর্ব্বজন্মে অনেক তপস্যা না ক'রলে হয় না। কপটতা, পাটোয়ারি এ সব থাকতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

"দেখ্‌ছো না, ভগবান যেখানে অবতার হ'য়েছেন সেইখানেই সরলতা। দশরথ কত সরল। নন্দ—শ্রীকৃষ্ণের বাবা—কত সরল। লোকে বলে, "আহা কি স্বভাব, ঠিক যেন নন্দঘোষ!"

ভক্তরা সরল। ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, আবার ভগবান অবতীর্ণ হ'য়েছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিরঞ্জনের প্রতি)। দেখ্ তোর মুখে যেন একটা কালো আবরণ প'ড়েছে। তুই আফিসের কাজ করিস্ কি না, তাই প'ড়েছে। আফিসের হিসাবপত্র ক'র্‌তে হয়,—আরও নানা রকম কাজ আছে; সর্ব্বদা ভাব্‌তে হয়।

"সংসারী লোকেরা যেমন চাকরী করে, তুইও চাকরি করছিস, তবে একটু তফাৎ আছে। তুই মার জন্য চাকরি স্বীকার ক'রেছিস্।

মা গুরুজন, ব্রহ্মময়ীস্বরূপা। যদি মাগ্ ছেলের জন্য চাকরি ক'র্ত্তিস্, আমি বল্‌তুম্, ধিক্ ধিক্। শত ধিক্! একশ' ছি!'

(মণিমল্লিকের প্রতি)। দেখ, ছোক্‌রাটী ভারি সরল। তবে আজ কাল একটু আধটু মিথ্যা কথা কয়, এই যা দোষ। সে দিন ব'লে গেল যে আস্‌বে, কিন্তু আর এলো না। (নিরঞ্জনের প্রতি) তাই রাখাল ব'লছিল,—তুই এঁড়েদয়ে এসেও দেখা করিস্ নাই কেন?

নিরঞ্জন। আমি এঁড়েদহে সবে দুদিন এসেছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিরঞ্জনের প্রতি)। ইনি হেড্‌মাষ্টার। তোর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে গিছিলেন। আমি পাঠিয়েছিলাম। (মাষ্টারের প্রতি) তুমি সে দিন বাবুরামকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও গোপীপ্রেম।]

ঠাকুর পশ্চিমের কামরায় দু চার জন ভক্তের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। সেই ঘরে টেবিল চেয়ার কয়েকখানা জড় করা ছিল। ঠাকুর টেবিলে ভর দিয়া অর্দ্ধেক দাঁড়িয়েছেন, অর্দ্ধেক ব'সেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আহা গোপীদের কি অনুরাগ। তমাল দেখে একবারে প্রেমোন্মাদ! শ্রীমতীর এরূপ বিরহানল যে চক্ষের জল সে আগুনের ঝাঁঝে শুকিয়ে যেতো—জল হ'তে হ'তে বাষ্প হ'য়ে উড়ে যেতো। কখনও কখনও তাঁর ভাব কেউ টের পেতো না। সায়ের দিঘিতে হাতী নাম্‌লে কেউ টের পায় না।

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ। গৌরাঙ্গের ঐ রকম হ'য়েছিল। বন দেখে বৃন্দাবন ভেবেছিলেন, সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবেছিলেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ। আহা, সেই প্রেমের যদি এক বিন্দু কারু হয়। কি অনুরাগ! কি ভালবাসা! শুধু ষোল আনা অনুরাগ নয়, পাঁচ সিকা পাঁচ আনা! এরই নাম প্রেমোন্মাদ। কথাটা এই, তাঁকে ভালবাসতে হবে। তাঁর জন্য ব্যাকুল হ'তে হবে। তা তুমি যে

পথেই থাকো,সাকারেই বিশ্বাস কর বা নিরাকারেই বিশ্বাস কর ; — ভগবান মানুষ হ'য়ে অবতার হন, এ কথা বিশ্বাস কর আর না কর ; —তাঁতে অনুরাগ থাক্‌লেই হোল। তখন তিনি যে কেমন, নিজেই জানিয়ে দেবেন।

"যদি পাগল হ'তে হয়, সংসারের জিনিস লয়ে কেন পাগল হবে ? যদি পাগল হ'তে হয়, তবে ঈশ্বরের জন্য পাগল হও।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভবনাথ, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে হরিকথাপ্রসঙ্গে।

ঠাকুর হলঘরে আবার ফিরিলেন। তাঁহার বসিবার আসনের কাছে একটী তাকিয়া দেওয়া হইল। ঠাকুর বসিবার সময় "ওঁ তৎ-সৎ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাকিয়া স্পর্শ করিলেন। বিষয়ী লোকেরা এই বাগানে আসা যাওয়া করে ও এই সকল তাকিয়া ব্যবহার করে, এই জন্য বুঝি ঠাকুর ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উপাধানটী শুদ্ধ করিয়া লইলেন। ভবনাথ, মাষ্টার প্রভৃতি কাছে বসিলেন। বেলা অনেক হইয়াছে, এখনও খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হয় নাই। ঠাকুর বালকস্বভাব। বলিলেন, কৈগো এখনও যে দেয় না। নরেন্দ্র কোথায় ?

একজন ভক্ত (ঠাকুরের প্রতি, সহাস্যে)। মহাশয়' রামবাবু অধ্যক্ষ। তিনি সব দেখ্‌ছেন। (সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। রাম অধ্যক্ষ ! তবেই হয়েছে'

একজন ভক্ত। আজ্ঞা, রামবাবু যেখানে অধ্যক্ষ,—সেখানে এই রকমই হ'য়ে থাকে। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। সুরেন্দ্র কোথায় ? আহা সুরেন্দ্রের বেশ স্বভাবটী হ'য়েছে। বড় স্পষ্ট বক্তা, কারুকে ভয় ক'রে কথা কয় না। আর দেখো খুব মুক্তহস্ত। কেউ তার কাছে সাহায্যের জন্য গেলে শুধু হাতে ফেরে না। (মাষ্টারের প্রতি) তুমি ভগবান দাসের কাছে গিয়েছিলে, কি রকম দেখ্‌লে ?

মাষ্টার। আজ্ঞা, কালনায় গিছিলাম। ভগবান দাস খুব

বুড়ো হ'য়েছেন।' রাত্রে দেখা হ'য়েছিল, কাঁথার উপর শুয়েছিলেন। প্রসাদ এনে একজন খাইয়ে দিতে লাগল। চেঁচিয়ে কথা কইলে শুন্‌তে পান। আপনার নাম শুনে বল্‌তে লাগলেন, তোমাদের আর ভাবনা কি?

সেই বাড়ীতে নামব্রহ্মের পূজা হয়।

ভবনাথ (মাষ্টারের প্রতি)। আপনি অনেক দিন দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। ইনি আমাকে দক্ষিণেশ্বরে আপনার বিষয় জিজ্ঞাসা ক'রছিলেন, আর ব'ল্‌ছিলেন, যে মাষ্টারের কি অরুচি হ'য়ে গেল।

এই বলিয়া ভবনাথ হাসিতে লাগিলেন। ঠাকুর উভয়ের কথোপকথন সমস্ত শুনিতেছিলেন। মাষ্টারের প্রতি সস্নেহে দৃষ্টি করিয়া বলিতেছেন, হ্যাঁ গো, তুমি অনেক দিন যাও নাই কেন বল দেখি?

মাষ্টার তো তো করিতে লাগিলেন।

এমন সময় মহিমাচরণ উপস্থিত। মহিমাচরণ কাশীপুরবাসী, ঠাকুরকে ভারি শ্রদ্ধা ভক্তি করেন ও সর্ব্বদা দক্ষিণেশ্বর যান। ব্রাহ্মণসন্তান, কিছু পৈতৃক বিষয় আছে। স্বাধীনভাবে থাকেন, কাহারও চাকরী করেন না। সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা ও ঈশ্বরচিন্তা করেন। কিছু পাণ্ডিত্যও আছে। ইংরাজী, সংস্কৃত, অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মহিমার প্রতি)। এ কি! এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত! (সকলের হাস্য)। এমন জায়গায় ডিঙ্গি টিঙ্গি আস্‌তে পারে; এ যে একেবারে জাহাজ! (সকলের হাস্য)। তবে একটা কথা আছে। এটা আষাঢ় মাস! (সকলের হাস্য)।

মহিমাচরণের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। আচ্ছা লোককে খাওয়ান এক রকম তাঁরই সেবা করা, কি বল? সব জীবের ভিতরে তিনি অগ্নি-রূপে র'য়েছেন। খাওয়ান কি না, তাঁ'কে আহুতি দেওয়া।

"কিন্তু তা বলে অসৎ লোককে খাওয়াতে নাই। এমন লোক, যারা ব্যাভিচারাদি মহাপাতক ক'রেছে,—ঘোর বিষয়াসক্ত লোক,—এরা যেখানে ব'সে খায়, সে জায়গায় সাত হাত মাটী অপবিত্র হয়।

"হৃদে সিওড়ে একবার লোক খাইয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই

খারাপ লোক। আমি ব'ল্লুম, 'দেখ্ হৃদে, ওদের যদি তুই খাওয়াস্, তবে এই তোর বাড়ী থেকে চ'ল্লুম।' (মহিমার প্রতি)। আচ্ছা, ামি শুনেছি তুমি আগে লোকদের খুব খাওয়াতে, এখন বুঝি াচা বেড়ে গেছে? (সকলের হাস্য)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে।

এইবার পাতা হইতেছে। দক্ষিণের বারাণ্ডায়। ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন, আপনি একবার যাও, দেখো ওরা সব কি ক'রছে। আর, আপনাকে আমি বল্‌তে পারি না, না হয় একটু পরিবেশন কর্‌লে? মহিমাচরণ বলিতেছেন, "নিয়ে আস্থক না, তারপর দেখা যাবে।" এই বলিয়া 'হুঁ হু' করিয়া একটু দালানের দিকে গেলেন, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে পরমানন্দে আহার করিতে বসিলেন।

আহারান্তে ঘরে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। ভক্তেরাও দক্ষিণের পুষ্করণীর বাঁধা ঘাটে আচমন করিয়া পান খাইতে খাইতে আবার ঠাকুরের কাছে আসিয়া জুটিলেন। সকলেই আসন গ্রহণ করিলেন।

বেলা দুইটার পর প্রতাপ আসিয়া উপস্থিত। তিনি একজন ব্রাহ্মভক্ত। আসিয়া ঠাকুরকে অভিবাদন করিলেন. ঠাকুরও মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন। প্রতাপের সহিত অনেক কথা-বার্ত্তা হইতেছে।

প্রতাপ। মহাশয়! আমি পাহাড়ে গিয়েছিলাম (দার্জ্জিলিঙ্গে)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু তোমার শরীর ত' তত ভাল হয় নাই। তোমার কি অসুখ হ'য়েছে?

প্রতাপ। আজ্ঞা, তাঁর যে অসুখ ছিল, আমারও সেই অসুখ। কেশবেরও ঐ অসুখ ছিল। কেশবের অন্যান্য কথা হইতে লাগিল। প্রতাপ বলিতে লাগিলেন, কেশবের বৈরাগ্য বাল্যকাল থেকেই দেখা গিছ্‌ল। তাঁকে আহ্লাদ আমোদ ক'র্ত্তে প্রায় দেখা যেত না। হিন্দু

কলেজে প'ড়তেন, সেই সময়ে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব হয়। আর ঐ সূত্রে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হয়। কেশবের দুইই ছিল। যোগও ছিল, ভক্তিও ছিল। সময়ে সময়ে তাঁর ভক্তির এত উচ্ছ্বাস হ'তো যে, মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা হ'ত। গৃহস্থ-দের ভিতর ধর্ম্ম আনা তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

[লোকমান্য ও অহঙ্কার। 'আমি কর্ত্তা' 'আমি গুরু'। দর্শনের লক্ষণ।)

একটী মহারাষ্ট্রদেশীয় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

প্রতাপ। এদেশের মেয়েরাও কেউ কেউ বিলেতে গেছে। একটি মহারাষ্ট্রদেশের মেয়ে, খুব পণ্ডিত, বিলেতে গিছিল। তিনি কিন্তু খ্রীষ্টান হ'য়েছেন। মহাশয়, কি তাঁর নাম শুনেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, তবে তোমার মুখে যা শুন্‌লুম, তাতে বোধ হ'চ্ছে যে, তার লোকমান্য হবার ইচ্ছা। এরূপ অহঙ্কার ভাল নয়। 'আমি কর্‌ছি,' এটি অজ্ঞান থেকে হয়, হে ঈশ্বর তুমি ক'র্‌ছ—এইটী জ্ঞান। **ঈশ্বরই কর্ত্তা, আর সব অকর্ত্তা।**

"'আমি' 'আমি' ক'র্‌লে যে কত দুর্গতি হয়, বাছুরের অবস্থা ভাবলে বুঝতে পার্‌বে। বাছুর 'হাম্ মা, হাম্ মা', (আমি আমি) করে। তার দুর্গতি দেখ। হয়ত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লাঙ্গল টান্‌তে হচ্ছে, রোদ নাই, বৃষ্টি নাই। হয়ত কষাই কেটে ফেল্লে। মাংসগুলো লোকে খাবে। ছালটা চামড়া হবে, সেই চামড়ায় জুতো এই সব তৈয়ার হবে। লোক তার উপর পা দিয়ে চলে যাবে। তাতেও দুর্গতির শেষ হয় না। চামড়ায় ঢাক্ তৈয়ার হয়। আর ঢাকের কাটি দিয়ে অনবরত চামড়ার উপর আঘাত করে। অবশেষে কিনা নাড়ি ভুঁড়িগুলো নিয়ে তাঁত তৈয়ার করে। যখন ধুনুরীর তাঁত তোয়ের হয় তখন ধোনবার সময় 'তুঁহু তুঁহু' বলে। আর 'হাম্ মা, হাম্ মা' বলে না। তুঁহু তুঁহু বলে, তবেই নিস্তার, তবেই তার মুক্তি। কর্ম্মক্ষেত্রে আর আস্‌তে হয় না।

"জীবও যখন বলে, 'হে ঈশ্বর, আমি কর্ত্তা নই, তুমিই কর্ত্তা—

আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী', তখনই জীবের সংসার-যন্ত্রণা শেষ হয়। তখনই জীবের মুক্তি হয়, আর এ কর্ম্মক্ষেত্রে আসতে হয় না।

একজন ভক্ত। জীবের অহঙ্কার কেমন ক'রে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে দর্শন না ক'র্‌লে অহঙ্কার যায় না। যদি কারু অহঙ্কার গিয়ে থাকে, তার অবশ্য ঈশ্বরদর্শন হ'য়েছে।

ভক্ত। মহাশয়। কেমন ক'রে জানা যায় যে, ঈশ্বরদর্শন হয়েছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বর দর্শন ক'রেছে, তার চারিটী লক্ষণ হয়—(১) বালকবৎ (২) পিশাচবৎ, (৩) জড়বৎ, (৪) উন্মাদবৎ।

"যার ঈশ্বর দর্শন হ'য়েছে, তার বালকের স্বভাব হয়। সে ত্রিগুণাতীত—কোন গুণের আঁট নাই। আবার শুচি অশুচি তার কাছে দুই সমান, তাই পিশাচবৎ। আবার পাগলের মত 'কভু হাসে, কভু কাঁদে', এই বাবুর মত সাজে গোজে, আবার খানিকপরে ন্যাংটা;—বগলের নীচে কাপড় রেখে বেড়াচ্ছে। তাই উন্মাদবৎ। আবার কখন বা জড়ের ন্যায় চুপ ক'রে বসে আছে। জড়বৎ।

ভক্ত। ঈশ্বর দর্শনের পর কি অহঙ্কার একবারে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কখন কখন তিনি অহঙ্কার একবারে পুঁছে ফেলেন—যেমন সমাধি অবস্থায়। আবার প্রায় অহঙ্কার একটু রেখে দেন। কিন্তু সে অহঙ্কারে দোষ নাই। যেমন বালকের অহঙ্কার। পাঁচ বছরের বালক 'আমি' 'আমি' করে, কিন্তু কারু অনিষ্ট ক'র্‌তে জানে না।

"পরশমনি ছুঁলে লোহা সোণা হয়ে যায়। লোহার তরোয়াল্ সোণার তরোয়াল্ হ'য়ে যায়। তরোয়ালের আকার থাকে, কারু অনিষ্ট করে না। সোণার তরোয়ালে মারা কাটা চলে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিলাতে কাঞ্চনের পূজা! জীবনের উদ্দেশ্য কর্ম্ম না ঈশ্বরলাভ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। তুমি বিলাতে গিয়েছিলে, কি

দেখলে সব বল। প্রতাপ। বিলাতের লোকেরা আপনি যাকে কাঞ্চন বলেন, তারই পূজা করে। তবে অবশ্য কেউ কেউ ভাল লোক—অনাসক্ত লোক—আছে। কিন্তু সাধারণতঃ আগা গোড়া রজোগুণের কাণ্ড! আমেরিকাতেও তাই দেখে এলুম।

[বিলাত ও কর্ম্মযোগ। কলিযুগে কর্ম্মযোগ না ভক্তিযোগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপকে)। বিষয় কর্ম্মে আসক্তি শুধু যে বিলাতে আছে, এমন নয়। সব জায়গায় আছে। তবে কি জান? কর্ম্মকাণ্ড হ'চ্ছে আদিকাণ্ড। সত্ত্বগুণ (ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া এই সব) না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। রজোগুণে কাজের আড়ম্বর হয়। তাই রজোগুণ থেকে তমোগুণ এসে, পড়ে। বেশী কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি বাড়ে।

তবে কর্ম্ম একবারে ত্যাগ করবার বো নাই। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম্ম করাবে! তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর। তাই ব'লেছে, অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম কর। অনাসক্ত হ'যে কর্ম্ম করা,—কি না, কর্ম্মের ফল আকাঙ্ক্ষা ক'রবে না। যেমন পূজা জপ তপ ক'র্‌ছো, কিন্তু লোকমান্য হবার কিম্বা পুণ্য কর্‌বার জন্য নয়।

"এরূপ অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ। ভারি কঠিন। একে কলিযুগ, সহজেই আসক্তি এসে যায়। মনে ক'র্‌ছি, অনাসক্ত হ'য়ে কাজ করছি, কিন্তু কোনদিক দিয়ে আসক্তি এসে যায়, জান্‌তে দেয় না! হয়তো পূজা মহোৎসব কর্‌লুম, কি অনেক গরীব কাঙাল-দের সেবা ক'র্‌লুম—মনে ক'র্‌লুম যে, অনাসক্ত হ'য়ে করেছি, কিন্তু কোন দিক দিয়ে লোকমান্য হবার ইচ্ছা হয়েছে, জান্‌তে দেয় না।' তবে একবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব কেবল তাঁর, যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে।

একজন ভক্ত। যাঁরা ঈশ্বরকে লাভ করেন নাই তাঁদের উপায় কি? তাঁরা কি বিষয় কর্ম্ম সব ছেড়ে দেবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কলিতে ভক্তিযোগ। নারদীয় ভক্তি। ঈশ্বরের নাম গুণ গান ও ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করা, 'হে ঈশ্বর আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দেও, আমায় দেখা দাও'। কর্ম্মযোগ বড় কঠিন।

তাই প্রার্থনা করতে হয়, 'হে ঈশ্বর, আমার কর্ম্ম কমিয়ে দাও। আর যে টুকু কর্ম্ম রেখেছো, সে টুকু যেন তোমার কৃপায় অনাসক্ত হ'য়ে করতে পারি। আর যেন বেশী কর্ম্ম জড়াতে না ইচ্ছা হয়।

"কর্ম্ম ছাড়বার যো নাই। আমি চিন্তা ক'র্‌ছি, আমি ধ্যান ক'র্‌ছি এও কর্ম্ম। ভক্তিলাভ ক'র্‌লে বিষয়কর্ম্ম আপনা আপনি কমে যায়। আর ভাল লাগে না। ওলা মিছরীর পানা পেলে চিটে গুড়ের পানা কে খেতে চায়?

একজন ভক্ত। বিলেতের লোকেরা কেবল 'কর্ম্ম কর' 'কর্ম্ম কর' করে। কর্ম্ম তবে জীবনের উদ্দেশ্য নয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। কর্ম্ম তো আদিকাণ্ড, জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম একটী উপায়,—উদ্দেশ্য নয়।

"শম্ভু ব'ল্লে, এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন যে, যা টাকা আছে, সেগুলি সদ্ব্যয়ে যায়,—হাঁসপাতাল, ডিস্পেন্সারী করা, রাস্তা ঘাট করা, কুয়ো করা, এই সবে। আমি বল্লাম, এ সব কর্ম্ম অনাসক্ত হ'যে ক'র্‌তে পার্‌লে ভাল, কিন্তু তা বড় কঠিন। আর যাই হোক এটী যেন মনে থাকে যে, তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ, হাঁসপাতাল, ডিস্পেন্সারী করা নয়। মনে কর ঈশ্বর তোমার সাম্‌নে এলেন; এসে বল্লেন, তুমি বর লও। তা হ'লে তুমি কি ব'ল্‌বে, আমায় কতকগুলা হাঁসপাতাল ডিস্পেন্সারি ক'রে দাও, না বল্‌বে হে ভগবন, তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমাকে আমি সর্ব্বদা দেখ্‌তে পাই। হাঁসপাতাল, ডিস্পেন্সারী, এ সব অনিত্য বস্তু। **ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।** তাঁকে লাভ হ'লে আবার বোধ হয়, তিনিই কর্ত্তা আমরা অকর্ত্তা। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে মরি? তাঁকে লাভ হ'লে তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাসপাতাল ডিস্পেন্সারী হ'তে পারে!

"তাই বল্‌ছি কর্ম্ম আদিকাণ্ড। কর্ম্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়। সাধন করে আরও এগিয়ে পড়। সাধন ক'র্‌তে ক'র্‌তে, আরও

এগিয়ে পড়্লে, শেষে জান্তে পারবে যে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু, ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। একজন কাঠুরে বনে কাঠ কাট্তে গিছ্লো। হঠাৎ এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হ'লো। ব্রহ্মচারী বল্লেন, 'ওহে, এগিয়ে পড়ো!' কাঠুরে বাড়ীতে ফিরে এসে ভা'বতে লাগলো, ব্রহ্মচারী এগিয়ে যেতে ব'ল্লেন কেন?

"এই রকমে কিছু দিন যায়। এক দিন সে ব'সে আছে, এমন সময় এই ব্রহ্মচারীর কথাগুলি মনে পড়্লো। তখন সে মনে মনে ব'ল্লে, আজ আমি আরও এগিয়ে যাবো। বনে গিয়ে আরো এগিয়ে দেখে যে অসংখ্য চন্দনের গাছ। তখন আনন্দে গাড়ি গাড়ি চন্দনের কাষ্ঠ নিয়ে এলো, আর বাজারে বেচে খুব বড় মানুষ হয়ে গেল।

"এই রকমে কিছু দিন যায়। আর এক দিন মনে প'ড়লো, ব্রহ্মচারী বলেছেন, 'এগিয়ে পড়'। তখন আবার বনে গিয়ে এগিয়ে দেখে, নদীর ধারে রূপোর খনি। এ কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। তখন খনি থেকে কেবল রূপা নিয়ে গিয়ে বিক্রী ক'র্তে লাগ্লো। এত টাকা হ'লো যে, আণ্ডিল হ'য়ে গেল।

"আবার কিছু দিন যায়। একদিন ব'সে ভাব্ছে ব্রহ্মচারী তো আমাকে রূপোর খনি পর্য্যন্ত যেতে বলেন নাই—তিনি যে এগিয়ে যেতে ব'লেছেন। এবার নদীর পারে গিয়ে দেখে, সোণার খনি! তখন সে ভাব্লে, ওহো! তাই ব্রহ্মচারী ব'লেছিলেন, এগিয়ে পড়।

"আবার কিছু দিন পরে এগিয়ে দেখে, হীরে মাণিক রাশীকৃত পড়ে আছে। তখন তার কুবেরের মত ঐশ্বর্য্য হ'লো।

"তাই বল্‌ছি যে, যা কিছু কর না কেন, এগিয়ে গেলে আরো ভাল জিনিষ পাবে। একটু জপ ক'রে উদ্দীপন হ'য়েছে ব'লে মনে ক'রো না, যা হবার তা হ'য়ে গেছে। কর্ম্ম কিছু জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আরো এগোও, কর্ম্ম নিষ্কাম ক'রতে পার্বে। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম বড় কঠিন। তাই ভক্তি ক'রে ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, 'হে ঈশ্বর, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দাও,আর কর্ম্ম কমিয়ে দাও, আর যেটুকু রাখবে, সেটুকু কর্ম্ম যেন নিষ্কাম হ'য়ে ক'র্তে পারি।'

"আরো এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাভ হ'বে। তাঁকে দর্শন হবে। ক্রমে তাঁর আলাপ কথাবার্ত্তা হবে।

কেশবের স্বর্গলাভের পর মন্দিরের বেদী লইয়া যে বিবাদ হয়, এইবার তাহার কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতাপের প্রতি)। শুনছি তোমার সঙ্গে বেদী নিয়ে নাকি ঝগড়া হ'য়েছে। যারা ঝগড়া ক'রেছে, তারা তো সব হ'রে, প্যালা, পঞ্চা। (সকলের হাস্য)।

(ভক্তদের প্রতি)। দেখ, প্রতাপ, অমৃত, এ সব শাঁক বাজে। আর যা সব শুন তাদের কোন আওয়াজ নাই। (সকলের হাস্য)।

প্রতাপ। মহাশয়, বাজে যদি ব'ল্লেন তো আঁবের কশিও বাজে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মসমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রতাপকে শিক্ষা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। দেখো, তোমাদের ব্রাহ্ম-সমাজের লেক্‌চার শুন্‌লে লোকটার ভাব বেশ বোঝা যায়। এক হরিসভায় আমায় নিয়ে গিছলো। আচার্য্য হয়েছিলেন একজন পণ্ডিত, তাঁর নাম সামাধ্যায়ী। বলে কি, 'ঈশ্বর নীরস, আমাদের প্রেম ভক্তি দিয়ে তাঁকে সরস ক'রে নিতে হ'বে'। এই কথা শুনে অবাক্‌! তখন একটা গল্প মনে প'ড়লো। একটী ছেলে বলেছিল, আমার মামার বাড়ীতে অনেক ঘোঁড়া আছে,—এক গোয়াল ঘোঁড়া! এখন গোয়াল যদি হয়, তা হ'লে কখন ঘোঁড়া থাক্‌তে পারে না, গরু থাকাই সম্ভব। একপ অসম্বন্ধ কথা শুন্‌লে লোকে কি ভাবে? এই ভাবে যে, ঘোঁড়া টোঁড়া কিছুই নাই। (সকলের হাস্য)।

একজন ভক্ত। ঘোঁড়া তো নাইই! গরুও নাই (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ দেখিন্‌, যিনি রসস্বরূপ তাঁকে কিনা ব'ল্‌ছে 'নীরস'! এতে এই বোঝা যায় যে, ঈশ্বর যে কি জিনিষ, কখনও অনুভব করে নাই।

['আমি কর্ত্তা' 'আমার ঘর' অজ্ঞান। জীবনের উদ্দেশ্য 'ডুব দাও'।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। দেখ, তোমায় বলি। তুমি লেখা পড়া জান, বুদ্ধিমান, গম্ভীরাত্মা। কেশব আর তুমি ছিলে যেন গৌর নিতাই দু ভাই। লেক্‌চার দেওয়া, তর্ক ঝগড়া, বাদ, বিসম্বাদ এ'সব অনেক তো হ'লো। আর কি এ সব তোমার ভাল লাগে? এখন সব মনটা কুড়িয়ে ঈশ্বরের দিকে দাও। ঈশ্বরেতে এখন ঝাঁপ দাও।

প্রতাপ। আজ্ঞা হাঁ, তার সন্দেহ নাই, তাই করা কর্ত্তব্য। তবে এ সব করা তাঁর নামটা যাতে থাকে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া)। তুমি ব'লছো বটে, তাঁর নাম রাখবার জন্য সব কচ্ছো; কিন্তু কিছু দিন পরে এ ভাবও থাকবে না। একটা গল্প শুন। একজন লোকের পাহাড়ের উপর একখানা ঘর ছিল। কুঁড়ে ঘর। অনেক মেহনত ক'রে ঘরখানি ক'রেছিল। কিছু দিন পরে একদিন ভারি ঝড় এলো! কুঁড়ে ঘর টল্ টল্ ক'র্ত্তে লাগলো। তখন ঘর রক্ষার জন্য সে ভারি চিন্তিত হ'ল! বল্লে, হে পবনদেব, দেখো ঘরটী ভেঙ্গো না বাবা। পবনদেব কিন্তু শুন্‌ছেন না। ঘর মড মড় ক'র্ত্তে লাগলো। তখন লোকটা একটা ফিকির ঠাওরালে,—তার মনে পড়লো যে, হনুমান পবনের ছেলে। যাই মনে পড়া অমনি ব্যস্ত হয়ে ব'লে উঠ্‌লো—বাবা। ঘর ভেঙ্গো না, হনুমানের ঘর, দোহাই তোমার। ঘর তবুও মড় মড করে। কেবা তার কথা শুনে। অনেকবার 'হনুমানের ঘর' 'হনুমানের ঘর' করার পর দেখলে যে কিছুই হ'লো না। তখন বল্‌তে লাগলো, বাবা 'লক্ষ্মণের ঘর' 'লক্ষ্মণের ঘর'। তাতেও হ'লো না। তখন বলে, বাবা, রামের ঘর, রামের। দেখো বাবা ভেঙ্গো না, দোহাই তোমার। তাতেও কিছু হ'লো না, ঘর মড় মড় ক'রে ভাঙ্গতে আরম্ভ হ'লো। তখন প্রাণ বাঁচাতে হবে, লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌বার সময় ব'ল্‌ছে,—যা শালার ঘর।

(প্রতাপের প্রতি)। কেশবের নাম তোমায় রক্ষা কর্ত্তে হবে না। যা কিছু হয়েছে, জান্‌বে ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছাতে হ'লো, আবার তাঁর ইচ্ছাতে যাচ্ছে; তুমি কি ক'র্‌বে? তোমার এখন

কর্ত্তব্য যে ঈশ্বরেতে সব মন দাও—তাঁর প্রেমের সাগরে ঝাঁপ দাও।

এই কথা বলিয়া ঠাকুর সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মধুর গান গাইতেছেন।

ডুব্ ডুব ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন॥

(প্রতাপের প্রতি)। গান শুন্লে? লেক্চার ঝগড়া, ও সব তো অনেক হ'লো, এখন ডুব দাও। আর এ সমুদ্রে ডুব দিলে মর্বার ভয় নাই, এ যে অমৃতের সাগর। মনে করো না যে এতে মানুষ বেহেড্ হয়, মনে কোরো না যে বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর ক'ল্লে মানুষ পাগল হ'য়ে যায়। আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলাম—

প্রতাপ। মহাশয়, নরেন্দ্র কে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও আছে একটি ছোকরা। আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম দেখ্, ঈশ্বর রসের সাগর। তোর ইচ্ছা হয় না কি যে, এই রসের সাগরে ডুব দিই? আচ্ছা, মনে কর্ এক খুলি রস আছে তুই মাছি হয়েছিস্, তা কোন্ খানে বসে রস খাবি? নরেন্দ্র বল্লে আমি খুলির কিনারায় ব'সে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি জিজ্ঞাসা ক'ল্লুম কেন? কিনারায় ব'স্বি কেন? সে বল্লে বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব, আর প্রাণ হারাব। তখন আমি বল্লুম, বাবা! সচ্চিদানন্দ সাগরে সে ভয় নাই। এযে অমৃতের সাগর, ঐ সাগরে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয়। ঈশ্বরেতে পাগল হ'লে মানুষ বেহেড্ হয় না।

(ভক্তদের প্রতি)। 'আমি' আর 'আমার' এইটীর নাম অজ্ঞান। রাসমণি কালী বাড়ী ক'রেছেন এই কথাই লোকে বলে। কেউ বলে না যে, ঈশ্বর ক'রেছেন! 'ব্রাহ্মসমাজ অমুক লোক ক'রে গেছেন', একথা আর কেউ বলে না যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এটী হ'য়েছে। আমি ক'রছি, এইটীর নাম অজ্ঞান। হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা আর আমি অকর্ত্তা; তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র, এইটীর নাম জ্ঞান। হে ঈশ্বর, আমার কিছুই নয়—এ মন্দির আমার নয়, এ কালীবাড়ী আমার

নয়, এ সমাজ আমার নয়, এ সব তোমার জিনিষ, এ স্ত্রী, পুত্র, পরিবার এ সব কিছুই আমার নয়, সব তোমারি জিনিষ; এর নাম জ্ঞান।

"আমার জিনিষ, আমার জিনিষ, বলে—সেই সকল জিনিষকে ভালবাসার নাম মায়া। সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, কি শুধু পরিবারদের ভালবাসি, এর নাম মায়া। শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসি এর নাম মায়া, সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্ম্মের লোকদের ভালবাসা, এটী দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়।

"মায়াতে মানুষ বদ্ধ হ'য়ে যায়, ভগবান্ থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। শুকদেব, নারদ, এঁরা দয়া রেখেছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রতাপকে শিক্ষা। ব্রাহ্মসমাজ ও কামিনীকাঞ্চন।

প্রতাপ। যাঁরা মহাশয়ের কাছে আছেন, তাঁদের ক্রমে উন্নতি হচ্ছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি বলি যে, সংসার কর্ম্মে দোষ কি? তবে সংসারে দাসীর মত থাক।

গৃহস্থের সাধন।

"দাসী মনিবের বাড়ীর কথায় বলে 'আমাদের বাড়ী'। কিন্তু তার নিজের বাড়ী হয়তো কোন পাড়াগাঁয়ে। মনিবের বাড়ীকে দেখিয়ে মুখে বলে, 'আমাদের বাড়ী'। মনে জানে যে, ও বাড়ী আমাদের নয়, আমাদের বাড়ী সেই পাড়াগাঁয়। 'আমার মনিবের ছেলেকে মানুষ করে, আর বলে, 'হরি আমার বড় দুষ্ট হয়েছে,' 'আমার হরি মিষ্টি খেতে ভালবাসে না।' 'আমার হরি' মুখে বলে বটে, কিন্তু জানে যে, হরি আমার নয়, মনিবের ছেলে।

"তাই যারা আসে, তাদের আমি বলি, সংসার কর না কেন, তাতে দোষ নাই! তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে কর; জানো যে বাড়ী

ঘর-পরিবার আমার নয়; এ সব ঈশ্বরের। আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে। আর বলি যে তাঁর পাদপদ্মে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হ'য়ে সর্ব্বদা প্রার্থনা কর্‌বে।"

বিলাতের কথা আবার পড়িল। একজন ভক্ত বলিলেন, মহাশয় আজ কাল বিলাতের পণ্ডিতেরা নাকি ঈশ্বর আছেন এ কথা মানেন না।

প্রতাপ। মুখে যে যা বলুন, আন্তরিক তাঁরা যে কেউ নাস্তিক তা আমার বোধ হয় না। এই জগতের ব্যাপারের পেছনে যে একটা মহাশক্তি আছে এ কথা অনেককেই মান্‌তে হ'য়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হ'লেই হ'লো; শক্তিতো মান্‌ছে? নাস্তিক কেন হবে? প্রতাপ। তা ছাড়া ইউরোপের পণ্ডিতেরা moral government (সৎকার্য্যের পুরস্কার আর পাপের শাস্তি এই জগতে হয়) এ কথাও মানেন।

অনেক কথাবার্ত্তার পর প্রতাপ বিদায় লইতে গাত্রোত্থান করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। আর কি বলবো তোমায়? তবে এই বলা যে আর ঝগড়া বিবাদের ভিতর থেকো না।

"আর এক কথা। কামিনীকাঞ্চনই ঈশ্বর থেকে মানুষকে বিমুখ করে। সে দিকে যেতে দেয় না। এই দেখনা সকলেই নিজের পরিবারকে সুখ্যাত করে (সকলের হাস্য)। তা ভালই হোক আর মন্দই হোক,—যদি জিজ্ঞাসা কর তোমার পরিবারটি কেমন গা, অমনি বলে, আজ্ঞে খুব ভাল— প্রতাপ। তবে আমি আসি।

প্রতাপ চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের অমৃতময়ী কথা, কামিনীকাঞ্চনত্যাগের কথা, সমাপ্ত হইল না। সুরেন্দ্রের বাগানের বৃক্ষস্থিত পত্রগুলি দক্ষিণবায়ু সংঘাতে দুলিতেছিল ও মর্ম্মর শব্দ করিতেছিল। কথাগুলি সেই শব্দের সঙ্গে মিশাইয়া গেল। একবার মাত্র ভক্তদের হৃদয়ে আঘাত করিয়া অবশেষে অনন্ত আকাশে লয় প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু প্রতাপের হৃদয়ে কি এ কথা প্রতিধ্বনিত হয় নাই?

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক ঠাকুরকে বলিতেছেন— "মহাশয়, এই বেলা দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করুন। আজ সেখানে কেশব

সেনের মা ও বাড়ীর মেয়েরা আপনাকে দর্শন ক'র্‌তে যাবেন। তাঁরা আপনাকে না দেখ্‌তে পেলে হয়'ত দুঃখিত হ'য়ে ফিরে আস্‌বেন।"

কয়মাস হইল কেশব স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাই তাঁহার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী, পরিবার ও বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি মল্লিকের প্রতি)। রোসো বাপু, একে আমার ঘুম টুম্ হয় নাই ;—তাড়াতাড়ি ক'র্‌তে পারি না। তারা গেছে তা আর কি ক'র্‌বো। আর সেখানে তারা বাগান বেড়াবে,চ্যাড়াবে—বেশ আনন্দ হ'বে।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ঠাকুর যাত্রা করিতেছেন—দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন। যাইবার সময় সুরেন্দ্রের কল্যাণ চিন্তা করিতেছেন। সব ঘরে এক একবার যাইতেছেন আর মৃদুমৃদু নামোচ্চারণ করিতেছেন। কিছু অসম্পূর্ণ রাখিবেন না, তাই দাঁড়াইয়াই দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—'আমি তখন লুচি খাই নাই, একটু লুচি এনে দাও'। কণিকামাত্র লইয়া খাইতেছেন। আর বলিতেছেন--'এর অনেক মানে আছে। লুচি খাই নাই মনে হ'লে আবার আসবার ইচ্ছা হ'বে'। (সকলের হাস্য)। মণি মল্লিক (সহাস্যে) বেশ'ত আমরাও আসতাম।

ভক্তেরা সকলে হাসিতেছেন।

প্রথম ভাগ—একাদশ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পণ্ডিত দর্শন।

আজ রথযাত্রা। বুধবার, ২৫শে জুন, ১৮৮৪ ; আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া। চতুস্ত্রিংশৎবর্ষ অতীত হইল। সকালে ঠাকুর ঈশানের বাড়ী নিমন্ত্রণে আসিয়াছেন। ঠনঠনিয়ায় ঈশানের ভদ্রাসনবাটী।

আসিয়া ঠাকুর শুনিলেন যে, পণ্ডিত শশধর অনতিদূরে কলেজ ষ্ট্রীটে চাটুয্যেদের বাড়ী রহিয়াছেন। পণ্ডিতকে দেখিবার তাঁহার ভারি ইচ্ছা। বৈকালে পণ্ডিতের বাড়ী যাইবেন, স্থির হইল। বেলা প্রায় দশটা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশানের নীচের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। ঈশানের পরিচিত ভাটপাড়ার দুই একটী ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের মধ্যে একজন ভাগবতের পণ্ডিত, ঠাকুরের সঙ্গে হাজরা ও আরও দুই একটী ভক্ত, আসিয়াছেন। ঈশানের শ্রীশ প্রভৃতি ছেলেরাও উপস্থিত। একজন ভক্ত শক্তির উপাসক আসিয়াছেন। কপালে সিন্দুরের ফোঁটা। ঠাকুর আনন্দময়; সিন্দুরের টিপ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন,—'উনি ত মার্কামারা'।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র ও মাষ্টার তাঁহাদের কলিকাতার বাটী হইতে আসিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুর মাষ্টারকে বলিয়াছিলেন 'আমি অমুক দিন ঈশানের বাড়ী যাইতেছি, তুমিও যাইবে ও নরেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া আনিবে'।

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন, সে দিন তোমার বাড়ী যাচ্ছিলাম,—'তোমার আড্ডাটা কোন্ ঠিকানায়?'

মাষ্টার। আজ্ঞা, এখন শ্যামপুকুর তেলি পাড়ায়, স্কুলের কাছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ স্কুলে যাও নাই?

মাষ্টার। আজ্ঞা, আজ রথের ছুটি।

নরেন্দ্রের পিতৃবিয়োগের পর বাড়ীতে অত্যন্ত কষ্ট। তিনি পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র—ছোট ছোট ভাই ভগ্নী আছে। পিতা উকীল ছিলেন, কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সংসার প্রতিপালনের জন্য নরেন্দ্র কাজ কর্ম চেষ্টা করিতেছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রের কর্মের জন্য ঈশান প্রভৃতি ভক্তদের বলিয়া রাখিয়াছেন। ঈশান Comptroller General-এর আফিসে কর্মচারিদের একজন অধ্যক্ষ ছিলেন। নরেন্দ্রের বাটীর কষ্ট শুনিয়া ঠাকুর সর্ব্বদা চিন্তিত থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। আমি ঈশানকে তোর কথা

বলেছি। ঈশান ওখানে (দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে) এক দিন ছিল কি না—তাই বলেছিলাম। তার অনেকের সঙ্গে আলাপ আছে।

ঈশান ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। সেই উপলক্ষে কতকগুলি বন্ধুদেরও নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। গান হইবে। পাকোয়াজ, বাঁয়া তবলা ও তানপুরা আয়োজন হইয়াছে। বাড়ীব একজন একটী পাত্র করিয়া পাকোয়াজের জন্য ময়দা আনিয়া দিল। বেলা ১১টা হইবে। ঈশানের ইচ্ছা নরেন্দ্র গান করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)। এখনও ময়দা। তবে বুঝি (খাবাব) অনেক দেরী।

ঈশান (সহাস্যে)। আজ্ঞে না, তত দেরী নাই।

ভক্তেরা কেহ কেহ হাসিতেছেন। ভাগবতের পণ্ডিতও হাসিয়া একটী উদ্ভট শ্লোক বলিতেছেন। শ্লোক আবৃত্তির পর পণ্ডিত ব্যাখ্যা করিতেছেন। দর্শনাদি শাস্ত্র অপেক্ষা কাব্য মনোহর। যখন কাব্য পাঠ হয় বা লোকে শ্রবণ করে, তখন বেদান্ত, সাংখ্য, ন্যায, পাতঞ্জল এই সব দর্শন শুষ্ক বোধ হয়। কাব্য অপেক্ষা গীত মনোহর। সঙ্গীতে পাষাণহৃদয় লোকও গলে যায়; কিন্তু যদিও গীতের এত আকর্ষণ, যদি সুন্দরী নারী কাছ দিয়ে চলে যায়, কাব্যও পড়ে থাকে, গীত পর্য্যন্ত ভাল লাগে না। সব মন ঐ নারীর দিকে চলে যায়। আবার যখন বুভুক্ষা হয়, ক্ষুধা পায়, কাব্য, গীত, নারী কিছুই ভাল লাগে না। অন্নচিন্তা চমৎকারা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। ইনি রসিক।

পাখোয়াজ বাঁধা হইল। নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন।

গান একটু আরম্ভ হইতে না হইতে ঠাকুর উপরের বৈঠকখানা ঘরে বিশ্রাম করিবার জন্য চলিয়া আসিলেন। সঙ্গে মাষ্টার ও শ্রীশ। বৈঠকখানা ঘর রাস্তার উপর। ঈশানের শ্বশুর ৺ক্ষেত্রনাথ চাটুয্যে মহাশয় এই বৈঠকখানা ঘর করিয়াছিলেন।

মাষ্টার শ্রীশের পরিচয় দিলেন। বলিলেন,—'ইনি পণ্ডিত ও অতিশয় শান্তপ্রকৃতি। শিশুকাল হইতে ইনি আমার সঙ্গে বরাবর পড়িয়াছিলেন। ইনি ওকালতি করেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ রকম লোকের উকিল হওয়া!

মাষ্টার। ভুলে ওঁর ও পথে যাওয়া হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি গণেশ উকিলকে দেখেছি। ওখানে (দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে) বাবুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যায়। পান্নাও যায়—সুন্দর নয়, তবে গান ভাল। আমায় কিন্তু বড় মানে, সরল।

(শ্রীশের প্রতি)। আপনি কি সার মনে করেছ?

শ্রীশ। ঈশ্বর আছেন আর তিনিই সব কর্‌ছেন। তবে তাঁর গুণ (Attributes) আমরা যা ধারণা করি তা ঠিক নয়। মানুষ তাঁর বিষয় কি ধারণা কর্‌বে। অনন্ত কাণ্ড!

শ্রীরামকৃষ্ণ। বাগানে কত গাছ, গাছে কত ডাল—এ সব হিসাবে তোমার কাজ কি? তুমি বাগানে আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও। তাঁতে ভক্তি, প্রেম হবার জন্যই মানুষ জন্ম। তুমি আম খেয়ে চলে যাও।

"তুমি মদ খেতে এসেছ, শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ এ খপরে তোমার কাজ কি। এক গেলাস হ'লেই তোমার হ'য়ে যায়। তোমার অনন্ত কাণ্ড জানবার কি দরকার।

"তাঁর গুণ কোটি বৎসর বিচার কর্‌লেও কিছু জান্‌তে পার্‌বে না।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন। ভাটপাড়ার একটী ব্রাহ্মণও বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। সংসারে কিছুই নাই। এঁর (ঈশানের) সংসার ভাল তাই,—তা না হ'লে যদি ছেলেরা রাঁড়-খোর, গাঁজাখোর, মাতাল, অবাধ্য এই সব হ'তো কষ্টের একশেষ হ'তো। সকলের ঈশ্বরের দিকে মন,—বিদ্যার সংসার এরূপ প্রায় দেখা যায় না। এরূপ দু' চারটে বাড়ী দেখ'লাম। কেবল ঝগড়া, কোঁদল, হিংসা, তারপর রোগ, শোক, দারিদ্র্য। দেখে বল্‌লাম—মা, এই বেলা মোড় ফিরিয়ে দাও। দেখ না, নরেন্দ্র কি মুস্কিলেই পড়েছে! বাপ মারা গেছে, বাড়ীতে খেতে পাচ্ছে না—কাজ কর্ম্মের এত চেষ্টা

ক'র্‌ছে, জুটছে না—এখন কি করে বেড়াচ্ছে ভাখো। মাষ্টার, তুমি আগে অতো যেতে, এখন তত যাওনা কেন? বুঝি পরিবারের সঙ্গে বেশী ভাব হয়েছে!

"তা দোষই বা কি! চারিদিকে কামিনী কাঞ্চন। তাই বলি, 'মা যদি কখনও শরীর ধারণ হয়, যেন সংসারী কোরো না।'

ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণ। কি! গৃহস্থ ধর্ম্মের সুখ্যাতি আছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, কিন্তু বড় কঠিন।

ঠাকুর অন্য কথা পাড়িতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আমরা কি অন্যায় কর্‌লাম? ওরা গাচ্চে—নরেন্দ্র গাচ্চে—আর আমরা সব পালিয়ে এলাম!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কলিতে ভক্তিযোগ। কর্ম্মযোগ নহে।

প্রায় বেলা চারিটার সময় ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। অতি কোমলাঙ্গ, অতি সন্তর্পণে তাঁহার দেহ রক্ষা হয়। তাই পথে যাইতে কষ্ট হয়—প্রায় গাড়ী না হ'লে অল্প দূরও যাইতে পারেন না। গাড়ীতে উঠিয়া ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন। তখন টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষাকাল, আকাশে মেঘ; পথে কাদা। ভক্তেরা গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে যাইতেছেন। তাঁহারা দেখিলেন, রথযাত্রা উপলক্ষে ছেলেরা তালপাতার ভেঁপু বাজাইতেছে।

গাড়ী বাটীর সম্মুখে উপনীত হইল। দ্বারদেশে গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

উপরে যাইবার সিঁড়ি। তৎপরে বৈঠকখানা। উপরে উঠিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন যে শশধর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছেন। পণ্ডিতকে দেখিয়া বোধ হইল যে তিনি যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর বলিলে বলা যায়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তিনি অতি বিনীতভাবে ভক্তিভরে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে সঙ্গে করিয়া ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

সকলেই উৎসুক যে, তাঁহার নিকটে বসেন ও তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথামৃত পান করেন! নরেন্দ্র,রাখাল,রাম, মাষ্টার ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা উপস্থিত আছেন। হাজরাও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী হইতে আসিয়াছেন।

ঠাকুর পণ্ডিতকে দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই অবস্থায় হাসিতে হাসিতে পণ্ডিতের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন, বেশ! বেশ! পরে বলিতেছেন, আচ্ছা তুমি কি রকম লেক্‌চার দাও?

শশধর। মহাশয়, আমি শাস্ত্রের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। **কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি।**—শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মের কথা আছে তার সময় কৈ? আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এ দিকে হয়ে যায়। আজকাল ফিবার মিক্‌শ্চার। কর্ম্ম কর্‌তে যদি বল,—তো নেজামুড়া বাদ দিয়ে ব'ল্‌বে। আমি লোকদের বলি, তোমাদের 'আপোধন্যন্যা' ও সব অত বল্‌তে হবে না। তোমাদের গায়ত্রী জপ্‌লেই হবে। কর্ম্মের কথা যদি একান্ত বল তবে ঈশানের মত কর্ম্মী দুই এক জনকে ব'লতে পার।

(বিষয়ী লোক ও লেক্‌চার।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাজার লেক্‌চার দাও বিষয়ী লোকদের কিছু ক'র্‌তে পারবে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে তো দেওয়ালের কিছু হবে না। তরোয়ালের চোট মারলে কুমীরের কি হবে? সাধুর কমণ্ডলু (তুম্বা) চার ধাম করে আসে কিন্তু যেমন তেঁতো তেমনি তেঁতো। তোমার লেক্‌চারে বিষয়ী লোকদের বড় কিছু হচ্ছে না। তবে তুমি ক্রমে ক্রমে জান্‌তে পার্‌বে। বাছুর একেবারে দাঁড়াতে পারে না। মাঝে মাঝে প'ড়ে যায়,আবার দাঁড়ায়, তবে তো দাঁড়াতে ও চল্‌তে শিখে।

(নবানুরাগ ও বিচার। ঈশ্বরলাভ হ'লে কর্ম্মত্যাগ। যোগ ও সমাধি।)

"কে ভক্ত কে বিষয়ী চিন্তে পার না। তা সে তোমার দোষ নয়। প্রথম ঝড় উঠ্‌লে কোন্‌টা তেঁতুল গাছ, কোন্‌টা আম গাছ বুঝা যায় না।

"ঈশ্বরলাভ না হ'লে কেউ একবারে কর্ম্মত্যাগ ক'র্‌তে পারে না। সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কত দিন? যত দিন না ঈশ্বরের নামে অশ্রু আর পুলক হয়। একবার 'ওঁ রাম!' ব'লতে যদি চক্ষে জল আসে, নিশ্চয় জেনো তোমার কর্ম্ম শেষ হ'য়েছে। আর সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কর্‌তে হবে না।

"ফল হলেই ফুল পড়ে যায়। ভক্তি—ফল; কর্ম্ম—ফুল; গৃহস্থের বউ, পেটের ছেলে হ'লে বেশী কর্ম্ম কর্‌তে পারে না। শাশুড়ী দিন দিন তার কর্ম্ম কমিয়ে দেয়। দশ মাস প'ড়লে, শাশুড়ী প্রায় কর্ম্ম ক'র্‌তে দেয় না। ছেলে হ'লে সে ঐটিকে নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে; আর কর্ম্ম ক'র্‌তে হয় না। সন্ধ্যা, গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়। যেমন ঘণ্টার শব্দ টং,—ট অ ম্‌। যোগী নাদভেদ ক'রে পরব্রহ্মে লয় হন। সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদি কর্ম্মের লয় হয়। এই রকমে জ্ঞানীদের কর্ম্মত্যাগ হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শুধু পাণ্ডিত্য মিথ্যা। সাধনা ও বিবেক বৈরাগ্য।

'সমাধি' কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবান্তর হইল। তাঁহার চন্দ্রমুখ হইতে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে। আর বাহ্যজ্ঞান নাই। মুখে একটী কথা নাই। নেত্র স্থির! নিশ্চয়ই জগতের নাথকে দর্শন করিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বালকের ন্যায় বলিতেছেন, আমি জল খাব। সমাধির পর যখন জল খাইতে চাহিতেন, তখন ভক্তেরা জানিতে পারিতেন যে, এবার ইনি ক্রমশঃ বাহ্য জ্ঞান লাভ করিবেন।

ঠাকুর ভাবে বলিতে লাগিলেন, মা! সে দিন ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখালি। তার পর আমি আবার বলেছিলাম, 'মা! আমি আর এক জন পণ্ডিতকে দেখবো'; তাই তুই আমায় এখানে এনেছিস্‌।

পরে শশধরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাবা! আর একটু বল বাড়াও। আর কিছুদিন সাধন ভজন কর। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! তবে তুমি লোকের ভালর জন্য এ সব ক'র্‌ছ।

এই বলিয়া ঠাকুর শশধরকে মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিতেছেন। আরও বলিতেছেন, "যখন প্রথমে তোমার কথা শুনলুম, জিজ্ঞাসা করলুম যে, এই পণ্ডিত কি শুধু পণ্ডিত না বিবেক-বৈরাগ্য আছে ?

[আদেশ না পেলে আচার্য্য হওয়া যায় না।]

"যে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে পণ্ডিতই নয়।

"যদি আদেশ হ'য়ে থাকে, তা'হলে লোক শিক্ষায় দোষ নাই। আদেশ পেয়ে যদি কেউ লোক-শিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না।

"বাগ্‌বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটী কিরণ আসে, তা'হলে এমন শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মত হয়ে যায় !"

"প্রদীপ জাললে বাদ্‌লে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে —ডাকতে হয় না। তেমনি যে আদেশ পেয়েছে, তার লোক ডাকতে হয় না; অমুক সময়ে লেকচার হবে ব'লে, খবর পাঠাতে হয় না। তার নিজের এমনি টান যে লোক তার কাছে আপনি আসে। তখন রাজা, বাবু, সকলে দলে দলে আসে। আর বলতে থাকে, আপনি কি লবেন ? আম, সন্দেশ, টাকা, কড়ি, শাল এই সব এনেছি, আপনি কি লবেন ? আমি সে সকল লোককে বলি, 'দূর কর— আমার ওসব ভাল লাগে না, আমি কিছু চাই না'।

"চুম্বুক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস ? বলতে হয় না,—লোহা আপনি চুম্বুক পাথরের টানে ছুটে আসে !

"এরূপ লোক পণ্ডিত নয় বটে। তা'বোলে মনে কোরো না যে, তার জ্ঞানের কিছু কমতি হয়। বই প'ড়ে কি জ্ঞান হয় ? যে আদেশ পেয়েছে, তার জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে,—ফুরায় না। ওদেশে ধান মাপবার সময়, একজন মাপে, আর একজন রাশ ঠেলে দেয়; তেমনি যে আদেশ পায়, সে যত লোক-শিক্ষা দিতে থাকে, মা আমার পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে ঠেলে দেন; সে জ্ঞান আর ফুরায় না।

"মার যদি একবার কটাক্ষ হয়, তা'হলে কি আর জ্ঞানের অভাব থাকে ? তাই জিজ্ঞাসা ক'রছি, কোন আদেশ পেয়েছ কি না ?

হাজরা। হাঁ, অবশ্য আদেশ পেয়েছেন। কেমন মহাশয়?

পণ্ডিত। না, আদেশ? তা এমন কিছু পাই নাই।

গৃহস্বামী। আদেশ পান নাই বটে,কর্ত্তব্যবোধে লেক্‌চার দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যে আদেশ পায় নাই, তার লেক্‌চার কি হবে?

"একজন (ব্রাহ্ম) লেক্‌চার দিতে দিতে ব'লেছিল, 'ভাইরে, আমি কত মদ খেতুম, হেন কর্‌তাম, তেন কর্‌তাম। এই কথা শুনে, লোক-গুলো বলাবলি কর্‌তে লাগলো, 'শালা, বলে কিরে?' 'মদ খেত!' এই কথা বলাতে উল্টো উৎপত্তি হ'ল। তাই ভাল লোক না হ'লে লেক্‌চারে কোন উপকার হয় না।

"বরিশালে বাড়ী একজন সদরওয়ালা বলেছিল, 'মহাশয় আপনি প্রচার কর্‌তে আরম্ভ করুন। তা'হলে আমিও কোমর বাঁধি। আমি বল্‌লাম, ওগো একটা গল্প শোন। ওদেশে হালদার পুকুর ব'লে একটি পুকুর আছে। যত লোক তার পাড়ে বাহ্যে ক'র্‌তো। সকাল বেলা যারা পুকুরে আস্‌তো, গালাগালে তাদের ভূত ছাড়িয়ে দিত। কিন্তু গালাগালে কোন কাজ হ'ত না, আবার তার পর দিন সকালে পাড়ে বাহ্যে ক'রেছে, লোকে দেখ্‌তো। কিছুদিন পরে কোম্পানি থেকে একজন চাপরাসী পুকুরের কাছে একটা হুকুম মেরে দিল; কি আশ্চর্য্য, একবারে বাহ্যে করা বন্ধ হ'য়ে গেল।

"তাই বল্‌ছি, হেঁজি পেঁজি লোক লেক্‌চার দিলে কিছু কাজ হয় না। চাপরাস থাক্‌লে তবে লোক মান্‌বে। ঈশ্বরের আদেশ না থাক্‌লে লোক-শিক্ষা হয় না। যে লোক-শিক্ষা দিবে, তার খুব শক্তি চাই। কলকাতায় অনেক হনুমানপুরী আছে—তাদের সঙ্গে তোমায় লড়্‌তে হবে। এরা তো (যারা চারিদিকে সভায় বসে আছে) পাঠ্‌ঠা।

"চৈতন্যদেব অবতার। তিনি যা ক'রে গেলেন তারই কি র'য়েছে বল দেখি? আর যে আদেশ পায় নাই, তার লেক্‌চারে কি উপকার হবে?

[কিরূপে আদেশ পাওয়া যায়।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই বল্‌ছি ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও। এই কথা বলিয়া ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গান গাইতেছেন।

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম-রত্নধন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ সাগরে ডুবলে মরে না;—এ যে অমৃতের সাগর।

[নরেন্দ্রকে শিক্ষা—ঈশ্বর অমৃতের সাগর।]

"আমি নরেন্দ্রকে ব'লেছিলাম—ঈশ্বর রসের সমুদ্র; তুই এ সমুদ্রে ডুব্ দিবি কি না বল্। আচ্ছা, মনে কর খুলিতে এক খুলি রস র'য়েছে, আর তুই মাছি হ'য়েছিস। কোথা ব'সে রস খাবি বল্? নরেন্দ্র ব'লে, আমি খুলির আড়ায় বসে মুখ বাড়িয়ে খা'বো; কেন না বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব! তখন আমি বল্লাম, বাবা এ সচ্চিদানন্দ-সাগর—এতে মরণের ভয় নাই, এ সাগর অমৃতের সাগর। যারা অজ্ঞান তারাই বলে যে, ভক্তি প্রেমের বাড়াবাড়ি ক'র্তে নাই। ঈশ্বরপ্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে? তাই, তোমায় বলি, সচ্চিদানন্দসাগরে মগ্ন হও।

"ঈশ্বর লাভ হ'লে ভাবনা কি? তখন আদেশও হ'বে, লোক-শিক্ষাও হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বর লাভের অনন্ত পথ। ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে কোন প্রকারে এ সাগরে পড়্তে পারলেই হ'ল। মনে কর অমৃতের একটী কুণ্ড আছে। কোন রকমে এই অমৃত একটু মুখে পড়্লেই অমর হবে;—তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড়, বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেবে একটু খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক। একই ফল। একটু অমৃত আস্বাদন করলেই অমর হবে।

"অনন্ত পথ;—তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি—যে পথ দিয়া যাও, আন্তরিক হ'লে, ঈশ্বরকে পাবে। মোটামুটি যোগ তিন প্রকার;—'জ্ঞানযোগ,' 'কর্ম্মযোগ,' আর 'ভক্তিযোগ।'

"জ্ঞানযোগ;—জ্ঞানী, ব্রহ্মকে জান্তে চায়। নেতি নেতি

বিচার করে! ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই বিচার করে। সদসৎ বিচার করে! বিচারের শেষ যেখানে সেখানে সমাধি হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

"কর্ম্মযোগ,—কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা। তুমি যা শিখাচ্ছ। "অনাসক্ত হয়ে প্রাণায়াম, ধ্যানধারণাদি কর্ম্মযোগ। সংসারী যদি অনাসক্ত হ'য়ে ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে, তাঁতে ভক্তি রেখে, সংসারের কর্ম্ম করে, সেও কর্ম্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে পূজা, জপাদি কর্ম্ম করার নামও কর্ম্মযোগ। ঈশ্বর লাভই কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য।

"ভক্তিযোগ—ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্ত্তন এই সব ক'রে, তাঁতে মন রাখা। কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম।

"কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। প্রথমতঃ, আগেই ব'লেছি, সময় কৈ? শাস্ত্রে যে সব কর্ম্ম ক'র্‌তে ব'লেছে, তার সময় কৈ? কলিতে আয়ু কম। তার পর অনাসক্ত হ'য়ে, ফলকামনা না ক'রে, কর্ম্ম করা ভারি কঠিন। ঈশ্বর লাভ না ক'রলে ঠিক অনাসক্ত হওয়া যায় না। তুমি হয় তো জান না, কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে।

"জ্ঞানযোগও এ যুগে ভারি কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ; তাতে আয়ু কম। আবার দেহবুদ্ধি কোন মতে যায় না। এ দিকে দেহবুদ্ধি না গেলে একবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী বলে, আমি সেই ব্রহ্ম; আমি শরীর নই; আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, এ সকলের পার। যদি রোগ, শোক, সুখ, দুঃখ এ সব বোধ থাকে, তুমি জ্ঞানী কেমন ক'রে হবে? এ দিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর ক'রে রক্ত পড়্‌ছে, খুব লাগছে,—অথচ ব'লছে, কৈ হাত তো কাটে নাই! আমার কি হ'য়েছে?

[জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ যুগধর্ম্ম নহে।]

"তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ! এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ আর অন্যান্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এ সব পথ ভারি কঠিন।

"ভক্তিযোগ যুগধর্ম্ম। তার এ মানে নয়, যে ভক্ত এক জায়গায় যাবে, জ্ঞানী বা কর্ম্মী আর এক জায়গায় যাবে। এর মানে যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তি পথ ধ'রেও যান,তা হ'লেও সেই জ্ঞান লাভ ক র্‌বেন। ভক্তবৎসল মনে ক'র্‌লেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন।

[ভক্তের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয় ? ভক্ত কিরূপ কর্ম্ম ও কি প্রার্থনা করে।]

"ভক্ত, ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখতে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ ক র্‌তে চায় ;—প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুসী হয়,তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন। কলকাতায় যদি কেউ একবার এসে পড়্‌তে পারে, তা হ'লে গড়ের মাঠ, সুসাইটী (Asiatic Society's Museum) সবই দেখ্‌তে পায়।

"কথাটা এই, এখন কলকাতায় কেমন ক'রে আসি।

"জগতের মাকে পেলে, ভক্তিও পাবে জ্ঞানও পাবে। জ্ঞানও পাবে ভক্তিও পাবে। ভাবসমাধিতে রূপদর্শন, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ডসচ্চিদানন্দ দর্শন হয়, তখন অহং, নাম, রূপ থাকে না।

"ভক্ত বলে, 'মা, সকাম কর্ম্মে আমার বড় ভয় হয়। সে কর্ম্মে কামনা আছে। সে কর্ম্ম ক'র্‌লেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করা কঠিন। সকাম কর্ম্ম ক'র্‌তে গেলে, তোমায় ভুলে যাবো। তবে এমন কর্ম্মে কাজ নাই। যত দিন না তোমায় লাভ ক'র্‌তে পারি, ততদিন পর্য্যন্ত যেন কর্ম্ম কমে যায়। যে টুকু কর্ম্ম থাক্‌বে, সে টুকু কর্ম্ম যেন অনাসক্ত হ'য়ে কর্‌তে পারি, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়। আর যত দিন না তোমায় লাভ ক'র্ত্তে পারি, ততদিন কোন নূতন কর্ম্ম জড়াতে মন না যায়। তবে যখন তুমি আদেশ ক'র্‌বে তখন তোমার কর্ম্ম ক'র্‌বো, নচেৎ নয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তীর্থযাত্রা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। আচার্য্যের তিন শ্রেণী।

পণ্ডিত। মহাশয়ের তীর্থে কতদূর যাওয়া হ'য়েছিল?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, কতক জায়গা দেখেছি। (সহাস্যে) হাজরা অনেক দূর গিছল; আর খুব উঁচুতে উঠেছিল। হৃষীকেশ গিছল। (সকলের হাস্য)। আমি অত দূর যাই নাই, অত উঁচুতেও উঠি নাই।

"চিল শকুনিও অনেক উচ্চে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। (সকলের হাস্য)। ভাগাড় কি জান? কামিনী ও কাঞ্চন।

"যদি এখানে ব'সে ভক্তি লাভ করতে পার, তীর্থ যাবার কি দরকার? কাশী গিয়ে দেখলাম, সেই গাছ! সেই তেঁতুলপাতা!

"তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হ'লো, তা হ'লে তীর্থ যাওয়ার আর ফল হ'ল না। আর ভক্তিই সার, এক মাত্র প্রয়োজন। চিল শকুনি কি জান? অনেক লোক আছে, তারা লম্বা লম্বা কথা কয়। আর বলে যে, শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্ম করতে বলেছে, আমরা অনেক ক'রেছি। এদিকে তাদের মন ভারি বিষয়াসক্ত—টাকা, কড়ি, মান, সম্ভ্রম, দেহের সুখ, এই সব নিয়ে ব্যস্ত।

পণ্ডিত। আজ্ঞা হাঁ। মহাশয়, তীর্থে যাওয়া যা, আর কৌস্তুভ মণি ফেলে অন্য হীরা মাণিক খুঁজে বেড়ানোও তা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর তুমি এইটী জেনো, হাজার শিক্ষা দাও—সময় না হ'লে ফল হবে না। ছেলে বিছানায় শোবার সময় মাকে ব'ল্লে, 'মা আমার যখন হাগা পাবে, তখন তুমি আমায় উঠিও।' মা ব'ল্লে, 'বাবা, হাগাই তোমাকে উঠাবে, এজন্য তুমি কিছু ভেব না' (হাস্য)।

"সেইরূপ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হওয়া ঠিক সময় হ'লেই হয়।

(পাত্রাপাত্র দেখে উপদেশ। ঈশ্বর কি দয়াময়।)

"তিন রকম বৈদ্য আছে।

"এক রকম তারা নাড়ী দেখে, ঔষধ ব্যবস্থা ক'রে চলে যায়। রোগীকে কেবল ব'লে যায়, ঔষধ খেয়ো হে। এরা অধম থাকের বৈদ্য।

"সেইরূপ কতকগুলি আচার্য্য উপদেশ দিয়ে যায়, কিন্তু উপদেশে লোকের ভাল হ'ল কি মন্দ হ'ল তা দেখে না। তার জন্য ভাবে না।

"কতকগুলি বৈদ্য আছে, তারা ঔষধ ব্যবস্থা করে রোগীকে ঔষধ খেতে বলে। রোগী যদি খেতে না চায়, তাকে অনেক বুঝায়। এরা মধ্যম থাকের বৈদ্য। সেইরূপ মধ্যম থাকের আচার্য্যও আছে। তাঁরা উপদেশ দেন, আবার অনেক ক'রে লোকদের বুঝান যা'তে তারা উপদেশ অনুসারে চলে।

"আবার উত্তম বৈদ্য আছে। মিষ্ট কথাতে রোগী না বুঝে, তারা জোর পর্য্যন্ত করে। দরকার হয়, রোগীর বুকে হাটু দিয়ে রোগীকে ঔষধ গিলিয়ে দেয়। সেইরূপ উত্তম থাকের আচার্য্য আছে। তাঁরা ঈশ্বরের পথে আনবার জন্য শিষ্যদের উপর জোর পর্য্যন্ত করেন।

পণ্ডিত। মহাশয়, যদি উত্তম থাকের আচার্য্য থাকেন, তবে কেন আপনি, সময় না হ'লে জ্ঞান হয় না, একথা ব'ল্লেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সত্য বটে। কিন্তু মনে কর, ঔষধ যদি পেটে না যায়—যদি মুখ থেকে গড়িয়ে যায়, তা হ'লে বৈদ্য কি ক'রবে? উত্তম বৈদ্যও কিছু ক'রতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। পাত্র দেখে উপদেশ দিতে হয়। তোমরা পাত্র দেখে উপদেশ দাও না। আমার কাছে কেহ ছোক্‌রা এলে আগে জিজ্ঞাসা করি, 'তোর কে আছে?' মনে কর, বাপ নাই, হয় তো বাপের ঋণ আছে, সে কেমন ক'রে ঈশ্বরে মন দিবেক? শুন্‌ছো বাপু?

পণ্ডিত। আজ্ঞা হাঁ, আমি সব শুন্‌ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। একদিন ঠাকুরবাড়ীতে কতকগুলি শিখ সিপাহি এসেছিল। মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে তাদের সঙ্গে দেখা হ'ল। একজন ব'ল্লে, 'ঈশ্বর দয়াময়'। আমি বল্লাম, 'বটে? সত্য না কি? কেমন ক'রে জান্‌লে?' তারা বল্লে, 'কেন মহারাজ, ঈশ্বর আমাদের খাওয়াচ্ছেন,—এত যত্ন ক'চ্ছেন। আমি ব'ল্লাম, সে কি আশ্চর্য্য?

ঈশ্বর যে সকলের বাপ! বাপ ছেলেকে দেখবে না ত কে দেখবে? ওপাড়ার লোক এসে দেখবে না কি?

নরেন্দ্র। তবে দয়াময় ব'লবো না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে কি দয়াময় বলতে বারণ করছি? আমার বলবার মানে এই যে, ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক, পর নন।

পণ্ডিত। কথা অমূল্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোর গান শুনছিলুম—কিন্তু ভাল লাগলো না। তাই উঠে গেলুম। বললুম্ উমেদারি অবস্থা— ন আলুনি বোধ হলো।

নরেন্দ্র লজ্জিত হইলেন, মুখ ঈষৎ আরক্তিম হইল। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

ঠাকুর জল খাইতে চাহিলেন। তাঁহার কাছে এক গ্লাস জল রাখা হইয়াছিল, সে জল খাইতে পারিলেন না, আর এক গ্লাস আনিতে বলিলেন। পরে শুনা গেল কোনও ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি ঐ জল স্পর্শ করিয়াছিল।

পণ্ডিত (হাজরার প্রতি)। আপনারা ইঁহার সঙ্গে রাত দিন থাকেন—আপনারা মহানন্দে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। আজ আমার খুব দিন! আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখলাম (সকলের হাস্য)। দ্বিতীয়ার চাঁদ কেন বললুম জান? সীতা রাবণকে ব'লেছিলেন, রাবণ পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ। রাবণ মানে বুঝ্তে পারে নাই, তাই ভারি খুসি। সীতার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যত দূর হবার হ'য়েছে, এইবার দিন দিন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে। রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ, তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে।

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। বন্ধুবান্ধব সঙ্গে পণ্ডিত ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে ঈশানের বাটীতে ফিরিলেন। সন্ধ্যা হয় নাই। ঈশানের নীচের বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। ভক্তেরা কেহ কেহ আছেন। ভাগবতের পণ্ডিত, ঈশান, ঈশানের ছেলেরা উপস্থিত আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। শশধরকে বল্লাম, গাছে না উঠ্‌তে এক কাঁদি—আরও কিছু সাধন ভজন কর, তার পর লোক-শিক্ষা দিও।

ঈশান। সকলেই মনে করে যে আমি লোক-শিক্ষা দিই। জোনাকি পোকা মনে করে আমি জগৎকে আলোকিত করছি। তা এক জন বলেছিল, 'হে জোনাকি পোকা, তুমি আবার আলো কি দেবে!—ওহে তুমি অন্ধকার আরও প্রকাশ করছো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাস্য করিয়া)। কিন্তু শুধু পণ্ডিত নয়;—একটু বিবেক বৈরাগ্য আছে।

ভাটপাড়ার ভাগবতের পণ্ডিতটিও এখনও বসিয়া আছেন। বয়স ৭০।৭৫ হইবে। তিনি ঠাকুরকে একদৃষ্টে দেখিতেছিলেন।

ভাগবতপণ্ডিত (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আপনি মহাত্মা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে নারদ, প্রহ্লাদ, শুকদেব এদের ব'ল্‌তে পারেন, আমি আপনার সন্তানের ন্যায়।

"তবে এক হিসাবে ব'লতে পারেন। এম্নি আছে যে ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড—কেন না ভক্ত ভগবানকে হৃদয়ে ব'য়ে নিয়ে বেড়ায়। (সকলের আনন্দ)। ভক্ত 'মোরে দেখে হীন, আপনাকে দেখে বড।' যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধতে গিছ্‌লেন। যশোদার বিশ্বাস, আমি কৃষ্ণকে না দেখ্‌লে তাকে কে দেখ্‌বে। কখন ও ভগবান চুম্বুক, ভক্ত ছুঁচ,—ভগবান আকর্ষণ ক'রে ভক্তকে টেনে লন। আবার কখনও ভক্ত চুম্বুক পাথর হন, ভগবান ছুঁচ হন, ভক্তের এত আকর্ষণ, যে তার প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে ভগবান তার কাছে গিয়ে পড়েন।

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। নীচের বৈঠকখানার

দক্ষিণদিকের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ঈশান* প্রভৃতি ভক্তরাও দাঁড়াইয়া আছেন। ঈশানকে কথাচ্ছলে অনেক উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)। সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে সে বীরভক্ত। ভগবান বলেন, যে সংসার ছেড়ে দিয়েছে সে'ত আমায় ড কবেই, আমার সেবা ক'রবেই—তার আর বাহাদুরী কি? সে যদি আমায় না ডাকে সকলে ছিছি ক'র্‌বে। আর যে সংসারে থেকে তাঁকে ডাকে—বিশ মণ পাথর ঠেলে যে আমায় দেখে সেইই ধন্য, সেইই বাহাদুর—সেইই বীরপুরুষ।

ভাগবত-পণ্ডিত। শাস্ত্রে ত ঐ কথাই আছে। ধর্ম্মব্যাধের কথা আর পতিব্রতার কথা। তপস্বী মনে ক'রেছিল যে আমি কাক আর বককে ভস্ম ক'রেছি অতএব আমি খুব উচু হ'য়েছি। সে পতিব্রতার বাড়ী গিছলো। তার স্বামীর উপর এত ভক্তি যে দিনরাত স্বামীর সেবা ক'রত। স্বামী বাড়ীতে এলে পা ধোবার জল দিত; এমন কি মাথার চুল দিযে তার পা পুঁছে দিত। তপস্বী অতিথি, ভিক্ষা পাওয়ায় দেরী হচ্ছিল তাই চেঁচিয়ে বলেছিল যে, তোমাদের ভাল হ'বে না। পতিব্রতা অমনি দূর থেকে বোল্‌লে, এ তো কাকী বকী ভস্ম করা নয়! একটু দাঁড়াও ঠাকুর, আমি স্বামীর সেবা ক'রে তোমার পূজা ক'রছি।

"ধর্ম্মব্যাধের কাছে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য গিছলো। ব্যাধ পশুর মাংস বিক্রী করতো কিন্তু রাতদিন ঈশ্বর জ্ঞানে বাপ মার সেবা ক'রতো। যে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য তার কাছে গিছলো সে দেখে অবাক,—ভাবতে লাগলো, 'এ ব্যাধ মাংস বিক্রী করে, আর সংসারী লোক। এ আবার আমায় কি ব্রহ্মজ্ঞান দিবে। কিন্তু সেই ব্যাধ পূর্ণ জ্ঞানী।

ঠাকুর এইবার গাড়ীতে উঠিবেন। পাশের বাড়ীর (ঈশানের শ্বশুর বাড়ীর) দরোজায় দাঁড়াইয়াছেন। ঈশান ও ভক্তেরা কাছে দাঁড়াইয়া আছেন—তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবেন। ঠাকুর আবার কথাচ্ছলে ঈশানকে উপদেশ দিচ্ছেন—"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে র'য়েছে। বালিতে চিনিতে মিশান—পিঁপড়ে হ'য়ে—চিনিটুকু নেবে।

"জলেদুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দরস আর বিষয় রস! হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ ক'রবে।

"আর পানকৌটির মত। গায়ে জল লাগছে ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত। পাঁকে থাকে কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।

"গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে।

ঠাকুর গাড়ীতে উঠিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিতেছেন।

প্রথম ভাগ-দ্বাদশ খণ্ড।

সিঁতিব্রাহ্মসমাজ পুনর্ব্বার দর্শন ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি ব্রাহ্ম-ভক্তদিগকে উপদেশ ও তাঁহাদের সহিত আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ 'সমাধি মন্দিরে'।

আবার ব্রাহ্মভক্তেরা সিঁতির ব্রাহ্মসমাজে মিলিত হইলেন। ৺কালী পূজার পর দিন, কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি, ১৯এ অক্টোবর ১৮৮৪। এবার শরতের মহোৎসব। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যানবাটীতে আবার ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইল। প্রাতঃকালের উপাসনাদি হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বেলা সাড়ে চারিটার সময় আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহার গাড়ী বাগানের মধ্যে দাঁড়াইল। অমনি দলে দলে ভক্ত মণ্ডলাকারে তাঁহাকে ঘেরিতে লাগিলেন। প্রথম প্রকোষ্ঠ মধ্যে সমাজের বেদী রচনা হইয়াছে। সম্মুখে দালান। সেই দালানে ঠাকুর উপবেশন করিলেন। অমনি ভক্তগণ চারিধারে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। বিজয়, ত্রৈলোক্য, ও অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্ত উপস্থিত। তন্মধ্যে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত একজন সদরওয়ালাও (Sub-judge) আছেন।

সমাজগৃহ মহোৎসব উপলক্ষে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। কোথাও নানাবর্ণের পতাকা; মধ্যে মধ্যে হর্ম্ম্যোপরি বা বাতায়নপথে নয়নরঞ্জন, সুন্দর পাদপ-বিভ্রমকারী বৃক্ষপল্লব। সম্মুখে পূর্ব্বপরিচিত সেই সরোবরের স্বচ্ছসলিল মধ্যে শরতের সুনীল নভোমণ্ডল প্রতিভাসিত হইতেছে। উদ্যানস্থিত রাঙ্গা রাঙ্গা পথগুলির দুই পার্শ্বে সেই পূর্ব্বপরিচিত ফল-পুষ্পের বৃক্ষশ্রেণী। আজ ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেই বেদধ্বনি ভক্তেরা আবার শুনিতে পাইবেন—যে ধ্বনি আর্য্যঋষিদের মুখ হইতে বেদাকারে এককালে বহির্গত হইয়াছিল—যে ধ্বনি আর একবার নরকপধারী পরমসন্ন্যাসী, ব্রহ্মগতপ্রাণ, জীবের দুঃখে কাতর, ভক্তবৎসল, ভক্তাবতার, হরিপ্রেমবিহ্বল, ঈশার মুখে তাঁহার দ্বাদশ শিষ্য সেই নিরক্ষর মৎস্যজীবিগণ শুনিয়াছিলেন, যে ধ্বনি পুণ্যক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকারে এককালে বহির্গত হইয়াছিল—সারথিবেশধারী মানবাকার সচ্চিদানন্দগুরু প্রমুখাৎ যে মেঘগম্ভীর ধ্বনি মধ্যে বিনয়নম্র, ব্যাকুল 'গুড়াকেশ' কৌন্তেয় এই কথামৃত পান করিয়াছিলেন, যথা—

কবিং পুরাণম্ অনুশাসিতারম্, অণোরণীয়ান্ সমনুস্মরেৎ যঃ
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
প্রয়াণ-কালে মনসাঽচলেন, ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি, বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসন গ্রহণ করিয়া সমাজের সুন্দররচিত বেদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই অমনি নতশির হইয়া প্রণাম করিলেন। বেদী হইতে শ্রীভগবানের কথা হয়—তাই তিনি দেখিতেছেন যে, বেদীক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র। দেখিতেছেন, এখানে অচ্যুতের কথা হয়, তাই সর্ব্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। আদালতগৃহ দেখিলে মোকর্দ্দমা মনে পড়ে ও জজ মনে পড়ে, সেইরূপ এই হরিকথার স্থান দেখিয়া তাঁহার ভগবানের উদ্দীপন হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য গান গাহিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, হাঁগা, ঐ গানটী তোমার বেশ, 'দে মা পাগল ক'রে,' ঐটী গাও না। তিনি গাহিতেছেন,—

গান। আমায় দে মা পাগল ক'রে (ব্রহ্মময়ী)। আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে॥ তোমার প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা, ওমা ভক্তচিত্ত-হরা ডুবাও প্রেমসাগরে॥ তোমার এ পাগলা-গারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে, কেহ নাচে আনন্দ ভরে, ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য, হায় কবে হব মা ধন্য, (ওমা) মিশে তার ভিতরে। স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা, প্রেমের খেলা কে বুঝিতে পারে। তুই প্রেমে উন্মাদিনী, ওমা পাগলের শিরোমণি, প্রেমধনে কর মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে॥

গান শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। একবারে সমাধিস্থ—'উপেক্ষিয়া মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্বিংশ তত্ত্ব, সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব দেখি আপনি আপনে।' কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সমস্তই যেন পুঁছিয়া গিয়াছে। দেহমাত্র চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বিদ্যমান। একদিন ভগবান্ পাণ্ডবনাথের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যুধিষ্ঠির প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণগতান্তরাত্মা পাণ্ডবগণ কাঁদিয়াছিলেন। তখন আর্য্যকুলগৌরব ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত থাকিয়া অন্তিমকালে ভগবানের ধ্যাননিরত ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সবে সমাপ্ত হইয়াছে। সহজেই কাঁদিবার দিন। শ্রীকৃষ্ণের এই সমাধিপ্রাপ্ত অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া পাণ্ডবেরা কাঁদিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, তিনি বুঝি দেহত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হরিকথাপ্রসঙ্গে। ব্রহ্মসমাজে নিরাকার বাদ।

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবাবস্থায় ব্রাহ্মভক্তদের উপদেশ দিতেছেন। এই ঈশ্বরীয় ভাব খুব ঘনীভূত; যেন বক্তা মাতাল হইয়া কি বলিতেছেন। ভাব ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, অবশেষে পূর্ব্বের ঠিক সহজাবস্থা।

['আমি সিদ্ধি খাব'। গীতা ও অষ্টসিদ্ধি। ঈশ্বরলাভ কি ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)। মা ! কারণানন্দ চাই না। সিদ্ধি খাব।

"সিদ্ধি কি না বস্তু লাভ। 'অষ্টসিদ্ধি'র সিদ্ধি নয়। সে (অণিমা লঘিমাদি) সিদ্ধির কথা কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ব'লেছিলেন, 'ভাই, যদি দেখ যে, অষ্টসিদ্ধির একটা সিদ্ধি কারও আছে, তা'হলে জেনো যে, সে ব্যক্তি আমাকে পাবে না। কেন না, সিদ্ধি থাক্‌লেই অহঙ্কার থাক্‌বে, আর অহঙ্কারের লেশ থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

"আর এক আছে, প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ। যে ব্যক্তি সবে ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছে, সে প্রবর্ত্তকের থাক্। প্রবর্ত্তক ফোঁটা কাটে, তিলক মালা পরে, বাহিরে খুব আচার করে। সাধক, আরো এগিয়ে গেছে; তার লোক দেখান ভাব কমে যায়। সাধক ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়, আন্তরিক তাঁকে ডাকে, তাঁর নাম করে, তাঁকে সরলান্তঃকরণে প্রার্থনা করে। সিদ্ধ কে ? যাঁর নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয়েছে, যে ঈশ্বর আছেন, আর তিনিই সব ক'র্‌ছেন যিনি ঈশ্বরকে দর্শন ক'র্‌ছেন। 'সিদ্ধের সিদ্ধ' কে ? যিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন। শুধু দর্শন নয়; কেউ পিতৃভাবে, কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ মধুর ভাবে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন।

"কাঠে আগুন নিশ্চিত আছে, এই বিশ্বাস; আর কাঠ থেকে আগুন বার ক'রে ভাত রেঁধে খেয়ে, শান্তি আর তৃপ্তিলাভ করা; দুটী ভিন্ন জিনিষ।

"ঈশ্বরীয় অবস্থার ইতি করা যায় না। তারে বাড়া, তারে বাড়া, আছে।

[বিষয়ীর ঈশ্বর। ব্যাকুলতায় ঈশ্বরলাভ। দৃঢ় হও।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)। এরা ব্রহ্মজ্ঞানী, নিরাকারবাদী। তা বেশ।

(ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি)। একটাতে দৃঢ় হও, হয় সাকারে নয় নিরাকারে। তবে ঈশ্বর লাভ হয়, নচেৎ হয় না। দৃঢ় হলে সাকারবাদীও ঈশ্বর লাভ করবে, নিরাকারবাদীও করবে। মিছরীর রুটী সিদে ক'রে খাও, আর আড় ক'রে খাও, মিষ্টি লাগ্‌বে। (সকলের হাস্য)।

"কিন্তু দৃঢ় হ'তে হবে; ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাক্‌তে হইবে। বিষ-

রীর ঈশ্বর কিরূপ জান? যেমন খুড়ী জেটীর কোঁদল শুনে ছেলেরা খেলা করবার সময় পরস্পর বলে, 'আমার ঈশ্বরের দিব্য।' আর যেমন কোন ফিট্ বাবু, পান চিবুতে চিবুতে, হাতে ষ্টিক্ (stick) ক'রে, বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটী ফুল তুলে বন্ধুকে বলে; 'ঈশ্বর কি beautiful ফুল করেছেন!' কিন্তু এ বিষয়ীর ভাব ক্ষণিক, যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে।

"একটার উপর দৃঢ় হ'তে হবে। ডুব দাও। না দিলে সমুদ্রের ভিতর রত্ন পাওয়া যায় না। জলের উপর কেবল ভাস্‌লে পাওয়া যায় না।

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, যে গানে কেশবাদি ভক্তদের মন মুগ্ধ করিতেন, সেই গান—সেই মধুর কণ্ঠে—গাইতেছেন। সকলের বোধ হইতেছে, যেন স্বর্গধামে বা বৈকুণ্ঠে বসিয়া আছেন।

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন। (৭৫ পৃষ্ঠা)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে। ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ডুব দাও। ঈশ্বরকে ভালবাস্‌তে শেখ। তাঁর প্রেমে মগ্ন হও। দেখ, তোমাদের উপাসনা শুনেছি। কিন্তু তোমাদের ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অত বর্ণনা কর কেন? 'হে ঈশ্বর, তুমি আকাশ করিয়াছ, বড় বড় সমুদ্র করিয়াছ, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, নক্ষত্র লোক, সব করেছো', এ সব কথা আমাদের অতো কাজ কি?

"সব লোক বাবুর বাগান দেখেই অবাক—কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ভিতর ছবি, এই সব দেখেই অবাক। কিন্তু কই, বাগানের মালিক যে বাবু, তাঁকে খোঁজে ক'জন? বাবুকে খোঁজে দুই এক জনা। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়, যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কহিছি। সত্য বলছি দর্শন হয়।

"একথা কাকেই বা বলছি, কে বা বিশ্বাস করে।

[শাস্ত্র না প্রত্যক্ষ (The Law of Revelation) ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ। শাস্ত্রের ভিতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? শাস্ত্র পড়ে হদ্দ অস্তিমাত্র বোধ হয়। কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না। ডুব দেবার পর, তিনি নিজে জানিয়ে দিলে তবে সন্দেহ দূর হয়। বই হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হ'য়ে তাতে ডুব না দিলে তাঁকে ধ'রতে পারবে না। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভোলাতে পার্‌বে, কিন্তু তাঁকে পারবে না।

"শাস্ত্র, বই, শুধু এ সব তাতে কি হবে? তাঁর কৃপা না হ'লে কিছু হবে না, যাতে তাঁর কৃপা হয়, ব্যাকুল হয়ে তার চেষ্টা করো। কৃপা হ'লে তাঁর দর্শন হবে। তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কইবেন।

[ব্রাহ্মসমাজ ও সাম্য 'ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ']

সদরওয়ালা। মহাশয়, তাঁর কৃপা কি একজনের উপর বেশী আর এক জনের উপর কম? তা হ'লে যে ঈশ্বরের বৈষম্য-দোষ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি! ঘোড়াটাও টা আর সরাটাও টা! তুমি যা ব'লছো ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ঐ কথা ব'লেছিল। বলেছিল, মহাশয়, তিনি কি কাকে বেশী শক্তি দিয়েছেন, কাকে কম দিয়েছেন? আমি ব'ল্লাম, বিভুরূপে তিনি সকলের ভিতর আছেন—আমার ভিতরেও যেমনি পিঁপ্‌ড়েটীর ভিতরেও তেমনি। কিন্তু শক্তিবিশেষ আছে। যদি সকলেই সমান হ'বে তবে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নাম শুনে তোমায় আমরা কেন দেখ্‌তে এসেছি? তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে? তা নয়, তুমি দয়ালু, তুমি পণ্ডিত, এই সব গুণ তোমার অপরের চেয়ে আছে, তাই তোমার এত নাম। দেখ না, এমন লোক আছে যে একলা একশো লোককে হারাতে পারে, আবার এমন আছে, একজনের ভয়ে পালায়।

"যদি শক্তিবিশেষ না হয়, লোকে কেশবকে এতো মানতো কেন?

"গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে মানে—তা বিদ্যার জন্যই হউক, বা গাওনা বাজনার জন্যই হউক, বা লেক্‌চার (Lecture) দেবার জন্যই হউক, বা আর কিছুর জন্যই হউক—নিশ্চিত জেনো যে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।

ব্রাহ্মভক্ত (সদরওয়ালার প্রতি)। যা ব'লছেন মেনে নেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মভক্তের প্রতি)। তুমি কি রকম লোক। কথায় বিশ্বাস না ক'রে শুধু মেনে লওয়া। কপটতা। তুমি ঢং কাচ দেখছি। ব্রাহ্মভক্তটী অতিশয় লজ্জিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মসমাজ, কেশব ও নির্লিপ্ত সংসার সংসার ত্যাগ।

[পূর্ব্বকথা—কেশবকে শিক্ষা—নির্জ্জনে সাধন। জ্ঞানের লক্ষণ]

সদরওয়ালা। মহাশয়, সংসার কি ত্যাগ ক'র্‌তে হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না,তোমাদের ত্যাগ কেন ক'রতে হবে ? সংসারে থেকেই হ'তে পারে। তবে আগে দিন কতক নির্জ্জনে থাক্‌তে হয়। নির্জ্জনে থেকে ঈশ্বরের সাধনা ক'র্‌তে হয়। বাড়ীর কাছে এমন একটি আড্ডা ক'রতে হয়, যেখানে থেকে বাড়ীতে এসে অমনি একবার ভাত খেয়ে যেতে পার। কেশব সেন, প্রতাপ, এরা সব ব'লেছিল, মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত। আমি বল্লুম, জনক রাজা অমনি মুখে বল্লেই হওয়া যায় না। জনক রাজা হেট-মুণ্ড হ'য়ে আগে নির্জ্জনে কত তপস্যা ক'রেছিল ! তোমরা কিছু কর, তবে তো 'জনক রাজা' হবে। অমুক খুব তর তর ক'রে ইংরাজি লিখ্‌তে পারে ; তা কি একেবারেই লিখ্‌তে পেরেছিল ? সে গরিবের ছেলে, আগে একজনের বাড়ীতে থেকে তাদের বেঁধে দিতো, আর দুটী দুটী খেতো, অনেক কষ্টে লেখা পড়া শিখেছিলো, তাই এখন তর তর ক'রে লিখ্‌তে পারে।

"কেশবসেনকে আরও ব'লেছিলুম, নির্জ্জনে না গেলে, শক্ত রোগ সারবে কেমন ক'রে ? রোগটী হ'চ্ছে বিকার। আবার যে ঘরে বিকারী রোগী, সেই ঘরেই আচার তেঁতুল আর জলের জালা। তা রোগ সারবে কেমন ক'রে ? আচার তেঁতুল—এই দেখো,ব'ল্‌তে ব'লতে আমার মুখে জল এসেছে। (সকলের হাস্য)। সম্মুখে

থাকলে কি হয়, সকলেই তো জান। মেয়েমানুষ পুরুষের পক্ষে এই আচার তেঁতুল। ভোগ-বাসনা জলের জালা, বিষয়-তৃষ্ণার শেষ নাই, আর এই বিষয় রোগীর ঘরে!

"এতে কি বিকার রোগ সারে? দিন কতক ঠাঁইনাড়া হ'য়ে থাক্‌তে হয়, যেখানে আচার তেঁতুল নাই, জলের জালা নাই। তার-পর নীরোগ হ'য়ে আবার সেই ঘরে এলে আর ভয় নাই। তাঁকে লাভ ক'রে সংসারে এসে থাকলে, আর কামিনী কাঞ্চনে কিছু ক'র্‌তে পারে না। তখন জনকের মত নির্লিপ্ত হ'তে পার্‌বে। কিন্তু প্রথমাবস্থায় সাবধান হওয়া চাই। খুব নির্জ্জনে থেকে সাধন করা চাই। অশ্বত্থগাছ যখন চারা থাকে, তখন চারিদিকে বেড়া দেয়, পাছে ছাগল গরুতে নষ্ট করে। কিন্তু গুঁড়ি মোটা হ'লে আর বেড়াব দরকার থাকে না। হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছু কর্‌তে পারে না। যদি নির্জ্জনেতে সাধন ক'রে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি ক'রে, বল বাড়িয়ে, বাড়ী গিয়ে সংসার কর, কামিনী-কাঞ্চনে তোমার কিছু ক'র্‌তে পারবে না।

"নির্জ্জনে দৈ পেতে মাখন তুল্‌তে হয়। জ্ঞানভক্তি রূপ মাখন যদি একবার মন রূপ দুধ থেকে তোলা হয়, তা'হলে সংসাররূপ জলের উপর রাখ্‌লে নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাস্‌বে। কিন্তু মনকে কাঁচা অবস্থায়—দুধের অবস্থায়, যদি সংসাররূপ জলের উপর রাখ, দুধে জলে মিশিয়ে যাবে। তখন আর মন নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাস্‌তে পার্‌বে না।

"ঈশ্বর লাভের জন্য সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাক্‌বে, আর এক হাতে কাজ ক'র্‌বে। যখন কাজ থেকে অব-সর হবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাক্‌বে, তখন নির্জ্জনে বাস ক'র্‌বে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা ক'র্‌বে।

সদরওয়ালা (আনন্দিত হইয়া)। মহাশয়, এ অতি সুন্দর কথা। নির্জ্জনে সাধন চাই বই কি! ঐটী আমরা ভুলে যাই। মনে করি একবারে জনকরাজা হ'য়ে প'ড়েছি! (শ্রীরামকৃষ্ণের ও সকলের হাস্য)! সংসারত্যাগের যে প্রয়োজন নাই, বাড়ীতে থেকেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, এ কথা শুনেও আমার শান্তি ও আনন্দ হ'লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ত্যাগ তোমাদের কেন ক'রতে হবে? যে কালে যুদ্ধ ক'রতেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, খিদে তৃষ্ণা এ সবের সঙ্গে যুদ্ধ, ক'রতে হবে। এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়তো খেতেই পেলে না। তখন ঈশ্বর টীশ্বর সব ঘুরে যাবে। একজন তার মাগ্‌কে ব'লেছিল, 'আমি সংসার ত্যাগ ক'রে চল্লুম'। মাগটী একটু জ্ঞানী ছিল। সে বল্লে, 'কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্য দশ ঘরে যেতে না হয়, তবে যাও। তা যদি হয়, এই এক ঘরই ভাল।'

"তোমরা ত্যাগ কেন ক'রবে? বাড়ীতে বরং সুবিধা। আহারের জন্য ভাব্‌তে হবে না। সহবাস স্বদারার সঙ্গে, তাতে দোষ নাই। শরীরের যখন যেটী দরকার, কাছেই পাবে। রোগ হ'লে সেবা কর্‌বার লোক কাছে পাবে।

"জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ জ্ঞানলাভ ক'রে সংসারে ছিলেন। এঁরা দুখানা তরবার ঘুরাতেন। একখান জ্ঞানের, একখান কর্ম্মের।

সদরওয়ালা। মহাশয়! জ্ঞান হ'য়েছে তা কেমন ক'রে জান্‌বো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞান হ'লে তাঁকে (ঈশ্বরকে) আর দূরে দেখায় না। তিনি আর তিনি বোধ হয় না। তখন ইনি। হৃদয় মধ্যে তাঁকে দেখা যায়। তিনি সকলেরই ভিতর আছেন, যে খুঁজে সেই পায়।

সদরওয়ালা। মহাশয়! আমি পাপী, কেমন করে বলি যে, তিনি আমার ভিতরে আছেন?

[ব্রাহ্মসমাজ, খ্রীষ্টধর্ম্ম ও পাপবাদ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঐ তোমাদের পাপ আর পাপ। এ সব বুঝি খ্রীষ্টানি মত? আমায় একজন একখানি বই (Bible) দিলে। একটু পড়া শুনলাম; তা তাতে কেবল ঐ এক কথা। পাপ আর পাপ। আমি তাঁর নাম ক'রেছি, ঈশ্বর কি রাম কি হরি ব'লেছি—আমার আবার পাপ! এমন বিশ্বাস থাকা চাই। নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাস থাকা চাই।

সদরওয়ালা। মহাশয়! কেমন ক'রে ঐ বিশ্বাস হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁতে অনুরাগ কর। তোমাদেরই গানে আছে, 'প্রভু! বিনে অনুরাগ, ক'রে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা!'

যাতে এরূপ অনুরাগ, এরূপ ঈশ্বরে ভালবাসা হয়, তার জন্য তাঁর কাছে গোপনে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, আর কাঁদ। মাগের ব্যামো হ'লে, কি টাকা লোকসান হ'লে, কি কর্ম্মের জন্য, লোকে এক ঘটী কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে বল দেখি?

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"আম্মোক্তারী দাও।" গৃহস্থের কর্ত্তব্য কত দিন?

নৈলোক্য। মহাশয়, এদের সময় কই, ইংরেজের কর্ম্ম করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, তাঁকে আম্মোক্তারী দাও। ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভার দেয়, সে লোক কি তার মন্দ করে? তাঁর উপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাক। তিনি যা কাজ ক'র্ত্তে দিয়েছেন, তাই ক'রো।

"বিড়ালছানার পাটওয়ারি বুদ্ধি নাই। মা মা করে। মা যদি হেঁসালে রাখে সেইখানেই প'ড়ে আছে। কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে। মা যখন গৃহস্থের বিছানায় রাখে, তখনও সেই ভাব। মা মা করে।

সদর। আমরা গৃহস্থ, কত দিন এ সব কর্ত্তব্য ক'রতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমাদের কর্ত্তব্য আছে বৈ কি? ছেলেদের মানুষ করা। স্ত্রীকে ভরণপোষণ ক'রতে, তোমার অবর্ত্তমানে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের যোগাড় ক'রে রাখ্‌তে,হবে। তা যদি না কর,তুমি নির্দ্দয়। শুকদেবাদি দয়া রেখেছিলেন। দয়া যার নাই, সে মানুষই নয়।

সদরওয়ালা। সন্তান প্রতিপালন কত দিন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত। পাখী বড় হ'লে যখন সে আপনার ভার নিতে পারে, তখন তাকে ধাড়ী ঠোক্‌রায়, কাছে আস্‌তে দেয় না। (সকলের হাস্য)।

সদরওয়ালা। স্ত্রীর প্রতি কিকর্ত্তব্য?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে ধর্ম্মোপদেশ দেবে,

ভরণ পোষণ ক'রবে। যদি সতী হয়, তোমার অবর্ত্তমানে তার খাবার যোগাড় ক'রে রাখতে হবে।

"তবে জ্ঞানোন্মাদ হ'লে আর কর্ত্তব্য থাকে না। তখন কালকার জন্য তুমি না ভাবলে ঈশ্বর ভাবেন। জ্ঞানোন্মাদ হ'লে তোমার পরিবারদের জন্য তিনি ভাব্‌বেন। যখন জমীদার নাবালক ছেলে রেখে ম'রে যায়, তখন অছী সেই নাবালকের ভার লয়। এ সব আইনের ব্যাপার, তুমি তো সব জানো?" সদর। আজ্ঞা হাঁ।

বিজয় গোস্বামী। আহা! আহা! কি কথা! যিনি অনন্যমন হ'য়ে তাঁর চিন্তা করেন, যিনি তাঁর প্রেমে পাগল, তাঁর ভার ভগবান্ নিজে বহন করেন! নাবালকের অমনি 'অছী এসে জোটে! আহা কবে সেই অবস্থা হবে? যাঁদের হয় তাঁরা কি ভাগ্যবান!

ত্রৈলোক্য। মহাশয়, সংসারে যথার্থ কি জ্ঞান হয়? ঈশ্বর লাভ হয়? শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) কেন গো তুমি তো সারে মাতে আছো। (সকলের হাস্য)। ঈশ্বরে মন রেখে সংসারে আছো তো। কেন সংসারে হবে না? অবশ্য হবে।

(সংসারে জ্ঞানীর লক্ষণ, ঈশ্বরলাভের লক্ষণ। জীবন্মুক্ত।)

ত্রৈলোক্য। সংসারে জ্ঞান লাভ হ'যেছে, তার লক্ষণ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হরিনামে ধারা আর পুলক। তাঁর মধুর নাম শুনেই শরীর রোমাঞ্চ হবে, আর চক্ষু দিয়ে ধারা বেয়ে প'ড়্‌বে।

"যতক্ষণ বিষয়াসক্তি থাকে, কামিনী-কাঞ্চনে ভালবাসা থাকে, ততক্ষণ দেহবুদ্ধি যায় না। বিষয়াসক্তি যত কমে, ততই আত্মজ্ঞানের দিকে চ'লে যেতে পারা যায়, আর দেহবুদ্ধি কমে। বিষয়াসক্তি একবারে চলে গেলে আত্মজ্ঞান হয়, তখন আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয়। নারিকেলের জল না শুকুলে, দা দিয়ে কেটে শাঁস আলাদা মালা আলাদা করা কঠিন হয়। জল যদি শুকিয়ে যায়, তা হ'লে নড় নড় করে; শাঁস আলাদা হয়ে যায়। একে বলে খোড়ো নারিকেল।

"ঈশ্বর লাভ হ'লে লক্ষণ এই যে, সে ব্যক্তি খোড়ো নারিকেলের মত হ'য়ে যায়—দেহাত্মবুদ্ধি চ'লে যায়। দেহের সুখ দুঃখে তার

সুখ দুঃখ বোধ হয় না। সে ব্যক্তি দেহের সুখ চায় না। জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়ায়।

'কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়।'

"যখন দেখ্‌বে, ঈশ্বরের নাম ক'রতেই অশ্রু আর পুলক হয়, তখন জান্‌বে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি চ'লে গেছে, ঈশ্বর লাভ হ'য়েছে। দেশলাই যদি শুকনো হয়, একটা ঘস্‌লেই দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে। আর যদি ভিজে হয়, পঞ্চাশটা ঘস্‌লেও কিছু হয় না। কেবল কাঠি-গুলো ফেলা যায়। বিষয় রসে র'সে থাকলে, কামিনী-কাঞ্চন রসে মন ভিজে থাকলে, ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয় না। হাজার চেষ্টা কর, কেবল পণ্ডশ্রম। বিষয়রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন হয়!

(উপায় ব্যাকুলতা,—তিনি যে আপনার মা।)

ত্রৈলোক্য। বিষয়রস শুকাবার এখন উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। মার কাছে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকো! তাঁর দর্শন হ'লে বিষয়রস শুকিয়ে যাবে; কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি সব দূরে চ'লে যাবে। আপনার মা বোধ থাকলে এক্ষণই হয়। তিনি তো ধর্ম্ম-মা নন। আপনারই মা! ব্যাকুল হ'য়ে মার কাছে আব্দার কর। ছেলে ঘুড়ি কিন্‌বার জন্য মার আঁচল ধ'রে পয়সা চায়—মা হয় তো আর মেয়েদের সঙ্গে গল্প ক'রছে। প্রথমে মা কোন মতে দিতে চায় না। বলে, না, তিনি বারণ করে গেছেন, তিনি এলে ব'লে দিব, এক্ষণই ঘুড়ী নিয়ে একটা কাণ্ড করবি।' যখন ছেলে কাঁদতে সুরু করে, কোন মতে ছাড়ে না, মা অন্য মেয়েদের বলে,'রোস মা, এ ছেলেটাকে একবার শান্ত ক'রে আসি'। ব'লে চাবিটা নিয়ে কড়াৎ কড়াৎ ক'রে বাক্স খুলে একটা পয়সা ফেলে দেয়। তোমরাও মার কাছে আব্দার করো, তিনি অবশ্য দেখা দিবেন। আমি শিখদের (Sikhs) ঐ কথা বলেছিলাম। তারা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে এসেছিল, মা-কালীর মন্দিরের সমুখে ব'সে কথা হ'য়েছিল। তারা ব'লেছিল, 'ঈশ্বর দয়াময়'। জিজ্ঞাসা ক'রলুম, কিসে দয়াময়? তারা ব'ল্লে, 'কেন মহারাজ! তিনি সর্ব্বদা আমাদের দেখ্‌ছেন, আমাদের ধর্ম্ম অর্থ সব দিচ্ছেন, আহার যোগাচ্ছেন। আমি বল্লুম, যদি কারো ছেলেপুলে হয়,

তাদের খবর, তাদের খাওয়ার ভার, বাপে নেবে না তো কি বামুন পাড়ার লোকে এসে নেবে ?

সদরওয়ালা। মহাশয়! তিনি কি তবে দয়াময় ন'ন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা কেন গো ? ও একটা ব'ল্লুম, তিনি যে বড় আপনার লোক। তাঁর উপর আমাদের জোর চলে। আপনার লোককে এমন কথা পর্য্যন্ত বলা যায়, 'দিবি না রে, শালা ?' ...

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[অহঙ্কার ও সদরওয়ালা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সদরওয়ালার প্রতি)। আচ্ছা, অভিমান, অহঙ্কার, জ্ঞানে হয়—না অজ্ঞানে হয় ? অহঙ্কার তমোগুণ, অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়। এই অহঙ্কার আড়াল আছে ব'লে তাই ঈশ্বরকে দেখা যায় না। 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল'। অহঙ্কার করা বৃথা। এ শরীর, এ ঐশ্বর্য্য, কিছুই থাক্‌বে না। একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমা দেখ্‌ছিল। প্রতিমার সাজ গোজ দেখে ব'ল্‌ছে, মা যতই সাজো গোজো, দিন দুই তিন পরে তোমায় টেনে গঙ্গায় ফেলে দিবে। (সকলের হাস্য)। তাই সকলকে ব'ল্‌ছি, জজই হও, আর যেই হও, সব দু দিনের জন্য। তাই অভিমান অহঙ্কার ত্যাগ ক'রতে হয়।

[ব্রাহ্মসমাজ ও সাম্য, লোক ভিন্ন প্রকৃতি।]

"সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ভিন্ন স্বভাব। তমোগুণীদের লক্ষণ, অহঙ্কার, নিদ্রা, বেশী ভোজন, কাম, ক্রোধ এই সব। রজোগুণীরা বেশী কাজ জড়ায়, কাপড় পোষাকে ফিট ফাট্, বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বৈঠকখানায় Queen এর ছবি; যখন ঈশ্বর চিন্তা করে, তখন চেলী গরদ পরে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তার মাঝে মাঝে একটী একটী সোণার রুদ্রাক্ষ, যদি কেউ ঠাকুর বাড়ী দেখ্‌তে আসে, তবে সঙ্গে ক'রে ক'রে দেখায় আর বলে, এদিকে আসুন আরও আছে, শ্বেত পাথ্-রের, মার্ব্বেল পাথরের মেজে আছে, ষোল ফোকর নাট-মন্দির

নাটমন্দির আছে। আবার দান করে, লোককে দেখিয়ে। সত্ত্বগুণী লোক অতি শিষ্ট শান্ত; কাপড় যা তা; রোজগার পেট চলা পর্য্যন্ত; কখনও লোকের তোষামোদ ক'রে ধন লয় না; বাড়ীতে মেরামত নাই, ছেলেদের পোষাকের জন্য ভাবে না, মান সম্ভ্রমের জন্য ব্যস্ত হয় না; ঈশ্বর চিন্তা, দান ধ্যান, সমস্ত গোপনে—লোকে টের পায় না; মশারির ভিতর ধ্যান করে, লোকে ভাবে বাবুর রাতে ঘুম হয় নাই, তাই বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাচ্ছেন। সত্ত্বগুণ সিঁড়ির শেষ ধাপ, তারপরেই ছাদ। সত্ত্বগুণ এলেই ঈশ্বর লাভের আর দেরী হয় না—আর একটু গেলেই তাঁকে পাবে। (সদরওয়ালার প্রতি) তুমি ব'লেছিলে সব লোক সমান; এই দেখ, কত ভিন্নপ্রকৃতি!

"আরও কত রকম থাক্ থাক্ আছে,—নিত্যজীব, মুক্তজীব, মুমুক্ষুজীব, বদ্ধজীব,—নানা রকম মানুষ। নারদ, শুকদেব নিত্য-জীব, যেমন Steamboat (কলের জাহাজ) পারে আপনিও যেতে পারে, আবার বড় জীব জন্তু হাতী পর্য্যন্ত পারে নিয়ে যায়। নিত্য জীবেরা নায়েবের স্বরূপ, একটা তালুক শাসন করে—আর একটা শাসন ক'র্‌তে যায়। আবার মুমুক্ষুজীব আছে, যারা সংসার-জাল থেকে মুক্ত হবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে প্রাণপণে চেষ্টা ক'র্‌ছে। এদের মধ্যে দুই একজন জাল থেকে পালাতে পারে, তারা মুক্তজীব। নিত্য জীবেরা এক একটা সিয়ানা মাছের মত; কখন জালে পড়ে না!

"কিন্তু বদ্ধজীব—সংসারী জীব—তাদের হুস নাই। তারা জালে প'ড়েই আছে, অথচ জালে বদ্ধ হ'য়েছি, এরূপ জ্ঞানও নাই। এরা হরি-কথা সম্মুখে হ'লে সেখান থেকে চ'লে যায়,—বলে, হরিনাম মরবার সময় হবে, এখন কেন? আবার মৃত্যুশয্যায় শুয়ে পরিবার কিম্বা ছেলেদের বলে, 'প্রদীপে অত সল্‌তে কেন, একটা সল্‌তে দাও, তা না হ'লে তেল পুড়ে যাবে'; আর পরিবার ও ছেলেদের মনে ক'রে কাঁদে আর বলে, 'হায়! আমি ম'লে এদের কি হবে!' আর বদ্ধজীব যাতে এত দুঃখ ভোগ করে, তাই আবার করে; যেমন উটের কাঁটা ঘাস খেতে খেতে মুখ দিয়ে দর্‌দর্ ক'রে রক্ত পড়ে, তবু কাঁটা ঘাস ছাড়্‌বে না! এদিকে ছেলে মারা গেছে,

শোকে কাতর, তবু আবার বছর বছর ছেলে হবে। মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত হ'লো আবার বছর বছর ছেলে মেয়ে হবে। বলে, কি ক'রবো অদৃষ্টে ছিল! যদি তীর্থ করতে যায়, নিজে ঈশ্বরচিন্তা করবার অবসর পায় না—কেবল পরিবারের পুঁটলী বইতে বইতে প্রাণ যায়, ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াতে, গড়াগড়ি দেওয়াতেই, ব্যস্ত। বদ্ধজীব নিজের আর পরিবারদের পেটের জন্য দাসত্ব করে—আর মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ, ক'রে ধন উপায় করে। যারা ঈশ্বর চিন্তা করে, ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হয়, বদ্ধজীব তাদের পাগল বলে উড়িয়ে দেয়। মানুষ কত রকম দেখ। তুমি সব এক বলছিলে। কত ভিন্নপ্রকৃতি! কারু বেশী শক্তি, কারু কম।

[বদ্ধজীব মৃত্যুকালে ঈশ্বরের নাম করে না।]

"সংসারাসক্ত বদ্ধজীব মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাহিরে মালা জপলে, গঙ্গাস্নান করলে, তীর্থ গেলে—কি হবে? সংসার আসক্তি ভিতরে থাকলে মৃত্যুকালে সেটী দেখা দেয়। কত আবল তাবল বকে। হয়তো বিকারের খেয়ালে 'হলুদ, পাঁচফোড়ন, তেজপাত' ব'লে চেঁচিয়ে উঠলো। 'শুকপাখী সহজবেলা' রাধাকৃষ্ণ বলে, বিল্লি ধরলে নিজের বুলি বেরোয়, ক্যাঁ ক্যাঁ করে। গীতায় আছে মৃত্যুকালে যা মনে ক'রবে, পরলোকে তাই হবে। ভরত রাজা 'হরিণ, হরিণ' ক'রে দেহত্যাগ ক'রেছিল, হরিণ জন্ম হ'লো। ঈশ্বর চিন্তা ক'রে দেহত্যাগ করলে ঈশ্বর লাভ হয়, আর এ সংসারে আসতে হয় না।

ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয় অন্য সময় ঈশ্বর চিন্তা ক'রেছে, কিন্তু মৃত্যু সময় ক'রে নাই ব'লে কি আবার এই সুখদুঃখময় সংসারে আসতে হবে? কেন, আগে তো ঈশ্বর চিন্তা ক'রেছিল?

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীব ঈশ্বর চিন্তা করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, আবার ভুলে যায়, সংসারে আসক্ত হয়। যেমন এই হাতীকে স্নান ক'রিয়ে দিলে, আবার ধুলা কাদা মাখে। মন মত্তকরী! তবে হাতীকে নাইয়েই যদি আস্তাবলে সাঁধ করিয়ে দিতে পার, আর ধুলা কাদা

মাখ্‌তে পারে না। যদি জীব মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা করে, তা হ'লে শুদ্ধ মন হয়, সে মন কামিনীকাঞ্চনে আবার আসক্ত হবার অবসর পায় না।

"ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাই এতো কর্ম্মভোগ। লোকে বলে যে, গঙ্গাস্নানের সময় তোমার পাপগুলো তোমায় ছেড়ে গঙ্গার তীরের গাছের উপর ব'সে থাকে। যাই তুমি গঙ্গাস্নান ক'রে তীরে উঠ্‌ছ অমনি পাপগুলো তোমার ঘাড়ে আবার চেপে বসে (সকলের হাস্য)। দেহত্যাগের সময় যা'তে ঈশ্বর চিন্তা হয়, তাই তার আগে থাকতে উপায় করতে হয়। উপায়—অভ্যাসযোগ। ঈশ্বর চিন্তা অভ্যাস ক'রলে শেষের দিনেও তাকে মনে পড়বে।

ব্রাহ্মভক্ত। বেশ কথা হলো অতি সুন্দর কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি এলোমেলো বক্‌লুম! তবে আমার ভাব কি জান? আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী, আমি ঘর তিনি ঘরণী, আমি গাড়ী তিনি Engineer, আমি রথ তিনি রথী, যেমন চালান, তেমনি চলি, যেমন করান, তেমনি করি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

[শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তনানন্দে।]

ভক্তেরা আবার গান গাহিতেছেন। সঙ্গে খোল করতাল বাজিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে কতবার সমাধিস্থ হইতেছেন। সমাধিস্থ অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছেন, স্পন্দহীন দেহ, স্থিরনেত্র, সহাস্য বদন, কোন প্রিয় ভক্তের স্কন্ধদেশে হাত দিয়া আছেন। আবার তাহারে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নৃত্য। বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া গানের আখর দিতেছেন,—

"নেচে মা, ভক্তবৃন্দ বেড়ে বেড়ে, আপনি নেচে নাচাও গো মা (আবার বলি) হৃদ্‌পদ্মে একবার নাচ মা, নাচ গো ব্রহ্মময়ী সেই ভুবনমোহনরূপে।"

সে অপূর্ব্ব দৃশ্য! মাতৃগতপ্রাণ, প্রেমে মাতোয়ারা সেই স্বর্গীয় বালকের নৃত্য! ব্রাহ্মভক্তেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে-

ছেন, যেন লোহাকে চুম্বুকে ধরিয়াছে। সকলে উন্মত্ত হইয়া ব্রহ্ম নাম করিতেছেন, আবার ব্রহ্মের সেই মধুর নাম, মা—নাম, করিতেছেন। অনেকে বালকের মত 'মা মা' বলিতে বলিতে কাঁদিতেছেন।

কীর্ত্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। এখনও সমাজের সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হয় নাই। হঠাৎ এই কীর্ত্তনানন্দে সমস্ত নিয়ম কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী রাত্রে বেদীতে বসিবেন এরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। এখন রাত্রি প্রায় ৮টা।

সকলে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও আসীন। সম্মুখে বিজয়। বিজয়ের শাশুড়ীঠাকুরাণী ও অন্যান্য মেয়ে ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিবেন ও তাঁহার সঙ্গে কথা কহিবেন বলিয়া সম্বাদ পাঠাইলে, তিনি একটী ঘরের ভিতর গিয়া তাহাদের সঙ্গে দেখা করিলেন।

কিয়ৎপরে ফিরিয়া আসিয়া বিজয়কে বলিতেছেন,"দেখ তোমার শাশুড়ীর কি ভক্তি! বলে, সংসারের কথা আর বলবেন না, এক ঢেউ যাচ্চে, আর এক ঢেউ আসচে। আমি ব'ল্লুম, ওগো তোমার আর তাতে কি! তোমার তো জ্ঞান হ'য়েছে। তোমার শাশুড়ী তাতে ব'ল্লে 'আমার আবার কি জ্ঞান হ'য়েছে। এখনও বিদ্যামায়া আর অবিদ্যামায়ার পার হই নাই, শুধু অবিদ্যার পার হ'লে তো হবে না, বিদ্যার পার হ'তে হবে, তবে তো জ্ঞান হবে। আপনিই তো ও কথা বলেন।'

এ কথা হইতেছে, শ্রীযুক্ত বেণীপাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বেণীপাল। মহাশয়, তবে গাত্রোত্থান করুন, অনেক দেরী হ'য়ে গেছে, উপাসনা আরম্ভ করুন। বিজয়। মহাশয়, আর উপাসনার কি দরকার! আপনাদের এখানে আগে পায়সের ব্যবস্থা, তারপর কড়ার দাল ও অন্যান্য ব্যবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া)। যেমন ভক্ত সে সেইরূপ আয়োজন করে। সত্ত্বগুণীভক্ত পায়স দেয়, রজোগুণীভক্ত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে ভোগ দেয়, তমোগুণী ভক্ত ছাগ ও অন্যান্য বলি দেয়।

বিজয় উপাসনা করিতে বেদিতে বসিবেন কি না ভাবিতেছেন।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিজয়ের প্রতি উপদেশ।

ব্রাহ্মসমাজে Lecture. আচার্য্যের কার্য্য।

ঈশ্বরই গুরু।

বিজয়। আপনি অনুগ্রহ করুন, তবে আমি বেদী থেকে ব'লবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। অভিমান গেলেই হলো। 'আমি লেক্‌চার দিচ্ছি, তোমরা শুন' এ অভিমান না থাকলেই হলো। অহঙ্কার জ্ঞানে হয়, না অজ্ঞানে হয়? যে নিরহঙ্কার, তারই জ্ঞান হয়। নীচু জায়গায় বৃষ্টির জল দাঁড়ায়, উঁচু জায়গা থেকে গড়িয়ে যায়।

'যতক্ষণ অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না, আবার মুক্তিও হয় না। এই সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হয়। বাছুর হাম্বা হাম্বা (আমি আমি) করে, তাই অত যন্ত্রণা। কষায়ে কাটে, চামড়ায় জুতা হয়, আবার ঢোল ঢাকের চামড়া হয়, সে ঢাক কত পেটে, কষ্টের শেষ নাই! শেষে নাড়ী থেকে তাঁত হয়, সেই তাঁতে যখন ধুনুরীর যন্ত্র তৈয়ার হয়, আর ধুনুরীর তাঁতে তুঁহু তুঁহু (তুমি তুমি) ব'ল্‌তে থাকে, তখন নিস্তার হয়। তখন আর হাম্বা হাম্বা (আমি আমি) ব'লছে না, ব'ল্‌ছে তুঁহু তুঁহু (তুমি তুমি), অর্থাৎ হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, তুমিই সব।

"গুরু, বাবা ও কর্ত্তা, এইতিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা বেঁধে। আমি তাঁর ছেলে, চিরকাল বালক, আমি আবার 'বাবা' কি? ঈশ্বর কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা, তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র।

"যদি কেউ আমায় গুরু বলে, আমি বলি, 'দূর শালা, গুরু কি রে?' এক সচ্চিদানন্দ বই আর গুরু নাই। তিনি বিনা কোন উপায় নাই। তিনিই একমাত্র ভবসাগরের কাণ্ডারী। (বিজয়ের প্রতি)। আচার্য্যগিরি করা বড় কঠিন। ওতে নিজের হানি হয়। অমনি দশজন মান্‌ছে দেখে পায়ের উপর পা দিয়ে বলে, 'আমি ব'লছি আর তোমরা শুন।' এই ভাবটা বড় খারাপ। তার

ঐ পর্য্যন্ত। ঐ একটু মান, লোকে হদ্দ বলবে, 'আহা বিজয় বাবু বেশ বল্লেন, লোকটা খুব জ্ঞানী।' 'আমি ব'লছি', এ জ্ঞান কোরো না। আমি মাকে বলি, 'মা; তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র, যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি।"

বিজয় (বিনীতভাবে)। আপনি বলুন, তবে আমি গিয়ে বোস্‌বো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। আমি কি ব'লবো, চাঁদা মামা সকলেরই মামা। তুমিই তাঁকে বলো। যদি আন্তরিক হয়, কোন ভয় নাই।

বিজয় আবার অনুনয় করাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, 'যাও,যেমন পদ্ধতি আছে তেমনি করোগে, আন্তরিক তাঁর উপর ভক্তি থাক্‌লেই হোলো।" বিজয় বেদীতে আসীন হইয়া ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিতেছেন। বিজয় প্রার্থনার সময় মা মা করিয়া ডাকিতেছেন। সকলেরই মন দ্রবীভূত হইল।

উপাসনান্তে ভক্তদের সেবার জন্য ভোজনের আয়োজন হইতেছে। সতরঞ্চ, গালিচা, সমস্ত উঠাইয়া পাতা হইতে লাগিল, ভক্তেরা সকলেই বসিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আসন হইল। তিনি বসিয়া শ্রীযুক্ত বেণীপাল প্রদত্ত উপাদেয় লুচি, কচুরি, পাঁপর, নানাবিধ মিষ্টান্ন, দধি, ক্ষীর ইত্যাদি সমস্ত ভগবানকে নিবেদন করিয়া আনন্দে প্রসাদ লইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

মা। কালী ব্রহ্ম, পূর্ণ জ্ঞানের পর, অভেদ।

আহারান্তে সকলে পান খাইতে খাইতে বাটী প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতেছেন। যাইবার পূর্ব্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়ের সহিত একান্তে বসিয়া কথা কহিতেছেন। সেখানে মাষ্টার আছেন।

[ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের মাতৃভাব। Motherhood of God.]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি তাঁকে মা মা বলে প্রার্থনা করছিলে। এ খুব ভাল! কথায় বলে, মায়ের টান বাপের চেয়ে বেশী! মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর চলে না। ত্রৈলোক্যের মায়ের জমিদারী

থেকে গাড়ী গাড়ী ধন আস্‌ছিল,সঙ্গে কত লাল পাগড়িওয়ালা লাঠি হাতে দ্বারবান্। ত্রৈলোক্য রাস্তায় লোকজননিয়ে দাড়িয়েছিল,জোর ক'রে সব ধন কেড়ে নিলে। মায়ের ধনের উপর খুব জোর চলে। বলে নাকি ছেলের নামে তেমন নালিশ চলে না।

বিজয়। ব্রহ্ম যদি মা, তা হ'লে তিনি সাকার না নিরাকার?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি ব্রহ্ম তিনি কালী (মা,আদ্যাশক্তি)। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি ব'লে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেল্‌চে দুল্‌চে, শক্তি বা কালীর উপমা। কালী' কি না— যিনি মহাকালের (ব্রহ্মের সহিত রমণ করেন। কালী 'সাকার আকার নিরাকার'। তোমাদের যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস, কালীকে সেইরূপ চিন্তা ক'রবে। একটা দৃঢ় ক'রে তার চিন্তা ক'র্‌লে, তিনিই জানিয়ে দেবেন, তিনি কেমন। শ্যামপুকুরে পৌঁছিলে তেলী-পাড়াও জানতে পারবে। জান্‌তে পারবে যে, তিনি শুধু আছেন (অস্তিমাত্রম্) তা নয়। তিনি তোমার কাছে এসে কথা কবেন— আমি যেমন তোমার সঙ্গেকথা কচ্চি। বিশ্বাস করো,সবহ'য়ে যাবে। আর একটী কথা—তোমার নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস তাই বিশ্বাস দৃঢ় ক'রে করো। কিন্তু মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) কোরো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর কোরে বোলো না যে,তিনি এই হ'তে পারেন, আর এই হ'তে পারেন না। ব'লো 'আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আর কত কি হ'তে পারেন, তিনি জানেন। আমি জানি না, বুঝতে পারি না।' মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায়? একসের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তিনি যদি কৃপা ক'রে কখনও দর্শন দেন, আর বুঝিয়ে দেন, তবে বুঝা যায়, নচেৎ নয়।

'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা।

'প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।

সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি, বোঝনারে মন ঠারে ঠোরে'।

'আমি তত্ত্ব করি যারে।' অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব

ক'র্‌ছি। তাঁরেই মা মা ব'লে ডাক্‌ছি। আবার রামপ্রসাদ ঐ কথাই বল্‌ছে,—'আমি কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম,ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি।'

"অধর্ম্ম কি না অসৎ কর্ম্ম। ধর্ম্ম কিনা বৈধী কর্ম্ম—এতো দান কর্‌তে হবে, এতো ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে, এই সব ধর্ম্ম।

বিজয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ ক'র্‌লে কি বাকী থাকে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুদ্ধা ভক্তি। আমি মাকে বলেছিলাম, মা। এই লও তোমার ধর্ম্ম, এই লও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও, এই লও তোমার পুণ্য, এই লও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই লও তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। দেখ, জ্ঞান পর্য্যন্ত আমি চাই নাই। আমি লোকমান্যও চাই নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়লে শুদ্ধাভক্তি—অমলা, নিষ্কাম, অহেতুকী ভক্তি—বাকী থাকে।

(ব্রাহ্মসমাজ ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। আদ্যাশক্তি।)

ব্রাহ্মভক্ত। তিনি আর তাঁর শক্তি কি তফাৎ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ। যেমন মণির জ্যোতিঃ আর মণি, অভেদ। মণির জ্যোতিঃ ভাবলেই মণি ভাব্‌তে হয়। দুধ আর দুধের ধবলত্ব যেমন অভেদ। একটাকে ভাবলেই আর একটাকে ভাব্‌তে হয়। কিন্তু এ অভেদ জ্ঞান—পূর্ণজ্ঞান না হ'লে হয় না। পূর্ণ জ্ঞানে সমাধি হয়, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ছেড়ে চ'লে যায়—তাই অহংতত্ত্ব থাকে না। সমাধিতে কি বোধ হয় মুখে বলা যায় না। নেমে একটু আভাসের মত বলা যায়। যখন সমাধি ভঙ্গের পর ওঁ ওঁ বলি, তখন আমি একশো হাত নেমে এসেছি। ব্রহ্ম বেদবিধির পার, মুখে বলা যায় না। সেখানে 'আমি' 'তুমি' নাই।

"যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি আছে, যতক্ষণ 'আমি প্রার্থনা কি ধ্যান করছি' এজ্ঞান আছে, ততক্ষণ 'তুমি, (ঈশ্বর) প্রার্থনা শুন্‌ছো' এজ্ঞানও আছে, ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ আছে। তুমি প্রভু, আমি দাস, তুমি পূর্ণ, আমি অংশ, তুমি মা, আমি ছেলে, এ বোধ থাক্‌বে। এই ভেদ বোধ;—আমি একটি, তুমি একটি। এ ভেদ বোধ তিনিই

করাচ্ছেন। তাই পুরুষ মেয়ে, আলো অন্ধকার, এই সব বোধ হ'চ্চে। যতক্ষণ এই ভেদ বোধ, ততক্ষণ শক্তি (Personal God) মান্‌তে হবে। তিনিই আমাদের ভিতর 'আমি' রেখে দিয়েছেন। হাজার বিচার কর, 'আমি' আর যায় না। আর তিনি ব্যক্তি হ'য়ে দেখা দেন।

"তাই যতক্ষণ 'আমি' আছে, ভেদবুদ্ধি আছে,—ব্রহ্ম নির্গুণ বল্‌বার যো নাই। ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মানতে হবে। এই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে, কালী বা আদ্যাশক্তি ব'লে গেছে।

বিজয়। এই আদ্যাশক্তি দর্শন, আর ঐ ব্রহ্মজ্ঞান কি উপায়ে হ'তে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁকে প্রার্থনা কারো। আর কাঁদো। চিত্তশুদ্ধ হ'য়ে যাবে। নির্ম্মল জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখ্‌তে পাবে। ভক্তের আমিরূপ আর্সীতে সেই সগুণব্রহ্ম আদ্যাশক্তি দর্শন ক'রবে। কিন্তু আর্সী খুব পোঁছা চাই। ময়লা থাক্‌লে ঠিক প্রতিবিম্ব পড়্‌বে না।

"যতক্ষণ 'আমি' জলে সূর্য্যকে দেখ্‌তে হয়, সূর্য্যকে দেখ্‌বার আর কোনরূপ উপায় হয় না, আর যতক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্য বই সত্য সূর্য্যকে দেখ্‌বার উপায় নাই, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্যই ষোল আনা সত্য। যতক্ষণ আমি সত্য, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্যও সত্য—ষোল আনা সত্য! সেই প্রতিবিম্ব সূর্য্যই আদ্যাশক্তি।

"ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও—সেই প্রতিবিম্বকে ধ'রে সত্য সূর্য্যের দিকে যাও। সেই সগুণব্রহ্ম, যিনি প্রার্থনা শুনেন তাঁরেই বল, তিনিই সেই ব্রহ্মজ্ঞান দিবেন। কেন না, যিনিই সগুণব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম, যিনিই শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম। পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ।

"মা ব্রহ্মজ্ঞানও দেন। কিন্তু শুদ্ধভক্ত প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না।

"আর এক পথ, জ্ঞানযোগ, বড় কঠিন পথ। ব্রাহ্মসমাজের তোমরা জ্ঞানী নও, ভক্ত। যারা জ্ঞানী, তাদের বিশ্বাস যে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ। আমি তুমি, সব স্বপ্নবৎ।

[ব্রাহ্মসমাজে বিদ্বেষ ভাব।]

"তিনি অন্তর্যামী। তাঁকে সরল মনে, শুদ্ধ মনে প্রার্থনা কর।

তিনি সব বুঝিয়ে দিবেন। অহঙ্কার ত্যাগ ক'রে তাঁর শরণাগত হও, সব পাবে।

গান। আপনাতে আপনি থেক মন, যেও নাকো কারু ঘরে। যা চাবি তা ব'সে পাবি, খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে। পরম ধন ঐ পরশমণি, যা চাবি তা দিতে পারে। কত মণি প'ড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।

"যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে, মিশে যেন এক হ'য়ে যাবে—বিদ্বেষ ভাব আর রাখ্‌বে না। 'ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না, ও নিরাকার মানে সাকার মানে না; ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খ্রীষ্টান এই ব'লে নাক সিটকে ঘৃণা ক'রো না। তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে,—যত দূর পার। আর ভাল বাসবে। তার পর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি আনন্দভোগ ক'রবে। 'জ্ঞানদীপ জ্বেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখো না।' নিজের ঘরে স্বস্বরূপকে দেখ্‌তে পাবে। রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, গরু সব মাঠে গিয়ে এক হ'য়ে যায়। এক পালের গরু। যখন সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরে যায়, আবার পৃথক হ'য়ে যায়। নিজের ঘরে 'আপনাতে আপনি থাকে।'

[সন্ন্যাসে সঞ্চয় করিতে নাই শ্রীযুক্ত বেণীপালের অশ্বথ সদ্ব্যবহার।]

রাত্রি দশটার পর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে ফিরিবার জন্য গাড়ীতে উঠিলেন। সঙ্গে দুই একজন সেবক ভক্ত। গভীর অন্ধকার, গাছতলায় গাড়ী দাঁড়িয়ে। বেণীপাল রামলালের জন্য লুচি মিষ্টান্নাদি গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিলেন।

বেণীপাল। মহাশয়! রামলাল আসতে পারেন নাই, তার জন্য কিছু খাবার এঁদের হাতে দিতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুমতি করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যস্ত হইয়া)। ও বাবু বেণীপাল! তুমি আমার সঙ্গে ও সব দিও না! ওতে আমার দোষ হয়। আমার সঙ্গে কোন জিনিষ সঞ্চয় ক'রে নিয়ে যেতে নাই। তুমি কিছু মনে ক'রবে না।

বেণীপাল। যে আজ্ঞা। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ খুব আনন্দ হ'লো। দেখ, অর্থ যার দাস,

সেই মানুষ। যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হ'য়ে মানুষ নয়। আকৃতি মানুষের কিন্তু পশুর ব্যবহার! ধন্য তুমি! এতগুলি ভক্তকে আনন্দ দিলে।

প্রথম ভাগ-ত্রয়োদশ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণেশ্বরে মনোমোহন, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

চল ভাই, আবার তাঁকে দর্শন করতে যাই। সেই মহাপুরুষকে, সেই বালককে দেখিব, যিনি মা বই আর কিছু জানেন না, যিনি আমাদের জন্য দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন—তিনি ব'লে দেবেন, কি ক'রে এই কঠিন জীবন সমস্যা পূরণ ক'রতে হবে। সন্ন্যাসীকে ব'লে দেবেন, গৃহীকে ব'লে দেবেন। অবারিত দ্বার। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। চল, চল, তাঁকে দেখ্‌বো।

'অনন্ত গুণাধার প্রসন্নমূর্ত্তি, শ্রবণে যার কথা আঁখি ঝরে।

চল ভাই, অহেতুক-কৃপাসিন্ধু, প্রিয়দর্শন, ঈশ্বর প্রেমে নিশিদিন মাতোয়ারা সহাস্যবদন শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করে মানব-জীবন সার্থক করি।

আজ রবিবার, ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪। হেমন্তকাল। কার্ত্তিকের শুক্লাসপ্তমী তিথি। দু'প্রহর বেলা। ঠাকুরের সেই পূর্ব্ব-পরিচিত ঘরে ভক্তেরা সমবেত হইয়াছেন। সে ঘরের পশ্চিম গায়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকার বারাণ্ডা। বারাণ্ডার পশ্চিমে উদ্যান-পথ, উত্তর দক্ষিণে যাইতেছে। পথের পশ্চিমে মা কালীর পুষ্পোদ্যান, তাহার পরেই পোস্তা, তৎপরে পবিত্র-সলিলা দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা।

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত। আজ আনন্দের হাট। আনন্দময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরপ্রেম ভক্তমুখদর্পণে মুকুরিত হইতেছিল। কি আশ্চর্য্য! আনন্দ কেবল ভক্তমুখ-দর্পণে কেন? বাহিরের উদ্যানে,

বৃক্ষপত্রে, নানাবিধ যে কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে তন্মধ্যে, বিশাল ভাগীরথী বক্ষে, রবিকরপ্রদীপ্ত নীলনভোমণ্ডলে, মুরারিচরণচ্যুত-গঙ্গাবারিকণবাহী শীতল সমীরণ মধ্যে, এই আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছিল। কি আশ্চর্য! সত্য সত্যই 'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'—উদ্যানের ধূলি পর্য্যন্ত মধুময়!—ইচ্ছা হয় গোপনে বা ভক্তসঙ্গে এই ধূলির উপর গড়াগড়ি দিই। ইচ্ছা হয়, উদ্যানের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্ত দিন এই মনোহারি গাঙ্গবারি দর্শন করি। ইচ্ছা হয়, এই উদ্যানের লতা গুল্ম ও পত্রপুষ্পশোভিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল বৃক্ষগুলিকে আত্মীয়জ্ঞানে সাদর সম্ভাষণ ও প্রেমালিঙ্গন দান করি। এই ধূলির উপর দিয়া কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাদচারণ করেন! এই বৃক্ষ লতা গুল্ম মধ্য দিয়া তিনি কি অহরহঃ যাতায়াত করেন! ইচ্ছা করে, জ্যোতির্ম্ময় গগন পানে অনন্যদৃষ্ট হইয়া তাকাইয়া থাকি! কেন না দেখিতেছি, ভূলোক দ্যুলোক সমস্তই প্রেমানন্দে ভাসিতেছে!

ঠাকুরবাড়ীর পূজারী, দৌবারিক, পরিচারক, সকলকে কেন পরমাত্মীয় বোধ হইতেছে—কেন এ স্থান বহুদিনান্তে দৃষ্ট জন্মভূমির ন্যায় মধুর লাগিতেছে? আকাশ, গঙ্গা, দেবমন্দির, উদ্যানপথ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, সেবকগণ, আসনে উপবিষ্ট ভক্তগণ, সকলে যেন এক জিনিসের তৈয়ারী বোধ হইতেছে। যে জিনিসে নির্ম্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ, এঁরাও বোধ হইতেছে, সেই জিনিসের হইবেন! যেন একটী মোমের বাগান, গাছপালা, ফল পাতা, সব মোমের, বাগানের পথ, বাগানের মালী, বাগানের নিবাসীগণ, বাগানমধ্যস্থিত গৃহ সমস্তই মোমের! এখানকার সব আনন্দ দিয়ে গড়া!

শ্রীমনোমোহন, শ্রীযুক্ত মহিম চরণ, মাষ্টার উপস্থিত ছিলেন। ক্রমে ঈশান, হৃদয় ও হাজরা। এঁরা ছাড়া অনেক ভক্তেরা ছিলেন। বলরাম রাখাল, এঁরা তখন শ্রীবৃন্দাবনধামে। এই সময়ে নূতন ভক্তেরা আসেন যান, নারাণ, পল্টু, ছোট নরেন, তেজচন্দ্র, বিনোদ, হরিপদ। বাবুরাম আসিয়া মাঝে মাঝে থাকেন। রাম, সুরেশ, কেদার ও দেবেন্দ্রাদি ভক্তগণ প্রায় আসেন—কেহ কেহ সপ্তাহান্তে, কেহ দুই সপ্তাহের পর। লাটু থাকেন। যোগিনের বাড়ী নিকট, তিনি প্রায় প্রত্যহ যাতায়াত করেন। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে আসেন, এলেই আনন্দের

হাটে। নরেন্দ্র তাঁহার সেই দেবদুর্লভ কণ্ঠে ভগবানের নামগুণ গান করেন, অমনি ঠাকুরের নানাবিধ ভাব ও সমাধি হইতে থাকে। একটী যেন উৎসব পড়িয়া যায়। ঠাকুরের ভারি ইচ্ছা, ছেলেদের কেহ তাঁর কাছে রাত্রি দিন থাকেন, কেন না তারা শুদ্ধাত্মা, সংসারে বিবাহাদিসূত্রে বা বিষয় কর্ম্মে আবদ্ধ হয় নাই। বাবুরামকে থাকিতে বলেন: তিনি মাঝে মাঝে থাকেন। শ্রীযুক্ত অধর সেন প্রায় আসেন।

ঘরের মধ্যে ভক্তেরা বসিয়া আছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন। ভক্তেরা চেয়ে আছেন।

[অব্যক্ত ও ব্যক্ত, The Undifferentiated and the Differentiated]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মনোমোহনের প্রতি)। সব রাম দেখছি! তোমরা সব ব'সে আছ: দেখছি রামই সব এক একটী হ'য়েছেন।

মনোমোহন। রামই সব হ'য়েছেন, তবে আপনি যেমন বলেন, 'আপো নারায়ণ,' জলই নারায়ণ, কিন্তু কোন জল খাওয়া যায় কোন জলে মুখ ধোয়া চলে, কোন জলে বাসন মাজা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, কিন্তু দেখছি তিনিই সব। জীব জগৎ তিনি হ'য়েছেন। এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ছোট খাটটীতে বসিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যে আঁট ও সঞ্চয় নাই।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি)। হাঁগা, সত্য কথা কহিতে হবে ব'লে কি আমার শুচি বাই হলো নাকি! যদি হঠাৎ ব'লে ফেলি খাবনা, তবে খিদে পেলেও আর খাবার যো নাই। যদি বলি ঝাউতলায় আমার গাড়ু নিয়ে অমুক লোকের যেতে হবে,—আর কেউ নিয়ে গেলে তাকে আবার ফিরে যেতে ব'লতে হবে। একি হলো বাপু! এর কি কোন উপায় নাই!

"আবার সঙ্গে করে কিছু আনবার যো নাই। পান, খাবার,—কোন জিনিষ সঙ্গে ক'রে আন্‌বার যো নাই। তা হ'লে সঞ্চয় হলো কি না। হাতে মাটি নিয়ে আসবার যো নাই।

এই সময় একটী লোক আসিয়া বলিল, মহাশয়, হৃদয়* যদুমল্লিকের

* হৃদয় মুখোপাধ্যায়, সম্পর্কে ঠাকুরের ভাগিনেয়। ঠাকুরের জন্মভূমি

বাগানে এসেছে, ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলিতেছেন, হৃদের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি। তোমরা বোসো। এই বলিয়া কালো বার্ণিস করা চটী জুতাটী প'রে পূর্ব্বদিকের ফটক অভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে কেবল মাষ্টার।

লাল সুরকীর উদ্যানপথ। সেই পথে ঠাকুর পূর্ব্বদিক হইয়া যাইতেছেন। পথে খাজাঞ্চী দাঁড়াইয়াছিলেন, ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। দক্ষিণে উঠানের ফটক রহিল, সেখানে শ্মশ্রুবিশিষ্ট দৌবারিকগণ বসিয়াছিল। বামে কুঠি—বাবুদের বৈঠকখানা, আগে এখানে নীল কুঠী ছিল, তাই কুঠী বলে। তৎপরে পথের দুই দিকে কুসুম বৃক্ষ।— অদূরে পথের ঠিক দক্ষিণ দিকে গাজিতলা ও মা কালীর পুষ্করণীর সোপানাবলি-শোভিত ঘাট। ক্রমে পূর্ব্বদ্বার, বামদিকে দ্বারবানদের ঘর ও দক্ষিণে তুলসী মঞ্চ। উদ্যানের বাহিরে আসিয়া দেখেন, যদুমল্লিকের বাগানের ফটকের কাছে হৃদয় দণ্ডায়মান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেবক সন্নিকটে। হৃদয় দণ্ডায়মান।

হৃদয় কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান। দর্শনমাত্র রাজপথের উপর দণ্ডের ন্যায় নিপতিত হইলেন। ঠাকুর উঠিতে বলিলেন। হৃদয় আবার হাত জোড় করিয়া বালকের মত কাঁদিতেছেন।

কি আশ্চর্য্য! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও কাঁদিতেছেন! চক্ষের কোণে কয়েক ফোঁটা জল দেখা দিল। তিনি অশ্রুবারি হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন—যেন চক্ষে জল পড়ে নাই। একি! যে হৃদয় তাঁকে কত যন্ত্রণা দিয়াছিল, তাঁর জন্য ছুটে এসেছেন। আর কাঁদছেন।

৺কামারপুকুরের নিকট সিওড়ে হৃদয়ের বাড়ী। প্রায় বিংশতি বর্ষ ঠাকুরের কাছে থাকিয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে মা কালীর পূজা ও ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি বাগানের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের অসন্তোষভাজন হওয়াতে তাঁহার বাগানে প্রবেশ করিবার হুকুম ছিল না। হৃদয়ের মাতামহী ঠাকুরের পিসী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখন যে এলি ?

হৃদয় (কাঁদিতে কাঁদিতে)। তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে এলাম। আমার দুঃখ আর কার কাছে ব'ল্‌বো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সান্ত্বনার্থ, সহাস্যে)। সংসারে এইরূপ দুঃখ আছে। সংসার ক'র্ত্তে গেলেই সুখ দুঃখ আছে। (মাষ্টারকে দেখাইয়া) এঁরা এক এক বার তাই আসে, এসে ঈশ্বরীয় কথা দুটো শুন্‌লে মনে শান্তি হয়। তোর কিসের দুঃখ ?

হৃদয়। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আপনার সঙ্গ ছাড়া, তাই দুঃখ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুই তো ব'লেছিলি, 'তোমার ভাব তোমাতে থাক্, আমার ভাব আমাতে থাক্।'

হৃদয়। হাঁ তাতো ব'লেছিলাম—আমি কি জানি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ এখন তবে আয়, আর এক দিন তখন ব'সে কথা কহিব। আজ রবিবার অনেক লোক এসেছে, তারা ব'সে রয়েছে এবার দেশে ধান টান কেমন হ'য়েছে ?

হৃদয়। হাঁ, তা এক রকম মন্দ হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ তবে আয় আবার এক দিন আসিস্।

হৃদয় আবার সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিল। ঠাকুর সেই পথ দিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। সঙ্গে মাষ্টার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আমার সেবাও যত ক'রেছে যন্ত্রণাও তেমনি দিয়েছে। আমি যখন পেটের ব্যারামে দুখানা হাড় হ'য়ে গেছি—কিছু খেতে পারতুম না তখন আমায় ব'ল্লে, "এই দেখ, আমি কেমন খাই, তোমার মনের গুণে খেতে পারো না।" আবার ব'লতো "বোকা—আমি না থাক্‌লে তোমার সাধুগিরি বেরিয়ে যেতো।" এক দিন এ রকম ক'রে যন্ত্রণা দিলে যে পোস্তার উপর দাঁড়িয়ে জোয়ারের জলে দেহ ত্যাগ ক'র্‌তে গিয়েছিলুম।

মাষ্টার শুনিয়া অবাক্। বোধ হয় ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য। এমন লোকের জন্য ইনি অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেছিলেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আচ্ছা, অত সেবা ক'রত,—তবে কেন ওর এমন হ'লো ? ছেলেকে যেমন মানুষ করে সেই রকম ক'রে

আমাকে দেখেছে। আমি তো রাত দিন বেহুঁস হ'য়ে থাকতুম, তার উপর আবার অনেক দিন ধ'রে ব্যামোয় ভুগেছি। ও যে রকম ক'রে আমায় রাখ্‌তো, সেই রকম আমি থাকতুম।

মাষ্টার কি ব'লিবেন, চুপ করিয়া রহিলেন। হয় ত ভাবিতেছিলেন হৃদয় বুঝি নিষ্কাম হইয়া ঠাকুরের সেবা করেন নাই।

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর নিজের ঘরে পঁহুছিলেন। ভক্তেরা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঠাকুর আবার ছোট খাটটীতে বসিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভক্তসঙ্গে—নানাপ্রসঙ্গে। ভাব, মহাভাবের গূঢ় তত্ত্ব।

শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ প্রভৃতি ছাড়া কয়েকটী কোন্নগরের ভক্ত আসিয়াছেন, একজন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কিয়ৎকাল বিচার ক'রেছিলেন।

কোন্নগরের ভক্ত। মহাশয়! শুনলাম যে, আপনার ভাব হয়, সমাধি হয়। কেন হয়, কিরূপে হয়, আমাদের বুঝিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীমতীর মহাভাব হ'তো, সখীরা কেহ ছুঁতে গেলে অন্য সখী বোল্‌তো, 'কৃষ্ণবিলাসের অঙ্গ ছুঁস্‌নি—এর দেহ মধ্যে এখন কৃষ্ণ বিলাস ক'রছেন। ঈশ্বর অনুভব না হ'লে ভাব বা মহাভাব হয় না। গভীর জল থেকে মাছ এলে জলটা নড়ে,—তেমন মাছ হ'লে জল তোলপাড় করে। তাই 'ভাবে হাসে কাঁদে, নাচে গায়।'

"অনেকক্ষণ ভাবে থাকা যায় না। আয়নার কাছে ব'সে কেবল মুখ দেখ্‌লে লোকে পাগল মনে ক'রবে।'

কোন্নগরের ভক্ত। শুনেছি, মহাশয় ঈশ্বর দর্শন ক'রে থাকেন, তা হ'লে আমাদের দেখিয়ে দিন।

[কর্ম্ম বা সাধন না করিলে ঈশ্বর দর্শন হয় না।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। সবই ঈশ্বরাধীন—মানুষে কি করবে? তাঁর নাম

কর্‌তে কর্‌তে কখনও ধারা পড়ে, কখনও পড়ে না। তাঁর ধ্যান ক'রতে এক এক দিন বেশ উদ্দীপন হয়—আবার এক দিন কিছুই হ'লো না।

'কর্ম্ম চাই, তবে দর্শন হয়। এক দিন ভাবে হালদার পুকুর * দেখলুম। দেখি, একজন ছোটলোক পানা ঠেলে জল নিচ্চে, আর হাতে তুলে এক একবার দেখ্‌ছে। যেন দেখালে, পানা না ঠেল্‌লে জল দেখা যায় না—কর্ম্ম না করলে ভক্তি লাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় না। ধ্যান, জপ এই সব কর্ম্ম, তাঁর নামগুণকীর্ত্তনও কর্ম্ম, আবার দান, যজ্ঞ এ সবও কর্ম্ম।

"মাখন যদি চাও, তবে দুধকে দই পাততে হয়। তার পর নির্জ্জনে রাখ্‌তে হয়। তার পর দই ব'সলে পরিশ্রম করে মন্থন ক'রতে হয়। তবে মাখন তোলা হয়।

মহিমাচরণ। আজ্ঞা হাঁ, কর্ম্ম চাই বই কি! অনেক খাট্‌তে হয়, তবে লাভ হয়। পড়তেই কত হয়! অনন্ত শাস্ত্র!

[আগে বিদ্যা (জ্ঞান বিচার) — না আগে ঈশ্বর লাভ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। শাস্ত্র কত প'ড়বে? শুধু বিচার ক'রলে কি হবে? আগে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর, গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে কিছু কর্ম্ম কর। গুরু না থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, তিনি কেমন—তিনিই জানিয়ে দিবেন।

'বই প'ড়ে কি জানবে? যতক্ষণ না হাটে পঁহুছান যায় দূর হ'তে কেবল হো হো শব্দ। হাটে পঁহুছিলে আর এক রকম। তখন স্পষ্ট দেখতে পাবে, শুনতে পাবে। 'আলু নাও' 'পয়সা দাও' শুনতে পাবে।

"সমুদ্র দূর হ'তে হো হো শব্দ কর্‌ছে। কাছে গেলে কত জাহাজ যাচ্চে, পাখী উড়্‌ছে, ঢেউ হ'চ্চে—দেখ্‌তে পাবে।

"বই প'ড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাৎ। তাঁকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, সায়েন্স (Science) সব খড়কুটো বোধ হয়।

"বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর কখানা বাড়ী, কটা

* হুগলি জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রাম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাড়ী। সেই বাড়ীর সম্মুখে হালদারপুকুর, একটী দিঘী বিশেষ।

বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, এ আগে জান্‌বার জন্য অত ব্যস্ত কেন? চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই দেয় না।—কোম্পানির কাগজের খবর কি দিবে! কিন্তু যো সো ক'রে বড় বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা ধাক্কা খেয়েই হোক, আর বেড়া ডিঙ্গিয়েই হোক,—তখন কত বাড়ী, কত বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, তিনিই ব'লে দিবেন। বাবুর সঙ্গে আলাপ হ'লে আবার চাকর দ্বারবান্ সব সেলাম ক'র্‌বে। (সকলের হাস্য)। *

ভক্ত। এখন বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ কিসে হয়? (হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই কর্ম্ম চাই। ঈশ্বর আছেন ব'লে বসে থাক্‌লে হবে না। যো সো ক'রে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জ্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা কর, 'দেখা দাও', ব'লে। ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদো! কামিনী-কাঞ্চনের জন্য পাগল হ'য়ে বেড়াতে পারো, তবে তাঁর জন্য একটু পাগল হও। লোকে বলুক যে ঈশ্বরের জন্য অমুক পাগল হ'য়ে গেছে। **দিন কতক না হয় সব ত্যাগ করে তাঁকে একলা ডাকো!**

"শুধু তিনি 'আছেন' ব'লে ব'সে থাকলে কি হবে? হালদার পুকুরে বড় মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে শুধু ব'সে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চার করো, চারা ফেলো, ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আস্‌বে, আর জল নড়বে। তখন আনন্দ হয়। হয়তো মাছটার খানিকটা একবার দেখা গেলো—মাছটা ধপাঙ ক'রে উঠলো। যখন দেখা গেল, তখন আনন্দ।

"দুধকে দই পেতে মন্থন ক'রলে তবে তো মাখন পাবে! (মহিমা প্রতি।) এ তো ভাল বালাই হ'লো! ঈশ্বরকে দেখিয়ে দাও, আর উনি চুপ করে বসে থাকবেন! মাখন তুলে মুখের কাছে ধরো! (সকলের হাস্য)। ভাল বালাই—মাছ ধ'রে হাতে দাও।

"একজন রাজাকে দেখতে চায়। রাজা আছেন সাত দেউড়ীর

* "Seek ye first the Kingdom of Heaven and all other things shall be added unto you."

পরে। প্রথম দেউড়ী পার না হ'তে হ'তে বলে, 'রাজা কই ?' যেমন আছে, এক একটা দেউড়ী তো পার হ'তে হবে।

(ঈশ্বরলাভের উপায় ব্যাকুলতা।)

মহিমাচরণ। কি কর্ম্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যেতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই কর্ম্মে তাঁকে পাওয়া যাবে, আর এ কর্ম্মের দ্বারা পাওয়া যাবে না, তা নয়। তাঁর কৃপার উপর নির্ভর। তবে ব্যাকুল হ'য়ে কিছু কর্ম্ম ক'রে যেতে হয়। ব্যাকুলতা থাক্‌লে তাঁর কৃপা হয়।

"একটা সুযোগ হওয়া চাই। সাধুসঙ্গ, বিবেক, সদগুরু লাভ, হয় তো একজন বড় ভাই সংসারের ভার নিলে, হয় তো স্ত্রীটী বিদ্যাশক্তি, বড় ধার্ম্মিক, কি বিবাহ আদপেই হ'লো না, সংসারে বদ্ধ হ'তে হ'লো না,—এই সব যোগাযোগ হ'লে হ'য়ে যায়।

"এক জনের বাড়ীতে ভারি অসুখ,—যায় যায়। কেউ ব'ল্লে, স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টি প'ড়বে, সেই বৃষ্টির জল মড়ার মাথার খুলিতে থাক্‌বে আর একটা সাপ ব্যাঙকে তেড়ে যাবে, ব্যাঙকে ছোবল্ মারবার সময় ব্যাঙটা যাই লাফ্ দিয়ে পালাবে, অমনি সেই সাপের বিষ মড়ার মাথার খুলিতে পড়ে যাবে, সেই বিষের ঔষধ তৈয়ার ক'রে যদি খাওয়াতে পার, তবে বাঁচে। তখন যার বাড়ীতে অসুখ, সেই লোক দিন ক্ষণ নক্ষত্র দেখে বাড়ী থেকে বেরুলো, আর ব্যাকুল হ'য়ে ঐ সব খুঁজতে লাগলো। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাক্‌ছে, 'ঠাকুর! তুমি যদি জোটপাট ক'রে দাও, তবেই হয়।' এইরূপে যেতে যেতে সত্য সত্যই দেখতে পেলে, একটা মড়ার খুলি পড়ে র'য়েছে। দেখতে দেখতে এক পসলা বৃষ্টিও হ'ল। তখন সে ব্যক্তি ব'লছে, 'হে গুরুদেব! মড়ার মাথার খুলিও পেলুম, স্বাতীনক্ষত্রে বৃষ্টিও হ'লো, সেই বৃষ্টির জলও ঐ খুলিতে প'ড়েছে, এখন কৃপা করে আর কয়টার যোগাযোগ ক'রে দাও ঠাকুর।'

"ব্যাকুল হ'য়ে ভাব্‌ছে। এমন সময় দেখে একটা বিষধর সাপ আস্‌ছে। তখন লোকটীর ভারি আহ্লাদ, সে এত ব্যাকুল হ'লো যে বুক দুড় দুড় ক'র্‌তে লাগলো, আর সে বল্‌তে লাগলো, 'হে গুরুদেব! এবার সাপও এসেছে, অনেকগুলির যোগাযোগও হ'ল।

কৃপা ক'রে এখন আর যেগুলি বাকী আছে, সে গুলি করিয়ে দাও।' বলতে বলতে ব্যাঙও এলো। সাপটা ব্যাঙ তাড়া ক'রে যেতেও লাগলো। মড়ার মাথার খুলির কাছে এসে যাই ছোবল দিতে যাবে, ব্যাঙটা লাফিয়ে ওদিকে গিয়ে প'ড়লো, আর বিষ অমনি খুলির ভিতর প'ড়ে গেল। তখন লোকটী আনন্দে হাততালি দিয়ে নাচতে লাগলো।

"তাই বলছি ব্যাকুলতা থাকলে সব হ'য়ে যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাস ও গৃহস্থাশ্রম। ঈশ্বরলাভ ও ত্যাগ। ঠিক সন্ন্যাসী কে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। মন থেকে সব ত্যাগ না হ'লে ঈশ্বর লাভ হয় না। সাধু সঞ্চয় ক'রতে পারে না। সঞ্চয় না ক'রে 'পঞ্ছী আউর দরবেশ।' পাখী আর সাধু সঞ্চয় করে না। এখানকার ভাব,—হাতে মাটী দেবার জন্য মাটী নিয়ে যেতে পারি না। বেটুয়াটা ক'রে পান আনবার যো নাই। হৃদে যখন বড় যন্ত্রণা দিচ্চে, তখন এখান থেকে কাশী চ'লে যাবো মৎলব হ'ল। ভাবলুম, কাপড় লব—কিন্তু টাকা কেমন ক'রে লব? আর কাশী যাওয়া হ'ল না। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মহিমার প্রতি)। তোমরা সংসারী, তোমরা এও রাখ, ওও রাখ। সংসারও রাখ, ধর্ম্মও রাখ।

মহিমা। 'এও' কি আর থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি পঞ্চবটীর কাছে গঙ্গার ধারে 'টাকা মাটী, মাটীই টাকা, টাকাই মাটী এই বিচার ক'রতে ক'রতে যখন টাকা গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম, তখন একটু ভয় হ'ল। ভাবলুম, আমি কি লক্ষ্মীছাড়া হলুম? মা লক্ষ্মী যদি খ্যাট বন্ধ ক'রে দেন, তা হ'লে কি হবে। তখন হাজরার মত পাটোয়ারী করলুম। বল্লুম, মা! তুমি যেন হৃদয়ে থেকো। একজন তপস্যা করাতে ভগবতী সন্তুষ্ট হ'য়ে বল্লেন, তুমি বর লও। সে বল্লে, মা যদি বর দিবে, তবে এই কর,

যেন আমি নাতির সঙ্গে সোনার থালে ভাত খাই। এক থরেতে নাতি, ঐশ্বর্য্য, সোনার থাল, সব হ'ল। (সকলের হাস্য)।

"মন থেকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ হ'লে ঈশ্বরে মন যায়, মন গিয়ে লিপ্ত হয়। যিনি বদ্ধ, তিনিই মুক্ত হ'তে পারেন। ঈশ্বর থেকে বিমুখ হ'লেই বদ্ধ—নিক্তির নীচের কাঁটা উপরের কাঁটা থেকে তফাৎ হয় কখন? যখন নিক্তির বাটীতে কামিনী-কাঞ্চনের ভার পড়ে।

"ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে কেন কাঁদে? 'গর্ভে ছিলাম, যোগে ছিলাম।' ভূমিষ্ঠ হ'য়ে এই ব'লে কাঁদে—'কাঁহা এ, কাঁহা এ; এ কোথায় এলুম, ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা ক'রছিলাম, এ আবার কোথায় এলাম!'

"তোমাদের পক্ষে মনে ত্যাগ। সংসার অনাসক্ত হয়ে কর।"

[সংসার ত্যাগ কি দরকার?]

মহিমা। তাঁর উপর মন গেলে আর কি সংসার থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি? সংসারে থাকবে না তো কোথায় যাবে? আমি দেখছি যেখানে থাকি, রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎ সংসার রামের অযোধ্যা। রামচন্দ্র গুরুর কাছে জ্ঞান লাভ করবার পর ব'ল্লেন, আমি সংসার ত্যাগ ক'রব। দশরথ তাঁকে বুঝাবার জন্য বশিষ্ঠকে পাঠালেন। বশিষ্ঠ দেখলেন রামের তীব্র বৈরাগ্য। তখন বল্লেন, 'রাম! আগে আমার সঙ্গে বিচার কর, তারপর সংসার ত্যাগ করো। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া? তা যদি হয়, তুমি ত্যাগ কর।' রাম দেখলেন, ঈশ্বরই জীব জগৎ সব হয়েছেন। তাঁর সত্তাতে সমস্ত সত্য ব'লে বোধ হচ্ছে। তখন রামচন্দ্র চুপ করে রইলেন।

"সংসারে কাম ক্রোধ এই সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, নানা বাসনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, আসক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধ কেল্লা থেকে হলেই সুবিধা। গৃহ থেকে যুদ্ধই ভাল,—খাওয়া মেলে,—ধর্ম্মপত্নী অনেক রকম সাহায্য করে। কলিতে অন্নগত প্রাণ—অন্নের জন্য সাত জায়গায় ঘুরার চেয়ে এক জায়গাই ভাল। গৃহে, কেল্লার ভিতর থেকে যেন যুদ্ধ করা।

"আর সংসারে থাকো, ঝড়ের এঁটো পাত হ'য়ে। ঝড়ের এঁটো

পাতাকে কখনও ঘরের ভিতর লয়ে যায়, কখন আস্তাকুড়ে। হাওয়া যেদিকে যায়, পাতাও সেইদিকে যায়। কখনও ভাল জায়গায় কখনও মন্দ জায়গায়। তোমাকে এখন সংসারে ফেলেছেন, ভাল, এখন সেই স্থানেই থাক—আবার যখন সেখান থেকে তুলে ওর চেয়ে ভাল জায়গায় লয়ে ফেলবেন, তখন যা হয় হবে।

[সংসারে আত্মসমর্পণ Resignation; রামের ইচ্ছা]

"সংসারে রেখেছেন, তা কি করবে? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ কর—তাঁকে আত্মসমর্পণ কর। তা হ'লে আর কোন গোল থাকবে না। তখন দেখবে, তিনিই সব ক'রছেন। সবই 'রামের ইচ্ছা'।

একজন ভক্ত। 'রামের ইচ্ছা' গল্পটী কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কোন এক গ্রামে একটী তাঁতী থাকে। বড় ধার্ম্মিক। সকলেই তাকে বিশ্বাস করে, আর ভালবাসে। তাঁতী হাটে গিয়ে কাপড় বিক্রী করে। খরিদ্দারে দাম জিজ্ঞাসা করলে বলে,—রামের ইচ্ছা, সুতার দাম ১্ টাকা, মেহন্নতের দাম।০ আনা, রামের ইচ্ছা মুনফা ৵০ আনা, কাপড়ের দাম রামের ইচ্ছা ১৷৵০। লোকের এত বিশ্বাস যে তৎক্ষণাৎ দাম ফেলে দিয়ে কাপড় নিত। লোকটী ভারি ভক্ত, রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ার পর অনেকক্ষণ চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে ঈশ্বর চিন্তা করে, তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন করে। একদিন অনেক রাত হ'য়েছে, লোকটীর ঘুম হচ্চে না, ব'সে আছে, এক একবার তামাক খাচ্চে, এমন সময় সেই পথ দিয়ে একদল ডাকাত ডাকাতি করতে যাচ্চে।

তাদের মুটের অভাব হওয়াতে ঐ তাঁতীকে এসে বল্লে, 'আয় আমাদের সঙ্গে'।—এই বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে চল্লো। তারপর একজন গৃহস্থের বাড়ী গিয়ে ডাকাতি করলে। কতকগুলা জিনিষ তাঁতীর মাথায় দিলে। এমন সময় পুলিশ এসে পড়্‌ল। ডাকাতেরা পালাল, কেবল তাঁতীটা, মাথায় মোট, ধরা পড়্‌লো। সে রাত্রি তাকে হাজতে রাখা হল। পরদিন ম্যাজিষ্টার সাহেবের কাছে বিচার। গ্রামের লোক জানতে পেরে সব এসে উপস্থিত। তারা সকলে বল্লে,

হুজুর! এ লোক কখনও ডাকাতি করতে পারে না। সাহেব তখন তাঁতীকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কিগো, তোমার কি হয়েছে বল?'

'তাঁতী বল্লে, হুজুর! রামের ইচ্ছা আমি রাত্রিতে ভাত খেলুম। তারপর রামের ইচ্ছা, আমি চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছি, রামের ইচ্ছা, অনেক রাত হ'ল। আমি, রামের ইচ্ছা, তাঁর চিন্তা করছিলাম আর তাঁর নাম গুণ গান করছিলাম। এমন সময়ে, রামের ইচ্ছা, এক দল ডাকাত সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। রামের ইচ্ছা, তারা আমায় ধ'রে টেনে ল'য়ে গেল। রামের ইচ্ছা, তারা এক গৃহস্থের বাড়ী ডাকাতী করলে। রামের ইচ্ছা আমার মাথায় মোট দিল। এমন সময় রামের ইচ্ছা, পুলিস এসে পড়ল। রামের ইচ্ছা, আমি ধরা পড়লুম। তখন, রামের ইচ্ছা, পুলিসের লোকেরা হাজতে দিল। আজ সকালে, রামের ইচ্ছা, হুজুরের কাছে এনেছে।"

"অমন ধার্ম্মিক লোক দেখে, সাহেব তাঁতীটিকে ছেড়ে দিবার হুকুম দিলেন। তাঁতী রাস্তায় বন্ধুদের বল্লে, রামের ইচ্ছা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। সংসার করা, সন্ন্যাস করা, সবই রামের ইচ্ছা। তাই তাঁর উপর সব ফেলে দিয়ে সংসারে কাজ কর।

"তা না হ'লে আর কিই বা করবে?

একজন কেরাণী জেলে গিছলো। জেল খাটা শেষ হ'লে সে জেল থেকে বেরিয়ে এল। এখন জেল থেকে এসে, সে কি কেবল ধেই ধেই ক'রে নাচবে। না কেরাণীগিরিই করবে?

"সংসারী যদি জীবন্মুক্ত হয়, সে মনে করলে অনায়াসে সংসারে থাকতে পারে। যার জ্ঞান লাভ হয়েছে তার এখান সেখান নাই। তার সব সমান। যার সেখানে আছে, তার এখানেও আছে।

[পূর্ব্বকথা কেশব সেনের সঙ্গে কথা সংসারে জীবন্মুক্ত]।

'যখন কেশবসেনকে বাগানে প্রথম দেখলুম, ব'লেছিলাম — 'এরই ল্যাজ খসেছে।' সভাশুদ্ধলোক হেসে উঠলো। কেশব বল্লে, তোমরা হেসো না, এর কিছু মানে আছে এঁকে জিজ্ঞাসা করি'। আমি বলাম, যতদিন বেঙাচির ল্যাজ না খসে, তার কেবল জলে থাকতে

হয়, আড়ায় উঠে ডাঙ্গায় বেড়াতে পারে না, যেই ল্যাজ খসে, অমনি লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় পড়ে। তখন জলেও থাকে,আবার ডাঙ্গায়ও থাকে। তেমনি মানুষের যতদিন অবিদ্যার ল্যাজ না খসে, ততদিন সংসার জলে পড়ে থাকে। অবিদ্যার ল্যাজ খসলে—জ্ঞান হ'লে, তবে মুক্ত হ'য়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা হ'লে সংসারে থাকতে পারে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গৃহস্থাশ্রমকথাপ্রসঙ্গে। নির্লিপ্ত সংসার।

শ্রীযুক্ত মহিমাচরণাদি ভক্তেরা বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হরিকথামৃত পান করিতেছেন। কথাগুলি যেন বিবিধ বর্ণের মণিরত্ন, যে যত পারেন কুড়াইতেছেন—কিন্তু কোচড় পরিপূর্ণ হ'য়েছে, এত ভার বোধ হ'চ্ছে যে উঠা যায় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আধার, আর ধারণা হয় না। সৃষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত যত বিষয়ে মানুষের হৃদয়ে যত রকম সমস্যা উদয় হ'য়েছে—সব সমস্যা পূরণ হইতেছে। পদ্মলোচন, নারায়ণ শাস্ত্রী, গৌরী পণ্ডিত, দয়ানন্দ সরস্বতী ইত্যাদি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা অবাক হ'য়েছেন। দয়ানন্দ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে যখন দর্শন করেন ও তাঁহার সমাধি অবস্থা দেখিলেন, তখন আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আমরা এত বেদ বেদান্ত কেবল প'ড়েছি, কিন্তু এই মহাপুরুষে তাহার ফল দেখিতেছি, একে দেখে প্রমাণ হ'ল যে পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র মন্থন করে ঘোলটা খান, এরূপ মহাপুরুষেরা মাখনটা সমস্ত খান। আবার ইংরাজী পড়া কেশবচন্দ্র সেনাদি পণ্ডিতেরাও দেখে অবাক হয়েছেন। ভাবেন, কি আশ্চর্য্য, নিরক্ষর ব্যক্তি এ সব কথা কিরূপে বল্‌ছেন! এ যে ঠিক যীশুখ্রীষ্টের মত কথা! গ্রাম্যভাষা! সেই গল্প ক'রে ক'রে বুঝান—যাতে পুরুষ স্ত্রী ছেলে সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারে। যীশু, Father (পিতা) Father (পিতা) করে পাগল হ'য়েছিলেন, ইনি মা মা করে পাগল! শুধু জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার নহে,—ঈশ্বর প্রেম 'কলসে কলসে ঢালে, তবু না ফুরায়!' ইনিও যীশুর মত ত্যাগী, তাঁহারই মত ইহারও জ্বলন্ত বিশ্বাস! তাই

কথাগুলির এত জোর। সংসারী লোক বল্লে তো এত জোর হয় না; তারা ত্যাগী নয়, তাদের জ্বলন্ত বিশ্বাস কই? কেশব সেনাদি পণ্ডিতেরা আরো ভাবেন,—এই নিরক্ষর লোকের এত উদার ভাব কেমন ক'রে হ'ল। কি আশ্চর্য্য! কোন রূপ বিদ্বেষভাব নাই। সব ধর্ম্মাবলম্বীদের আদর করেন—কাহারও সহিত ঝগড়া নাই!

আজ মহিমাচরণের সহিত ঠাকুরের কথাবার্ত্তা শুনিয়া কোন ভক্ত ভাব্‌ছেন, 'ঠাকুর তো সংসার ত্যাগ কর্‌তে বল্লেন না—বরং বল্‌ছেন, সংসার কেল্লা স্বরূপ, এই কেল্লায় থেকে কাম ক্রোধ ইত্যাদির সহিত যুদ্ধ করিতে পারা যায়। আবার বল্‌ছেন, সংসারে থাক্‌বে না তো কোথায় যাবে? কেরাণী জেল থেকে বেরিয়ে এসে কেরাণীর কাজই করে। অতএব এক রকম বলা হ'লো, জীবন্মুক্ত সংসারেও থাক্‌তে পারে। আদর্শ—কেশব সেন? তাঁকে ব'লেছিলেন, 'তোমারই ল্যাজ খসেছে—আর কা'রু হয় নাই।' কিন্তু একটা কথা আছে, ঠাকুর কেবল বল্‌ছেন, মাঝে মাঝে নির্জ্জনে থাক্‌তে হবে। চারা গাছে বেড়া দিতে হবে—নচেৎ ছাগলে গরুতে খেয়ে ফেল্‌বে। গাছের গুঁড়ী হয়ে গেলে, চারিদিকের বেড়া ভেঙ্গে দাও আর না দাও; এমন কি, হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছু হবে না। নির্জ্জনে থেকে থেকে জ্ঞান লাভ ক'রে—ঈশ্বরে ভক্তি লাভ ক'রে, সংসারে এসে থাক্‌লে, কিছু ভয় নাই। তাই নির্জ্জনবাস কথাটী কেবল বল্‌ছেন।

ভক্তেরা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের কথার পর, আর দু একটী সংসারী ভক্তের কথা, বলিতেছেন।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। যোগ ও ভোগ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণাদির প্রতি)। আবার সেজো বাবুর * সঙ্গে দেবেন্দ্র ঠাকুরকে দেখ্‌তে গি'ছলাম। সেজো বাবুকে বল্লু'ম, 'আমি শুনেছি, দেবেন্দ্র ঠাকুর ঈশ্বর চিন্তা করে, আমার তাকে দেখ্‌বার ইচ্ছা হয়।' সেজো বাবু ব'ল্লে, 'আচ্ছা বাবা, আমি

* সেজো বাবু—রাণী রাসমণির জামাতা, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস। ঠাকুরকে প্রথমাবধি সাতিশয় ভক্তি, ও শিষ্যের ন্যায় সেবা, করিতেন।

তোমায় নিয়ে যাব; আমরা হিন্দু কলেজে এক ক্লাসে প'ড়্‌তুম, আমার সঙ্গে বেশ ভাব আছে। সেজো বাবুর সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হ'ল। দেখে দেবেন্দ্র ব'ল্লে, তোমার একটু বদ্‌লেছে—তোমার ভুঁড়ি হয়েছে! সেজো বাবু আমার কথা ব'ল্লে, ইনি তোমায় দেখতে এসেছেন—ইনি ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রে পাগল।' আমি লক্ষণ দেখ্‌বার জন্য দেবেন্দ্রকে বল্লুম, 'দেখি গা তোমার গা।' দেবেন্দ্র গায়ের জামা তুল্‌লে, দেখ্‌লাম—গৌরবর্ণ, তার উপর সিন্দুর ছড়ান? তখন দেবেন্দ্রের চুল পাকে নাই।

"প্রথম যাবার পর একটু অভিমান দেখেছিলাম। তা হবে না গা? অত ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, মান, সম্ভ্রম? অভিমান দেখে সেজো-বাবুকে বল্লুম, 'আচ্ছা, অভিমান জ্ঞানে হয়, না অজ্ঞানে হয়? যার ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়েছে, তার কি 'আমি পণ্ডিত,' 'আমি জ্ঞানী,' 'আমি ধনী,' ব'লে অভিমান থাক্‌তে পারে?

"দেবেন্দ্রের সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার হঠাৎ সেই অবস্থাটী হ'ল। সেই অবস্থাটী হ'লে কে কিরূপ লোক দেখ্‌তে পাই। আমার ভিতর থেকে হী হী ক'রে একটা হাসি উঠল। যখন ঐ অবস্থাটা হয়, তখন পণ্ডিত ফণ্ডিত তৃণ জ্ঞান হয়। যদি দেখি, পণ্ডিতের বিবেক-বৈরাগ্য নাই, তখন খড় কুটোর মত বোধ হয়। তখন দেখি, যেন শকুনি খুব উঁচুতে উঠ্‌ছে কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর।

"দেখ্‌লাম,যোগ ভোগ দুইই আছে, অনেক ছেলে পুলে ছোট ছোট; ডাক্তার এসেছে;—তবেই হ'লো, অত জ্ঞানী হ'যে সংসার নিয়ে সর্ব্বদা থাক্‌তে হয়। ব'ল্লুম, তুমি কলির জনক। জনক 'এদিক উদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।' তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রেখেছ শুনে, তোমায় দেখ্‌তে এসেছি, আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শুনাও।

তখন বেদ থেকে কিছু কিছু শুনালে। ব'ল্লে, এই জগৎ যেন একটা ঝাড়ের মত, আর জীব হয়েছে—এক একটী ঝাড়ের দীপ। আমি এখানে পঞ্চবটীতে যখন ধ্যান কর্‌তুম ঠিক ঐ রকম দেখেছিলাম। দেবেন্দ্রের কথার সঙ্গে মিলন দেখে ভাব্‌লুম তবে তো খুব বড় লোক। ব্যাখ্যা কর্‌তে বল্লাম,— তা ব'ল্লে, "এ জগৎ

কে জান্‌তো ?—ঈশ্বর মানুষ করেছেন, তাঁর মহিমা প্রকাশ কর্‌বার জন্য। ঝাড়ের আলো না থাক্‌লে সব অন্ধকার, ঝাড পর্য্যন্ত দেখা যায় না!”

[ব্রাহ্মসমাজে ‘অসভ্যতা’। কাপ্তেন ভক্ত গৃহস্থ।]

“অনেক কথাবার্ত্তার পর দেবেন্দ্র খুসী হয়ে বল্লে, আপনাকে উৎসবে (ব্রাহ্মোৎসবে) আস্‌তে হবে। আমি ব’ল্লাম সে ঈশ্বরের ইচ্ছা, আমার তো এই অবস্থা দেখ্‌ছো!—কখন কি ভাবে তিনি রাখেন। দেবেন্দ্র বল্লে, ‘না, আস্‌তে হবে ; তবে ধুতি আর উড়ানি পরে এসো,—তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু ব’ল্লে, আমার কষ্ট হবে।’ আমি ব’ল্লাম, তা পারবো না। আমি বাবু হ’তে পার্‌বো না। দেবেন্দ্র, সেজো বাবু, সব হাস্‌তে লাগলো।

“তার পর দিনই সেজো বাবুর কাছে দেবেন্দ্রের চিঠি এলো—আমাকে উৎসব দেখ্‌তে যেতে বারণ করেছে। বলে—অসভ্যতা হবে, গায়ে উড়ানি থাক্‌বে না। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমা প্রতি)। আর একটী আছে—**কাপ্তেন**।* সংসারী বটে, কিন্তু ভারি ভক্ত। তুমি আলাপ কোরো।

“কাপ্তেনের বেদ, বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, অধ্যাত্ম, এ সব কণ্ঠস্থ। তুমি আলাপ ক’রে দেখো।

“খুব ভক্তি। আমি বরাহনগরে রাস্তা দিয়ে যাচ্চি, তা আমায় ছাতা ধরে। ওর বাড়ীতে লয়ে গিয়ে কত যত্ন!—বাতাস করে—পা টিপে দেয়—আর নানা তরকারি ক’রে খাওয়ায়। আমি এক দিন ওর বাড়ীতে পাইখানায় বেহুঁস হ’য়ে গেছি। ও তো অত আচারী, পাইখানার ভিতর আমার কাছে গিয়ে পা ফাঁক করে বসিয়ে দেয়। অত আচারী ঘৃণা কর্‌লে না।

“কাপ্তেনের অনেক খরচা। কাশীতে ভায়েরা থাকে, তাদের দিতে

* শ্রীবিশ্বনাথ উপাধ্যায়, নেপাল নিবাসী, নেপালের রাজার উকিল, রাজ-প্রতিনিধি, কলিকাতায় থাকিতেন। অতি সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও পরম ভক্ত।

হয়। মাগ আগে কৃপণ ছিল, এখন এত বিব্রত হ'য়েছে যে, সব রকম খরচ ক'র্‌তে পারে না।

"কাপ্তেনের পরিবার আমায় ব'ল্লে যে, সংসার ওঁর ভাল লাগে না। তাই মাঝে ব'লেছিল, সংসার ছেড়ে দেবো। মাঝে মাঝে, ছেড়ে দেবো ছেড়ে দেবো ক'র্‌তো।

"ওদের বংশই ভক্ত। বাপ লড়ায়ে যেতো। শুনেছি লড়ায়ের সময় এক হাতে শিব পূজা, এক হাতে তরবার খোলা, যুদ্ধ ক'রতো।

"লোকটা ভারি আচারী। আমি কেশব সেনের কাছে যেতুম, তাই এখানে এক মাস আসে নাই। বলে কেশব সেন ভ্রষ্টাচার—ইংরাজের সঙ্গে খায়, ভিন্ন জাতে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, জাত নাই। আমি বল্লুম, আমার সে সবে দরকার কি? কেশব হরিনাম করে, দেখ্‌তে যাই, ঈশ্বরীয় কথা শুন্‌তে যাই—আমি কুলটি খাই, কাঁটায় আমার কি কাজ?' তবুও আমায় ছাড়ে না; বলে তুমি কেশব সেনের ওখানে কেন যাও? তখন আমি ব'ল্লুম, একটু বিরক্ত হ'য়ে, আমি তো টাকার জন্য যাই না—আমি হরিনাম শুন্‌তে যাই—আর তুমি লাট সাহেবের বাড়ীতে যাও কেমন করে? তারা ম্লেচ্ছ, তাদের সঙ্গে থাকো কেমন ক'রে? এই সব বলার পর তবে একটু থামে।

কিন্তু খুব ভক্তি। যখন পূজা করে, কর্পূরের আরতি করে। আর পূজা ক'র্‌তে ক'র্‌তে আসনে বসে স্তব করে। তখন আর একটী মানুষ। যেন তন্ময় হয়ে যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বেদান্তবিচারে। মায়াবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি)। বেদান্ত বিচারে, সংসার মায়াময়—স্বপ্নের মত, সব মিথ্যা। যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষিস্বরূপ—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তিন অবস্থারই সাক্ষিস্বরূপ। এ সব, তোমার

ভাবের কথা। স্বপ্নও যত সত্য, জাগরণও সেইরূপ সত্য। একটা গল্প বলি শুনো। তোমার ভাবের।

"এক দেশে একটী চাষা থাকে। ভারী জ্ঞানী। চাষ বাস করে—পরিবার আছে, একটী ছেলে অনেক দিন পরে হ'য়েছে; নাম—হারু। ছেলেটার উপর বাপ মা দু'জনেরই ভালবাসা; কেন না, সবে ধন নীলমণি। চাষাটী ধার্ম্মিক, গাঁয়ের সব লোকেই ভালবাসে। এক দিন মাঠে কাজ ক'র্‌ছে, এক জন এসে খপর দিলে, হারুর কলেরা হ'য়েছে। চাষাটী বাড়ী গিয়ে অনেক চিকিৎসা করালে কিন্তু ছেলেটী মারা গেল। বাড়ীর সকলে শোকে কাতর হ'লো কিন্তু চাষাটীর যেন কিছুই হয় নাই। উল্টে সকলকে বুঝায় যে, শোক ক'রে কি হবে? তার পর আবার চাষ ক'র্‌তে গেল। বাড়ী ফিরে এসে দেখে, পরিবার আরো কাঁদ্‌ছে। ব'ল্লে, 'তুমি নিষ্ঠুর—ছেলেটার জন্য একবার কাঁদ্‌লেও না?' চাষা তখন স্থির হয়ে ব'ল্লে, 'কেন কাঁদ্‌ছি না, বল্‌বো? আমি কাল একটা ভারি স্বপ্ন দেখেছি। দেখ্‌লাম যে রাজা হ'য়েছি আর আট ছেলের বাপ হ'য়েছি—খুব সুখে আছি। তার পর ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখন মহা ভাবনায় প'ড়েছি—আমার সেই আট ছেলের জন্য শোক ক'র্‌বো, না তোমার এই এক ছেলে হারুর জন্য শোক ক'র্‌বো?

"চাষা জ্ঞানী, তাই দেখ্‌ছিল স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিথ্যা, এক নিত্যবস্তু, সেই আত্মা।

"আমি সবই লই। তুরীয় আবার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। আমি তিন অবস্থাই লই। ব্রহ্ম আবার মায়া, জীব, জগৎ আমি সবই লই। সব না নিলে ওজনে কম পড়ে।"

একজন ভক্ত। ওজনে কেন কম পড়ে? (সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রহ্ম—জীবজগৎবিশিষ্ট। প্রথম নেতি নেতি কর্‌বার সময় জীবজগৎকে ছেড়ে দিতে হয়। অহং বুদ্ধি যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনিই সব হ'য়েছেন, এই বোধ হয়;—তিনিই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হ'য়েছেন।

বেলের সার বল্‌তে গেলে শাঁসই বুঝায়, তখন বীচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেল্‌টা কত ওজনে ছিল ব'ল্‌তে

গেলে শুধু সাঁস-ওজন করলে হবে না। ওজনের সময় সাঁস বীচি, খোলা সব নিতে হবে। যারই সাঁস, তারই বীচি, তারই খোলা। **যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা।**

"তাই আমি নিত্য লীলা সবই লই। মায়া বোলে জগৎ সংসার উড়িয়ে দিই না। তা হ'লে যে ওজনে কম প'ড়বে।

[মায়াবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।]

মহিমাচরণ। এ বেশ সামঞ্জস্য,– নিত্য থেকেই লীলা, আবার লীলা থেকেই নিত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞানীরা দেখে সব স্বপ্নবৎ। ভক্তেরা সব অবস্থা লয়। জ্ঞানী দুধ দেয় ছিড়িক্ ছিড়িক্ করে। (সকলের হাস্য)। এক একটা গরু আছে—বেছে বেছে খায়; তাই ছিড়িক্ ছিড়িক্ দুধ। যারা অতো বাছে না আর সব খায়, তারা হুড়্ হুড়্ ক'রে দুধ দেয়। উত্তম ভক্ত—নিত্য, লীলা, দুই লয়, তাই নিত্য থেকে মন নেমে এলেও তাঁকে সম্ভোগ করতে পায়। উত্তম ভক্ত * হুড়্ হুড় করে দুধ দেয়। (সকলের হাস্য।)

মহিমা। তবে দুধ একটু গন্ধ হয়। (হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। হয় বটে, তবে একটু আওটাতে হয়। একটু আগুনে আউটে নিতে হয়। জ্ঞানাগ্নির উপর একটু দুধটা চড়িয়ে দিতে হয়, তা হ'লে আর গন্ধটা থাক্‌বে না। (সকলের হাস্য)।

[ওঁকার ও নিত্যলীলাযোগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। ওঁকারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল বল, 'অকার উকার মকার।'

মহিমাচরণ। অকার, উকার, মকার—কি না সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি উপমা দিই ঘণ্টার টং শব্দ। ট-অ-অ-ম-ম। লীলা থেকে নিত্যে লয়;—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার ঘণ্টা বাজ্‌লো, যেন মহাসমুদ্রে একটা গুরু জিনিস পড়্‌লো, আর ঢেউ আরম্ভ

* উত্তম ভক্ত—যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।

হ'ল। নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হ'ল, মহাকারণ থেকে স্থূল সূক্ষ্ম, কারণ শরীর দেখা দিল—সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়্‌লো। আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হ'ল। নিত্য ধ'রে ধ'রে লীলা, আবার লীলা ধ'রে ধ'রে নিত্য।* আমি টং শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এই সব দেখেছি। আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎসমুদ্র, অন্ত নাই। তাই থেকে এই সব লীলা উঠলো, আবার ঐতেই লয় হয়ে গেল। চিদাকাশে কোটী ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার ঐতেই লয়, তোমাদের বইয়ে কি আছে, অত আমি জানি না।

মহিমা। যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা তো শাস্ত্র লেখেন নাই। তাঁরা নিজের ভাবেই বিভোর, লিখ্‌বেন, কখন। লিখ্‌তে গেলেই একটু হিসাবী বুদ্ধির দরকার। তাঁদের কাছে শুনে অন্য লোকে লিখেছে।

(সংসারাসক্তি কত দিন। ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্ত।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। সংসারীরা বলে, কেন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি যায় না? তাঁকে লাভ ক'রলে আসক্তি যায়।† যদি একবার ব্রহ্মানন্দ পায়, তা হ'লে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে, বা অর্থ, মান, সম্ভ্রমের জন্য, আর মন দৌড়ায় না।

বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখে, তা হ'লে আর অন্ধকারে যায় না।

"রাবণকে ব'লেছিল, তুমি সীতার জন্য মায়ায় নানা রূপ ধরছো, এক বার রাম রূপ ধ'রে সীতার কাছে যাও না কেন। রাবণ বল্লে, তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গঃ কুতঃ—যখন রামকে চিন্তা করি, তখন ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রী তো সামান্য কথা! তা রামরূপ কি ধ'রবো।"

(যত ভক্তি বাড়ে, সংসারাসক্তি কমে। চৈতন্যভক্ত নির্লিপ্ত।)

"তাই জন্যই সাধন ভজন। তাঁকে চিন্তা যত করবে, ততই সংসারের সামান্য ভোগের জিনিষে আসক্তি ক'মবে। তাঁর পাদপদ্মে

* নিত্য ধ'রে লীলা &—From the Absolute to the Relative, from the Infinite to the Finite—from the Undifferentiated to the Differentiated—from the Unconditioned to the Conditioned; and again from the Relative to the Absolute &

† রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।

যত ভক্তি হবে, ততই বিষয়বাসনা কম পড়ে আসবে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর কম্‌বে, পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ বোধ হবে, নিজের স্ত্রীকে ধর্ম্মের সহায় বন্ধু বোধ হবে, পশুভাব চ'লে যাবে, দেবভাব আসবে, সংসারে একবারে অনাসক্ত হ'য়ে যাবে। তখন সংসারে যদিও থাকো, জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়াবে। চৈতন্যদেবের ভক্তেরা অনাসক্ত হ'য়ে সংসারে ছিল।

[জ্ঞানী ও ভক্তের গূঢ় রহস্য।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাকে)। যে ঠিক ভক্ত, তার কাছে হাজার বেদান্ত বিচার করো, আর 'স্বপ্নবৎ' বল, তার ভক্তি যাবার নয়। ফিরে ঘুরে একটুখানি থাকবেই। একটা মুষল ব্যানা বনে পড়েছিল, তাতেই 'মুষলং কুলনাশনম্'।

শিব অংশে জন্মালে জ্ঞানী হয়; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বোধের দিকে মন সর্ব্বদা যায়। বিষ্ণু অংশে জন্মালে প্রেম ভক্তি হয়, সে প্রেম ভক্তি যাবার নয়। জ্ঞান-বিচারের পর এই প্রেম ভক্তি যদি কমে যায়, আবার এক সময় হুহু ক'রে বেড়ে যায়; যদুবংশ ধ্বংস ক'রেছিল মুষল, তারই মত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মাতৃসেবা ও শ্রীরামকৃষ্ণ। হাজরা মহাশয়।*

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের পূর্ব্ববারাণ্ডায় হাজরা মহাশয় বসিয়া জপ করেন। বয়স ৪৬।৪৭ হইবে। ঠাকুরের দেশের লোক। অনেক দিন হইতে বৈরাগ্য হইয়াছে,—বাহিরে বাহিরে বেড়ান, কখন কখন বাড়ীতে গিয়া থাকেন। বাড়ীতে কিছু জমি টমি আছে, তাহাতেই স্ত্রীপুত্রকন্যাদির ভরণপোষণ হয়। তবে প্রায় হাজার টাকা দেনা আছে, তজ্জন্য হাজরা মহাশয় সর্ব্বদা চিন্তিত থাকেন ও কিসে শোধ যায়, সর্ব্বদা চেষ্টা করেন।

* ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুরের সন্নিকট মড়াগোড় গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। সম্প্রতি (১৩০৬ সালের চৈত্র মাসে) স্বদেশে থাকিয়া ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। মৃত্যুকালে ঠাকুরের প্রতি ইঁহার অদ্ভুত বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার বয়ঃক্রম ৬৩, ৬৪ বৎসর হইয়াছিল।

কলিকাতায় সর্ব্বদা যাতায়াত আছে, সেখানে ঠনঠনেনিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে সাতিশয় যত্ন করেন ও সাধুর ন্যায় সেবা করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে যত্ন ক'রে রেখেছেন, কাপড় ছিঁড়ে গেলে কাপড় কিনে দেওয়ান, সর্ব্বদা সংবাদ লন ও ঈশ্বরীয় কথা তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা হ'য়ে থাকে। হাজরা মহাশয় বড় তার্কিক। প্রায় কথা কহিতে কহিতে তর্কের তরঙ্গে ভেসে এক দিকে চলে যেতেন। বারাণ্ডায় আসন ক'রে সর্ব্বদা জপের মালা লয়ে জপ করতেন।

হাজরা মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণীর অসুখ সংবাদ আসিয়াছে। রামলালকে দেশ থেকে আসবার সময় তিনি হাতে ধ'রে অনেক ক'রে বলেছিলেন, 'খুড়ো মহাশয়কে আমার কাকুতি জানিয়ে বোলো, তিনি যেন প্রতাপকে ব'লে ক'য়ে দেশে পাঠিয়ে দেন, এক বার যেন আমার সঙ্গে দেখা হয়। ঠাকুর তাই হাজরাকে বলেছিলেন, 'একবার বাড়ীতে গিয়ে মার সঙ্গে দেখা ক'রে এসো, তিনি রামলালকে অনেক ক'রে বলে দিয়েছেন। মাকে কষ্ট দিয়ে কখন ঈশ্বরকে ডাকা হয়? একবার দেখা দিয়ে বরং চলে এসো।'

ভক্তের মজলিস্ ভাঙ্গিলে পর, মহিমাচরণ হাজরাকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হইলেন। মাষ্টারও আছেন।

মহিমাচরণ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি, সহাস্যে)। মহাশয়! আপনার কাছে দরবার আছে! আপনি কেন হাজরাকে বাড়ী যেতে ব'লেছেন? আবার সংসারে যেতে ওর ইচ্ছা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওর মা রামলালের কাছে অনেক দুঃখ ক'রেছে; তাই বল্লুম, তিন দিনের জন্য না হয় যাও, একবার দেখা দিয়ে এসো। মাকে কষ্ট দিয়ে কি ঈশ্বর সাধনা হয়? আমি বৃন্দাবনে র'য়ে যাচ্ছিলাম, তখন মাকে মনে পড়লো, ভাবলুম—মা যে কাঁদবে, আবার সেজো বাবুর সঙ্গে এখানে চলে এলুম! আর সংসারে যেতে জ্ঞানীর ভয় কি?

মহিমাচরণ (সহাস্যে)। মহাশয়, জ্ঞান হ'লে তো!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। হাজরার সবই হ'য়েছে, একটু সংসারে মন আছে—ছেলেরা র'য়েছে, কিছু টাকা ধার র'য়েছে। মামীর সব অসুখ

সেরে গেছে, একটু কসুর আছে! (মহিমাচরণ প্রভৃতি সকলের হাস্য)। মহিমা। কোথায় জ্ঞান হ'য়েছে, মহাশয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া)। না—গো, তুমি জান না। সব্বাই বলে, হাজরা একটা লোক, রাসমণির ঠাকুরবাড়ীতে আছে। হাজরারই নাম করে, এখানকার নাম কেউ করে? (সকলের হাস্য)।

হাজরা। আপনি নিরুপম—আপনার উপমা নাই, তাই কেউ আপনাকে বুঝ্‌তে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবেই নিরুপমের সঙ্গে কোন কাজ হয় না, তা এখানকার নাম কেউ ক'রবে কেন? মহিমা। মহাশয়। ও কি জানে? আপনি যেরূপ উপদেশ দেবেন ও তাই কর্‌বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন, তুমি ওকে বরং জিজ্ঞাসা কর, ও আমায় ব'লেছে, তোমার সঙ্গে আমার লেনা দেনা নাই।

মহিমা। ভারি তর্ক করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও মাঝে মাঝে আমায় আবার শিক্ষা দেয় (সকলের হাস্য)। তর্ক যখন করে, হয়তো আমি গালাগালি দিয়ে বস্‌লুম। তর্কের পর মশারির ভিতর হয়তো শুয়েছি, আবার কি বলেছি মনে ক'রে বেরিয়ে এসে, হাজরাকে প্রণাম করে যাই,—তবে হয়।

[বেদান্ত ও শুদ্ধাত্মা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)। তুমি শুদ্ধাত্মাকে ঈশ্বর বল কেন? শুদ্ধাত্মা নিষ্ক্রিয়, তিন অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ। যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য ভাবি, তখন তাঁকে *ঈশ্বর* বলি। শুদ্ধাত্মা কিরূপ, যেমন চুম্বক পাথর অনেক দূরে আছে, কিন্তু ছুঁচ নড়্‌ছে—চুম্বক-পাথর চুপ ক'রে আছে—নিষ্ক্রিয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

[সন্ধ্যা-সঙ্গীত ও ঈশান-সংবাদ।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ঠাকুর পাদচারণ করিতেছেন। মণি একাকী বসিয়া আছেন ও চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া, ঠাকুর হঠাৎ তাঁহাকে

সম্বোধন করিয়া সস্নেহে বলিতেছেন,"গোটা দু-এক মার্কিনের জামা দিও, সকলের জামা তো পরি না—কাপ্তেনকে বোল্‌বো মনে করেছিলাম, তা তুমিই দিও।" মণি দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন, 'যে আজ্ঞা'।

সন্ধ্যা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ধূনা দেওয়া হইল। তিনি ঠাকুরদের প্রণাম করিয়া, বীজ মন্ত্র জপিয়া, নাম গান করিতেছেন। ঘরের বাহিরে অপূর্ব্ব শোভা। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি। বিমল চন্দ্রকিরণে একদিকে ঠাকুরবাড়ী হাসিতেছে, আর একদিকে ভাগীরথীবক্ষ সুপ্তশিশুর বক্ষের ন্যায় ঈষৎ বিকম্পিত হইতেছে। জোয়ার পূর্ণ হইযা আসিল। আরতির শব্দ গঙ্গার স্নিগ্ধোজ্জ্বলপ্রবাহসমুদ্ভূত কলকলনাদ সঙ্গে মিলিত হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া লয় প্রাপ্ত হইতেছিল! ঠাকুববাড়ীতে এককালে তিন মন্দিরে আরতি—কালীমন্দিরে, বিষ্ণুমন্দিরে ও শিবমন্দিরে। দ্বাদশ শিবমন্দিরে এক একটী করিয়া শিবলিঙ্গের আরতি। পুরোহিত শিবের এক ঘর হইতে আর এক ঘরে যাইতেছেন, বাম হস্তে ঘণ্টা,দক্ষিণ হস্তে পঞ্চপ্রদীপ,সঙ্গে পরিচারক—তাহার হস্তে কাঁসর। আরতি হইতেছে, তৎসঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণপশ্চিম কোণ হইতে রসনচৌকির সুমধুর নিনাদ শুনা যাইতেছে! সেখানে নহবৎখানা, সন্ধ্যাকালীন রাগ রাগিণী বাজিতেছে। আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব —যেন জীবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে, 'কেহ নিরানন্দ হইও না। ঐহিকের সুখ দুঃখ আছেই, থাকে থাকুক—জগদম্বা আছেন, আমাদের মা আছেন। আনন্দ কর' দাসীপুত্র ভাল খেতে পায় না, ভাল পর্‌তে পায় না, বাড়ী নাই, ঘর নাই,—তবু বুকে জোর আছে, তার যে মা আছে। মার কোলে নির্ভর। পাতানো মা নয়, সত্যকার মা। আমি কে, কোথা থেকে এলাম, আমার কি হবে, আমি কোথায় যাব, সব মা জানেন। কে অত ভাবে' আমার মা জানেন—আমার মা, যিনি দেহ মন প্রাণ আত্মা দিয়ে আমায় গ'ড়েছেন। আমি জান্‌তেও চাই না। যদি জান্‌বার দরকার হয়,তিনি জানিয়ে দিবেন। অত কে ভাবে' মায়ের ছেলেরা সব আনন্দ কর।"

বাহিরে কৌমুদীপ্লাবিত জগৎ হাসিতেছে ;—কক্ষমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ হরি-প্রেমানন্দে বসিয়া আছেন। ঈশান কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, আবার ঈশ্বরীয় কথা হইতেছে। ঈশানের ভারি বিশ্বাস। বলেন, একবার যিনি দুর্গা নাম ক'রে বাড়ী থেকে যাত্রা করেন, তাঁর সঙ্গে শূলপাণি শূলহস্তে যান। বিপদে ভয় কি ? শিব নিজে রক্ষা করেন।

[বিশ্বাসে ঈশ্বরলাভ। ঈশানকে কর্ম্মযোগ উপদেশ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)। তোমার খুব বিশ্বাস—আমাদের কিন্তু অতো নাই। (সকলের হাস্য) বিশ্বাসেই তাঁকে পাওয়া যায়।

ঈশান। আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি জপ, আহ্নিক, উপবাস, পুরশ্চরণ এই সব কর্ম্ম ক'রছ। তা বেশ। যার আন্তরিক ঈশ্বরের উপর টান থাকে, তাকে দিয়ে তিনি, এই সব কর্ম্ম করিয়ে লন। ফলকামনা না ক'রে এই সব কর্ম্ম ক'রে যেতে পার্‌লে নিশ্চিত তাঁকে লাভ হয়।

[বৈধী ভক্তি ও রাগভক্তি : কর্ম্মত্যাগ কখন ?]

শাস্ত্র অনেক কর্ম্ম ক'রতে ব'লে গেছে—তাই ক'রছি ; এরূপ ভক্তিকে বৈধীভক্তি বলে। আর এক আছে, রাগভক্তি। সেটি অনুরাগ থেকে হয়, ঈশ্বরে ভালবাসা থেকে হয়—যেমন প্রহ্লাদের। সে ভক্তি যদি আসে, আর বৈধী কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

[সেবক হৃদয়ে।]

সন্ধ্যার পূর্ব্বে মণি বেড়াইতেছেন ও ভাবিতেছেন - রামের ইচ্ছা এটি তো বেশ কথা ! এতে তো Predestination আর Free will, Liberty আর Necessity, এ সব ঝগড়া মিটে যাচ্চে। আমায় ডাকাতে ধ'রে নিলে 'রামের ইচ্ছায়' ; আবার আমি তামাক খাচ্চি 'রামের ইচ্ছায়' ; আমি ডাকাতি ক'রছি 'রামের ইচ্ছায় ; আমায় পুলিসে ধরলে 'রামের ইচ্ছায়' ; আমি সাধু হয়েছি 'রামের ইচ্ছায়' ; আমি প্রার্থনা ক'রেছি 'হে প্রভু আমায় অসদ্বুদ্ধি দিও না—

আমাকে দিয়ে ডাকাতি করিও না—এও রামের ইচ্ছা। সৎ ইচ্ছা অসৎ ইচ্ছা তিনি দিচ্ছেন। তবে একটা কথা আছে, অসৎ ইচ্ছা তিনি কেন দিবেন—ডাকাতি করাবার ইচ্ছা তিনি কেন দিবেন? তার উত্তর ঠাকুর বলেন এই,—তিনি জানোয়ারের ভিতর যেমন বাঘ, সিংহ, সাপ ক'রেছেন, গাছের ভিতর যেমন বিষ গাছও ক'রেছেন, সেইরূপ মানুষের ভিতরে চোর ডাকাতও ক'রেছেন। কেন ক'রেছেন তা কে বলবে? ঈশ্বরকে কে বুঝ্‌বে?

"কিন্তু তিনি যদি সব ক'রেছেন Sense of responsibility তো যায়! তা কেন যাবে? ঈশ্বরকে না জানলে, তাঁর না দর্শন হলে 'রামের ইচ্ছা, ইটী ষোল আনা বোধই হবে না। তাঁকে লাভ না কর্‌লে এটী একবার বোধ হয়, আবার ভুল হয়ে যাবে। যতক্ষণ না পূর্ণ বিশ্বাস হয় ততক্ষণ পাপ পুণ্য বোধ, responsibility বোধ, থাক্‌বেই থাক্‌বে। ঠাকুর বুঝালেন, 'রামের ইচ্ছা'। তোতাপাখীর মত 'রামের ইচ্ছা' মুখে বল্লে হয় না। যতক্ষণ ঈশ্বরকে জানা না হয়, তাঁর ইচ্ছায় আমার ইচ্ছায় এক না হয়, যতক্ষণ না 'আমি যন্ত্র' ঠিক বোধ হয়, ততক্ষণ তিনি পাপ পুণ্য বোধ, সুখ দুঃখ বোধ শুচি অশুচি বোধ, ভাল মন্দ বোধ রেখে দেন, Sense of responsiblity রেখে দেন. তা না হ'লে তাঁর মায়ার সংসার কেমন কোরে চলবে?

"ঠাকুরের ভক্তির কথা যত ভাবিতেছি, ততই অবাক্ হইতেছি। কেশব সেন হরিনাম করেন, ঈশ্বর চিন্তা করেন, অমনি তাঁকে দেখ্‌তে ছুটেছেন,—অমনি কেশব আপনার লোক হ'লেন। তখন কাপ্তেনের কথা আর শুন্‌লেন না। তিনি বিলাতে গিয়াছিলেন, সাহেবদের সঙ্গে খেয়েছেন, কন্যাকে ভিন্ন জাতিতে বিবাহ দিয়াছেন, এ সব কথা ভেসে গেল। কুলটী খাই, কাঁটায় আমার কি কাজ? ভক্তিসূত্রে সাকারবাদী, নিরাকারবাদী এক হয়, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, এক হয়; চারি বর্ণ এক হয়। ভক্তিরই জয়। ধন্য শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমারই জয়। তুমি সনাতন ধর্ম্মের এই বিশ্বজনীন ভাব আবার মূর্ত্তিমান করিলে! তাই বুঝি তোমার এ'তো আকর্ষণ! সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের তুমি পরমাত্মীয়নির্ব্বিশেষে আলিঙ্গন

করিতেছ! তোমার এক কষ্টিপাথর ভক্তি। তুমি কেবল দ্যাখো—অন্তরে ঈশ্বরে ভালবাসা ও ভক্তি আছে কি না। যদি তা থাকে, অমনি সে তোমার পরম আত্মীয়—হিন্দুর যদি ভক্তি দ্যাখো, অমনি সে তোমার আত্মীয়—মুসলমানের যদি আল্লার উপর ভক্তি থাকে, সেও তোমার আপনার লোক—খ্রীষ্টানের যদি যীশুর উপর ভক্তি থাকে, সেও তোমার পরম আত্মীয়। তুমি বল যে, সব নদীই ভিন্ন দিগ্‌দেশ হইতে আসিয়া এক সমুদ্র মধ্যে পড়িতেছে। সকলেরই উদ্দেশ্য এক সমুদ্র।

"ঠাকুর এই জগৎ স্বপ্নবৎ ব'লছেন না। বলেন, 'তা হ'লে ওজনে কম পড়ে।' মায়াবাদ নয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। কেন না, জীব-জগৎ অলীক ব'লছেন না, মনের ভুল ব'লছেন না। ঈশ্বর সত্য, আবার মানুষ সত্য, জগৎ সত্য। জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। বীচি খোলা বাদ দিলে সব বেলটা পাওয়া যায় না!

"শুনিলাম এই জগৎব্রহ্মাণ্ড মহাচিদাকাশে আবির্ভূত হইতেছে, আবার কালে লয় হইতেছে—মহাসমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতেছে, আবার কালে লয় হইতেছে। আনন্দসিন্ধুনীরে অনন্ত-লীলালহরী। এ লীলার আদি কোথায়? অন্ত কোথায়? তাহা মুখে বলিবার যো নাই—মনে চিন্তা করিবার যো নাই। মানুষ কতটুকু—তার বুদ্ধি বা কতটুকু! শুনিলাম মহাপুরুষেরা সমাধিস্থ হ'য়ে সেই নিত্য পরম পুরুষকে দর্শন ক'রেছেন—নিত্য লীলাময় হরিকে সাক্ষাৎকার ক'রেছেন। অবশ্য ক'রেছেন, কেন না ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও বলিতেছেন। তবে এ চর্ম্ম চক্ষে নয়—বোধ হয় দিব্য চক্ষু যাহাকে বলে, তাহার দ্বারা। যে চক্ষু পাইয়া অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শন ক'রেছিলেন, যে চক্ষুর দ্বারা ঋষিরা আত্মার সাক্ষাৎকার ক'রেছিলেন, যে দিব্যচক্ষুর দ্বারা ঈশা তাঁহার স্বর্গীয় পিতাকে অহরহ দর্শন করিতেন! সে চক্ষু কিসে হয়? ঠাকুরের মুখে শুনিলাম, ব্যাকুলতার দ্বারা হয়। এখন সে ব্যাকুলতা হয় কেমন ক'রে? সংসার কি ত্যাগ ক'র্‌তে হবে? কৈ, তাও তো আজ ব'ল্লেন না।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

প্রথম ভাগ-চতুর্দ্দশ খণ্ড।

শ্রীরামকৃষ্ণের বলরামের গৃহে আগমন ও তাঁহার সহিত নরেন্দ্র, গিরীশ, বলরাম, চুণিলাল, লাটু, মাষ্টার, নারায়ণ প্রভৃতি ভক্তের কথোপকথন ও আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ফাল্গুন কৃষ্ণা দশমী তিথি, পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র। ২৯শে ফাল্গুন, বুধবার, ইংরাজী ১১ মার্চ্চ, ১৮৮৫। আজ আন্দাজ বেলা দশটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিয়া ভক্তগৃহে বসুবলরামমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রসাদ পাইয়াছেন। সঙ্গে লাটু প্রভৃতি ভক্ত।

ধন্য বলরাম! তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছে! কত নূতন নূতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাইলেন! যেন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন!

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে ব'সে ব'সে কাঁদেন; নিজের অন্তরঙ্গ' দেখিবেন ব'লে ব্যাকুল! রাত্রে ঘুম নাই! মাকে বলেন 'মা ওর বড় ভক্তি, ওকে টেনে নাও, মা ওকে এখানে এনে দাও; যদি সে না আস্‌তে পারে, তা হ'লে মা আমায় সেখানে লয়ে যাও, আমি দেখে আসি।' তাই বলরামের বাড়ী ছুটে ছুটে আসেন। লোকের কাছে কেবল বলেন, 'বলরামের ৺জগন্নাথের সেবা আছে, খুব শুদ্ধ অন্ন।' যখন আসেন অমনি নিমন্ত্রণ করিতে বলরামকে পাঠান। বলেন, 'যাও—নরেন্দ্রকে, ভবনাথকে, রাখালকে নিমন্ত্রণ করে এসো। এদের খাওয়ালে নারায়ণকে খাওয়ান হয়! এরা সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে এদের খাওয়ালে তোমার খুব ভাল হবে'।

বলরামের আলয়েই শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের সঙ্গে প্রথম ব'সে

আলাপ। এইখানেই রথের সময় কীর্ত্তনানন্দ। এই খানেই কতবার প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা হইয়াছে।

['পশ্যন্তি তব পন্থানম্'। ছোট নরেন।]

মাষ্টার নিকটে বিদ্যালয়ে পড়ান। শুনিয়াছেন, আজ দশটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাটীতে আসিবেন। মাঝে অধ্যাপনার কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া বেলা দুই প্রহরের সময় ঐখানে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া দর্শন ও প্রণাম করিলেন। ঠাকুর আহারান্তে বৈঠকখানায় একটু বিশ্রাম করিতেছেন। মাঝে মাঝে থলী থেকে কিছু মসলা বা কাবাব চিনি খাচ্চেন, অল্পবয়স্ক ভক্তেরা চারিদিকে ঘেরিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। তুমি যে এখন এলে? স্কুল নাই?

মাষ্টার। স্কুল থেকে আস্‌ছি—এখন সেখানে বিশেষ কাজ নাই।

ভক্ত। না মহাশয়! উনি স্কুল পালিয়ে এসেছেন! (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার (স্বগতঃ)। হায়, কে, টেনে আন্‌লে!

ঠাকুর যেন একটু চিন্তিত হইলেন। পরে মাষ্টারকে কাছে বসাইয়া কত কথা কহিতে লাগিলেন। আর বলিলেন, 'আমার গামছাটা নিংড়ে দাও তো গা, আর জামাটা শুকোতে দাও; আর পা টা একটু কামড়াচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দিতে পার? মাষ্টার সেবা করিতে জানেন না, তাই ঠাকুর সেবা করিতে শিখাইতেছেন। মাষ্টার শশব্যস্ত হইয়া একে একে ঐ কাজগুলি করিতেছেন। তিনি পায়ে হাত বুলাইতেছেন ও শ্রীরামকৃষ্ণ কথাচ্ছলে কত উপদেশ দিতে লাগিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঐশ্বর্য্যত্যাগের পরাকাষ্ঠা, ঠিক সন্ন্যাসী।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। হ্যাগা, এটা আমার কদিন ধ'রে হ'চ্চে কেন বল দেখি? ধাতুর কোন জিনিসে হাত দেবার যো নাই। একবার একটা বাটীতে হাত দি'ছিলুম,—তা, হাতে শিঙ্গীমাছের কাঁটা ফোটা মত হলো। হাত ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ ক'রতে লাগলো। গাড়ু না ছুঁলে নয়, তাই মনে করলুম, গামছাখানা ঢাকা দিয়ে দেখি তুলতে পারি কি না: যাই হাত দিয়েছি, অমনি হাতটা ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ করতে লাগল, খুব বেদনা! শেষে মাকে প্রার্থনা ক'রলুম, "মা আর অমন

কর্ম্ম ক'র্‌বো না, মা এবার মাপ করো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। হাঁগা, ছোট নরেন যাওয়া আসা ক'চ্ছে, বাড়ীতে কিছু বল্‌বে? খুব শুদ্ধ, মেয়ে সঙ্গ কখনও হয় নাই।

মাষ্টার। আর খোলটা বড। শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, আবার বলে যে ঈশ্বরীয় কথা একবার শুন্‌লে আমার মনে থাকে। বলে—ছেলেবেলায় আমি কাঁদতুম্—ঈশ্বর দেখা দিচ্ছেন না ব'লে।

মাষ্টারের সঙ্গে ছোট নরেন সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা হইল। এমন সময় উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, 'মাষ্টার মহাশয়। আপনি স্কুলে যাবেন না?'

ঠাকুর। ক'টা বেজেছে? ভক্ত। একটা বাজতে দশ মিনিট।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। তুমি এস, তোমার দেরী হচ্ছে। একে কাজ ফেলে এসেছো। (লাটুর প্রতি) রাখাল কোথায়?

লাটু। চলে গেছে,—বাড়ী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার সঙ্গে না দেখা করে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্নে—ভক্তসঙ্গে। অবতারবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ।

স্কুলের ছুটীর পর মাষ্টার আসিয়া দেখিতেছেন—ঠাকুর, বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তের মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন। ঠাকুরের মুখে মধুর হাসি, সেই হাসি ভক্তদের মুখে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। মাষ্টারকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ও তিনি প্রণাম করিলে, ঠাকুর তাঁহাকে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ, সুরেশ মিত্র, বলরাম, লাটু, চুণিলাল ইত্যাদি ভক্ত উপস্থিত আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)। তুমি একবার নরেন্দ্রের সঙ্গে বিচার ক'রে দেখো, সে কি বলে।

গিরীশ (সহাস্যে)। নরেন্দ্র বলে, ঈশ্বর অনন্ত। যা কিছু আমরা

দেখি, শুনি—জিনিসটা, কি ব্যক্তিটা—সব তাঁর অংশ, এ পর্য্যন্ত আমাদের বলবার যো নাই। Infinity (অনন্ত আকাশ) তার আবার অংশ কি ? অংশ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড় হউন,-- তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সার বস্তু, মানুষের ভিতর দিয়ে আস্‌তে পারে ও আসে। তিনি অবতার হ'য়ে থাকেন, এটা উপমা দিয়ে বুঝান যায় না। অনুভব হওয়া চাই। প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। উপমার দ্বারা কতকটা আভাস পাওয়া যায়। গরুর মধ্যে শিংটা যদি ছোঁয় গরুকেই ছোঁয়া হ'লো, পাটা বা ল্যাজটা ছুঁলেও গরুটাকে ছোঁয়া হ'লো। কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর ভিতরের সার পদার্থ হচ্চে দুধ। সেই দুধ বাঁট দিয়ে আসে। সেইরূপ প্রেম ভক্তি শিখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ ক'রে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন।

গিরীশ। নরেন্দ্র বলে, তাঁর কি সব ধারণা হয়। তিনি অনন্ত

[PERCEPTION OF THE INFINITE *]

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)। ঈশ্বরের সব ধারণা কে করতে পারে ? তা তাঁর বড় ভাবটাও পারে না, আবার ছোট ভাবটাও পারে না। আর সব ধারণা করা কি দরকার ? তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই হ'লো। **তাঁর অবতারকে দেখলেই তাঁকে দেখা হ'লো।** যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে, সে বলে—গঙ্গা দর্শন স্পর্শন ক'রে এলুম। সব গঙ্গাটা, হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত, হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না। (হাস্য)।

"তোমার পাটা যদি ছুঁই, তোমায় ছোঁয়াই হ'লো। (হাস্য)।

"যদি সাগরের কাছে গিয়ে একটু জল স্পর্শ করো, সাগর স্পর্শ করাই হ'লো। অগ্নিতত্ত্ব সব জায়গায় আছে, তবে কাঠে বেশী।—

গিরীশ (হাসিতে হাসিতে)। যেখানে আগুন পাবো, সেইখানেই আমার দরকার।

* Compare discussion about the order of perception of the Infinite and of the Finite in Max-Muller's Hibbert Lectures and Gifford Lectures.

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। অগ্নি তত্ত্ব কাঠে বেশী। ঈশ্বর-তত্ত্ব যদি খোঁজ, মানুষে খুঁজবে। মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ হন। যে মানুষে দেখবে উর্জ্জিতাভক্তি—প্রেমভক্তি উথ্‌লে পড়ছে—ঈশ্বরের জন্য পাগল—তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা—সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো, তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন।

(মাষ্টার দৃষ্টে) তিনি তো আছেনই, তবে তাঁর শক্তি কোথাও বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ। অবতারের ভিতর তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ, সেই শক্তি কখন কখন পূর্ণভাবে থাকে। **শক্তিরই অবতার।**

গিরীশ। নরেন্দ্র বলে, তিনি অবাঙ্মনসোগোচরম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, এ মনের গোচর নয় বটে—কিন্তু শুদ্ধমনের গোচর। এ বুদ্ধির গোচর নয়—কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি গেলেই, শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ বুদ্ধি হয়। তখন শুদ্ধমন শুদ্ধবুদ্ধি এক। শুদ্ধমনের গোচর। ঋষি মুনিরা কি তাঁকে দেখেন নাই? তাঁরা চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎকার ক'রেছিলেন।

গিরীশ (সহাস্যে)। নরেন্দ্র আমার কাছে তর্কে হেরেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, আমায় বলেছে, গিরিশ ঘোষের মানুষকে অবতার ব'লে অত বিশ্বাস, এখন আমি আর কি বল্‌বো! অমন বিশ্বাসের উপর কিছু ব'লতে নাই।

গিরীশ (সহাস্যে)। মহাশয়! আমরা সব হল হল ক'রে কথা কচ্ছি, কিন্তু মাষ্টার ঠোঁট চেপে বসে আছে! কি ভাবে? মহাশয়! কি বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। "মুখহলসা, ভেতরবুঁদে, কান-তুলসে, দীঘল ঘোমটা নারী, পানা পুকুরের শীতল জল, বড় মন্দকারী।" (সকলের হাস্য)। (সহাস্যে)। কিন্তু ইনি তা নন্‌,—ইনি 'গম্ভীরাত্মা'। (সকলের হাস্য)।

গিরীশ। মহাশয়! শোলোক্‌টী কি বল্লেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই ক'টী লোকের কাছে সাবধান হবে,—প্রথম মুখহলসা, হল্‌ হল্‌ করে কথা কয়, তার পর ভেতরবুঁদে—মনের ভিতর ডুবুরি নামালেও অন্ত পাবে না; তার পর কান্‌তুলসে, কানে তুলসী দেয়, ভক্তি জানাবার জন্য, দীঘল ঘোমটা নারী—লম্বা

ঘোম্‌টা, লোকে মনে করে ভারী সতী, তা নয়; আর পানাপুকুরের জল —নাইলে সান্নিপাতিক হয়। (হাস্য)।

চুনিলাল। এর (মাষ্টারের) নামে কথা উঠেছে। ছোট নরেন, বাবুরাম ওঁর পোড়ো, নারায়ণ, পল্টু, পূর্ণ, তেজচন্দ্র—এরা সব ওঁর পোড়ো। কথা উঠেছে যে, উনি তাদের এইখানে এনেছেন, আর তাদের পড়া শুনা খারাপ হ'যে যাচ্চে। এঁর নামে দোষ দিচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাদের কথা কে বিশ্বাস কর্‌বে?

এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় নারাণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল। নারা'ণ গৌরবর্ণ, ১৭।১৮ বছর বয়স, স্কুলে পড়ে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বড় ভালবাসেন। তাকে দেখ্‌বার জন্য, তাকে খাওয়াবার জন্য ব্যাকুল। তার জন্য দক্ষিণেশ্বরে ব'সে ব'সে কাঁদেন। নারা'ণকে তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখেন।

গিরীশ (নারায়ণ দৃষ্টে)। কে খবর দিলে? মাষ্টারই দেখ্‌ছি সব সারলে। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। বোসো। চুপ চাপ ক'রে থাকো। এঁর (মাষ্টারের) নামে একে বদ্‌নাম উঠেছে।

[অন্নচিন্তা চমৎকারা। ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ করার ফল।]

আবার নরেন্দ্রের কথা পড়িল।

একজন ভক্ত। এখন তত আসেন না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। 'অন্নচিন্তা চমৎকারা,
কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা।' (সকলের হাস্য)।

বলরাম। শিবগুহের বাড়ীর ছেলে অন্নদাগুহের কাছে খুব আনাগোনা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, একজন আফিসওয়ালার বাসায় নরেন্দ্র, অন্নদা, এরা সব যায়। সেখানে তারা ব্রাহ্মসমাজ করে।

একজন ভক্ত। তাঁর (আফিসওয়ালার) নাম তারাপদ।

বলরাম (হাসিতে হাসিতে)। বামুনরা বলে; অন্নদা গুহ লোকটার বড় অহঙ্কার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বামুনদের ওসব কথা শুনো না। তাদের তো জানো, না দিলেই খারাপ লোক, দিলেই ভাল। (সকলের হাস্য)। অন্নদাকে আমি জানি, ভাল লোক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভক্তসঙ্গে—ভজনানন্দে।

ঠাকুর গান শুনিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বলরামের বৈঠকখানায় এক ঘর লোক। সকলেই তাঁহার পানে চাহিয়া আছেন, কি বলেন শুনিবেন, কি করেন দেখিবেন।

তারাপদ গাহিতেছেন,

গান। কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ কাননচারী। মাধব মনোমোহন মোহনমুরলীধারী॥ (হরিবোল হরিবোল হরিবোল, মন আমার।) ব্রজকিশোর কালীয়হর কাতর-ভয়ভঞ্জন, নয়নবাঁকা বাঁকাশিখিপাখা, রাধিকাহৃদিরঞ্জন— গোবর্দ্ধনধারণ, বনকুসুমভূষণ, দামোদর কংসদর্পহারী, শ্যাম রাসরসবিহারী। (হরিবোল হরিবোল হরিবোল, মন আমার)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)। আহা বেশ গানটা? তুমিই কি সব গান বেঁধেছ?

ভক্ত। হাঁ, উনিই চৈতন্যলীলার সব গান বেঁধেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)। এ গানটী খুব উতরেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গায়কের প্রতি)। নিতাইয়ের গান গাইতে পারো?

আবার গান হইল, নিতাই গেয়েছিলেন,—

গান। কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জুয়ার ব'য়ে যায়। বইছে রে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায়॥ প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলায় সাধ করি, রাধার প্রেমে বল রে হরি; প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম তরঙ্গে প্রাণ নাচায়। রাধার প্রেমে হরি বলি, আয় আয় আয়॥

শ্রীগৌরাঙ্গের গান হইল,—

গান। কার ভাবে গৌরবেশে জুড়ালে হে প্রাণ। প্রেম সাগরে উঠলো

তুফান, থাকবে না আর কুলমান (মন মজালে গৌর হে)॥ ব্রজমাঝে রাখাল সাজে, চরালে গোধন, ধ'র্‌লে করে মোহন বাঁশী মজ্‌লো গোপীর মন, ধ'রে গোবর্দ্ধন, রাখ্‌লে বৃন্দাবন, মানের দায়, ধ'রে গোপীর পায়, ভেসে গেল চাঁদবয়ান ! (মন মজালে গৌর হে)।

সকলে মাষ্টারকে অনুরোধ করিতেছেন, তুমি একটা গান গাও। মাষ্টার একটু লাজুক, ফিস্ ফিস্ ক'রে মাপ চাহিতেছেন।

গিরীশ (ঠাকুরের প্রতি, সহাস্যে)। মহাশয় ! মাষ্টার কোন মতে গান গাইছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। ও স্কুলে দাঁত বার কর্‌বে, গান গাইতেই যত লজ্জা !

মাষ্টার মুখটা চূণ ক'রে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন।

শ্রীযুত সুরেশ মিত্র একটু দূরে ব'সেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীযুত গিরীশ ঘোষকে দেখাইয়া সহাস্যবদনে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তুমি তো কি ? ইনি (গিরীশ) তোমার চেয়ে। সুরেশ (হাসিতে হাসিতে)। আজ্ঞা হাঁ, আমার বড় দা'দা। (সকলের হাস্য)।

গিরীশ (ঠাকুরের প্রতি)। আচ্ছা, মহাশয় ! আমি ছেলেবেলায় কিছু লেখাপড়া করি নাই, তবু লোকে বলে বিদ্বান্ !

শ্রীরামকৃষ্ণ। মহিমচক্রবর্ত্তী অনেক শাস্ত্র টাস্ত্র দেখেছে শুনেছে,— খুব আধার ! (মাষ্টারের প্রতি) কেমন গা ?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ।

গিরীশ। কি ? বিদ্যা ? ও অনেক দেখেছি ! ওতে আর ভুলি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। এখানকার ভাব কি জান ? **বই, শাস্ত্র, এ সব কেবল ঈশ্বরের কাছে পঁহুছিবার পথ ব'লে দেয়।** পথ, উপায়, জেনে লবার পর, আর বই শাস্ত্রে কি দরকার ? তখন নিজে কাজ ক'র্‌তে হয়।

"একজন একখান চিঠি পেয়েছিল, কুটুমবাড়ী তত্ত্ব ক'র্‌তে হবে, কি কি জিনিষ লেখা ছিল। জিনিষ কিন্‌তে দেবার সময়, চিঠিখানি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কর্ত্তাটা তখন খুব ব্যস্ত হয়ে চিঠি খোঁজ

আরম্ভ ক'রলেন। অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক জন মিলে খুঁজলে। শেষে পাওয়া গেল। তখন আর আনন্দের সীমা নাই। কর্ত্তা ব্যস্ত হয়ে অতি যত্নে চিঠিখানি হাতে নিলেন; আর দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, কি লেখা আছে। লেখা এই, পাঁচসের সন্দেশ পাঠাইবে, একখান কাপড় পাঠাইবে, আরও কত কি। তখন আর চিঠির দরকার নাই, চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের আর অন্যান্য জিনিষের চেষ্টায় বেরুলেন। চিঠির দরকার কতক্ষণ? যতক্ষণ সন্দেশ কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা যায়। তারপরই পাবার চেষ্টা।

"শাস্ত্রে তাঁকে পাবার উপায়ের কথা পাবে। কিন্তু খবর সব জেনে কর্ম্ম আরম্ভ ক'র্‌তে হয়। তবে তো বস্তুলাভ।

"শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র, পণ্ডিতের জানা থাক্‌তে পারে, কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনী কাঞ্চনে মনে মনে ভালবাসা আছে, তার শাস্ত্র ধারণা হয় নাই—মিছে পড়া। পাঁজীতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজী টিপ্‌লে এক ফোঁটাও পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়্‌—কিন্তু এক ফোঁটাও পড়ে না। (সকলের হাস্য)।

গিরীশ (সহাস্যে)। মহাশয়! পাঁজী টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না? (সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর কোথায়? কামিনী আর কাঞ্চনে, দেহের সুখ আর টাকায়।

"শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, নজর ভাগাড়ে! (হাস্য)। কেবল খুঁজছে, কোথায় মরা জানোয়ার, কোথায় ভাগাড়, কোথায় মড়া!

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)। নরেন্দ্র খুব ভাল; গাইতে, বাজাতে, পড়ায়, শুনায়, বিদ্যায়;—এদিকে জিতেন্দ্রিয়, বিবেক বৈরাগ্য আছে, সত্যবাদী। অনেক গুণ।

(মাষ্টারের প্রতি) কেমন রে? কেমন গা, খুব ভাল নয়?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ, খুব ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (জনান্তিকে, মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, ওর (গিরীশের) খুব অনুরাগ আর বিশ্বাস।

মাষ্টার অবাক্ হইয়া গিরীশকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। গিরীশ ঠাকুরের কাছে কয়েক দিন আসিতেছেন মাত্র। মাষ্টার কিন্তু দেখিলেন, যেন পূর্ব্বপরিচিত—অনেক দিনের আলাপ—পরমাত্মীয়—যেন একসূত্রে গাঁথা, মণিগণের একটী মণি।

নারা'ণ বলিলেন, মহাশয়! আপনার গান হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই মধুর কণ্ঠে মায়ের নাম গুণ গান করিতেছেন—

গান—যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে। মাকে তুমি দেখো আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে॥ কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি, রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে (মাঝে মাঝে)॥ কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হতে দিওনাকো, জ্ঞান-নয়নে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে॥

ঠাকুর ত্রিতাপে তাপিত সংসারী জীবের ভাব আরোপ করিয়া মার কাছে অভিমান করিয়া গাইতেছেন—

গান।—গো আনন্দময়ী হ'য়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না। (ওমা) দুটী চরণ, বিনে আমার মন, অন্য কিছু আর জানে না। তপনতনয় আমায় মন্দ কয়, কি বলিব তায় বল না। ভবানী বলিয়ে ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা, অকূল পাথারে ডুবাবি আমারে (ওমা) স্বপনেও তাতো জানি না। অহরহর্নিশি, দুর্গানামে ভাসি, তবু দুঃখরাশি গেল না, এবার যদি মরি ও হরসুন্দরী, তোর দুর্গানাম আর কেউ লবে না।

আর নিত্যানন্দময়ীর ব্রহ্মানন্দের কথা গাইতেছেন—

গান। শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা, সুধা পানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না (মা)। বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা, উভয়ে পাগলের পারা লজ্জা ভয় আর মানে না। (মা)

ভক্তেরা নিস্তব্ধ হইয়া গান শুনিতেছেন। তাঁহারা একদৃষ্টে ঠাকুরের অদ্ভুত আত্মহারা মাতোয়ারা ভাব দেখিতেছেন।

গান সমাপ্ত হইল। কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "আমার আজ গান ভাল হ'ল না—সর্দ্দি হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(সন্ধ্যাসমাগমে)।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সিন্ধুবক্ষে, যথায় অনন্তের নীল ছায়া পড়িয়াছে, নিবিড় অরণ্যমধ্যে, অম্বরস্পর্শী পর্ব্বতশিখরে, বায়ু-বিকম্পিত নদীর তীরে, দিগ্‌দিগন্তব্যাপী প্রান্তরমধ্যে, ক্ষুদ্র মানবের সহজেই ভাবান্তর হইল। এই সূর্য্য চরাচর বিশ্বকে আলোকিত করিতেছিলেন, কোথায় গেলেন ? বালক ভাবিতেছে, আবার ভাবি-তেছেন—বালকস্বভাবাপন্ন মহাপুরুষ। সন্ধ্যা হইল ! কি আশ্চর্য্য ! কে এরূপ করিল ? পাখীরা পাদপশাখা আশ্রয় করিয়া রব করিতেছে। মানুষের মধ্যে যাঁহাদের চৈতন্য হইয়াছে, তাঁহারাও সেই আদি কবি, কারণের কারণ পুরুষোত্তমের নাম করিতেছেন।

কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইল। ভক্তেরা যে যে আসনে বসিয়াছিলেন, তিনি সেই আসনেই বসিয়া রহিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর নাম করিতেছেন, সকলে উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া শুনি-তেছেন। এমন মিষ্ট নাম তাঁরা কখন শুনেন নাই—যেন সুধা বর্ষণ হইতেছে। এমন প্রেমমাখা বালকের মা মা ব'লে ডাকা, তাঁরা কখন শুনেন নাই, দেখেন নাই ! আকাশ, পর্ব্বত, মহাসাগর, প্রান্তর, বন, আর দেখবার প্রয়োজন কি ? গরুর শৃঙ্গ, পদাদি ও শরীরের অন্যান্য অংশ আর দেখিবার কি প্রয়োজন ? দয়াময় গুরু-দেব যে গরুর বাঁটের কথা বলিলেন, এই গৃহ মধ্যে কি তাই দেখিতেছি ? সকলের অশান্ত মন কিসে শান্তিলাভ করিল ? নিরা-নন্দ ধরা কিসে আনন্দে ভাসিল ? কেন ভক্তদের দেখিতেছি, শান্ত ও আনন্দময় ? এই প্রেমিক সন্ন্যাসী কি সুন্দররূপধারী অনন্ত ঈশ্বর ? এইখানেই কি দুগ্ধপানপিপাসুর পিপাসা শান্তি হইবে ? অবতার হউন আর নাই হউন, ইঁহারই চরণপ্রান্তে মন বিকাইয়াছে, আর যাইবার যো নাই ! ইঁহারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। দেখি, ইঁহার হৃদয়-সরোবরে সেই আদিপুরুষ কিরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন।

ভক্তেরা কেহ কেহ ঐরূপ চিন্তা করিতেছেন ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ-বিগলিত হরিনাম, আর মায়েব নাম, শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছেন। নামগুণকীর্তনান্তে ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন। যেন সাক্ষাৎ ভগবান প্রেমের দেহ ধারণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিতেছেন, কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয়। বলিলেন, 'মা, আমি তোমার শরণাগত, শরণাগত। দেহসুখ চাই না মা! লোকমান্য চাই না; (অণিমাদি) অষ্ট সিদ্ধি চাই না, কেবল এই কোরো, যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়, নিষ্কাম, অমলা, অহৈতুকী, ভক্তি। আর যেন, মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই তোমার মায়ার সংসারের, কামিনী কাঞ্চনের, উপর ভালবাসা যেন কখন না হয়! মা। তোমা বই আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—কৃপা ক'রে শ্রীপাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও।'

মণি ভাবিতেছেন,—"ত্রিসন্ধ্যা যিনি তাঁব নাম কবিতেছেন—যাঁব শ্রীমুখবিনিঃসৃত নামগঙ্গা তৈলধাবাব ন্যায় নিরবচ্ছিন্না, তাঁব আবাব সন্ধ্যা কি?" মণি পরে বুঝিলেন, লোক শিক্ষাব জন্য ঠাকুব মানব দেহ ধারণ করিয়াছেন—"হরি আপনি এসে যোগিবেশে, করিলে নাম সঙ্কীর্তন।"

গিরিশ ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই রাত্রেই যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। রাত হবে না?

গিরীশ। না, যখন ইচ্ছা আপনি যাবেন, আমায় আজ থিয়েটারে (Theatre) যেতে হবে—তাদের ঝগড়া মেটাতে হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজপথে। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত ঈশ্বরাবেশ।

গিরীশের নিমন্ত্রণ। রাত্রেই যেতে হবে। এখন রাত ৯টা ঠাকুর খাবেন ব'লে রাত্রেব খাবাব বলবামও প্রস্তুত ক'রেছেন। পাছে

পাছে বলরাম মনে কষ্ট পান, ঠাকুর গিরীশের বাড়ী যাইবার সময় তাই বুঝি বলিতেছেন,—"বলরাম! তুমিও খাবার পাঠিয়ে দিও।"

তেতলা হইতে নীচে নামিতে নামিতেই ভগবদ্ভাবে বিভোর! যেন মাতাল। সঙ্গে—নারা'ণ, মাষ্টার। পশ্চাতে রাম, চুনি ইত্যাদি অনেক। একজন ভক্ত বলিতেছেন, সঙ্গে কে যাবে? ঠাকুর বলিলেন, একজন হ'লেই হলো। নামিতে নামিতেই বিভোর! নারা'ণ হাত ধরিতে গেলেন, পাছে পড়িয়া যান। ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎ পরে নারা'ণকে সস্নেহে বলিলেন, হাত ধ'রলে লোকে মাতাল মনে ক'রবে, আমি আপনি চ'লে যাব।

বোসপাড়ার তেমাথা পার হ'চ্ছেন—কিছু দূরেই শ্রীযুক্ত গিরীশের বাড়ী। এত শীঘ্র চ'ল্‌ছেন কেন? ভক্তেরা পশ্চাতে প'ড়ে থাক্‌ছে। না জানি হৃদয়মধ্যে কি অদ্ভুত দেবভাব হইয়াছে! বেদে যাঁহাকে বাক্যমনের অতীত বলিয়াছেন, তাঁহাকে চিন্তা করিয়া কি পাগলের মত পাদবিক্ষেপ করিতেছেন? এইমাত্র বলরামের বাড়ীতে বলিলেন যে সেই পুরুষ বাক্যমনের অতীত নহেন; তিনি শুদ্ধবুদ্ধির, শুদ্ধ-আত্মার গোচর। তবে বুঝি সেই পুরুষকে সাক্ষাৎকার ক'র্‌ছেন! এই কি দেখ্‌ছেন—"যো কুচ হ্যায়, সো তুঁহি হ্যায়"?

এই যে নরেন্দ্র আসিতেছেন। নরেন্দ্র নরেন্দ্র বলিয়া পাগল! কৈ নরেন্দ্র সম্মুখে আসিলেন, ঠাকুর ত কথা কহিতেছেন না! লোক বলে এর নাম ভাব, এইরূপ কি শ্রীগৌরাঙ্গের হইত?

কে এ ভাব বুঝিবে? গিরীশের বাড়ী প্রবেশ করিবার গলির সম্মুখে ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে ভক্তগণ। এইবার নরেন্দ্রকে সম্ভাষণ করিতেছেন।

নরেন্দ্রকে ব'ল্‌ছেন, "ভাল আছ, বাবা? আমি তখন কথা কইতে পারি নাই।"—কথার প্রতি অক্ষর করুণা-মাখা! তখনও দ্বারদেশে উপস্থিত হন নাই। এইবার হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, একটা কথা;—এই একটী (দেহী?) ও একটী (জগৎ)।

জীব-জগৎ। ভাবে এ সব কি দেখিতেছিলেন! তিনিই জানেন। অবাক্ হয়ে কি দেখ্‌ছিলেন। দু একটী কথা উচ্চারিত হইল, যেন বেদবাক্য—যেন দৈববাণী—অথবা, যেন অনন্ত সমুদ্রের তীরে গিয়াছি ও অবাক্ হ'য়ে দাঁড়াইয়াছি; আর যেন অনন্ততরঙ্গমালোখিত অনাহত শব্দের একটী দুটী ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর ভক্ত-মন্দিরে। সংবাদপত্র। নিত্যগোপাল।

দ্বারদেশে গিরীশ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে গৃহমধ্যে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে যেই নিকটে এলেন, অমনি গিরীশ দণ্ডের ন্যায় সম্মুখে পড়িলেন। আজ্ঞা পাইয়া উঠিলেন, ঠাকুরের পদধূলা গ্রহণ করিলেন ও সঙ্গে করিয়া দু-তলায় বৈঠকখানার ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তেরা শশব্যস্ত হ'য়ে আসন গ্রহণ করিলেন —সকলের ইচ্ছা, তাঁহার কাছে বসেন ও তাঁহার মধুর কথামৃত পান করেন।

আসন গ্রহণ করিতে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন, একখানা খবরের কাগজ রহিয়াছে। খবরের কাগজে বিষয়ীদের কথা; বিষয়কথা, পরচর্চ্চা, পরনিন্দা; তাই অপবিত্র—তাঁহার চক্ষে। তিনি ইসারা করিলেন, ওখানা যাতে স্থানান্তরিত করা হয়।

কাগজখানা সরানো হবার পর আসন গ্রহণ করিলেন।

নিত্যগোপাল প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিত্যগোপালের প্রতি)। ওখানে?—

নিত্য। আজ্ঞা হাঁ, দক্ষিণেশ্বরে যাই নাই। শরীর খারাপ। ব্যথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেমন আছিস? নিত্য। ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দুই এক গ্রাম নীচে থাকিস্। নিত্য। লোক ভাল লাগে না। কত কি বলে—ভয় হয়। এক একবার খুব সাহস হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হবে বৈকি। তোর সঙ্গে কে থাকে?

নিত্য। তারক। ও সর্ব্বদা সঙ্গে থাকে ; ওকেও সময়ে সময়ে ভাল লাগে না। [শ্রীতারকনাথ ঘোষাল—শ্রীশিবানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ন্যাঙটা ব'ল্তো, তাদের মঠে একজন সিদ্ধ ছিল। সে আকাশ তাকিয়ে চলে যেতো, গণেশগর্জী,—সঙ্গী যেতে বড় দুঃখ—অধৈর্য্য হ'য়ে গিছ্‌লো।

বলিতে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। কি ভাবে অবাক্ হ'য়ে রহিলেন। কিয়ৎ পরে বলিতেছেন, "তুই এসেছিস্। আমিও এসেছি।" এ কথা কে বুঝিবে ? এই কি দেব-ভাষা ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পার্ষদ সঙ্গে। অবতার সম্বন্ধে বিচার।

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসিয়া। নরেন্দ্র, গিরীশ, রাম, হরিপদ, চুনি, বলরাম, মাষ্টার -অনেকে আছেন।

নরেন্দ্র মানেন না যে, মানুষ দেহ লইযা ঈশ্বর অবতার হন। এদিকে গিরীশের জ্বলন্ত বিশ্বাস যে, তিনি যুগে যুগে অবতার হন, আর মানবদেহ ধারণ ক'রে মর্ত্তলোকে আসেন! ঠাকুরের ভাঁরি ইচ্ছা যে, এ সম্বন্ধে দুজনে বিচার হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ গিরীশকে বলিতেছেন, একটু ইংরাজীতে দুজনে বিচার করো আমি দেখবো।

বিচার আরম্ভ হইল। ইংরাজিতে হইল না- বাঙ্গালাতেই হইল—মাঝে মাঝে দু-একটা ইংরাজী কথা। নরেন্দ্র, বলিলেন, ঈশ্বর অনন্ত। তাঁকে ধারণা করা আমাদের সাধ্য কি ? তিনি সকলের ভিতরেই আছেন—শুধু একজনের ভিতর এসেছেন, এমন নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। ওরও যা মত আমারও তাই মত। তিনি সর্ব্বত্র আছেন। তবে একটা কথা আছে শক্তিবিশেষ। কোনখানে অবিদ্যাশক্তির প্রকাশ, কোন খানে বিদ্যাশক্তির। কোন আধারে শক্তি বেশী, কোন আধারে শক্তি কম। তাই সব মানুষ সমান নয়।

রাম। এ সব মিছে তর্কে কি হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্তভাবে)। না, না, ওর একটা মানে আছে।

গিরীশ। তুমি কেমন ক'রে জানলে, তিনি দেহ ধারণ ক'রে আসেন না? নরেন্দ্র। তিনি অবাঙ্মনসোগোচরম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, তিনি শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। শুদ্ধ-বুদ্ধি শুদ্ধআত্মা একই,ঋষিরা শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধআত্মা দ্বারা শুদ্ধ আত্মাকে সাক্ষাৎকার ক'রেছিলেন।

গিরীশ (নরেন্দ্রের প্রতি)। মানুষে অবতার না হ'লে কে বুঝিয়ে দেবে? মানুষকে জ্ঞান ভক্তি দিবার জন্য তিনি দেহ ধারণ ক'রে আসেন। না হ'লে কে শিক্ষা দেবে?

নরেন্দ্র। কেন? তিনি অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। হাঁ হাঁ, অন্তর্যামীরূপে তিনি বুঝাইবেন।

তারপর ঘোরতর তর্ক। Infinity—তার কি অংশ হয়? আবার Hamilton কি বলেন? Herbert Spencer কি বলেন? Tyndal, Huxley, বা কি ব'লে গেছেন, এই কথা হ'তে লাগলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। দেখ ইগুলো আমার ভাল লাগছে না। আমি তাই সব দেখছি। বিচার আর কি ক'রবো? দেখছি—তিনিই সব। তিনিই সব হ'য়েছেন। তাও বটে, আবার তাও বটে। এক অবস্থায়,অখণ্ডে মনবুদ্ধি হারা হ'য়ে যায়। নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন হয়। (গিরীশকে) তার কি ক'ল্লে বল দেখি?

গিরীশ (হাসিতে হাসিতে)। ঐটে ছাড়া প্রায় সব বুঝেছি কি না! (সকলের হাস্য)।

[রামানুজ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার দুথাক না নামলে কথা কইতে পারি না। "বেদান্ত, শঙ্কর যা বুঝিয়েছে, তাও আছে; আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে। নরেন্দ্র। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রকে)। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে—রামানুজের মত। কি না, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। সব জড়িয়ে একটী।

"যেমন একটী বেল। একজন, খোলা আলাদা,বীজ আলাদা,আর

শাঁস আলাদা ক'রেছিল। বেলটী কত ওজনের জান্‌বার দরকার হ'য়েছিল। এখন শুধু শাঁস ওজন ক'রলে কি বেলের ওজন পাওয়া যায়? খোলা, বীচি, শাঁস সব একসঙ্গে ওজন কর্‌তে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয়, শাঁসটিই সার পদার্থ ব'লে বোধ হয়। তার, পর বিচার ক'রে দেখে, - যেই বস্তুর শাঁস সেই বস্তুর খোলা আর বীচি। আগে নেতি নেতি ক'রে যেতে হয়, জীব নেতী, জগৎ নেতী, এইরূপ বিচার ক'র্‌তে হয়; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু! তারপর অনুভব হয়, যার শাঁস তারই খোলা, বীচি, যা থেকে ব্রহ্ম বল্‌ছো তাই থেকে জীব জগৎ। যারই নিত্য তারই লীলা। তাই রামানুজ ব'ল্‌তেন, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরদর্শন – God-vision অবতার প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আমি তাই দেখ্‌ছি সাক্ষাৎ, আর কি বিচার কর্‌বো? আমি দেখেছি, তিনিই এ সব হয়েছেন। তিনিই জীব ও জগৎ হ'য়েছেন।

"তবে চৈতন্য না লাভ ক'রলে চৈতন্যকে জানা যায় না। বিচার কতক্ষণ। যতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায়, শুধু মুখে বল্লে হবে না, এই আমি দেখ্‌ছি তিনি সব হ'য়েছেন। তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ করা চাই। চৈতন্য লাভ করলে সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভুল হ'য়ে যায়, কামিনীকাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কিছু ভাল লাগে না, বিষয় কথা শুন্‌লে কষ্ট হয়।

[প্রত্যক্ষ Revelation নরেন্দ্রকে শিক্ষা; কালীই ব্রহ্ম। *]

"চৈতন্য লাভ ক'রলে তবে চৈতন্যকে জান্‌তে পারা যায়।

বিচারান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলিতেছেন - -

* কালী – God in his relations to the conditioned.

ব্রহ্ম – The Unconditioned, the Absolute.

"দেখেছি, বিচার ক'রে এক রকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান ক'রে এক রকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন—সে এক। তিনি যদি দেখিয়ে দেন—এর নাম অবতার,—তিনি যদি তাঁর মানুষ লীলা দেখিয়ে দেন, তাহ'লে আর বিচার ক'র্‌তে হয় না, কারুকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। কি রকম জান? যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘস্‌তে ঘস্‌তে দপ্‌ ক'রে আলো হয়। সেই রকম দপ্‌ ক'রে আলো যদি তিনি দেন, তাহ'লে সব সন্দেহ মিটে যায়। এরূপ বিচার ক'রে কি তাঁকে জানা যায়?" [ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন ও কুশল প্রশ্ন ও কত আদর করিতেছেন।]

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। কৈ কালীর ধ্যান তিন চার দিন ক'রলুম, কিছুই তো হ'লো না!

শ্রীরামকৃষ্ণ। ক্রমে হবে। কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী। কালী আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম বোলে কই। যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, তখন শক্তি বোলে কই, কালী বোলে কই। যাঁকে তুমি ব্রহ্ম ব'লচো, তাঁকেই কালী বল্‌ছি।

"ব্রহ্ম আর কালী অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিকাশক্তি। অগ্নি ভাবলেই দাহিকা শক্তি ভাবতে হয়। কালী মানলেই ব্রহ্ম মান্‌তে হয়, আবার ব্রহ্ম মান্‌লেই কালী মান্‌তে হয়।

"ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। ওকেই শক্তি, ওকেই কালী, আমি বলি।"

এ দিকে রাত হ'য়ে গেছে। গিরীশ হরিপদকে বলিতেছেন ভাই, একখানা গাড়ী যদি ডেকে দিস্‌— থিয়েটার যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। দেখিস্‌ যেন আনিস্‌! (সকলের হাস্য)

হরিপদ (সহাস্যে)। আমি আন্‌তে যাচ্ছি—আর আন্‌বো না?

[ঈশ্বরলাভ ও কর্ম। রাম ও কাম।]

গিরীশ। আপনাকে ছেড়ে আবার থিয়েটারে যেতে হবে!

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, ইদিক্‌ উদিক্‌ দুদিক্‌ রাখতে হবে, 'জনক রাজা ইদিক্‌ উদিক দুদিক্‌ রেখে খেয়েছিল দুধের বাটী!' (সকলের হাস্য)।

গিরীশ। থিয়েটারগুলো ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই মনে করছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না না ও বেশ আছে; অনেকের উপকার হ'চ্চে।

নরেন্দ্র (মৃদুস্বরে)। এই তো ঈশ্বর বল্‌ছে, অবতার বল্‌ছে! আবার থিয়েটার টানে।

নবম পরিচ্ছেদ।

সমাধিমন্দিরে। গর্গরমাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে কাছে বসাইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার সন্নিকটে আরও সরিয়া গিয়া বসিলেন। নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই—তায় কি এসে যায়? ঠাকুরের ভালবাসা যেন আরও উথলিয়া পড়িল। গায়ে হাত দিয়া নরেন্দ্রের প্রতি কহিতেছেন, 'মান কয়লি তো কয়লি, আমরাও তোর মানে আছি (রাই)।'

[বিচার ঈশ্বরলাভ পর্য্যন্ত।]

(নরেন্দ্রের প্রতি)। "যতক্ষণ বিচার, ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই। তোমরা বিচার ক'র্‌ছিলে, আমার ভাল লাগে নাই।

"নিমন্ত্রণ বাড়ীর শব্দ কতক্ষণ শুনা যায়? যতক্ষণ লোকে খেতে না বসে। যাই লুচি তরকারী পড়ে, বার আনা শব্দ ক'মে যায়। (সকলের হাস্য)। অন্য খাবার প'ড়্‌লে আরো কম্‌তে থাকে। দই পাতে পাতে প'ড়্‌লে কেবল সুপ্‌ সাপ্‌। ক্রমে খাওয়া হ'য়ে গেলেই নিদ্রা।

"ঈশ্বরকে যত লাভ হবে, ততই বিচার কম্‌বে। তাঁকে লাভ হ'লে আর শব্দ—বিচার—থাকে না। তখন নিদ্রা—সমাধি।"

এই বলিয়া নরেন্দ্রের গায়ে হাত বুলাইয়া, মুখে হাত দিয়া আদর করিতেছেন, ও বলিতেছেন, 'হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ'।

কেন এরূপ করিতেছেন ও বলিতেছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ কি নরেন্দ্রের মধ্যে সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন করিতেছেন? এরই নাম কি মানুষে ঈশ্বর দর্শন? কি আশ্চর্য্য! দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সংজ্ঞা যাইতেছে! ঐ দেখ, বহির্জগতের হুঁস চলিয়া যাইতেছে। এরই নাম বুঝি অর্দ্ধ বাহ্যদশা—যাহা শ্রীগৌরাঙ্গের হইয়াছিল। এখনও

নরেন্দ্রের পায়ের উপর হাত—যেন ছল করিয়া নারায়ণের পা টিপিতেছেন—আবার গায়ে হাত বুলাইতেছেন। অ্যাতো গা টেপা, পা টেপা কেন? একি নারায়ণের সেবা ক'রছেন, না শক্তি সঞ্চার ক'র্ছেন?

দেখিতে দেখিতে আরো ভাবান্তর হইতেছে। এই আবার নরেন্দ্রের কাছে হাতজোড় ক'রে কি ব'ল্‌ছেন! ব'লছেন,—'একটা গান (গা)—তা'হলে ভাল হ'ব,—উঠতে পার্‌বো কেমন ক'রে।—গোরাপ্রেমে গর্গরমাতোয়ারা (নিতাই আমার)—"

কিয়ৎক্ষণ আবার অবাক্, চিত্রপুত্তলিকার মত চুপ ক'রে রহিয়াছেন। আবার ভাবে মাতোয়ারা হ'য়ে ব'ল্‌ছেন—

"দেখিস রাই—যমুনায় যে প'ড়ে যাবি—কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী।' আবার ভাবে বিভোর। বলিতেছেন,—

"সখি! সে বন কত দূর! (যে বনে আমার শ্যামসুন্দর!)
(ঐ যে কৃষ্ণগন্ধ পাওয়া যায়!) (আমি চলিতে যে নারি।)"

এখন জগৎ ভুল হ'য়েছে—কাহাকেও মনে নাই—নরেন্দ্র সম্মুখে, কিন্তু নরেন্দ্রকে আর মনে নাই—কোথায় ব'সে আছেন, কিছুই হুঁস নাই। এখন যেন প্রাণ ঈশ্বরে গত হ'য়েছে! মদ্‌গত-অন্তরাত্মা।

গোরাপ্রেমে গর্গরমাতোয়ারা।- এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া দণ্ডায়মান। আবার বসিতেছেন, বসিয়া বলিতেছেন;—

"ঐ একটা আলো আস্‌ছে দেখ্‌তে পাচ্ছি,—কিন্তু কোন্ দিক্ দিয়ে আলোটা আস্‌ছে এখনও বুঝতে পাচ্ছি না।"

এইবার নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

গান। সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে - মোহিলে প্রাণ।
সপ্ত লোক ভুলে শোক, তোমারে পাইয়ে—কোথায় আমি অতি দীন হীন॥

গান শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণের বহির্জগৎ ভুল হইয়া আসিতেছে! আবার নিমীলিত নেত্র। স্পন্দহীন দেহ। সমাধিস্থ।

সমাধিভঙ্গের পর বলিতেছেন, "আমাকে কে লয়ে যাবে?" বালক যেমন সঙ্গী না দেখলে অন্ধকার দেখে, সেইরূপ!

অনেক রাত হইয়াছে। ফাল্গুন কৃষ্ণাদশমী ;—অন্ধকার রাত্রি। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে যাইবেন। গাড়ীতে উঠিবেন।

ভক্তেরা গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া। তিনি উঠিতেছেন—অনেক সন্তর্পণে তাঁহাকে উঠানো হইতেছে ; এখনো 'গর্গর মাতোয়ারা'।

গাড়ী চলিয়া গেল। ভক্তেরা—যে যার বাড়ী যাইতেছেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সেবকহৃদয়ে।

মস্তকের উপরে তারকামণ্ডিত নৈশগগন—হৃদয়পটে অদ্ভুত শ্রীরামকৃষ্ণছবি, স্মৃতিমধ্যে ভক্তের মজলিস—সুখস্বপ্নের ন্যায় নয়ন-পথে সেই প্রেমের হাট—কলিকাতার রাজপথে গৃহাভিমুখে ভক্তেরা যাইতেছেন। কেহ সরস বসন্তানিল সেবন করিতে করিতে আবার গাইতে গাইতে যাচ্ছেন,—'সব দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে—মোহিলে প্রাণ।'

মণি ভাব্‌তে ভাব্‌তে যাচ্ছেন, "সত্য সত্যই কি ঈশ্বর মানুষ-দেহ ধারণ ক'রে আসেন? অনন্ত কি সান্ত হয়? বিচার তো অনেক হ'ল। কি বুঝ্‌লাম, বিচারের দ্বারা কিছুই বুঝ্‌লাম না!

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তো বেশ বল্লেন, 'যতক্ষণ বিচার ততক্ষণ বস্তুলাভ হয় নাই, ততক্ষণ ঈশ্বরকে পাওয়া যায় নাই।' তাও বটে! এইতো এক ছটাক বুদ্ধি, এর দ্বারা আর কি বুঝবো ঈশ্বরের কথা! এক সের বাটীতে কি চার সের দুধ ধরে? তবে অবতার বিশ্বাস কিরূপে হয়? ঠাকুর ব'ল্লেন, ঈশ্বর যদি দেখিয়ে দেন দপ্‌ ক'রে, তা হ'লে এক দণ্ডেই বুঝা যায়। Goethe মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন, "Light! More Light!" তিনি যদি দপ্‌ ক'রে আলো জ্বেলে দেখিয়ে দেন! তবে -

"ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ"

"যেমন Palestineএ মূর্খ ধীবরেরা Jesusকে, অথবা যেমন শ্রীবাসাদি ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে, পূর্ণাবতার দেখেছিলেন।

"যদি দপ্‌ ক'রে তিনি না দেখান্‌ তা হ'লে উপায় কি? কেন

যে কালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ব'লছেন ও কথা, সে কালে অবতার বিশ্বাস ক'রবো। তিনিই শিখিয়েছেন—বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস! গুরুবাক্যে বিশ্বাস! আর

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হ'বনাকো পথহারা॥"

"আমার তাঁর বাক্যে—ঈশ্বরকৃপায়—বিশ্বাস হ'য়েছে,—আমি বিশ্বাস ক'রবো. অন্যে যা করে করুক—আমি এই দেব-দুর্লভ বিশ্বাস কেন ছাড়্‌বো? বিচার থাক্‌। জ্ঞান চর্চ্চা ক'রে কি আর একটী Faust হতে হবে? আবার কি গভীর রজনী মধ্যে বাতায়নপথে চন্দ্রকিরণ আসিবে, ও আর একজন Faust একাকী ঘরের মধ্যে 'হায়, কিছু জানিতে পারিলাম না Science, Philosophy বৃথা অধ্যয়ন করিলাম, এই জীবনে ধিক্‌'। এই বলিয়া বিষের শিশি লইয়া আত্মহত্যা করিতে বসিবে? না আর একজন Alastor অজ্ঞানের বোঝা বইতে না পেরে শিলাখণ্ডের উপর মাথা রেখে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে? না, আমার এ সব ভয়ানক পণ্ডিতদের মত এক ছটাক জ্ঞানের দ্বারা রহস্য ভেদ ক'রতে যাবার প্রয়োজন নাই। আর এক সের বাটীতে চার সের দুধ ধ'র্‌লো না ব'লে, মরিতে যাবারও দরকার নাই। বেশ কথা—গুরু-বাক্যে বিশ্বাস। হে ভগবন্‌, আমায় ঐ বিশ্বাস দাও, আর মিছামিছি ঘুরাইও না। যা হবার নয়, তা খুঁজ্‌তে যাওয়াইও না। আর ঠাকুর যা শিখিয়াছেন, 'যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়—অমলা, অহৈতুকী—ভক্তি, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই! কৃপা ক'রে এই আশীর্ব্বাদ কর।'

শ্রীরামকৃষ্ণের অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে মণি সেই তমসাচ্ছন্ন রাত্রিমধ্যে রাজপথ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছেন ও ভাবিতেছেন, "কি ভালবাসা গিরীশকে! থিয়েটারে চ'লে যাবেন, তবু তাঁর বাড়ীতে যেতে হবে! শুধু তা নয়। এমনও ব'লছেন না যে, 'সব ত্যাগ কর—আমার জন্য গৃহ, পরিজন, বিষয়কর্ম্ম সব ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস অবলম্বন কর'।

বুঝেছি এর মানে এই যে সময় না হ'লে, তীব্র বৈরাগ্য না হলে, ছাড়লে কষ্ট হবে; ঠাকুর যেমন নিজে বলেন, ঘায়ের মাম্‌ড়ী, ঘা শুকুতে না শুকুতে ছিঁড়্‌লে, রক্ত প'ড়ে কষ্ট হয়, কিন্তু ঘা শুকিয়ে গেলে মাম্‌ড়ী আপনি খসে প'ড়ে যায়। সামান্য লোকে, যাদের অন্তর্দৃষ্টি নাই তারা বলে, এখনি সংসার ত্যাগ কর। ইনি সদ্‌গুরু, অহেতুক কৃপাসিন্ধু, প্রেমের সমুদ্র, জীবের কিসে মঙ্গল হয়, এই চেষ্টা নিশিদিন করিতেছেন

"আর গিরীশের কি বিশ্বাস! দু দিন দর্শনের পরই ব'লেছিলেন, 'প্রভু তুমিই ঈশ্বর—মানুষদেহ ধারণ ক'রে এসেছ—আমার পরিত্রাণের জন্য।' গিরীশ ঠিক তো ব'লেছেন, ঈশ্বর মানুষ-দেহ ধারণ না ক'র্‌লে, ঘরের লোকের মত কে শিক্ষা দেবে, কে জানিয়ে দেবে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, কে ধরায় পতিত দুর্ব্বল সন্তানকে হাত ধ'রে তুলবে, কে কামিনীকাঞ্চনাসক্ত পাশবস্বভাবপ্রাপ্ত মানুষকে আবার পূর্ব্ববৎ অমৃতের অধিকারী ক'র্‌বে? আর তিনি মানুষরূপে সঙ্গে সঙ্গে না বেড়া'লে, যাঁরা তদ্গতান্তরাত্মা, যাঁদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে না, তাঁরা কি ক'রে দিন কাটাবেন। তাই 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'

"কি ভালবাসা! নরেন্দ্রের জন্য পাগল, নারায়ণের জন্য ক্রন্দন! বলেন এরা ও অন্যান্য ছেলেরা—রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুরাম ইত্যাদি সাক্ষাৎ নারায়ণ আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছে'! এ প্রেম তো মানুষ জ্ঞানে নয়, এ প্রেম দেখ্‌ছি ঈশ্বরপ্রেম। ছেলেরা শুদ্ধ-আত্মা, স্ত্রীলোক অন্যভাবে স্পর্শ করে নাই, বিষয়কর্ম্ম কোরে এদের লোভ, অহঙ্কার, হিংসা ইত্যাদি স্ফূর্ত্তি হয় নাই, তাই ছেলেদের ভিতর ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ। কিন্তু এ দৃষ্টি কার কাছে? ঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টি, সমস্ত দেখিতেছেন—কে বিষয়াসক্ত, কে সরল, উদার, ঈশ্বর ভক্ত। তাই এরূপ ভক্ত দেখ্‌লেই সাক্ষাৎ নারায়ণ ব'লে সেবা করেন। তাদের নাওয়ান, শোয়ান, তাদের দেখিবার জন্য কাঁদেন, কলিকাতায় ছুটিয়া ছুটিয়া যান্‌, লোকের খোসামোদ

ক'রে বেড়ান, কলিকাতা থেকে তাদের গাড়ী ক'রে আন্‌তে; গৃহস্থ ভক্তদের সর্ব্বদা বলেন, ওদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াইও তাহ'লে তোমাদের ভাল হবে। একি মায়িক স্নেহ? না, বিশুদ্ধ ঈশ্বর প্রেম? মাটির প্রতিমাতে এতো ষোড়শোপচারে ঈশ্বরের পূজা ও সেবা হয়; আর শুদ্ধনরদেহে কি হয় না? তা ছাড়া এরাই ভগবানের প্রত্যেক লীলার সহায়। জন্ম জন্ম সাঙ্গোপাঙ্গ!

"নরেন্দ্রকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাহ্যজগৎ ভুলে গেলেন, ক্রমে দেহী-নরেন্দ্রকে ভুলে গেলেন; (Apparent man) বাহ্যিক মনুষ্যকে ভুলে গেলেন, (Real man) প্রকৃত মনুষ্যকে দর্শন ক'র্‌তে লাগিলেন; অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মন লীন হইল, যাঁকে দর্শন ক'রে কখনও অবাক্ স্পন্দহীন হয়ে চুপ ক'রে থাকেন, কখনও বা 'ওঁ ওঁ' বলেন, কখন বা 'মা মা' ক'রে বালকের মত ডাকেন, নরেন্দ্রের ভিতর তাঁকে বেশী প্রকাশ দেখেন। নরেন্দ্র নরেন্দ্র ক'রে পাগল!

"নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই, তার আর কি হ'য়েছে! ঠাকুরের দিব্য চক্ষু, তিনি দেখিলেন যে, এ অভিমান হ'তে পারে। তিনি যে বড় আপনার লোক, তিনি যে আপনার মা, পাতানো মা ত নন। তিনি কেন বুঝিয়ে দেন না, তিনি কেন দপ্ ক'রে আলো জ্বেলে দেখিয়ে দেন না! তাই বুঝি ঠাকুর ব'ল্লেন—

'মান কর্‌লি ত কর্‌লি, আমরা ও তোর মানে আছি!'

"আত্মীয় হ'তে যিনি পরমাত্মীয় তাঁর উপর অভিমান ক'র্‌বে না, ত কার উপর ক'র্‌বে। ধন্য নরেন্দ্রনাথ, তোমার উপর এই পুরুষোত্তমের এত ভালবাসা! তোমাকে দেখে এত সহজে ঈশ্বরের উদ্দীপন!"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই গভীর রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে ভক্তেরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

প্রথম ভাগ-পঞ্চদশ খণ্ড।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশান, ডাক্তার সরকার, গিরীশ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে শ্যামপুকুরে আনন্দ ও কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গৃহস্থাশ্রমকথাপ্রসঙ্গে।

আশ্বিন শুক্লাচতুর্দ্দশী। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিন দিন মহামায়ার পূজা মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। দশমীতে বিজয়া, তদুপলক্ষে পরস্পরের প্রেমালিঙ্গন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কলিকাতার অন্তর্বর্ত্তী সেই শ্যামপুকুর নামক পল্লীতে বাস করিতেছেন। শরীরে কঠিন ব্যাধি, গলায় ক্যান্সার। বলরামের বাড়ীতে যখন ছিলেন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ দেখিতে আসিয়াছিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এ রোগ সাধ্য না অসাধ্য। কবিরাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই, চুপ করিয়া ছিলেন। ইংরাজী ডাক্তারেরাও রোগটী অসাধ্য, এ কথা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার, ২২ শে অক্টোবর, ১৮৮৫। শ্যামপুকুরস্থিত একটী দ্বিতল গৃহমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, দুতলা ঘরের মধ্যে শয্যা রচনা হইয়াছে—তাহাতে উপবিষ্ট। ডাক্তার সরকার, শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ভক্তেরা, সম্মুখে এবং চারিদিকে সমাসীন। ঈশান বড় দানী, পেন্সন লইয়াও দান করেন, ঋণ করিয়া দান করেন, আর সর্ব্বদাই ঈশ্বর চিন্তায় থাকেন। পীড়া শুনিয়া তিনি দেখিতে আসিয়াছেন। ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতে আসিয়া ছয় সাত ঘণ্টা করিয়া থাকেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে সাতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করেন ও ভক্তদের সহিত পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করেন।

রাত্রি প্রায় ৭টা হইয়াছে। বাহিরে জ্যোৎস্না—পূর্ণাবয়ব নিশানাথ যেন চারিদিকে সুধা ঢালিয়াছেন। ভিতরে দীপালোক, ঘরে অনেক লোক। অনেকে মহাপুরুষ দর্শন করিতে আসিয়া-

ছেন। সকলেই একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। শুনিবেন, তিনি কি বলেন। দেখিবেন, তিনি কি করেন। ঈশানকে দেখিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

[নির্লিপ্ত সংসারী। নির্লিপ্ত হবার উপায়।]

"যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে, সে ধন্য, সে বীরপুরুষ। যেমন কারু মাথায় দু মোণ বোঝা আছে, আর বর যাচ্ছে। মাথায় বোঝা—তবুও সে বর দেখ্‌ছে। খুব শক্তি না থাক্‌লে হয় না। যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে একটুও পাঁক নাই। পানকৌটী জলে সর্ব্বদা ডুব মারে, কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই আর গায়ে জল থাকে না।

"কিন্তু সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাক্‌তে গেলে, কিছু সাধন করা চাই। দিন কতক নির্জ্জনে থাকা দরকার, তা এক বছর হোক, ছয় মাস হোক, তিন মাস হোক বা এক মাস হোক। সেই নির্জ্জনে ঈশ্বরচিন্তা কর্‌তে হয়, সর্ব্বদা তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে ভক্তির জন্য প্রার্থনা কর্‌তে হয়। আর মনে মনে ব'ল্‌তে হয়, 'আমার এ সংসারে কেউ নাই, যাদের আপনার বলি, তারা দুদিনের জন্য। ভগবান আমার একমাত্র আপনার লোক তিনিই আমার সর্ব্বস্ব, হায়! কেমন ক'রে তাঁকে পাব!'

"ভক্তি লাভের পর সংসার করা যায়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে হাতে আর আঠা লাগে না। সংসার জলের স্বরূপ, আর মানুষের মনটী যেন দুধ। জলে যদি দুধ রাখ্‌তে যাও, দুধে জলে এক হ'য়ে যাবে। তাই নির্জ্জন স্থানে দই পাত্তে হয়। দই পেতে মাখন তুল্‌তে হয়। মাখন তুলে যদি জলে রাখ, তা হ'লে জলে মিশ্‌বে না, নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাস্‌তে থাক্‌বে।

"ব্রহ্মজ্ঞানীরা আমায় ব'লেছিল 'মহাশয়! আমাদের জনক রাজার মত। তাঁর মত নির্লিপ্তভাবে আমরা সংসার কোরবো'। আমি বল্লুম, নির্লিপ্তভাবে সংসার করা বড় কঠিন। মুখে বল্লেই জনকরাজা হওয়া যায় না। জনকরাজা হেঁটমুণ্ড হ'য়ে, ঊর্দ্ধপদ করে কত তপস্যা করেছিলেন! তোমাদের হেঁটমুণ্ড বা ঊর্দ্ধপদ হতে হবে না, কিন্তু সাধন চাই, নির্জ্জনে বাস চাই! নির্জ্জনে জ্ঞানলাভ, ভক্তিলাভ ক'রে,

তবে গিয়ে সংসার ক'রতে হয়। দই নির্জ্জনে পাত্তে হয়। ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি ক'রলে দই বসে না।

"জনক নির্লিপ্ত ব'লে তাঁর একটা নাম বিদেহ,—কি না, দেহে দেহবুদ্ধি নাই। সংসারে থেকেও জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়াতেন। কিন্তু দেহবুদ্ধি যাওয়া অনেক দূরের কথা। খুব সাধন চাই।

"জনক ভারী বীর পুরুষ। দুখানা তরবার ঘুরুতেন। একখানা জ্ঞান, একখানা কর্ম্ম।

[সংসার-আশ্রমের জ্ঞান ও সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞান।]

"যদি বল, সংসার আশ্রমের জ্ঞানী আর সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞানী, এ দুয়ের তফাৎ আছে কি না। তার উত্তর এই, যে দুইই এক জিনিস। এটাও জ্ঞানী উটাও জ্ঞানী—এক জিনিস। তবে সংসারে জ্ঞানীরও ভয় আছে। কামিনীকাঞ্চনের ভিতর থাকতে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাকতে গেলে যত সিয়ানাই হও না কেন, কাল দাগ একটু না একটু গায়ে লাগবেই।

"মাখন তুলে যদি নূতন হাঁড়িতে রাখ, মাখন নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না। যদি ঘোলের হাঁড়িতে রাখ, সন্দেহ হয়। (সকলের হাস্য)।

"খই যখন ভাজা হয় দুচারটে খই খোলা থেকে টপ্ টপ্ ক'রে লাফিয়ে পড়ে। সেগুলি যেন মল্লিকা ফুলের মত, গায়ে একটু দাগ থাকে না! খোলার উপর যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মত হয় না, একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞানলাভ করে, তবে ঠিক এই মল্লিকা ফুলের মত দাগশূন্য হয়। আর জ্ঞানের পর সংসার খোলায় থাকলে একটু গায়ে লাল্চে দাগ হোতে পারে। (সকলের হাস্য।)

"জনকরাজার সভায় একটী ভৈরবী এসেছিল। স্ত্রীলোক দেখে জনকরাজা হেঁটমুখ হ'য়ে, চোখ নীচু ক'রে ছিলেন। ভৈরবী তাই দেখে ব'লেছিলেন, 'হে জনক! তোমার এখনও স্ত্রীলোক দেখে ভয়!' পূর্ণজ্ঞান হ'লে পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়,—তখন স্ত্রীপুরুষ ব'লে ভেদবুদ্ধি থাকে না।

"যাই হোক যদিও সংসারের জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকতে পারে, সে

দাগে কোনও ক্ষতি হয় না। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না।

[জ্ঞানের পর কর্ম্ম—লোকসংগ্রহার্থ।]

"কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্ম করে, যেমন জনক ও নারদাদি। লোক-শিক্ষার জন্য শক্তি থাকা চাই। ঋষিরা নিজের নিজের জ্ঞানের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। নারদাদি আচার্য্য লোকের হিতের জন্য বিচরণ ক'রে বেড়াতেন। তারা বীরপুরুষ।

"হাবাতে কাঠ যখন ভেসে যায়, পাখী একটা বস্‌লে ডুবে যায়, কিন্তু বাহাদুরি কাঠ যখন ভেসে যায়, তখন গরু, মানুষ, এমন কি হাতী পর্য্যন্ত তার উপর যেতে পারে। Steam Boat আপনিও পারে যায়, আবার কত মানুষকে পার করে দেয়।

"নারদাদি আচার্য্য বাহাদুরি কাঠের মত, Steam Boat এর মত।

"কেউ খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ পুঁছে ব'সে থাকে, পাছে কেউ টের পায়। (সকলের হাস্য)। আবার কেউ কেউ একটা আম পেলে, কেটে একটু একটু সকলকে দেয়, আর আপনিও খায়।

"নারদাদি আচার্য্য সকলের মঙ্গলের জন্য জ্ঞানলাভের পরও ভক্তি ল'য়ে ছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[যুগধর্ম্মকথাপ্রসঙ্গে। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।]

ডাক্তার। জ্ঞানে মানুষ অবাক্ হয়, চক্ষু বুজে যায়, আর চক্ষে জল আসে। তখন ভক্তি দরকার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বারবাড়ী পর্য্যন্ত যায়। (সকলের হাস্য)।

ডাক্তার। কিন্তু অন্তঃপুরে যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না বেশ্যারা ঢুকতে পারে না। জ্ঞান চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক পথ জানে না, কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাঁকে জানবার ইচ্ছা আছে—এরূপ লোক কেবল ভক্তির জোরে ঈশ্বর লাভ করে। এক জন ভারি ভক্ত জগন্নাথ দর্শন ক'রতে বেরিয়েছিল; পুরীর কোন পথ সে জানতো না,—দক্ষিণ দিকে না গিয়ে পশ্চিম দিকে গিছিল। পথ ভুলেছিল বটে, কিন্তু ব্যাকুল হয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা ক'রত। তারা বলে দিলে, 'এ পথ নয় ঐ পথে যাও।' ভক্তটী শেষে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন ক'রলে। দেখ, না জান্‌লেও কেউ না কেউ বলে দেয়।

ডাক্তার। সে ভুলে তো গিছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা হয় বটে, কিন্তু শেষে পায়।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সাকার আবার নিরাকার। একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন ক'রতে গিছিল। জগন্নাথ দর্শন ক'রে সন্দেহ হ'ল ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। হাতে দণ্ড ছিল, সেই দণ্ড দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, জগন্নাথের গায়ে ঠ্যাকে কি না। একবার এ ধার থেকে ও ধারে দণ্ডটী নিয়ে যাবার সময় দেখলে, যে জগন্নাথের গায়ে ঠেকল না—ছাখে যে সেখানে ঠাকুরের মূর্ত্তি নাই। আবার দণ্ড এ ধার থেকে ও ধার লয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেকল। তখন সন্ন্যাসী বুঝল যে ঈশ্বর নিরাকার, আবার সাকার।

"কিন্তু এটী ধারণা করা বড় শক্ত। যিনি নিরাকার, তিনি আবার সাকার কিরূপে হবেন? এ সন্দেহ মনে উঠে। আবার যদি সাকার হন, তো নানা রূপ কেন?

ডাক্তার। যিনি আকার ক'রেছেন, তিনি সাকার। তিনি আবার মন ক'রেছেন, তাই তিনি নিরাকার। তিনি সবই হ'তে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে লাভ না কর্‌তে পার্‌লে, এ সব বুঝা যায় না। সাধকের জন্য তিনি নানাভাবে নানারূপে দেখা দেন। একজনের এক গাম্‌লা রঙ ছিল। অনেকে তার কাছে কাপড় রঙ করাতে আস্‌তো। সে লোকটী জিজ্ঞাসা কর্‌তো, তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও। এক জন হয়তো বল্লে, আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই। অমনি

সেই লোকটী গামলার রঙে সেই কাপড়খানি ছুপিয়ে ব'লতো, 'এই লও তোমার লাল রঙে ছোপান কাপড়।' আর এক জন হয়ত বল্লে, আমার হল্‌দে রঙে ছোপান চাই।' অমনি সেই লোকটী সেই গাম্‌লায় কাপড়খানি ডুবিয়ে ব'ল্‌তো, 'এই লও তোমার হল্‌দে রঙ।' নীলরঙে ছোপাতে চাইলে, আবার সেই একই গাম্‌লায় ডুবিয়ে সেই কথা, 'এই লও তোমার নীল রঙে ছোপান কাপড়।' এই রকমে যে যে রঙে ছোপাতে চাইতো, তার কাপড় সেই রঙে সেই একই গাম্‌লা হ'তে ছোপান হ'ত। এক জন লোক এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখছিল। যার গাম্‌লা, সে জিজ্ঞাসা ক'রলে, কেমন হে! তোমার কি রঙে ছোপাতে হবে? তখন সে ব'ল্লে, ভাই! তুমি যে রঙে রঙেছ, আমায় সেই রঙ দাও! (সকলের হাস্য)।

"এক জন বাহ্যে গিছিল—দেখলে, গাছের উপর একটা সুন্দর জানোয়ার র'য়েছে। সে ক্রমে আর একজনকে ব'ল্লে, 'ভাই! অমুক গাছে আমি একটা লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলুম।' সে লোকটী ব'ল্লে, 'আমিও দেখেছি, তা সে লাল রঙ হতে যাবে কেন, সে যে সবুজ রঙ।' আর এক জন ব'ল্লে, 'না, না, সে সবুজ হ'তে যাবে কেন, সে যে হল্‌দে।' এইরূপে আরও কেউ কেউ ব'ল্লে,—বেগুনি, নীল, কাল ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক ব'সে। জিজ্ঞাসা করায়, সে ব'ল্লে আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটীকে বেশ জানি। তোমরা যা যা ব'ল্‌ছো, সব সত্য, সে কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও হল্‌দে, কখনও নীল, আরও সব কত কি হয়। আবার কখনও দেখি কোন রঙই নাই।

"যে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে, সেই জান্‌তে পাবে, তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে ঈশ্বর নানা রূপে দেখা দেন। নানা ভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ আবার নির্গুণ। গাছ তলায় যে থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ, আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া ক'রে কষ্ট পায়।

"তিনি সাকার, তিনি নিরাকার। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ

সমুদ্র। কূল-কিনারা নাই। ভক্তিহিমে সেই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হ'য়ে যায়—যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে, অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হ'য়ে কখন কখন সাকার রূপ হ'য়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞানসূর্য্য উঠ্‌লে সে বরফ গ'লে যায়।

ডাক্তার। সূর্য্য উঠলে বরফ গ'লে জল হয়; আবার জানেন, জল আবার নিরাকার বাষ্প হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হ'লে রূপ টুপ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) ব'লে বোধ হয় না। কি তিনি, মুখে বলা যায় না। কে ব'লবে? যিনি ব'লবেন, তিনিই নাই। তিনি তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না। তখন ব্রহ্ম নির্গুণ (Absolute)। তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন, বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না। (Unknown, Unknowable)

"তাই বলে, ভক্তি—চন্দ্র, জ্ঞান—সূর্য্য। শুনেছি, খুব উত্তরে আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে। এত ঠাণ্ডা যে জল জমে মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয়। জাহাজ চলে না। সেখানে গিয়ে আটকে যায়।

ডাক্তার। ভক্তিপথে মানুষ আটকে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা যায় বটে, কিন্তু তাতে হানি হয় না, সেই সচ্চিদানন্দসাগরের জলই জমাট বেঁধে বরফ হ'য়েছে। যদি আরও বিচার ক'রতে চাও, যদি 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচার কর, তাতেও ক্ষতি নাই। জ্ঞানসূর্য্যেই বরফ গলে যাবে;—তবে সেই সচ্চিদানন্দসাগরই রইল।

[কাঁচা আমি ও পাকা আমি। ভক্তের আমি। বালকের আমি।]

"জ্ঞান বিচারের শেষে সমাধি হ'লে, আমি টামি কিছু থাকে না। কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন। 'আমি' কোন মতে যেতে চায় না। আর যেতে চায় না বলে, ফিরে এই সংসারে আসতে হয়।

"গরু হাম্বা হাম্বা (আমি, আমি) করে, তাই এত দুঃখ। সমস্ত দিন লাঙ্গল দিতে হয়—গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই। কিম্বা তাকে কসাইয়ে কাটে। তাতেও নিস্তার নাই। চামারে চামড়া করে, জুতা তৈয়ার করে। অবশেষে নাড়ী ভূড়ী থেকে তাঁত হয়। ধুনুরির

হাতে প'ড়ে যখন তুঁহু তুঁহু (তুমি, তুমি) করে, তখন নিস্তার হয়।

"যখন জীব বলে, 'নাহং' 'নাহং' 'নাহং' আমি কেউ নই, হে ঈশ্বর। তুমি কর্ত্তা, আমি দাস তুমি প্রভু,—তখন নিস্তার, তখনই মুক্তি।

ডাক্তার। কিন্তু ধুনুরির হাতে পড়া চাই। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি একান্ত 'আমি' না যায়, থাক্ শালা 'দাস আমি হয়ে। (সকলের হাস্য)।

"সমাধির পর কাহারও কাহারও 'আমি' থাকে—দাস আমি' ভক্তের আমি। শঙ্করাচার্য্য 'বিদ্যার আমি' লোকশিক্ষার জন্য রেখে দিছিলেন। 'দাস আমি,' বিদ্যার আমি' 'ভক্তের আমি' এরই নাম 'পাকা আমি।'

"কাঁচা আমি' কি জান? আমি কর্ত্তা, আমি এত বড় লোকের ছেলে, আমি বিদ্বান্, আমি ধনবান, আমাকে এমন কথা বলে '—এই সব ভাব। যদি কেউ বাড়ীতে চুরি করে, তাকে যদি ধ'রতে পারে, প্রথমে সব জিনিস পত্র কেড়ে লয়, তার পর উত্তম মধ্যম মারে, তার পর পুলিসে দেয়। বলে, 'কি! জানে না, কার চুরি করেছে!'

"ঈশ্বর লাভ হ'লে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়। 'বালকের আমি' আর 'পাকা আমি।' বালক কোন গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত। সত্ত্ব রজঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয়। দেখ, ছেলে তমোগুণের বশ নয়। এই মাত্র ঝগ্ড়া মারামারি ক'রলে, আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধরে কত ভাব, কত খেলা! রজোগুণেরও বশ নয়। এই খেলা-ঘর পাত্‌লে কত বন্দোবস্ত, কিছুক্ষণ পরেই সব প'ড়ে রইলো, মার কাছে ছুটেছে। হয় ত একখানি সুন্দর কাপড় প'রে বেড়াচ্চে। খানিকক্ষণ পরে কাপড় খুলে প'ড়ে গেছে! হয় কাপড়ের কথা একবারে ভুলে গেল— নয়, বগলদাবায় ক'রে বেড়াচ্চে! (হাস্য)।

"যদি ছেলেটাকে বল, 'বেশ কাপড়খানি, কার কাপড় রে?' সে বলে, 'আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে! যদি বল, 'লক্ষ্মী ছেলে আমায় কাপড়খানি দাও না।' সে বলে, 'না আমার কাপড় আমার বাবা দিয়েছে; না, আমি দেব না।' তার পর ভুলিয়ে একটা পুঁতুল কি

একটী বাঁশি যদি হাতে দাও তা হ'লে পাঁচ টাকা দামের কাপড়খানা তোমায় দিয়ে চ'লে যাবে। আবার পাঁচ বছরের ছেলের সত্ত্বগুণেরও আঁট নাই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, এক দণ্ড না দেখ্‌লে থাকতে পারে না। কিন্তু বাপ মার সঙ্গে যখন অন্য জায়গায় চ'লে গেল, তখন নূতন খেলুড়ে হ'ল। তাদের উপর তখন সব ভালবাসা প'ড়লো, পুরাণো খেলুড়েদের এক রকম একেবারে ভুলে গেল। তার পর জাত অভিমান নাই। মা ব'লে দিয়েছে ও তোর দাদা হয়, তা সে ষোল আনা জানে যে, এ আমার ঠিক দাদা। তা এক জন যদি বামুনের ছেলে হয়, আর এক জন যদি কামারের ছেলে হয়, তো একপাতে ব'সে ভাত খাবে। আর শুচি অশুচি নাই, হেগো পোঁদে খাবে। আবার লোক লজ্জা নাই, ছোঁচাবার পর যাকে তাকে পেছন ফিরে বলে—দেখ দেখি, আমার ছোঁচান হয়েছে কি না?

"আবার 'বুড়োর আমি' আছে (ডাক্তারের হাস্য)। বুড়োর অনেকগুলি পাশ। জাতি, অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়। বিষয় বুদ্ধি, পাটোয়ারি, কপটতা। যদি কারুর উপর আক্রোশ হয়, তো সহজে যায় না,—হয়তো যত দিন বাঁচে তত দিন যায় না। তার পর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার। 'বুড়োর আমি' কাঁচা আমি।

[জ্ঞান কাহাদের হয় না।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। চার পাঁচ জনের জ্ঞান হয় না। যার বিদ্যার অহঙ্কার, যার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, যার ধনের অহঙ্কার, তার জ্ঞান হয় না। এ সব লোককে যদি বলা যায় যে, অমুক জায়গায় বেশ একটী সাধু আছে, দেখ্‌তে যাবে? তারা অমনি নানা ওজর ক'রে বলে, যাব না। আর মনে মনে বলে, আমি এত বড় লোক, আমি যাব?

[তিনগুণ। সত্ত্বগুণে ঈশ্বরলাভ, ইন্দ্রিয়সংযমের উপায়।]

"তমোগুণের স্বভাব অহঙ্কার। অহঙ্কার অজ্ঞান তমোগুণ থেকে হয়।

"পুরাণে আছে, রাবণের রজোগুণ, কুম্ভকর্ণের তমোগুণ, বিভীষণের সত্ত্বগুণ। তাই বিভীষণ রামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন। তমোগুণের

আর একটী লক্ষণ— ক্রোধ। ক্রোধে দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞান থাকে না; হনুমান লঙ্কা পুড়ালেন, এ জ্ঞান নাই যে সীতার কুটীর নষ্ট হবে।

"আবার তমোগুণের আর একটী লক্ষণ, কাম। পাথুরেঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ ব'লেছিল, কাম ক্রোধাদি রিপু এরা তো যাবে না, এদের মোড় ফিরিয়ে দাও। ঈশ্বরের কামনা কর। সচ্চিদানন্দের সহিত রমণ কর। ক্রোধ যদি না যায়, ভক্তির তমঃ আন। কি! আমি দুর্গানাম ক'রেছি, উদ্ধার হব না? আমার আবার পাপ কি? বন্ধন কি? তারপর ঈশ্বর লাভ করবার লোভ কর। ঈশ্বরের রূপে মুগ্ধ হও। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ছেলে, যদি অহঙ্কার করতে হয়, তো এই অহঙ্কার কর। এই রকমে ছয় রিপুর মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়।

ডাক্তার। ইন্দ্রিয়সংযম করা বড় শক্ত। ঘোড়ার চক্ষের দুদিকে ঠুলি দাও। কোন কোন ঘোড়ার চক্ষু একেবারে বন্ধ করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর যদি একবার কৃপা হয়, ঈশ্বরের যদি একবার দর্শন লাভ হয়, আত্মার যদি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তা হ'লে আর কোন ভয় নাই—তখন ছয় রিপু আর কিছু করতে পারবে না।

"নারদ, প্রহ্লাদ এই সব নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষদের অত ক'রে চক্ষের দুদিকে ঠুলি দিতে হয় না। যে ছেলে নিজে বাপের হাত ধ'রে মাঠের আলপথে চলছে, সে ছেলে বরং অসাবধান হ'যে বাপের হাত ছেড়ে দিয়ে খানায় পড়তে পারে। কিন্তু বাপ যে ছেলের হাত ধরে, সে কখনও খানায় পড়ে না।

ডাক্তার। কিন্তু বাপ ছেলের হাত ধরা ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা নয়। মহাপুরুষদের বালক স্বভাব। ঈশ্বরের কাছে তারা সর্ব্বদাই বালক। তাদের অহঙ্কার থাকে না। তাদের সব শক্তি ঈশ্বরের শক্তি, বাপের শক্তি, নিজের কিছুই নয়। এইটি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

[বিচারপথ ও আনন্দপথ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।]

ডাক্তার। আগে ঘোড়ার চক্ষের দুই দিকে ঠুলি না দিলে, ঘোড়া কি এগুতে চায়? রিপু বশ না হ'লে, কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি যা ব'লছো, ওকে বিচারপথ বলে—জ্ঞানযোগ

বলে। ও পথেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। জ্ঞানীরা বলে আগে চিত্ত-শুদ্ধি হওয়া দরকার। আগে সাধন চাই, তবে জ্ঞান হবে।

"ভক্তিপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর নামগুণগান করতে ভাল লাগে, ইন্দ্রিয়-সংযম আর চেষ্টা ক'রে ক'রতে হয় না। রিপুবশ আপনা আপনি হ'য়ে যায়।

"যদি কারও পুত্রশোক হয়, সে দিন সে কি আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, না নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে? সে কি লোকের সামনে অহঙ্কার ক'রে বেড়াতে পারে, না সুখ-সম্ভোগ ক'রতে পারে?

"বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখতে পায়, তা হ'লে কি সে আর অন্ধকারে থাকে?

ডাক্তার (সহাস্যে)। তা পুড়েই মরুক সেও স্বীকার!

শ্রীরামকৃষ্ণ। না গো! ভক্ত কিন্তু বাদুলে পোকার মত পুড়ে মরে না। ভক্ত যে আলো দেখে ছুটে যায়, সে যে মণির আলো। মণির আলো খুব উজ্জ্বল বটে, কিন্তু স্নিগ্ধ আর শীতল। এ আলোতে গা পুড়ে না, এ আলোতে শান্তি হয়, আনন্দ হয়!

[জ্ঞানযোগ বড় কঠিন।]

"বিচারপথে, জ্ঞানযোগের পথে, তাঁকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ পথ বড় কঠিন। আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই, আমার রোগ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই, আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, আমি সুখ দুঃখের অতীত, আমি ইন্দ্রিয়ের বশ নই, এসব কথা মুখে বলা খুব সোজা। কাজে করা, ধারণা হওয়া বড় কঠিন। কাঁটাতে হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর্ ক'রে রক্ত পড়ছে, অথচ বলছি, কই কাঁটায় আমার হাত কাটে নাই, আমি বেশ আছি! এসব বলা সাজে না। আগে ঐ কাঁটাকে জ্ঞানাগ্নিতে পোড়াতে হবে তো!

[বইপড়া জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য, ঠাকুরের শিক্ষাপ্রণালী।]

"অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুনার চেয়ে দেখা ভাল। কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শুনা, আর কাশী দর্শন অনেক তফাৎ।

"আবার যারা নিজে সতরঞ্চ খেলে, তারা চাল তত বুঝে না, কিন্তু যারা না খেলে, উপর চাল ব'লে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক হয়। সংসারী লোক মনে করে, আমরা বড় বুদ্ধিমান। কিন্তু তারা বিষয়াসক্ত। নিজে খেল্‌ছে। নিজেদের চাল ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু সংসারত্যাগী সাধুলোক বিষয়ে অনাসক্ত। তারা সংসারীদের চেয়ে বুদ্ধিমান। নিজে খেলে না, তাই উপর চাল ঠিক ব'লে দিতে পারে।

ডাক্তার (ভক্তদিগকে)। বই পড়লে এ ব্যক্তির (পরমহংসদেবের) এত জ্ঞান হ'তো না। Faraday communed with Nature প্রকৃতিকে ফ্যারাডে নিজে দর্শন কর্‌তো, তাই অতো Scientific truth discover কর্‌তে পেরেছিল। বই পড়ে বিদ্যা হ'লে অত হ'ত না। Mathematical formulae only throw the brain into confusion,—Original inquiryর পথে বড় বিঘ্ন এনে দেয়!

[ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞান (Divine wisdom and Book learning)]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারকে)। যখন পঞ্চবটীতে মাটিতে প'ড়ে প'ড়ে মাকে ডাক্‌তুম, আমি মাকে ব'লেছিলাম, মা! আমায় দেখিয়ে দাও কর্ম্মীরা কর্ম্ম করে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে। আরও কত কি তা কি বল্‌বো।

"আহা! কি অবস্থাই গেছে। ঘুম যায়! এই বলিয়া পরমহংসদেব গান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

গান। ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগে-যাগে জেগে আছি।
এখন যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।

"আমি তো বই টই কিছুই পড়িনি, কিন্তু দেখ মার নাম করি ব'লে আমায় সবাই মানে। শম্ভুমল্লিক আমায় ব'লেছিল, ঢাল নাই তরোয়াল নাই, শান্তিরাম সিং। (সকলের হাস্য)।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বুদ্ধদেবচরিত অভিনয় কথা হইতে লাগিল। তিনি ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। ডাক্তার উহা দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

ডাক্তার (গিরীশের প্রতি)। তুমি বড় বদ্‌লোক! আমায় রোজ থিয়েটার যেতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে)। কি বল্‌ছে, আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

মাষ্টার। ওঁর থিয়েটার বড় ভাল লেগেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অবতারকথাপ্রসঙ্গে। অবতার ও জীব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)। তুমি কিছু বল না, এ (ডাক্তার) অবতার মান্‌ছে না। ঈশান। আজ্ঞা, কি আর বিচার ক'র্‌বো। বিচার আর ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। কেন? সঙ্গত কথা ব'ল্‌বে না?

ঈশান (ডাক্তারের প্রতি)। অহঙ্কারের দরুণ আমাদের বিশ্বাস কম। কাকভূষণ্ডী রামচন্দ্রকে প্রথম অবতার ব'লে মানে নাই! শেষে যখন চন্দ্রলোক, দেবলোক, কৈলাস, ভ্রমণ করে দেখলে যে রামের হাত থেকে কোনরূপেই নিস্তার নাই, তখন নিজে ধরা দিলে, রামের শরণাগত হ'লো। রাম তখন তাকে ধরে মুখের ভিতর নিয়ে গিলে ফেল্লেন। ভূষণ্ডী তখন দেখে যে, সে তার গাছে ব'সে রয়েছে! অহঙ্কার চূর্ণ হ'লে কাকভূষণ্ডী জান্‌তে পার্‌লে যে, রামচন্দ্র দেখতে আমাদের মত মানুষ বটে, কিন্তু তাঁরই উদরে ব্রহ্মাণ্ড। তাঁরই উদরের ভিতর আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্ব্বত, জীব, জন্তু, গাছ ইত্যাদি।

[জীবের ক্ষুদ্র বদ্ধি। Limited powers of the Conditioned,]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। ঐ টুকু বুঝা শক্ত, তিনিই স্বরাট্, তিনিই বিরাট। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। তিনি মানুষ হ'তে পারেন না, এ কথা জোর ক'রে আমারা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি ব'ল্‌তে পারি? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সব কথা কি ধারণা হ'তে পারে? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে?

"তাই সাধু মহাত্মা যাঁরা ঈশ্বর লাভ ক'রেছেন, তাঁদের কথা

বিশ্বাস ক'র্ত্তে হয়। সাধুরা ঈশ্বর চিন্তা লয়ে থাকেন, যেমন উকীলরা মোকদ্দমা লয়ে থাকে। তোমার কাকভূষণ্ডীর কথা কি বিশ্বাস হয়?

ডাক্তার। যেটুকু ভাল বিশ্বাস ক'ল্লুম। ধরা দিলেই চুকে যায়, কোন গোল থাকে না। রামকে অবতার কেমন ক'রে বলি? প্রথমে দেখ বালী-বধ। লুকিয়ে চোরের মত বাণ মেরে তাকে মেরে ফেলা হ'লো। এতো মানুষের কাজ, ঈশ্বরের নয়।

গিরীশ ঘোষ। মহাশয় এ কাজ ঈশ্বরই পারেন।

ডাক্তার। তার পর দেখ, সীতাবর্জ্জন।

গিরীশ। মহাশয়, এ কাজও ঈশ্বরই পারেন, মানুষ পারে না।

[Science, না মহাপুরুষের বাক্য?]

ঈশান (ডাক্তারের প্রতি)। আপনি অবতার মান্‌ছেন না কেন? এই বল্লেন, যিনি আকার করেছেন তিনি সাকার, যিনি মন করেছেন তিনি নিরাকার। এই আপনি ব'ল্লেন, ঈশ্বরের কাণ্ড, সব হ'তে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। ঈশ্বর অবতার হ'তে পারেন, এ কথা যে ওঁর Science এ (ইংরাজী বিজ্ঞান শাস্ত্রে) নাই! তবে কেমন করে বিশ্বাস হয়? (সকলের হাস্য)।

"একটা গল্প শোন। একজন এসে ব'ল্লে, ওহে! ও পাড়ায় দেখে এলুম, অমুকের বাড়ী হুড়মুড়্ ক'রে ভেঙ্গে প'ড়ে গেছে। যাকে ও কথা বল্লে, সে ইংরাজী লেখা পড়া জানে। সে বল্লে, দাঁড়াও, একবার খপরের কাগজখানা দেখি। খপরের কাগজ পড়ে দেখে, যে বাড়ীভাঙ্গার কথা কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বল্লে, ওহে তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি না। কই, বাড়ীভাঙ্গার কথা ত খপরের কাগজে লেখা নাই! ও সব মিছে কথা। (সকলের হাস্য)।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি)। আপনার শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মান্‌তে হবে। আপনাকে মানুষ মান্‌তে দেব না। বল্‌তে হবে Demon or God (হয় সয়তান নয় ঈশ্বর)।

(সরলতা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস)

শ্রীরামকৃষ্ণ। সরল না হ'লে ঈশ্বরে চট্ ক'রে বিশ্বাস হয় না।

বিষয় বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূর। বিষয়-বুদ্ধি থাক্‌লে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানা রকম অহঙ্কার এসে পড়ে—পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, এই সব। ইনি (ডাক্তার) কিন্তু সরল।

গিরীশ (ডাক্তারকে)। মহাশয়, কি বলেন? কুরুটের কি জ্ঞান হয়?

ডাক্তার। রাম বলো! তাও কখন হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশব সেন কি সরল ছিল! এক দিন এখানে (রাসমণির কালীবাড়ীতে) গিছিল। অতিথিশালা দেখে বেলা চারটের সময় বলে, হাঁগা অতিথ-কাঙ্গালদের কখন খাওয়া হবে? বিশ্বাস যত বাড়্‌বে, জ্ঞানও তত বাড়্‌বে। যে গরু বেছে বেছে খায়, সে ছিড়িক্ ছিড়িক্ ক'রে দুধ দেয়। যে গরু শাক পাতা, খোসা, ভূষী, যা দাও, গব্‌ গব্‌ ক'রে খায়, সে গরু হুড়্‌ হুড়্‌ ক'রে দুধ দেয়। (সকলের হাস্য)।

"বালকের মত বিশ্বাস না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। মা ব'লেছেন, 'ও তোর দাদা,' বালকের অমনি বিশ্বাস যে, ও আমার ষোল আনা দাদা। মা ব'লেছেন, জুজু আছে, তো ষোল আনা, বিশ্বাস যে, ও ঘরে জুজু আছে। এইরূপ বালকের ন্যায় বিশ্বাস দেখ্‌লে ঈশ্বরের দয়া হয়। সংসার বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

ডাক্তার (ভক্তদের প্রতি)। গরুর কিন্তু যা তা খেয়ে খুব দুধ হওয়া ভাল নয়। আমার একটা গরুকে ঐ রকম যা তা খেতে দিত। শেষে আমার ভারী ব্যারাম। তখন ভাব্‌লুম, এর কারণ কি? অনেক অনুসন্ধান ক'রে টের পেলুম, গরু খুদ, আরো কি কি, খেয়েছিল। তখন মহা মুস্কিল! লক্ষ্ণৌ যেতে হোলো! শেষে বার হাজার টাকা খরচ! (সকলের হো হো করিয়া হাস্য)।

"কিসে কি হয় বলা যায় না। পাকপাড়ায় বাবুদের বাড়ীতে সাত মাসের মেয়ের অসুখ ক'রেছিল—ঘুঙ্‌রী কাশী Whooping cough—আমি দেখ্‌তে গিছিলাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক ক'ত্তে পারি নাই। শেষে জান্‌তে পাল্লুম, গাধা ভিজেছিল; যে গাধার দুধ সে মেয়েটী খেতো। (সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলে গো ! তেঁতুলতলায় আমার গাড়ী গিছিলো, তাই আমার অম্বল হ'য়েছে ! (ডাক্তারের ও সকলের হাস্য)।

ডাক্তার (হাসিতে হাসিতে)। জাহাজের কাপ্তেনের বড মাথা ধরেছিল। তা ডাক্তারেরা পরামর্শ ক'রে জাহাজের গায়ে বেলে-স্তারা blister লাগিয়ে দিল। (সকলের হাস্য)।

(সাধুসঙ্গ ও ভোগবিলাসত্যাগ)

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারকে)। সাধুসঙ্গ সর্ব্বদাই দরকার। রোগ লেগেই আছে। সাধুরা যা বলেন, সেইরূপ ক'ত্তে হয়। শুধু শুন্‌লে কি হবে ? ঔষধ খেতে হবে, আবার আহারের কট্‌কেনা ক'ত্তে হবে। পথ্যের দরকার।

ডাক্তার। পথ্যতেই সারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বৈদ্য তিন প্রকার, উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে ঔষধ খেও হে' এই কথা বলে চ'লে যায়, সে অধম বৈদ্য—রোগী খেলে কি না, এ খবর সে লয় না। আর যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক ক'রে বুঝায়, যে মিষ্ট কথাতে বলে, 'ওহে ! ঔষধ না খেলে, কেমন ক'রে ভাল হবে ? লক্ষীটী খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি খাও',-সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনমতে খেলে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে জোর ক'রে ঔষধ খাইয়ে দেয়, সে উত্তম বৈদ্য।

ডাক্তার। আবার এমন ঔষধ আছে, যাতে বুকে হাঁটু দিতে হয় না। যেমন হোমিওপ্যাথিক্।

শ্রীরামকৃষ্ণ। উত্তম বৈদ্য বুকে হাঁটু দিলে কোন ভয় নাই।

"বৈদ্যের মত আচার্য্যও তিন প্রকার। যিনি ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খপর লন না, তিনি অধম আচার্য্য। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বুঝান, যাতে উপদেশগুলি ধারণা ক'ত্তে পারে, অনেক অনুনয় বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান —তিনি মধ্যম আচার্য্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনও মতে শুন্‌ছেনা দেখে, কোনও আচার্য্য জোর পর্য্যন্ত করেন, তাঁরে বলি উত্তম আচার্য্য।

(স্ত্রীলোক ও সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ। স্ত্রীলোকের পট পর্য্যন্ত সন্ন্যাসী দেখ্‌বে না। স্ত্রীলোক কিরূপ জান? যেমন আচার তেঁতুল। মনে ক'ল্লে, মুখে জল সরে। আচার তেঁতুল সম্মুখে আন্‌তে হয় না।

"কিন্তু এ কথা আপনাদের পক্ষে নয়,—এ সন্ন্যাসীর পক্ষে। আপনারা যতদূর পার স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হ'য়ে থাক্‌বে। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তা ক'র্‌বে। সেখানে যেন ওরা কেউ না থাকে। ঈশ্বরেতে বিশ্বাস-ভক্তি এলে, অনেকটা অনাসক্ত হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌বে। দুই একটী ছেলে হ'লে স্ত্রীপুরুষ দুই জনে ভাই বোনের মত থাক্‌বে, আর ঈশ্বরকে সর্ব্বদা প্রার্থনা ক'র্‌বে, যাতে ইন্দ্রিয়-সুখেতে মন না যায়,—ছেলে পুলে আর না হয়।

গিরীশ (সহাস্যে, ডাক্তারের প্রতি)। আপনি এখানে তিন চার ঘণ্টা র'য়েছেন, কই, রোগীদের চিকিৎসা ক'ত্তে যাবেন না।

ডাক্তার। আর ডাক্তারি আর রোগী! যে পরমহংস হ'য়েছে, আমার সব গেল! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, কর্ম্মনাশা ব'লে একটী নদী আছে। সে নদীতে ডুব দেওয়া এক মহা বিপদ। কর্ম্মনাশ হ'য়ে যায়,—সে ব্যক্তি আর কোন কর্ম্ম ক'ত্তে পারে না। (ডাক্তারের ও সকলের হাস্য।)

ডাক্তার (মাষ্টার, গিরীশ ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)। দেখ, আমি তোমাদেরই রইলুম। ব্যারামের জন্য যদি মনে কর, তা হ'লে নয়! তবে আপনার লোক ব'লে যদি মনে কর, তাহ'লে আমি তোমাদের।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। একটী আছে **অহৈতুকী ভক্তি**। এটী যদি হয়, তাহ'লে খুব ভাল। প্রহ্লাদের অহৈতুকী ভক্তি ছিল। সেরূপ ভক্ত বলে, হে ঈশ্বর! আমি ধন, মান, দেহসুখ, এ সব কিছুই চাই না! এই কর যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি হয়।

ডাক্তার। হাঁ, কালীতলায় লোকে প্রণাম ক'রে থাকে দেখেছি,

ভিতরে কেবল কামনা—আমার চাক্‌রী ক'রে দাও, আমার রোগ ভাল ক'রে দাও,—এই সব।

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। যে অসুক তোমার হ'য়েছে, লোকদের সঙ্গে কথা কওয়া হবে না। তবে আমি যখন আস্‌বো, কেবল আমার সঙ্গে কথা কইবে। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই অসুখটা ভাল ক'রে দাও, তাঁর নাম-গুণ ক'র্ত্তে পাই না। ডাক্তার। ধ্যান ক'ল্লেই হলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি কথা! আমি এক ঘেয়ে কেন হবো? আমি পাঁচ রকম ক'রে মাছ খাই। কখন ঝোলে, কখন ঝালে, অম্বলে, কখন বা ভাজায়। আমি কখন পূজা, কখন জপ, কখন বা ধ্যান, কখন বা তাঁর নাম গুণগান করি, কখন তাঁর নাম ক'রে নাচি।

ডাক্তার। আমিও একঘেয়ে নই।

[অবতার না মানলে কি দোষ আছে?]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার ছেলে অমৃত অবতার মানে না। তাতে দোষ কি? ঈশ্বরকে নিরাকার ব'লে বিশ্বাস থাক্‌লেও তাঁকে পাওয়া যায়, আবার সাকার ব'লে বিশ্বাস থাক্‌লেও তাঁকে পাওয়া যায়। তাতে বিশ্বাস থাকা আর শরণাগত হওয়া, এই দুটী দরকার। মানুষ তো অজ্ঞান, ভুল হ'তেই পারে। এক সের ঘটীতে কি চার সের দুধ ধরে? তবে যে পথেই থাকো, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকা চাই। তিনি ত অন্তর্যামী—সে আন্তরিক ডাক শুনবেনই শুনবেন। ব্যাকুল হ'য়ে সাকারবাদীর পথেই যাও, আর নিরাকারবাদীর পথেই যাও, তাঁকেই (ঈশ্বরকেই) পাবে।

মিছরীর রুটি সিধে ক'রেই খাও, আর আড় ক'রেই খাও, মিষ্ট লাগ্‌বে। তোমার ছেলে অমৃতটী বেশ।

ডাক্তার। সে তোমার চেলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, ডাক্তারের প্রতি), আমার কোনো শালা চেলা নাই! আমিই সকলের চেলা। সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, সকলেই ঈশ্বরের দাস—আমিও ঈশ্বরের ছেলে, আমিও ঈশ্বরের দাস।

'চাঁদা মামা সকলেরই মামা'। (সভাস্থ সকলের আনন্দ ও হাস্য)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

প্রথম ভাগ-ষোড়শ খণ্ড।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত বিজয়কৃষ্ণ, নরেন্দ্র, মাষ্টার, ডাক্তার সরকার, মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তের কথোপকথন ও আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ রবিবার, ১০ই কার্ত্তিক, কৃষ্ণাদ্বিতীয়া, ২৫শে অক্টোবর, ১৮৮৫। শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতাস্থ শ্যামপুকুরের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। গলার পীড়া (Cancer) চিকিৎসা করাইতে আসিয়াছেন। আজকাল ডাক্তার সরকার দেখিতেছেন।

ডাক্তারের কাছে পরমহংসদেবের অবস্থা জানাইবার জন্য মাষ্টারকে প্রত্যহ পাঠান হইয়া থাকে, আজ সকালে বেলা ৬॥০টার সময় প্রণাম করিয়া মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেমন আছেন?" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "ডাক্তারকে ব'লবে, শেষরাত্রে এক মুখ জল হয়, কাশি আছে" ইত্যাদি। "জিজ্ঞাসা করবে নাইবো কি না?"

মাষ্টার সাতটার পর ডাক্তার সরকারের সঙ্গে দেখা করিলেন ও সমস্ত অবস্থা বলিলেন। ডাক্তারের বৃদ্ধ শিক্ষক ও দুই একজন বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার বৃদ্ধ শিক্ষককে বলিতেছেন, মহাশয়, রাত তিন্‌টে থেকে পরমহংসের ভাবনা আরম্ভ হযেছে,—ঘুম নাই। এখনও পরমহংস চল্‌ছে (সকলের হাস্য)।

ডাক্তারের একজন বন্ধু ডাক্তারকে বলিতেছেন, মহাশয়, শুন্‌তে পাই, পরমহংসকে কেউ কেউ অবতার বলে। আপনি তো রোজ দেখ্‌ছেন, আপনার কি বোধ হয়? ডাক্তার বলিলেন, as man, I have the greatest ragard for him

মাষ্টার (ডাক্তারের বন্ধুর প্রতি)। ডাক্তার মহাশয় তাঁকে অনুগ্রহ ক'রে অনেক দেখছেন। ডাক্তার। অনুগ্রহ!

মাষ্টার। আমাদের উপর, পরমহংসদেবের উপর বল্‌ছি না।

ডাক্তার। তা নয় হে! তোমরা জানো না, আমার actual loss

হ'চ্চে, রোজ রোজ দুই তিনটে callএ যাওয়াই হ'চ্চে না। তার পর দিন আপনিই রোগীদের বাড়ী যাই, আর ফি লই না,—আপনি গিয়ে fee নেবো কেমন কোরে ?

শ্রীযুক্ত মহিমা চক্রবর্ত্তীর কথা হইল। শনিবারে যখন ডাক্তার পরমহংসদেবকে দেখিতে যান, তখন চক্রবর্ত্তী উপস্থিত. ডাক্তারকে দেখিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিযাছিলেন, 'মহাশয়, আপনি ডাক্তারের অহঙ্কার বাড়াবাব জন্য রোগ ক'রেছেন।'

মাষ্টার (ডাক্তারের প্রতি)। মহিমা চক্রবর্ত্তী আপনাব এখানে আগে আস্‌তেন। আপনি বাড়ীতে ডাক্তাবী scienceএর lecture দিতেন, তিনি শুনতে আসিতেন।

ডাক্তার। বটে। লোকটার কি তমো ! দেখলে,—আমি নমস্কার করলুম as God's Lower Third ? আর ঈশ্বরেব ভিতর তো (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) সব গুণই আছে। ও কথাটা mark ক'রেছিলে 'আপনি ডাক্তারের অহঙ্কাব বাড়াবার জন্য বোগ করে ব'সেছেন' ?

মাষ্টার। মহিমা চক্রবর্ত্তীর বিশ্বাস যে, পবমহংসদেব মনে ক'বলে নিজে ব্যারাম আরাম ক'ত্তে পারেন।

ডাক্তার। ওঃ। তা কি হয়। আপনি ব্যারাম ভাল করা। আমরা ডাক্তার, আমরা তো জানি, এ cancerএর ভিতব কি আছে। —আমরাই আরাম কর্ত্তে পারি না।—উনি তো কিছু জানেন না, উনি কি রকম ক'রে আরাম ক'রবেন। বন্ধুদের প্রতি) দেখুন, রোগ দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু এরা সকলে তেমনি devoteeর মত সেবা ক'রছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক-সঙ্গে।

মাষ্টার ডাক্তারকে আসিতে বলিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর, বেলা তিনটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। বলিলেন, ডাক্তার আজ বড় অপ্রতিভ ক'রেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি হ'য়েছে ?

মাষ্টার। 'আপনি হতভাগা ডাক্তারদের অহঙ্কার বাড়াবার জন্য রোগ ক'রে বসেছেন,'—এ কথা কাল শুনে গিছ্‌লেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কে ব'লেছিল ? মাষ্টার। মহিমা চক্রবর্ত্তী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তার পর ?

মাষ্টার। তা মহিমা চক্রবর্ত্তীকে বলে, 'তমোগুণী ঈশ্বর', (God's Lower Third)। এখন ডাক্তার ব'ল্‌ছেন, ঈশ্বরে সব গুণ (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) আছে। (পরমহংসদেবের হাস্য)। আবার আমায় বল্লেন, রাত তিনটার সময় ঘুম ভেঙ্গে গেছে আর পরমহংসের ভাবনা। বেলা আটটার সময় বল্লেন, 'এখনো পরমহংস চ'ল্‌ছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। ও ইংরেজী প'ড়েছে, ওকে বল্‌বার যো নাই আমাকে চিন্তা কর। তা আপনিই ক'রছে।

মাষ্টার। আবার বলে—As man I have the greatest regard for him, এর মানে এই, আমি তাঁকে অবতার বলি না, কিন্তু মানুষ বলে যতদূর সম্ভব ভক্তি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর কিছু কথা হ'লো ?

মাষ্টার। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'আজ ব্যারামের কি বন্দোবস্ত হবে ?' ডাক্তার ব'ল্লেন,'বন্দোবস্ত আর আমার মাথা আর মুণ্ডু, আবার আজ যেতে হবে, আর কি বন্দোবস্ত।' (শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য)। আরো ব'ল্লেন, "তোমরা জানো না যে, আমার কত টাকা রোজ লোকসান হচ্চে।—দুই তিন জায়গায় রোজ যেতে সময় হয় না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিজয়াদিভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিলেন। সঙ্গে কয়েকটী ব্রাহ্মভক্ত। বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় অনেক দিবস ছিলেন। আপাততঃ পশ্চিমে অনেক তীর্থ ভ্রমণের পর

সবে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন। আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন। অনেকে উপস্থিত ছিলেন,—নরেন্দ্র, মহিমা চক্রবর্ত্তী, নবগোপাল, ভূপতি, লাটু, মাষ্টার, ছোট নরেন্দ্র ইত্যাদি অনেকগুলি ভক্ত।

মহিমচক্রবর্ত্তী (বিজয়কে)। মহাশয় তীর্থ করে এলেন, অনেক দেশ দেখে এলেন, এখন কি দেখলেন বলুন।

বিজয়। কি ব'লবো। দেখছি, যেখানে এখন ব'সে আছি, এইখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা। কোন কোন জায়গায় এঁরই এক আনা কি দুই আনা, কোথায় চারি আনা, এই পর্য্যন্ত। এইখানেই পূর্ণ ষোল আনা দেখ্‌ছি!

ম-চক্রবর্ত্তী। ঠিক ব'লেছেন, আবার ইনিই ঘোরান্ ইনিই বসান্।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। দেখ বিজয়ের অবস্থা কি হ'য়েছে। লক্ষণ সব বদলে গেছে, যেন আউটে গেছে। আমি পরমহংসের ঘাড় ও কপাল দেখে চিন্‌তে পারি। বলতে পারি পরমহংস কি না।

ম-চক্রবর্ত্তী। মহাশয় আপনার আহার কমে গেছে?

বিজয়। হাঁ, বোধ হয় গিয়েছে। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) আপনার পীড়ার কথা শুনে দেখতে এলাম। আবার ঢাকা থেকে—

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি?

বিজয় কোন উত্তর দিলেন না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

বিজয়। ধরা না দিলে ধরা শক্ত। এইখানে ষোল আনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেদার* বল্লে, অন্য জায়গায় খেতে পাই না,—এখানে এসে পেট ভরা পেলুম।

ম-চক্রবর্ত্তী। পেটভরা কি? উপচে পড়ছে!

বিজয় (হাত জোড় করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। বুঝেছি আপনি কে। আর ব'ল্‌তে হবে না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)। যদি তা হয়ে থাকে, তো তাই।

বিজয় বলিলেন, বুঝেছি। এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে

* শ্রীযুক্ত কেদার চাটুর্য্যে অনেক দিন ঢাকায় ছিলেন। ঈশ্বরের কথা পড়লেই তাঁহার চক্ষু আর্দ্র হইত। একজন পরম ভক্ত। বাটী হালিসহর।

পতিত হইলেন ও নিজের বক্ষে তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঈশ্বরাবেশে বাহ্যশূন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন।

এই প্রেমাবেশ, এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া, উপস্থিত ভক্তেরা কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ স্তব করিতেছেন। যাঁহার যে মনের ভাব, তিনি সেই ভাবে এক দৃষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কেহ তাঁহাকে পরম ভক্ত, কেহ সাধু, কেহ বা সাক্ষাৎ দেহধারী ঈশ্বরাবতার দেখিতেছেন, যাঁহার যেমন ভাব।

মহিমাচরণ সাশ্রুনয়নে গাহিলেন—'দেখ দেখ প্রেমমূর্ত্তি'—ও মাঝে মাঝে যেন ব্রহ্মদর্শন করিতেছেন, এই ভাবে বলিতেছেন,

"তুরীয়ং সচ্চিদানন্দম্ দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্।"

নবগোপাল কাঁদিতেছেন। আর একটী ভক্ত, ভূপতি, গাহিলেন—

গান। জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম, পরাৎপর তুমি সারাৎসার। সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর ভূমি, মঙ্গলের তুমি মূলাধার॥ নানা রসযুত ভব, গভীর রচনা তব, উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়। মহাকবি আদিকবি, ছন্দে উঠে শশী রবি, ছন্দে পুনঃ অস্তাচলে যায়॥ তারকা কনক কুচি, জলদ অক্ষর রুচি, গীত লেখা নীলাম্বর পাতে। ছয় ঋতু সম্বৎসরে, মহিমা কীর্ত্তন করে, সুখপূর্ণ চরাচর সাথে॥ কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি, বজ্ররবে রুদ্র তুমি ভীম। তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি, ধ্যায় যুগযুগান্ত অসীম॥ আনন্দে বলে আনন্দে, তোমার চরণ বন্দে, কোটি চন্দ্র কোটি সূর্য্য তারা। তোমারি এ রচনারি, ভাব লয়ে নরনারী, হাহাকারে নেত্রে বহে ধারা॥ মিলি সুর, নর ঋভু, প্রণমে তোমায় বিভু, তুমি সর্ব্ব মঙ্গল-আলয়। দেও জ্ঞান, দেও প্রেম, দেও ভক্তি, দেও ক্ষেম, দেও দেও ও পদে আশ্রয়॥

ভূপতি আবার গাহিতেছেন,—

গান। ঝিঁঝিট—(খয়রা) কীর্ত্তন।

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী। মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি॥ বিবিধ বিলাস রসপ্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাবতরঙ্গ, ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ, নবীন নবীন রূপ ধরি। (হরি হরি বলে)। মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল, দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল, (আশা পূরিল রে আমার সকল সাধ মিটে গেল।), এখন আনন্দে মাতিয়া দুবাহু তুলিয়া, বলরে মন হরি হরি।

(ঝাঁপতাল।) টুটল ভরম ভীতি ধরম করম নীতি, দূর ভেল জাতি কুলমান;

কাহাঁ গাম, কাঁহা হরি, প্রাণ মন চুরি করি, বঁধুয়া করিলা পয়ান (আমি কেনই না এলাম গো, প্রেমসিন্ধুতটে), ভাবেতে হওল ভোর, অবহিঁ হৃদয় মোর, নাহি যাত আপনা পসান, প্রেমদাস কহে হাসি, শুন সাধু জগবাসী, এয়সাহি নূতন বিধান। কিছু ভয় নাই। ভয় নাই।।

অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

[ব্রহ্মজ্ঞান ও 'আশ্চর্য্য গণিত'। অবতারের প্রয়োজন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। কি একটা হয় আবেশে, এখন লজ্জা হ'চ্চে। যেন ভূতে পায়, আমি আর আমি থাকি না।

"এ অবস্থার পর গণনা হয় না। গণতে গেলে ১।৭।৮ এই রকম গণনা হয়। নরেন্দ্র। সব এক কি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, এক দুয়ের পার। *

মহিমাচরণ। আজ্ঞা হাঁ, দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হিসাব পচে যায়। পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। তিনি শাস্ত্র,—বেদ, পুরাণ, তন্ত্রের—পার। হাতে একখানা বই যদি দেখি, জ্ঞানী হ'লেও তাকে রাজর্ষি ব'লে কই। ব্রহ্মর্ষির কোন চিহ্ন থাকে না। শাস্ত্রের কি ব্যবহার জানো? একজন চিঠি লিখেছিল, পাঁচ সের সন্দেশ ও একখান কাপড় পাঠাইবে। যে চিঠি পেলে, সে চিঠি পড়ে, ।৫ সের সন্দেশ ও একখান কাপড়, এই কথা মনে রেখে চিঠিখানা ফেলে দিলে। আর চিঠির কি দরকার?

বিজয়। সন্দেশ পাঠান হ'য়েছে, বোঝা গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মানুষদেহ ধারণ ক'রে, ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। তিনি সর্ব্বস্থানে সর্ব্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু অবতার না হ'লে জীবের আকাঙ্ক্ষা পূরে না, প্রয়োজন মেটে না। কি রকম জানো? গরুর যেখানটা ছোঁবে, গরুকে ছোঁয়াই হয় বটে। শিঙ্গটা ছুঁলেও গাই-টাকে ছোঁয়া হোলো, কিন্তু গাইটার বাঁট থেকেই দুধ হয়। (হাস্য)

* এক দুয়ের পার—The Absolute as distinguished from the Relative

মহিমা। তা যদি দরকার হয়, গাইটার পিছে মুখ দিলে কি হবে? বাঁটে মুখ দিতে হবে! (সকলের হাস্য।)

বিজয়। কিন্তু বাছুর প্রথম প্রথম এদিক ওদিক ঢু মারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। আবার কেউ হয়তো বাছুরকে ঐ রকম করতে দেখে বাঁটটা ধরিয়ে দেয়। (সকলের হাস্য)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ভক্ত সঙ্গে প্রেমানন্দে।]

এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময়ে ডাক্তার তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিতেছেন, কাল রাত তিনটে থেকে আমার ঘুম ভেঙ্গেছে। কেবল তোমার জন্য ভাবছিলাম, পাছে ঠাণ্ডা লেগে থাকে। আরও কত কি ভাবছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কাশি হয়েছে, টাটিয়েছে, শেষ রাত্রে একমুখ জল, আর যেন কাঁটা বিঁধছে? ডাক্তার। সকালে সব খপর পেয়েছি।

মহিমাচরণ তাঁহার ভারতবর্ষ ভ্রমণের কথা বলিতেছিলেন। বলিলেন যে লঙ্কাদ্বীপে 'laughing man' নাই। ডাক্তার সরকার বলিলেন, তা হবে, ওটা inquire করতে হবে। (সকলের হাস্য)।

[ডাক্তারের ব্যবসা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।]

ডাক্তারী কর্ম্মের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। ডাক্তারী কর্ম্ম খুব উচু কর্ম্ম ব'লে অনেকের বোধ আছে। যদি টাকা না লয়ে পরের দুঃখ দেখে দয়া ক'রে কেউ চিকিৎসা করে, তবে সে মহৎ। কাজটীও মহৎ। কিন্তু টাকা লয়ে এ সব কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মানুষ নির্দ্দয় হ'য়ে যায়। ব্যবসার ভাবে টাকার জন্য হাগা, বাহ্যের রং, এই সব দেখা!— নীচের কাজ।

ডাক্তার। তা যদি শুধু করে, কাজ খারাপ বটে। তোমার কাছে বলা গৌরব করা—

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, ডাক্তারী কাজে নিঃস্বার্থভাবে যদি পরের উপকার করা হয়, তাহ'লে খুব ভাল।

"তা যে কর্ম্মই লোকে করুক না কেন, সংসারী ব্যক্তির মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ বড় দরকার। ঈশ্বরে ভক্তি থাক্‌লে লোকে সাধুসঙ্গ আপনি খুঁজে লয়। আমি উপমা দিই,—গাঁজাখোর গাঁজাখোরের সঙ্গে থাকে; অন্য লোক দেখ্‌লে মুখ নীচু ক'রে চ'লে যায়, বা লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু আর একজন গাঁজাখোর দেখ্‌লে মহা আনন্দ। হয় ত কোলাকুলি করে। (সকলের হাস্য)। আবার শকুনি শকুনির সঙ্গে থাকে।

[সাধুর সর্ব্বজীবে দয়া]

ডাক্তার। আবার কাকের ভয়ে শকুনি পালায়। আমি বলি, শুধু মানুষ কেন, সব জীবেরই সেবা করা উচিত। আমি প্রায় চড়ুই পাখীকে ময়দা দিই। ছোট ছোট ময়দার গুলি ক'রে ছুড়ে ফেলি, আর ছাদে ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুই পাখী এসে খায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বাঃ এটা খুব কথা! জীবকে খাওয়ানো সাধুর কাজ, সাধুরা পিঁপড়েদের চিনি দেয়।

ডাক্তার। আজ গান হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। একটু গান কর্‌ না।

নরেন্দ্র গাহিতেছেন, তানপুরা সঙ্গে। অন্য বাজানাও হইতে লাগিল।

গান। সুন্দর তোমার নাম দীন-শরণ হে, বরিষে অমৃত ধার, জুড়ায় শ্রবণ, ও প্রাণরমণ হে। এক তব নাম ধন অমৃত ভবন হে, অমর হয় সেই জন যে করে কীর্ত্তন হে। গভীর বিষাদরাশি নিমেষে বিনাশে, যখনি তব নাম সুধা শ্রবণে পরশে, হৃদয় মধুময় তব নাম গানে, হয় হে হৃদয়নাথ চিদানন্দঘন হে।

নরেন্দ্র আবার গাইলেন।

গান। আমায় দে মা পাগল ক'রে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে। (ব্রহ্মময়ী দে মা পাগল ক'রে)। (ওমা) তোমার ও প্রেমের সুরা, পানে করো মতোয়ারা, ওমা ভক্তচিত্তহরা ডুবাও প্রেমসাগরে। তোমার এ পাগলাগারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে, কেহ নাচে আনন্দ ভরে; ঈশা বুদ্ধ শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য, হায় কবে হব মা ধন্য, ওমা, মিশে তার ভিতরে।

গানের পর আবার অদ্ভুত দৃশ্য! সকলেই ভাবে উন্মত্ত। পণ্ডিত

পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, বল্‌ছেন, 'আমায় দে মা পাগল ক'রে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।' বিজয় সর্ব্ব প্রথমে আসন ত্যাগ করিয়া ভাবোন্মত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর দেহের কঠিন অসাধ্য ব্যাধি একবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার সম্মুখে। তিনিও দাঁড়াইয়াছেন। রোগীরও হুঁস নাই, ডাক্তারেরও হুঁস নাই। ছোট নরেনেরও ভাব-সমাধি হইল। লাটুরও ভাব-সমাধি হইল। ডাক্তার Science পড়িয়াছেন, কিন্তু অবাক্ হইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, যাঁহাদের ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের বাহ্য চৈতন্য কিছুই নাই; সকলই স্থির, নিস্পন্দ ,—ভাব উপশম হইলে কেহ কাঁদিতেছেন কেহ হাসিতেছেন। যেন কতকগুলি মাতাল একত্র হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভক্ত-সঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও ক্রোধ জয়।

এই কাণ্ডের পর সকলে আবার আসন গ্রহণ করিলেন। রাত আটটা হইযা গিয়াছে। আবার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। এই যা ভাবটাব দেখ্‌লে তোমার Science কি বলে? তোমার কি এ সব ঢং বোধ হয়?

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। যেখানে এত লোকের হ'চ্চে সেখানে natural (আন্তরিক) বোধ হয়, ঢং বোধ হয় না। (নরেন্দ্রকে) যখন তুমি গাচ্ছিলে 'দে মা পাগল ক'রে আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে' তখন আর থাকৃতে পারি নাই। দাঁড়াই আর কি। তার পর অনেক কষ্টে ভাব চাপ্‌লুম; ভাব্‌লুম যে display করা হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি, সহাস্যে)। তুমি যে অটল, অচল সুমেরুবৎ (সকলের হাস্য)। তুমি গম্ভীরাত্মা। রূপসনাতনের ভাব কেউ টের পেতো না—যদি ডোবাতে হাতী নামে, তা হ'লেই তোলপাড় হ'য়ে যায়, কিন্তু সায়ের দীঘিতে হাতী নাম্‌লে তোলপাড় হয় না। কেউ হয় তো টেরও পায় না। শ্রীমতী সখীকে বল্লেন,

সখি তোরা তো কৃষ্ণের বিরহে কত কাঁদছিস, কিন্তু দেখ্, আমি কি কঠিন, আমার চক্ষে এক বিন্দুও জল নাই। তখন বৃন্দা ব'ল্লেন, 'সখি তোর চক্ষে জল নাই, তার অনেক মানে আছে। তোর হৃদয়ে বিরহ অগ্নি সদা জ্বলছে, চক্ষে জল উঠ্‌ছে আর সেই অগ্নির তাপে শুকিয়ে যাচ্ছে।'

ডাক্তার। তোমার সঙ্গে তো কথায় পার্‌বার যো নাই। (হাস্য)

ক্রমে অন্য কথা পড়িল। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের প্রথম ভাবাবস্থা বর্ণনা করিতেছিলেন। আর কাম ক্রোধাদি কিরূপে বশ করিতে হয়।

ডাক্তার। তুমি ভাবে প'ড়েছিলে, আর একজন দুষ্ট লোক তোমায় বুট জুতার গোঁজা মেরেছিল,—সে সব কথা শুনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মাষ্টারের কাছে শুনেছ। সে কালীঘাটের চন্দ্র হালদার। সেজো বাবুর কাছে প্রায় আস্‌তো। আমি ঈশ্বরের আবেশে মাটীতে অন্ধকারে প'ড়ে আছি। চন্দ্রহালদার ভাবতো, আমি ঢঙ ক'রে ঐ রকম হয়ে থাকি, বাবুর প্রিয়পাত্র হব ব'লে। সে অন্ধকারে এসে বুট জুতার গোঁজা দিতে লাগ্‌লো। গায়ে দাগ হয়েছিল। সবাই ব'ল্লে, সেজো বাবুকে বলে দেওয়া যাক্। আমি বারণ করলুম।

ডাক্তার। এও ঈশ্বরের খেলা; এতেও লোক শিখবে, ক্রোধ কি রকম ক'রে বশীভূত কর্‌তে হয়। ক্ষমা কাকে বলে, লোকে শিখ্‌বে।

[বিজয় ও নরেন্দ্রের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন]

ইতিমধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে বিজয়ের সঙ্গে ডাক্তারের অনেক কথাবার্ত্তা হইতেছে।

বিজয়। কে একজন আমার সঙ্গে সদাসর্ব্বদা থাকেন, আমি দূরে থাকলেও তিনি জানিয়ে দেন, কোথায় কি হচ্ছে।

নরেন্দ্র। Guardian angel এর মত।

বিজয়। ঢাকায় এঁকে (পরমহংসদেবকে) দেখেছি! গা ছুঁয়ে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। সে তবে আর একজন।

নরেন্দ্র। আমিও এঁকে নিজে অনেকবার দেখেছি। (বিজয়ের প্রতি) তাই কি ক'রে ব'ল্‌বো—আপনার কথা বিশ্বাস করি না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

প্রথমভাগ সপ্তদশ খণ্ড।

শ্রীরামকৃষ্ণ, গিরীশ, মাষ্টার, ছোট নরেন্দ্র, কালী, শরৎ, রাখাল, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরদিন আশ্বিনের কৃষ্ণা তৃতীয় তিথি, সোমবার, ১১ই কার্ত্তিক, ২৬শে অক্টোবর ১৮৮৫। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব কলিকাতায় ঐ শ্যামপুকুরের বাটীতে চিকিৎসার্থ রহিয়াছেন। ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন। প্রায় প্রত্যহ আসেন, আর তাঁহার নিকট পীড়ার সংবাদ লইয়া লোক সর্ব্বদা যাতায়াত করে

শরৎকাল। কয়েকদিন হইল, শারদীয়া দুর্গা পূজা হইয়া গিয়াছে। এ মহোৎসব শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলী হর্ষ-বিষাদে অতিবাহিত করিয়াছেন। তিন মাস ধরিয়া গুরুদেবের কঠিন পীড়া —কণ্ঠদেশে Cancer। সরকার ইত্যাদি ডাক্তার ইঙ্গিত করিয়াছেন, পীড়া চিকিৎসার অসাধ্য। হতভাগ্য শিষ্যেরা এ কথা শুনিয়া একান্তে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। এক্ষণে এই শ্যামপুকুরের বাটীতে আছেন। শিষ্যেরা প্রাণপণে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। নরেন্দ্রাদি কৌমারবৈরাগ্যযুক্ত শিষ্যগণ এই মহতী সেবা উপলক্ষে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ-প্রদর্শী সোপান আরোহণ করিতে সবে শিখিতেছেন।

এত পীড়া, কিন্তু দলে দলে লোক দর্শন করিতে আসিতেছেন,— শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিলেই শান্তি ও আনন্দ হয়। অহেতুক কৃপাসিন্ধু। দয়ার ইয়ত্তা নাই—সকলের সঙ্গেই কথা কহিতেছেন, কিসে তাহাদের মঙ্গল হয়। শেষে ডাক্তারেরা, বিশেষতঃ ডাক্তার সরকার, কথা কহিতে একেবারে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ডাক্তার নিজে ৬ঘন্টা ৭ঘন্টা করিয়া থাকেন। তিনি বলেন, 'আর কাহারো সহিত কথা কহা হবে না, কেবল আমার সঙ্গে কথা কহিবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করিয়া ডাক্তার একবারে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাই এতক্ষণ করিয়া বসিয়া থাকেন।

বেলা দশটার সময় ডাক্তারকে সংবাদ দিবার জন্য মাষ্টার যাই-বেন, তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। অসুখটা খুব হাল্‌কা হ'য়েছে। খুব ভাল আছি। আচ্ছা, তবে ঔষধে কি এরূপ হ'য়েছে? তা হ'লে ঐ ঔষধটা খাই না কেন?

মাষ্টার। আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, তাঁকে সব ব'ল্‌বো, তিনি যা ভাল হয়, তাই বল্‌বেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, পূর্ণ দুই তিন দিন আসে নাই, বড় মন কেমন ক'চ্চে। মাষ্টার। কালীবাবু, তুমি যাও না পূর্ণকে ডাক্‌তে।

কালী। এই যাব। [শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রের বয়স ১৪।১৫।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। ডাক্তারের ছেলেটি বেশ। একবার আস্‌তে বোলো।

——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মাষ্টার ও ডাক্তার সংবাদ।

মাষ্টার ডাক্তারের বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ডাক্তার দুই একজন বন্ধু সঙ্গে বসিয়া আছেন।

ডাক্তার (মাষ্টারের প্রতি)। এই এক মিনিট হ'লো তোমার কথা ক'চ্ছিলাম। দশটায় আস্‌বে ব'ল্লে, দেড়ঘণ্টা ব'সে। ভাবলুম, কেমন আছেন, কি হ'লো। (বন্ধুকে) ওহে সেই গানটা গাও ত।

বন্ধু গাইতেছেন,—

গান।—কর তাঁর নাম গান, যত দিন দেহে রহে প্রাণ।

যাঁর মহিমা জলন্ত জ্যোতিঃ, জগৎ করে হে আলো, স্রোত বহে প্রেমপীযুষ-বারি, সকল জীবসুখকারী হে। করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি, যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে, সকল শোক অপসারি হে। উচ্চে, নীচে,

দেশ দেশান্তে, জলগর্ভে, কি আকাশে, অন্ত কোথায় তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর এই সবে সদা জিজ্ঞাসে হে। চেতন নিকেতন, পরশ রতন, সেই নয়ন অনিমেষ, নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে, নাহি রহে দুঃখ লেশ হে।

ডাক্তার (মাষ্টারকে)। গানটী খুব ভাল নয়? ঐ খানটী কেমন। 'অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সবে জিজ্ঞাসে।'

মাষ্টার। হাঁ, ওখানটী বড় চমৎকার; খুব অনন্তের ভাব।

ডাক্তার (সস্নেহে)। অনেক বেলা হ'য়েছে, তুমি খেয়েছ তো? আমার দশটার মধ্যে খাওয়া হ'য়ে যায়, তারপর আমি ডাক্তারি করতে বেরুই। না খেয়ে বেরুলে অসুখ করে। ওহে, একদিন তোমাদের খাওয়াবো মনে ক'রেছি। মাষ্টার। তা বেশ তো, মহাশয়।

ডাক্তার। আচ্ছা, এখানে না সেখানে? তোমরা যা বল।

মাষ্টার। মহাশয়, এইখানেই হ'ক, আর সেইখানেই হ'ক, সকলে আহ্লাদ ক'রে খাব। [এইবার মা কালীর কথা হইতেছে।

ডাক্তার। কালী ত একজন সাঁওতালী মাগী। (মাষ্টারের উচ্চ হাস্য।) মাষ্টার। ও কথা কোথায় আছে?

ডাক্তার। শুনেছি এই রকম। (মাষ্টারের হাস্য)।

পূর্ব্ব দিন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য ভক্তের ভাবসমাধি হইয়াছিল। ডাক্তারও উপস্থিত ছিলেন। সেই কথা হইতেছে।

ডাক্তার। ভাব ত দেখ্‌লুম। বেশী ভাব কি ভাল?

মাষ্টার। পরমহংসদেব বলেন যে, ঈশ্বরচিন্তা ক'রে যে ভাব হয়, তা বেশী হ'লে কোন ক্ষতি হয় না। তিনি বলেন যে, মণির জ্যোতিতে আলো হয়, আর শরীর স্নিগ্ধ হয়, কিন্তু গা পুড়ে যায় না।

ডাক্তার। মণির জ্যোতিঃ, ও যে reflected light।

মাষ্টার। তিনি আরও বলেন, অমৃতসরোবরে ডুবলে মানুষ মরে যায় না। ঈশ্বর অমৃতের সরোবর। তাঁতে ডুবলে মানুষের অনিষ্ট হয় না; বরং মানুষ অমর হয়। অবশ্য যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে।

ডাক্তার। হাঁ, তা বটে।

ডাক্তার গাড়ীতে উঠিলেন, দু চারিটি রোগী দেখিয়া পরমহংস-

দেবকে দেখিতে যাইবেন। পথে আবার মাষ্টারের সঙ্গে কথা হইতে লাগিল। চক্রবর্ত্তীর অহঙ্কার, ডাক্তার এই কথা তুলিলেন।

মাষ্টার। পরমহংসদেবের কাছে তাঁর যাওয়া আসা আছে। অহঙ্কার যদি থাকে, কিছুদিনের মধ্যে আর থাক্‌বে না। তাঁর কাছে বস্‌লে জীবের অহঙ্কার পলায়ন করে, অহঙ্কার চূর্ণ হয়। ওখানে অহঙ্কার নাই কি না, তাই। নিরহঙ্কারের নিকট আস্‌লে অহঙ্কার পালিয়ে যায়। দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয় অত বড় লোক, কত বিনয় আর নম্রতা দেখিয়েছেন। পরমহংসদেব তাঁকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন, বাদুড়বাগানের বাড়ীতে। যখন বিদায় লন, রাত তখন ৯টা। বিদ্যাসাগর library ঘর থেকে বরাবর সঙ্গে সঙ্গে, নিজে এক একবার বাতি ধ'রে, এসে গাড়ীতে তুলে দিলেন, আর বিদায়ের সময় হাত জোড় ক'রে রহিলেন।

ডাক্তার। আচ্ছা, এঁর বিষয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কি মত?

মাষ্টার। সে দিন খুব ভক্তি ক'রেছিলেন। তবে কথা ক'যে দেখিছি বৈষ্ণবেরা যাকে ভাব টাব বলে, সে বড ভালবাসেন না। আপনার মতের মত। ডাক্তার। হাত জোড করা, পাযে মাথা দেওয়া, আমি ওসব ভালবাসি না। মাথাও যা পাও তা। তবে যার পা অন্য জ্ঞান আছে, সে করুক।

মাষ্টার। আপনি ভাব টাব ভালবাসেন না। পরমহংসদেব আপনাকে 'গম্ভীরাত্মা' মাঝে মাঝে বলেন, বোধ হয় মনে আছে। তিনি কাল আপনাকে ব'ল্‌ছিলেন যে, ডোবাতে হাতী নাম্‌লে জল তোলপাড় হয়, কিন্তু সায়ের দিঘী বড, তাতে হাতী নাম্‌লে জল নড়েও না। গম্ভীরাত্মার ভিতর ভাবহস্তী নাম্‌লে তার কিছু ক'র্‌তে পারে না। তিনি বলেন, আপনি 'গম্ভীরাত্মা।'

ডাক্তার। I don't deserve the compliment ভাব আর কি? feeling;—ভক্তি, আরও অন্যান্য feelings;—বেশী হ'লে কেউ চাপ্‌তে পারে, কেউ পারে না।

মাষ্টার। Explanation কেউ দিতে পারে এক রকম ক'রে—কেউ পারে না; কিন্তু মহাশয়,ভাব ভক্তি জিনিসটা অপূর্ব্ব সামগ্রী।

Stebbing on Darwinism আপনার libraryতে দেখ্‌লাম। Stebbing বলেন Humanmind যার দ্বারাই হউক—evolution দ্বারাই হোক্ বা ঈশ্বর আলাদা ব'সে সৃষ্টিই করুন—equally wonderful. তিনি একটা বেশ উপমা দিয়াছেন—theory of light Whether you know the undulatory theory of light or not, light in either case is equally wonderful'

ডাক্তার। হাঁ, আর দেখেছো,Stebbing Darwinism মানে, আবার God মানে! [আবার পরমহংসদেবের কথা পড়িল।

ডাক্তার। ইনি (পরমহংসদেব) দেখ্‌ছি কালীর উপাসক।

মাষ্টার। তাঁর 'কালী' মানে আলাদা। বেদ যাঁকে পরম-ব্রহ্ম বলে, তিনি তাঁ'কেই কালী বলেন। মুসলমান যাঁকে আল্লা বলে, খৃষ্টান যাঁকে God বলে, তিনি তাঁকেই কালী বলেন। তিনি অনেক ঈশ্বর দেখেন না, এক দেখেন। পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে গেছেন, যোগীরা যাঁকে আত্মা বলেন, ভক্তেরা যাঁকে ভগবান্ বলেন, পরমহংসদেব তাঁকেই কালী বলেন।

"তাঁর কাছে শুনেছি, একজনের একটা গামলা ছিল, তাতে রং ছিল। কারো কাপড় ছোপাবার দরকার হ'লে তার কাছে যেতো। সে জিজ্ঞাসা ক'রতো, 'তুমি কি রঙ্গে ছোপাতে চাও?' লোকটা যদি ব'ল্‌তো সবুজ রং,তা হ'লে কাপড়খানি গামলার রঙ্গে ডুবিয়ে ফিরিয়ে দিত, ও ব'ল্‌তো 'এই লও তোমার সবুজ রঙ্গে ছোপান কাপড়।' যদি কেহ ব'ল্‌তো লাল রং, সেই গামলায় কাপড়খানি ছুপিয়ে সে ব'ল্‌তো 'এই লও তোমার লালে ছোপান কাপড়।' এই এক গামলার রঙে সবুজ, নীল, হল্‌দে, সব রঙ্গের কাপড় ছোপান হোতো। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে একজন লোক ব'ল্লে 'বাবু আমি কি রং চাই ব'লবো? তুমি নিজে যে রঙে ছুপেছ আমায় সেই রং দাও।' সেইরূপ পরমহংসদেবের ভিতরেসবভার আছে,—সব ধর্ম্মের, সব সম্প্রদায়ের লোক তাঁর কাছে শান্তি পায় ও আনন্দ পায়। তাঁর যে কি ভাব কি গভীর অবস্থা, তা কে বুঝ্‌বে?

ডাক্তার। All things to all men ! তাও ভাল নয়, although St Paul says it

মাষ্টার। পরমহংসদেবের অবস্থা কে বুঝ্বে ? তাঁর মুখে শুনেছি, সূতার ব্যবসা না ক'র্লে ৪০ নং সূতা আর ৪১ নং সূতার প্রভেদ বুঝা যায় না। Painter না হ'লে Painterএর art বুঝা যায় না। মহাপুরুষের গভীর ভাব। Christএর ন্যায় না হ'লে Christএর সব ভাব বুঝা যায় না। পরমহংসদেবের এই গভীর ভাব হয়তো Christ যা ব'লেছিলেন তাই,—"Be perfect as your Father in Heaven is perfect'

ডাক্তার। আচ্ছা, তাঁর অসুখের তদারক তোমরা কিরূপ কর ?

মাষ্টার। আপাততঃ প্রত্যহ একজন superintend করেন, যাঁহাদের বয়স বেশী। কোন দিন গিরীশ বাবু, কোন দিন রাম বাবু, কোন দিন বলরাম, কোন দিন সুরেশ বাবু, কোন দিন নবগোপাল কোন দিন কালী বাবু, এই রকম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভক্তসঙ্গে। শুধু পাণ্ডিত্যে কি আছে।

এই সকল কথা হইতে হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর পরমহংসদেব শ্যামপুকুরে যে বাড়ীতে চিকিৎসার্থ অবস্থান করিতেছেন, সেই বাড়ীর সম্মুখে ডাক্তারের গাড়ী আসিয়া লাগিল! তখন বেলা ১টা। ঠাকুর দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন। অনেকগুলি ভক্ত সম্মুখে উপবিষ্ট ; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ, ছোট নরেন্দ্র, শরৎ ইত্যাদি। সকলের দৃষ্টি সেই মহাযোগী সদানন্দ মহাপুরুষের দিকে। সকলে যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় রোজার সম্মুখে বসিয়া আছেন। অথবা বরকে লইয়া বরযাত্রীরা যেনআনন্দ করিতেছেন। ডাক্তার ও মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ডাক্তারকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'আজ বেশ ভাল আছি।'

ক্রমে ভক্তসঙ্গে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

[পূর্ব্বকথা —রামনারায়ণ ডাক্তার। বঙ্কিম সংবাদ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু পণ্ডিত কি হবে, যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে। ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা করলে আমার একটী অবস্থা হয়। পরণের কাপড় প'ড়ে যায়, শিড্ শিড্ করে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কি একটা উঠে। তখন সকলকে তৃণজ্ঞান হয়। পণ্ডিতের যদি দেখি, বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, খড় কুটো মনে হয়!

"রামনারায়ণ ডাক্তার আমার সঙ্গে তর্ক কর্‌ছিল, হঠাৎ সেই অবস্থাটা হ'লো। তারপর তাকে বল্লুম, 'তুমি কি ব'ল্‌ছো? তাঁকে তর্ক ক'রে কি বুঝ্‌বে। তাঁর সৃষ্টিই বা কি বুঝ্‌বে! তোমার তো ভারি তেঁতে বুদ্ধি।' আমার অবস্থা দেখে সে কাঁদতে লাগ্‌ল— আর আমার পা টিপ্‌তে লাগ্‌লো। ডাক্তার। রামনারায়ণ ডাক্তার হিন্দু কি না। আবার ফুল চন্দন লয়! সত্য হিন্দু কি না!

মাষ্টার (স্বগতঃ)। ডাক্তার বলেছিলেন, আমি শাঁক ঘণ্টায় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বঙ্কিম তোমাদের একজন পণ্ডিত। বঙ্কিমের * সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল—আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম্, মানুষের কর্ত্তব্য কি? তা বলে, 'আহার, নিদ্রা আর মৈথুন'। এই সকল কথাবার্ত্তা শুনে আমার ঘৃণা হ'লো। বল্লুম যে, 'তোমার এ কি রকম কথা। তুমি তো বড় ছ্যাছ্‌ড়া! যা সব রাত দিন চিন্তা ক'রছো, কাজে করছো, তাই আবার মুখ দিয়ে বেরুচ্চে! মূলো খেলেই মূলোর ঢেকুর উঠে।' তার পর অনেক ঈশ্বরীয় কথা হ'লো! ঘরে সঙ্কীর্ত্তন হ'লো। আমি আবার নাচ্‌লুম। তখন বলে, মহাশয়! আমাদের ওখানে একবার যাবেন। আমি বল্লুম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। তখন বলে, আমাদের সেখানেও ভক্ত আছে, দেখ্‌বেন। আমি হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লুম, কি রকম ভক্ত আছে, গো? 'গোপাল।' 'গোপাল!' যারা

* কলিকাতা বেনেটোলা নিবাসী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পরম ভক্ত শ্রীঅধরলাল সেনের বাটীতে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চাটুর্য্যের সহিত শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের দেখা হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে এই একবার মাত্র দর্শন করিয়াছিলেন।

বলেছিল, সেই রকম ভক্ত না কি? ডাক্তার। 'গোপাল! গোপাল!' সে ব্যাপারটা কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। একটা স্যাক্‌রার দোকান ছিল। বড ভক্ত। পরম বৈষ্ণব। গলায় মালা, কপালে তিলক, হস্তে হরিনামের মালা। সকলে বিশ্বাস ক'রে ঐ দোকানেই আসে, ভাবে এরা পরম ভক্ত, কখনও ঠকাতে যাবে না। এক দল খদ্দের এলে দেখ্‌তো, কোনও কারিগর ব'ল্‌ছে, 'কেশব!' 'কেশব!' আর একজন কারিগর খানিক পরে নাম কর্‌ছে, 'গোপাল!' 'গোপাল!' আবার খানিকক্ষণ পরে একজন কারিগর বল্‌ছে, 'হরি', 'হরি', 'হরি'. তার পর কেউ বল্‌ছে 'হর', 'হর'। কাজে কাজেই এত ভগবানের নাম দেখে খরিদ্দারেরা সহজেই মনে কর্‌তো, এ স্যাকরা অতি উত্তম লোক। কিন্তু ব্যাপারটা কি জান? যে বল্লে, 'কেশব!' 'কেশব!' তার মনের ভাব, 'এ সব (খদ্দের) কে?' যে ব'ল্লে 'গোপাল!' 'গোপাল!' তার অর্থ এই যে আমি এদের বেয়ে চেয়ে দেখলুম, এরা গরুর পাল (হাস্য)। যে বল্লে 'হরি' 'হরি'—তার অর্থ এই যে 'যদি গরুর পাল হয়, তবে হরি অর্থাৎ হরণ করি' (হাস্য)। যে বল্লে, 'হর', 'হর',—তার মানে এই—তবে হরণ কর, হরণ কর, এরা তো গরুর পাল! (হাস্য)।

"সেজো বাবুর সঙ্গে আর এক জায়গায় গিয়েছিলুম; অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার করতে এসেছিল। আমি তো মুখ্যু (সকলের হাস্য)। তারা আমার সেই অবস্থা দেখ্‌লে, আর আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হ'লে বল্লে, 'মহাশয়! আগে যা পড়েছি, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে সে সব পড়া, বিদ্যা, সব থু হয়ে গেল! এখন বুঝেছি, তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের অভাব থাকে না, মূর্খ বিদ্বান হয়, বোবার কথা ফুটে!' তাই বলছি, বই পড়্‌লেই পণ্ডিত হয় না।

[পূর্ব্ব কথা—প্রথম সমাধি। আবির্ভাব ও মূর্খের কণ্ঠে সরস্বতী।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের কি আর অভাব থাকে? দেখ না, আমি ত মুখ্যু, কিছুই জানি না, তবে এ সব কথা বলে কে? আবার এ জ্ঞানের ভাণ্ডার অক্ষয়। ও দেশে ধান মাপে, 'রামে রাম,

রামে রাম বল্‌তে বল্‌তে। একজন মাপে, আর যাই ফুরিয়ে আসে, আর একজন রাস ঠেলে দেয়। তার কর্ম্মই ঐ, ফুরালেই রাশ ঠ্যালে। আমিও যা কথা ক'য়ে যাই ফুরিয়ে আসে আসে হয়, মা আমার অমনি তাঁর অক্ষয় জ্ঞান ভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দেন।

"ছেলে বেলায় তাঁর আবির্ভাব হ'য়েছিল। এগারো বছরের সময় মাঠের উপর কি দেখ্‌লুম! সবাই বল্লে, বেহুঁস হ'য়ে গিছ্‌লুম, কোন সাড্‌ ছিল না। **সেই দিন থেকে আর এক রকম হ'য়ে গেলুম**। নিজের ভিতর আর একজনকে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। যখন ঠাকুর পূজা কর্‌তে যেতুম, হাতটা অনেক সময়ে ঠাকুরের দিকে না গিয়ে নিজের মাথার উপর আস্‌তো, আর ফুল মাথায় দিতুম! যে ছোকরা আমাব কাছে থাক্‌তো, সে আমার কাছে আস্‌তো না, বল্‌তো,তোমাব মুখে কি এক জ্যোতিঃ দেখছি,, তোমার বেশী কাছে যেতে ভয় হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

Free will or God's Will ' '**যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া**'।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি তো মুখ্যু, আমি কিছু জানি না, তবে এ সব বলে কে? আমি বলি, মা. আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী, আমি রথ তুমি রথী, যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন চালাও তেমনি চলি, নাহং নাহং, তুঁহু, তুঁহু। তাঁরই জয়, আমি তো কেবল যন্ত্র মাত্র! শ্রীমতী যখন সহস্র ধারা কলসী লয়ে যাচ্ছিলেন, জল একটুও পড়ে নাই, সকলে তাঁর প্রশংসা করতে লাগ্‌ল, বলে এমন সতী হবে না। তখন শ্রীমতী ব'ল্লেন, 'তোমরা আমার জয় কেন দাও, বল কৃষ্ণের জয়, কৃষ্ণের জয়। আমি তাঁর দাসী মাত্র'। ঐ অবস্থায় ভাবে বিজয়ের বুকে পা দিলুম, এদিকে তো বিজয়কে এত ভক্তি করি, সেই বিজয়ের গায়ে পা দিলুম, তার কি বল দেখি!

ডাক্তার। তারপর সাবধান হওয়া উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাত জোড় করে)। আমি কি ক'রবো? সেই অবস্থাটা এলে বেহুঁস হ'য়ে যাই! কি করি. কিছুই জান্‌তে পারিনা!

ডাক্তার। সাবধান হওয়া উচিত, হাত জোড় ক'রলে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তখন কি আমি কিছু করতে পারি?—তবে তুমি আমার অবস্থা কি মনে কর? যদি ঢং মনে কর তা হ'লে তোমার Science সায়েন্‌স সব ছাই পড়েছ!

ডাক্তার। মহাশয়! যদি ঢং মনে করি, তা হ'লে কি এত আসি? এই দেখ, সব কাজ ফেলে এখানে আসি, কত রোগীর বাড়ী যেতে পারি না, এখানে এসে ছয় সাত ঘন্টা ধ'রে থাকি।

['ন যোৎস্যে' -ভগবদ্গীতা। ঈশ্বরই কর্ত্তা, অর্জ্জুন যন্ত্র।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। সেজো বাবুকে বলেছিলাম, তুমি মনে কোরো না তুমি একটা বড় মানুষ, আমায় মান্‌ছো বলে আমি কৃতার্থ হ'য়ে গেলুম? তা তুমি মানো আর নাই মানো। তবে একটা কথা আছে—মানুষ কি ক'রবে, তিনিই মানাবেন। ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ খড় কুটো।

ডাক্তার। তুমি কি মনে করেছ অমুক মাড় তোমায় মেনেছে বলে আমি তোমায় মানবো? * * তবে তোমায় সম্মান করি বটে, তোমায় regard করি, মানুষকে যেমন regard করে—

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি মান্‌তে বল্‌ছি গা!

গিরীশ ঘোষ। উনি কি আপনাকে মানতে বলছেন?

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। তুমি কি বল্‌ছো? ঈশ্বরের ইচ্ছা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে আর কি বল্‌ছি! ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ কি করবে? অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বল্লেন, আমি যুদ্ধ করতে পারবো না, জ্ঞাতি বধ করা আমার কর্ম্ম নয়। শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন,—অর্জ্জুন! তোমায় যুদ্ধ করতেই হবে, তোমার স্বভাবে করাবে! শ্রীকৃষ্ণ সব দেখিয়ে দিলেন, এই এই সব লোক মরে রয়েছে!* শিখরা ঠাকুর বাড়ীতে এসেছিল; তাদের মতে অশ্বত্থগাছে যে পাতা নড়ছে, সেও ঈশ্বরের ইচ্ছায়—তাঁর ইচ্ছা বই একটা পাতাও নড়্‌বার যো নাই!

*ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব—নিমিত্তমাত্রম্ ভব সব্যসাচিন্।

(Liberty or Necessity , Influence of Motives.)

ডাক্তার। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে তুমি বকো কেন ? লোক-দের জ্ঞান দেবার জন্য অত কথা কও কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। বলাচ্ছেন, তাই বলি। 'আমি যন্ত্র—তুমি যন্ত্রী।'

ডাক্তার। যন্ত্র তো বল্‌ছো , হয় তাই বল, নয় চুপ করে থাকো, সবই ঈশ্বর। গিরীশ। মশাই, যা মনে করুন। কিন্তু তিনি করান্ তাই করি a single step against the Almighty Will (তাঁর ইচ্ছার প্রতিকূলে এক পা) কেউ যেতে পারে ?

ডাক্তার। Free Will তিনি দিয়েছেন তো। আমি মনে কর্‌লে ঈশ্বর চিন্তা ক'র্‌তে পাবি, আবার না কর্‌লে না কর্‌তে পারি।

গিরীশ। আপনার ঈশ্বর চিন্তা বা অন্য কোন সৎকাজ ভাল লাগে ব'লে করেন। আপনি করেন না, সেই ভাল লাগাটা করায়।

ডাক্তার। কেন, আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলে করি—

গিরীশ। সেও কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্‌তে ভাল লাগে ব'লে।

ডাক্তার। মনে কর, একটী ছেলে পুড়ে যাচ্চে ; তাকে বাঁচাতে যাওয়া কর্ত্তব্য বোধে— গিরীশ। ছেলেটিকে বাঁচাতে আনন্দ হয়, তাই আগুনের ভিতর যান , আনন্দ আপনাকে নিয়ে যায়। চাটের লোভে গুলি খাওয়া। (সকলের হাস্য)।

['জ্ঞানং জ্ঞেয়ঃ পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।']

শ্রীরামকৃষ্ণ। কর্ম্ম কর্‌তে গেলে আগে একটি বিশ্বাস চাই, সেই সঙ্গে জিনিসটি মনে ক'রে আনন্দ হয়, তবে সে ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয়। মাটীর নীচে এক ঘড়া মোহর আছে—এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস, প্রথমে চাই ! ঘড়া মনে ক'রে সেই সঙ্গে আনন্দ হয়—তারপর খোঁড়ে। খুঁড়তে খুঁড়তে ঠং শব্দ হ'লে আনন্দ বাড়ে। তারপর ঘড়ার কানা দেখা যায়, তখন আনন্দ আরও বাড়ে। এই রকম ক্রমে ক্রমে আনন্দ বাড়্‌তে থাকে। আমি নিজে ঠাকুর বাড়ীর বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দেখেছি,—সাধু গাঁজা তয়ের কর্‌ছে, আর সাজ্‌তে সাজ্‌তে আনন্দ।

ডাক্তার। কিন্তু আগুন 'heat' ও দেয়, আর lightও দেয়। আলোতে দেখা যায়, বটে, কিন্তু উত্তাপে গা পুড়ে যায়। Duty (কর্ত্তব্য কর্ম্ম) ক'র্‌তে গেলে কেবল আনন্দ হয় তা নয়; কষ্টও আছে।

মাষ্টার (গিরীশের প্রতি)। পেটে খেলে পিঠে সয়। কষ্টেও আনন্দ।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি। Duty শুষ্ক।

ডাক্তার। কেন? গিরীশ। তবে সরস। (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার। বেশ এইবার লোভে গুলি খাওয়া এসে পড়্‌লো।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি)। সরস, নচেৎ duty কেন করেন?

ডাক্তার। এইরূপ মনের inclination (মনের ঐ দিকে গতি)।

মাষ্টার (গিরীশের প্রতি)। 'পোড়া স্বভাবে টানে।' (হাস্য)। যদি এক দিকে ঝোঁক(inclination)ই হ'লো, তবে free will কোথায়?

ডাক্তার। আমি free (স্বাধীন) একেবারে বল্‌ছি না। গরু খুঁটিতে বাঁধা আছে দড়ি যতদূর যায়, তার ভিতর free। দড়ি টান্ পড়লে আবার—

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও Free Will]

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই উপমা যদু মল্লিকও ব'লেছিল। (ছোট নরেন্দ্রের প্রতি) একি ইংরাজীতে আছে?

(ডাক্তার প্রতি)। দেখ, ঈশ্বর সব কর্‌ছেন, তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র। এ বিশ্বাস যদি কারো হয়, সে তো জীবন্মুক্ত—'তোমার কর্ম্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি।' কি রকম জানো? বেদান্তের একটা উপমা আছে।—একটা হাঁড়ীতে ভাত চড়িয়েছো; আলু, বেগুন সব ভাতে দিয়েছ, খানিক পরে আলু, বেগুন, চাল লাফাতে থাকে, যেন অভিমান কর্‌ছে, 'আমি ন'ড়ছি,' 'আমি লাফাচ্চি'। ছোট ছেলেরা দেখলে ভাবে, আলু, পটল, বেগুন ওরা বুঝি জীবন্ত, তাই লাফাচ্চে! যাদের জ্ঞান হ'য়েছে, তারা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় যে, এই সব আলু, বেগুন, পটোল এরা জীয়ন্ত নয়, নিজে লাফাচ্চে না হাঁড়ীর নীচে আগুন জ্বল্‌ছে, তাই ওরা লাফাচ্চে। যদি কাঠ টেনে-লওয়া যায়, তা হলে আর নড়ে না। জীবের 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমান অজ্ঞান থেকে হয়। ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান,

জলন্ত কাঠ টেনে নিলে সব চুপ।—পুতুলনাচের পুতুল বাজীকরের হাতে বেশ নাচে, হাত থেকে প'ড়ে গেলে আর নড়ে না চড়ে না!

"যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয়, যতক্ষণ সেই পরশমণি ছোঁয়া না হয়, ততক্ষণ আমি কর্ত্তা এই ভুল থাক্‌বে, আমি সৎ কাজ করেছি, অসৎ কাজ করেছি, এই সব ভেদ বোধ থাক্‌বেই থাক্‌বে। এ ভেদ বোধ তাঁরই মায়া—তাঁর মায়ার সংসার চালাবার জন্য বন্দোবস্ত; বিদ্যামায়া আশ্রয় কর্‌লে, সৎপথ ধর্‌লে তাঁকে লাভ করা যায়। যে লাভ করে, যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সেই এই মায়া পার হয়ে যেতে পারে। তিনিই একমাত্র কর্ত্তা—আমিই অকর্ত্তা, এ বিশ্বাস যার,সেই জীবন্মুক্ত। একথা কেশব সেনকে বলেছিলাম।

গিরীশ। Free Will কেমন করে আপনি জানলেন?

ডাক্তার। Reason (বিচার) এর দ্বারা নয়—I feel it!

গিরীশ। Then I and others feel it to be the reverse. সকলে ঠিক উল্টো বোধ করি, যে আমরা পরতন্ত্র। (সকলের হাস্য)

ডাক্তার। Dutyর ভিতর দুটো element—১। Duty ব'লে কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্‌তে যাই, ২। পরে আহ্লাদ হয়। কিন্তু initial stageএ (গোড়াতে) আনন্দ হবে বলে যাই না। ছেলেবেলা দেখ্‌তুম্ পুরুত সন্দেশে পিপ্‌ড়ে হলে বড ভাবিত হ'তো। পুরুতের প্রথমেই সন্দেশ চিন্তা করে আনন্দ হয় না (হাস্য)। প্রথমে বড় ভাবনা।

মাষ্টার (স্বগতঃ)। পরে আনন্দ, কি সঙ্গে সঙ্গে মনে আনন্দ হয়, বলা কঠিন। আনন্দের জোরে কার্য্য হলে free will কোথায়?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অহৈতুকী ভক্তি। পূর্ব্বকথা—শ্রীরামকৃষ্ণের দাস ভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ইনি (ডাক্তার) যা বলেছেন, তার নাম অহৈতুকী ভক্তি। মহেন্দ্র সরকারের কাছে আমি কিছু চাই না—কোন প্রয়োজন নাই,মহেন্দ্র সরকারকে দেখ্‌তে ভাল লাগে,এরই নাম অহৈতুকী ভক্তি। একটু আনন্দ হয় তা কি ক'র্‌বো?

"অহল্যা বলেছিল, হে রাম! যদি শূকরযোনিতে জন্ম হয় তাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি থাকে—আমি আর কিছু চাই না।

"রাবণ বধের কথা স্মরণ করাবার জন্য নারদ অযোধ্যায় রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি সীতারাম দর্শন করে স্তব করতে লাগ্‌লেন। রামচন্দ্র স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বল্লেন, 'নারদ! আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি কিছু বর লও'। নারদ বল্লেন, 'রাম! যদি একান্ত আমায় বর দেবে, তো এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি থাকে, আর এই কোরো যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।' রাম বল্লেন, 'আরও কিছু বর লও।' নারদ বল্লেন, 'আর কিছুই আমি চাই না, কেবল চাই তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি।'

"এঁর তাই। যেমন ঈশ্বরকে শুধু দেখ্‌তে চায়, আর কিছু—ধন মান, দেহসুখ—কিছুই চায় না। এরই নাম 'শুদ্ধাভক্তি।'

"আনন্দ একটু হয় বটে, কিন্তু বিষয়ের আনন্দ নয়। ভক্তির, প্রেমের, আনন্দ। শম্ভু (মল্লিক) বলেছিল—যখন আমি তার বাড়ীতে প্রায় যেতুম—"তুমি এখানে এস; অবশ্য আমার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পাও তাই এস",—ঐ টুকু আনন্দ আছে।

"তবে ওর উপর আর একটী অবস্থা আছে! বালকের মত যাচ্ছে; কেন,—ঠিক নাই; হয় তো একটা ফড়িঙ ধর্‌ছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। এঁর (ডাক্তারের) মনের ভাব কি বুঝেছো? ঈশ্বরকে প্রার্থনা করা হয়, হে ঈশ্বর, আমায় সৎ ইচ্ছা দাও, যেন অসৎ কাজে মতি না হয়।

"আমারও ঐ অবস্থা ছিল। একে দাস্য বলে। আমি মা মা বলে এমন কাঁদতুম যে, লোক দাঁড়িয়ে যেতো। আমার এই অবস্থার পর আমাকে বীড়বার জন্য, আর আমার পাগলামি সারাবার জন্য তারা একজন রাঁড় এনে ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেল,—সুন্দর, চোখ ভাল। আমি মা মা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, আর হলধারীকে ডেকে দিয়ে বল্লুম, দাদা দেখ্‌বে এসো ঘরেকে এসেছে।" হলধারীকে, আর

সব লোককে, ব'লে দিলুম। এই অবস্থায় মা মা ব'লে কাঁদ্‌তুম, কেঁদে কেঁদে ব'লতুম,'মা! রক্ষা কর; মা! আমায় নিখাদ কর, যেন সৎ থেকে অসতে মন না যায়। তোমার এ ভাব তো বেশ—ঠিক ভক্তিভাব, দাসভাব।

[জগতের উপকার ও সামান্য জীব। নিষ্কামকর্ম্ম ও শুদ্ধসত্ত্ব।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি কারো শুদ্ধসত্ত্ব (গুণ) আসে, সে কেবল ঈশ্বর চিন্তা করে, তার আর কিছুই ভাল লাগে না। কেউ কেউ প্রারব্ধের গুণে জন্ম থেকে শুদ্ধ সত্ত্ব গুণ পায়। কামনাশূন্য হ'য়ে কর্ম্ম ক'রতে চেষ্টা ক'র্‌লে, শেষে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয়। রজোমিশান সত্ত্ব গুণ থাক্‌লে ক্রমে নানা দিকে মন হয়, তখন জগতের উপকার ক'র্‌বো এই সব অভিমান এসে জোটে। জগতের উপকার এই সামান্য জীবের পক্ষে কর্‌তে যাওয়া বড কঠিন। তবে যদি কেউ পরোপকারের জন্য কামনাশূন্য হ'য়ে কর্ম্ম করে, তাতে দোষ নাই,- একে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। এরূপ কর্ম্ম কর্‌তে চেষ্টা করা খুব ভাল! কিন্তু সকলে পারে না। বড় কঠিন। সকলেরই কর্ম্ম ক'র্‌তে হবে, দু একটী লোক কর্ম্ম ত্যাগ ক'র্‌তে পারে। দু একজন লোকের শুদ্ধসত্ত্ব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই নিষ্কাম কর্ম্ম ক'র্‌তে ক'র্‌তে রজোমিশান সত্ত্বগুণ ক্রমে শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়ে দাঁড়ায়।

"শুদ্ধসত্ত্ব হ'লেই ঈশ্বর লাভ তাঁর কৃপায় হয়।

"সাধারণ লোকে এই শুদ্ধসত্ত্বের অবস্থা বুঝতে পারে না; হেম আমায় ব'লেছিল, 'কেমন ভট্টাচার্য্য মহাশয়। জগতে মান লাভ করা মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য, কেমন?'

প্রথম ভাগ-অষ্টাদশ খণ্ড।

শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্দ্র, গিরীশ, সরকার প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভজনানন্দে—সমাধিমন্দিরে।

পরদিন ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮৫। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে পাঁচটা। আজ নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার, শ্যাম বসু, গিরীশ, ডাক্তার দোকড়ি,

ছোট নরেন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত। ডাক্তার আসিয়া হাত দেখিলেন ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

ডাক্তার পীড়াসম্বন্ধীয় কথার পর ও শ্রীরামকৃষ্ণের ঔষধ সেবনের পর বলিলেন, "তবে শ্যামবাবুর সঙ্গে তুমি কথা কও, আমি আসি।' শ্রীরামকৃষ্ণ ও একজন ভক্ত বলিয়া উঠিলেন, 'গান শুন্‌বেন?'

ডাক্তার। তুমি যে তিড়িং মিড়িং করে উঠ। ভাব চেপে রাখ্‌তে হবে।

ডাক্তার আবার বসিলেন। তখন নরেন্দ্র মধুরকণ্ঠে গান করিতেছেন, তৎসঙ্গে তানপুরা ও মৃদঙ্গ ঘন ঘন বাজিতেছে। গাহিতেছেন—

গান। চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার, শোভার আগার বিশ্ব সংসার। অযুত তারকা চমকে রতন-কাঞ্চন-হার, কত চন্দ্র কত সূর্য্য নাহি অন্ত তার। শোভে বসুন্ধরা ধনধান্যময়, হায়, পূর্ণ তোমার ভাণ্ডার, হে মহেশ, অগণনলোক গায় ধন্য ধন্য এই গীতি অনিবার।

গান। নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি। তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরিগুহাবাসী। অনন্ত আঁধারকোলে, মহা নির্ব্বাণহিল্লোলে, চিরশান্তি-পরিমল, অবিরল যায় ভাসি। মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি, সমাধি-মন্দিরে (ওমা) কে তুমি গো একা বসি, অভয় পদ কমলে, প্রেমের বিজলী জ্বলে, চিন্ময় মুখমণ্ডলে, শোভে অট্ট অট্ট হাসি।

ডাক্তার মাষ্টারকে বলিলেন, 'It is dangerous to him! (এ গান ঠাকুরের পক্ষে ভাল নয়, ভাব হইলে অনর্থ ঘটিতে পারে)।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বল্‌ছে? তিনি উত্তর করিলেন, ডাক্তার ভয় ক'র্‌ছেন, পাছে আপনার ভাবসমাধি হয়।

বলিতে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ একটু ভাবস্থ হইয়াছেন, ডাক্তারের মুখপানে তাকাইয়া করযোড়ে বলিতেছেন, "না, না, কেন ভাব হবে?" কিন্তু বলিতে বলিতে তিনি গভীর ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন। শরীর স্পন্দহীন, নয়ন স্থির! অবাক্! কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট! বাহ্যশূন্য! মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত সমস্তই অন্তর্মুখ। আর সে মানুষ নয়। নরেন্দ্রের মধুরকণ্ঠে মধুরগান চলিতেছে। তিনি গাহিলেন—

গান। এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ। আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ, প্রেম উৎস উথলিল আজি। বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী, কি ধন তোমারে দিব উপহার? হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব, যাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ।

গান। কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে, যদি চরণ-সরোজে পরাণ মধুপ চিরমগন না রয় হে। অগণন ধনরাশি তায় কিবা ফলোদয় হে, যদি লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে যতন না করয় হে। সুকুমার কুমার মুখ দেখিতে না চাই হে, যদি সে চাঁদবয়ানে তব প্রেমমুখ দেখিতে না পাই হে। কি ছার শশাঙ্কজ্যোতি, দেখি আঁধারময় হে, যদি সে চাঁদ প্রকাশে তব প্রেম চাঁদ নাহি তয় উদয় হে। সতীর পবিত্র প্রেম তাও মলিনতাময় হে, যদি সে প্রেমকনকে, তব প্রেমমণি নাহি জড়িত রয় হে। তীক্ষ্ণবিষা ব্যালী সম সতত দংশন হে, যদি মোহ পরমাদে, নাথ তোমাতে ঘটায় সংশয় হে। কি আর বলিব নাথ, বলিব তোমায়, তুমি আমার হৃদয়রতনমণি আনন্দনিলয় হে।

"সতীর পবিত্র প্রেম" গানের এই অংশ শুনিতে শুনিতে ডাক্তার অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিযা উঠিলেন, আহা! আহা! নরেন্দ্র গাহিলেন—

গান। কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার। হয়ে পূর্ণকাম বল্‌বো হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার। কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণমন, কবে যাব আমি প্রেমের-বৃন্দাবন, সংসার-বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার। কবে পরশমণি করি পরশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন, হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তিপথে অনিবার। (হায়) কবে যাবে আমার ধরম করম, কবে যাবে জাতি কুলের ভরম, কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান লোকাচার। মাখি সর্ব্ব অঙ্গে ভক্তপদধূলি, কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি, পিব প্রেমবারি দুই হাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেমযমুনার। প্রেমে পাগল হ'য়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দসাগরে ভাসিব, আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিচারে। ব্রহ্মদর্শন।

ইতিমধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্যসংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। গান

সমাপ্ত হইল। তখন পণ্ডিত ও মূর্খের—বালক ও বৃদ্ধের—পুরুষ ও স্ত্রীর—আপামর সাধারণের সেই মনোমুগ্ধকরী কথা হইতে লাগিল। সভাশুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ! সকলেই সেই মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। এখন সেই কঠিন পীড়া কোথায়? মুখ এখনও যেন প্রফুল্ল অরবিন্দ, —যেন ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে। তখন তিনি ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,"লজ্জা ত্যাগ কর, ঈশ্বরের নাম ক'রবে, তাতে আবার লজ্জা কি? লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাক্‌তে নয়! 'আমি এত বড় লোক, আমি হরি হরি ব'লে নাচ্‌ব? বড় বড লোক এ কথা শুন্‌লে আমায় কি ব'লবে। যদি বলে, ওহে, ডাক্তারটা হরি হরি বলে নেচেছে! লজ্জার কথা।' এ সব ভাব ত্যাগ কর।

ডাক্তার। আমার ও দিক্ দিয়েই যাওয়া নাই, লোকে কি ব'লবে, আমি তার তোয়াক্কা রাখি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার উটি খুব আছে! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও, তবে তাঁকে জান্‌তে পারা যায়। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারও অজ্ঞান। এক ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, এই নিশ্চয় বুদ্ধির নাম জ্ঞান। তাঁকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান। পায়ে কাঁটা বিঁধেছে, সে কাঁটাটা তোল্‌বার জন্য আর একটী কাঁটার প্রয়োজন। কাঁটাটী তোলার পর দুটী কাঁটাই ফেলে দেয়। প্রথমে অজ্ঞান কাঁটা দূর করবার জন্য জ্ঞানকাঁটাটী আন্‌তে হয়। তার পর জ্ঞান অজ্ঞান দুইটীই ফেলে দিতে হয়। তিনি যে জ্ঞান অজ্ঞানের পার। লক্ষ্মণ ব'লেছিলেন, রাম! একি আশ্চর্য্য! এত বড় জ্ঞানী স্বয়ং বশিষ্ঠদেব পুত্রশোকে অধীর হ'য়ে কেঁদেছিলেন! রাম ব'ল্লেন, ভাই, যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে, যার এক জ্ঞান আছে তার অনেক জ্ঞানও আছে। যার আলো বোধ আছে তার অন্ধকার বোধও আছে। ব্রহ্ম, জ্ঞান অজ্ঞানের পার, পাপ পুণ্যের পার, ধর্ম্মাধর্ম্মের পার, শুচি অশুচির পার।

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের গান আবৃত্তি করিয়া বলিতেছেন।

গান। আয় মন বেড়াতে যাবি।

কালী কল্পতরুমূলে রে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥

[অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌, ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝান যায় না।]

শ্যামবসু। দুই কাঁটা ফেলে দেওয়ার পর কি থাক্‌বে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। নিত্যশুদ্ধবোধরূপম্‌। তা তোমায় কেমন ক'রে বুঝাবো? যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, ঘী কেমন খেলে। তাকে এখন কি ক'রে বুঝাবে? হদ্দ বল্‌তে পার,'কেমন ঘী, না যেমন ঘী।' একটী মেয়েকে তার একটী সঙ্গী জিজ্ঞাসা করেছিল, তোর স্বামী এসেছে, আচ্ছা ভাই স্বামী এলে কিরূপ আনন্দ হয়? মেয়েটী বল্লে, ভাই, তোর স্বামী হ'লে তুই জান্‌বি, এখন তোরে কেমন ক'রে বুঝাব।' পুরাণে আছে ভগবতী যখন হিমালয়েব ঘরে জন্মালেন তখন তাঁকে মা নানারূপে দর্শন দিলেন। গিরিরাজ সব রূপ দর্শন ক'রে শেষে ভগবতীকে বল্লেন, মা বেদে যে ব্রহ্মের কথা আছে, এইবার আমার যেন ব্রহ্মদর্শন হয়। তখন ভগবতী বল্লেন, বাবা, ব্রহ্মদর্শন যদি করতে চাও, তবে সাধুসঙ্গ কর। ব্রহ্ম কি জিনিষ —মুখে বলা যায় না। একজন বলেছিল সব উচ্ছিষ্ট হ'য়েছে, কেবল ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই। এর মানে এই যে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, আর সব শাস্ত্র, মুখে উচ্চারণ হওয়াতে উচ্ছিষ্ট হয়েছে বলা যেতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম কি বস্তু, কেউ এ পর্য্যন্ত মুখে বলতে পারে নাই। তাই ব্রহ্ম এ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট হন নাই। আর সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া, রমণ—যে কি আনন্দের, তা মুখে বলা যায় না। যার হ'য়েছে, সে জানে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পণ্ডিতের অহঙ্কার। পাপ ও পুণ্য।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, অহঙ্কার না গেলে জ্ঞান হয় না। 'মুক্ত হ'ব কবে আমি যাবে যবে'। 'আমি,' ও 'আমার' এই দুইটী অজ্ঞান। 'তুমি' ও 'তোমার'

এই দুইটী জ্ঞান। যে ঠিক ভক্ত, সে বলে—হে ঈশ্বর! তুমিই কর্তা, তুমিই সব ক'রছো, আমি কেবল যন্ত্র; আমাকে যেমন করাও, তেমনি করি। আর এ সব তোমার ধন, তোমার ঐশ্বর্য্য, তোমার জগৎ। তোমারই গৃহ পরিজন, আমার কিছু নয়। আমি দাস। তোমার যেমন হুকুম, সেইরূপ সেবা করবার আমার অধিকার।"

"যারা একটু বৈ টৈ পড়েছে,অমনি তাদের অহঙ্কার এসে জোটে। ক—ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা হয়েছিল। সে বলে, 'ও সব আমি জানি।' আমি বল্লুম, যে দিল্লী গিছিলো, সে কি বলে বেড়ায় আমি দিল্লী গেছি, আর জাঁক করে? যে বাবু, সে কি বলে, আমি বাবু।"

শ্যামবসু। তিনি (ক-ঠাকুর) আপনাকে খুব মানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওগো বল্‌বো কি! দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে একটী মেথরাণীর যে অহঙ্কার! তার গায়ে ২।১খানা গহনা ছিল। সে যে পথ দিয়ে আস্‌ছিল, সেই পথে দু একজন লোক তার পাশ দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল। মেথরাণী তাদের ব'লে উঠলো, 'এই! সরে যা।' তা অন্য লোকের অহঙ্কারের কথা আর কি বলবো।'

শ্যামবসু। মহাশয়! পাপের শাস্তি আছে অথচ ঈশ্বর সব ক'রছেন, এ কি রকম কথা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি তোমার সোণার বেণে বুদ্ধি!

নরেন্দ্র। সোণার বেণে বুদ্ধি, অর্থাৎ Calculating বুদ্ধি!

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওরে পোদো, তুই আম খেয়ে নে। বাগানে কত শত গাছ আছে, কত হাজার ডাল আছে, কত কোটী পাতা আছে, এ সব হিসাবে তোর কাজ কি? তুই আম খেতে এসেছিস্, আম খেয়ে যা। (শ্যামবসুর প্রতি) তুমি এ সংসারে ঈশ্বর সাধন জন্য মানবজন্ম পেয়েছ। ঈশ্বরের পাদপদ্মে কিরূপে ভক্তি হয়, তাই চেষ্টা কর। তোমার এত শত কাজ কি? ফিলজফী লয়ে বিচার ক'রে তোমার কি হবে? দেখ, আধপো মদে তুমি মাতাল হ'তে পার। শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে তোমার কি দরকার?

ডাক্তার। আর ঈশ্বরের মদ infinite! সে মদের শেষ নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যামবসুর প্রতি)। আর ঈশ্বরকে আম্মোক্তারী দাও না। তাঁর উপর সব ভার দাও। সৎ লোককে যদি কেউ ভার দেয়, তিনি কি অন্যায় করেন? পাপের শাস্তি দিবেন কি না দিবেন, সে তিনি বুঝবেন। ডাক্তার। তাঁর মনে কি আছে, তিনি জানেন। মানুষ হিসাব ক'রে কি ব'লবে? তিনি হিসাবের পার!

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যামবসুর প্রতি)। তোমাদের ঐ এক! কলকাতাব লোকগুলো বলে, 'ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ।' কেন না, তিনি একজনকে সুখে রেখেছেন, আর একজনকে দুঃখে রেখেছেন। শালাদের নিজের ভিতরও যেমন, ঈশ্বরের ভিতরও তেম্‌নি দেখে।

['লোকমান্য' কি জীবনেব উদ্দেশ্য।]

"হেম দক্ষিণেশ্বব যেত। দেখা হ'লেই আমায় ব'লতো, 'কেমন ভট্টাচার্য্য মশাই। জগতে এক বস্তু আছে:—মান্?' ঈশ্বরলাভ যে মানুষজীবনের উদ্দেশ্য, তা কম লোকেই বলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ।

শ্যামবসু। সূক্ষ্মশরীর কেউ কি দেখিয়ে দিতে পারে? কেউ কি দেখাতে পারে, যে, সেই শরীর বাহিরে চলে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যারা ঠিক ভক্ত, তাদের দায় প'ড়েছে তোমায় দেখাতে। কোন্ শালা মান্‌বে আর না মান্‌বে, তাদের দায়টা। একটা বড়লোক হাতে থাক্‌বে এ সব ইচ্ছা তাদের থাকে না!

শ্যামবসু। আচ্ছা, স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ, এ সব প্রভেদ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। পঞ্চভূত লয়ে যে দেহ, সেইটী স্থূলদেহ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আব চিত্ত,এই লয়ে সূক্ষ্মশরীর। যে শরীরে ভগবানের আনন্দলাভ হয়, আর সম্ভোগ হয়, সেইটী কারণ শরীর। তন্ত্রে বলে, ভাগবতী তনু। সকলের অতীত'মহাকারণ'(তুরীয়)মুখে বলা যায় না।

[সাধনেব প্রয়োজন। ঈশ্বরে একমাত্র ভক্তিই সার।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেবল শুনলে কি হবে? কিছু করো।

"সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বল্লে কি হবে ? তাতে কি নেশা হয়।

"সিদ্ধি বেটে গায়ে মাখলেও নেশা হয় না। কিছু খেতে হয়! কোন্‌টা একচল্লিশ নম্বরের সূতা, কোন্‌টা চল্লিশ নম্বরের—সূতার ব্যবসা না কর্‌লে এ সব কি বলা যায়। যাদের সূতার ব্যবসা আছে, তাদের পক্ষে অমুক নম্বরের সূতা বেছে দেওয়া কিছু শক্ত নয়! তাই বলি, কিছু সাধন কর। তখন স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ কা'কে বলে সব বুঝতে পার্‌বে। যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'র্‌বে, তাঁর পাদপদ্মে একমাত্র ভক্তি প্রার্থনা ক'র্‌বে।"

"অহল্যার শাপ মোচনের পর শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে ব'ল্লেন, তুমি আমার কাছে বর লও। অহল্যা ব'ল্লেন, 'রাম যদি বর দিবে, তবে এই বর দাও—আমার যদি শূকরযোনিতেও জন্ম হয় তাতেও ক্ষতি নাই; কিন্তু হে রাম! যেন তোমার পাদপদ্মে আমার মন থাকে!"

"আমি মার কাছে এক মাত্র ভক্তি চেয়েছিলাম। মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে হাত যোড ক'রে ব'লেছিলাম, মা, এই লও তোমার অজ্ঞান, এই লও তোমার জ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য, এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই লও তোমার ধর্ম্ম, এই লও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।'

"ধর্ম্ম কি না দানাদি কর্ম্ম। ধর্ম্ম নিলেই অধর্ম্ম ল'তে হবে। পুণ্য নিলেই পাপ ল'তে হবে। জ্ঞান নিলেই অজ্ঞান ল'তে হবে। শুচি নিলেই অশুচি ল'তে হবে। যেমন, যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকারও বোধ আছে। যার এক বোধ আছে, তার অনেক বোধও আছে। যার ভাল বোধ আছে তার মন্দ বোধও আছে।

"যদি কারও শূকরমাংস খেয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, সে পুরুষ ধন্য; আর হবিষ্য খেয়ে যদি সংসারে আসক্তি থাকে—

ডাক্তার। তবে সে অধম। এখানে একটী কথা বলি;—বুদ্ধ শূকরমাংস খেয়েছিল। শূকরমাংস খাওয়া আর Colic (পেটে

শূলবেদনা) ও হওয়া! এ ব্যারামের জন্য বুদ্ধ opium (আফিঙ) খেতো। নির্ব্বাণ টির্ব্বাণ কি জান, আফিং খেয়ে বুঁদ হ'য়ে থাক্‌তো, বাহ্যজ্ঞান থাক্‌তো না;—তাই নির্ব্বাণ!

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন; আবার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গৃহস্থ ও নিষ্কাম কর্ম্ম। Theosophy

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যামবসুর প্রতি)। সংসার ধর্ম্ম, তাতে দোষ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে, কামনাশূন্য হ'য়ে কাজ কর্ম্ম ক'র্‌বে। এই দেখ না, যদি কারু পিঠে একটা ফোড়া হয়, সে যেমন সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়, হয়ত কাজ কর্ম্মও করে, কিন্তু যেমন ফোড়ার দিকে তার মন প'ড়ে থাকে, সেই রূপ।

"সংসারে নষ্টমেয়ের মত থাক্‌বে। মন উপপতির দিকে, কিন্তু সে সংসারের সব কাজ করে। (ডাক্তারের প্রতি) বুঝেছ?

ডাক্তার। ও ভাব যদি না থাকে, বুঝ্‌ব কেমন ক'রে?

শ্যামবসু। কিছু বোঝো বই কি! (সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। আর ঐ ব্যবসা অনেক দিন ধ'রে ক'র্‌ছেন কি বল? (সকলের হাস্য।)

শ্যামবসু। মহাশয়! Theosophy (থিয়সফি) কি রকম বলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। মোট কথা এই, যারা শিষ্য ক'রে বেড়ায়, তারা হাল্‌কা থাকের লোক। আর যারা সিদ্ধাই অর্থাৎ নানা রকম শক্তি চায়, তারাও হাল্‌কা থাক্‌। যেমন গঙ্গা হেঁটে পার হয়ে যাব, এই শক্তি। অন্য দেশে এক জন কি কথা বল্‌ছে তাই বল্‌তে পারা, এই এক শক্তি। ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হওয়া এই সব লোকের ভারি কঠিন।

শ্যামবসু। কিন্তু তারা (Theosophistরা) হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ স্থাপিত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি তাদের বিষয় ভাল জানি না।

শ্যামবসু। মরবার পর জীবাত্মা কোথায় যায়—চন্দ্রলোকে নক্ষত্রলোকে ইত্যাদি—এ সব থিয়সফিতে জানা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হবে। আমার ভাব কি রকম জান? হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি? হনুমান বল্লে, 'আমি বার, তিথি, নক্ষত্র এ সব কিছু জানি না, কেবল এক রাম চিন্তা করি।' আমার ঠিক ঐ ভাব।

শ্যামবসু। তারা বলে, 'মহাত্মা' সব আছেন। আপনার কি বিশ্বাস?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার কথা বিশ্বাস করেন তো আছে। এ সব কথা এখন থাক। আমার অসুখটা ক'মলে তুমি আসবে। যাতে তোমার শান্তি হয়, যদি আমায় বিশ্বাস কর—উপায় হ'য়ে যাবে। দেখ্‌ছো তো, আমি টাকা লই না, কাপড় লই না। এখানে প্যালা দিতে হয় না, তাই অনেকে আসে! (সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি)। তোমাকে এই বলা, রাগ কোরো না, ও সবতো অনেক ক'রলে—টাকা, মান, Lecture,—এখন মনটা দিন কতক ঈশ্বরেতে দাও, আর এখানে মাঝে মাঝে আসবে। ঈশ্বরের কথা শুনলে উদ্দীপন হবে।

কিয়ৎকাল পরে ডাক্তার বিদায় লইতে গাত্রোত্থান করিলেন। এমন সময়ে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ আসিলেন ও ঠাকুরের চরণ ধূলি লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। ডাক্তার তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার। আমি থাক্‌তে উনি (গিরীশ বাবু) আসবেন না। যাই চ'লে যাব যাব হ'য়েছি, অমনি এসে উপস্থিত। (সকলের হাস্য।)

গিরীশের সঙ্গে ডাক্তারের বিজ্ঞান সভার (Science Association) কথা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমায় এক দিন সেখানে লয়ে যাবে?

ডাক্তার। তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হ'য়ে যাবে—ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কাণ্ড সব দেখে। শ্রীরামকৃষ্ণ। বটে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার (গিরীশের প্রতি)। আর সব কর—but do not worship him as God (ঈশ্বর ব'লে পূজা কোরো না)। এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্চ? গিরীশ। কি করি মহাশয়? যিনি এ সংসার সমুদ্র ও সন্দেহসাগর থেকে পার ক'রলেন তাঁকে আর কি বল্‌বো বলুন। তাঁর গু কি গু বোধ হয়?

ডাক্তার। গুর জন্য হ'চ্চে না। আমারও ঘৃণা নাই। একটা দোকানীর ছেলে এসেছিল, তা বাহ্য ক'রে ফেল্লে। সকলে নাকে কাপড় দিলে। আমি তার কাছে আধ ঘণ্টা বসে। নাকে কাপড় দিই নাই। আর মেথর যতক্ষণ মাথায় ক'রে নিয়ে যায়, ততক্ষণ আমার নাকে কাপড় দেবার যো নাই। আমি জানি, সেও যা, আমিও তা, কেন তাকে ঘৃণা কর্‌ব? আমি কি এর পায়ের ধূলা নিতে পারি না?—এই দেখ নিচ্চি। (শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি গ্রহণ)।

গিরীশ। Angels (দেবগণ) এই মুহূর্ত্তকে ধন্য ধন্য কর্‌চেন।

ডাক্তার। তা পায়ের ধূলা লওয়া কি আশ্চর্য্য। আমি যে সকলেরই নিতে পারি।—এই দাও। এই দাও! (সকলের পায়ের ধূলা গ্রহণ)।

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি)। এঁকে আমরা ঈশ্বরের মত মনে করি। কি রকম জানেন? যেমন Vegetable Creation (উদ্ভিদ) ও Animal Creation (জীবজন্তুগণ) এদের মাঝামাঝি এমন একটা point (স্থান) আছে, যেখানে এটা উদ্ভিদ্ কি প্রাণী স্থির করা ভারি কঠিন। সেইরূপ Man world (নরলোক) ও God-world (দেবলোক) এই দুয়ের মধ্যে এমন একটা স্থান আছে যেখানে বলা কঠিন, এ ব্যক্তি মানুষ না ঈশ্বর।

ডাক্তার। ওহে, ঈশ্বরের কথায় উপমা চলে না।

নরেন্দ্র। আমি God (ঈশ্বর) বল্‌ছি না, God-like man (ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি) বল্‌ছি।

ডাক্তার। ও সব নিজের নিজের ভাব চাপতে হয়। প্রকাশ করা ভাল নয়। আমার ভাব কেউ বুঝ্‌লে না। My best friend (যারা

আমার পরম বন্ধু) আমাকে কঠোর নির্দ্দয় মনে করে। এই তোমরা হয়ত আমায় জুতো মেরে তাড়াবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। সে কি!—এরা তোমায় কত ভালবাসে। তুমি আস্‌বে বলে বাসক-সজ্জা করে জেগে থাকে।

গিরীশ। Every one has the greatest respect for you (সকলেই আপনাকে যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা করে।)

ডাক্তার। আমার ছেলে—আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত—আমায় মনে করে hard-hearted (স্নেহমমতাশূন্য),—কেন না, আমার দোষ এই যে, আমি ভাব কারু কাছে প্রকাশ করি না।

গিরীশ। তবে মহাশয়! আপনার মনের কবাট খোলা তো ভাল—at least out of pity for your friends (বন্ধুদের প্রতি অন্ততঃ কৃপা করে),—এই মনে করে যে, তারা আপনাকে বুঝ্‌তে পার্‌ছে না!

ডাক্তার। বল্‌বো কি হে! তোমাদের চেয়েও আমার feelings worked up হয় (অর্থাৎ আমার ভাব হয়)। (নরেন্দ্রের প্রতি) I shed tears in solitude! (আমি একলা একলা বসে কাঁদি!)

[মহাপুরুষ ও জীবের পাপগ্রহণ। অবতারবাদ ও নরেন্দ্র।]

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। ভাল, তুমি ভাব হলে লোকের গায়ে পা দাও, সেটা ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি জান্‌তে পারি গা, কারু গায়ে পা দিচ্ছি কি না!

ডাক্তার। ওটা ভাল নয়, এটুকু তো বোধ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার ভাবাবস্থায় আমার কি হয় তা তোমায় কি বল্‌বো? সে অবস্থার পর এমন ভাবি, বুঝি রোগ হচ্ছে ঐ জন্য। ঈশ্বরের ভাবে আমার উন্মাদ হয়। উন্মাদে এরূপ হয়, কি কর্‌বো?

ডাক্তার। ইনি মেনেছেন। He expresses regret for what he does, কাজটা sinful (অন্যায়) এটী বোধ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। তুই তো খুব শঠ (বুদ্ধিমান্)। তুই বল্‌ না, একে বুঝিয়ে দে না।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি)। মহাশয়! আপনি ভুল বুঝেছেন।

উনি সে জন্য দুঃখিত হন্ নি। এঁর দেহ শুদ্ধ—অপাপবিদ্ধ। ইনি জীবের মঙ্গলের জন্য তাদের স্পর্শ করেন। তাদের পাপ গ্রহণ করে এঁর রোগ হবার খুব সম্ভাবনা, তাই কখন কখনও ভাবেন। আপনার যখন Colic (শূল বেদনা) হ'য়েছিল তখন আপনার কি regret (দুঃখ) হয় নাই, কেন রাত জেগে এত প'ড়তুম? তা বলে রাত জেগে পড়াটা কি অন্যায় কাজ? রোগের জন্য regret (দুঃখ কষ্ট হ'তে পারে, তা বলে জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য স্পর্শ করাকে অন্যায় কাজ মনে করেন না। ডাক্তার (অপ্রতিভ হইয়া, গিরীশের প্রতি)। তোমার কাছে হেরে গেলুম, দাও পায়ের ধূলা দাও (গিরীশের পদধূলি গ্রহণ)। (নরেন্দ্রের প্রতি) আর কিছু নয় হে, his intellectual power (গিরীশের বুদ্ধিমত্তা) মান্‌তে হবে।

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি)। আর এককথা দেখুন। একটা scientific discovery (জড় বিজ্ঞানের সত্য বাহির) করবার জন্য আপনি life devote (জীবন উৎসর্গ) কর্‌তে পারেন—শরীর অসুখ ইত্যাদি কিছুই মানেন না। আর ঈশ্বরকে জানা grandest of all sciences (শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান) এর জন্য ইনি health risk (শরীর নষ্ট হয় হউক, এরূপ মনের ভাব) কর্‌বেন না?

ডাক্তার। যত religious reformer (ধর্মাচার্য্য) হয়েছে, Jesus (যীশু), Chaitanya (চৈতন্য), Buddha (বুদ্ধ) Mohammed (মহম্মদ) শেষে সব অহঙ্কারে পরিপূর্ণ, বলে 'আমি যা বল্লুম, তাই ঠিক'! এ কি কথা।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি)। মহাশয়, সেই দোষ আপনারও হ'চ্ছে! আপনি একলা তাদের সকলের অহঙ্কার আছে, এ দোষ ধরাতে ঠিক সেই দোষ আপনারও হচ্ছে। [ডাক্তার নীরব হইলেন।

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি) We offer to him worship bordering on Divine Worship (এঁকে আমরা পূজা করি—সে পূজা ঈশ্বরের পূজার প্রায় কাছাকাছি।)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে বালকের ন্যায় হাসিতেছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—পরিশিষ্ট।

বরাহনগর মঠ।

আজ সোমবার ৯ই মে ১৮৮৭, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথি। নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা মঠে আছেন। শরৎ,বাবুরাম ও কালী শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছেন। নিরঞ্জন মাকে দেখিতে গিয়াছেন। মাষ্টার আসিয়াছেন।

খাওয়া দাওয়ার পর মঠের ভাইরা একটু বিশ্রাম করিতেছেন। গোপাল ('বুড় গোপাল') গানের খাতাতে গান নকল করিতেছেন।

বৈকাল হইল। রবীন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত। শুধু পা, কালা পেড়ে কাপড় আধখানা পরা। উন্মাদের চক্ষের ন্যায় তাঁহার চক্ষের তারা ঘুরিতেছে। সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? রবীন্দ্র বলিলেন, একটু পরে সমস্ত বলিতেছি। আমি আর বাড়ী ফিরিয়া যাইব না, আপনাদের এখানেই থাকিব। সে বিশ্বাসঘাতক। বলেন কি মহাশয়, পাঁচ বছরের অভ্যাস,মদ—তার জন্য ছেড়েছি! আট মাস হলো ছেড়েছি। সে কিনা বিশ্বাসঘাতক! মঠের ভাইরা সকলে বলিলেন, "তুমি ঠাণ্ডা হও। কিসে ক'রে এলে?"

রবীন্দ্র। আমি কলিকাতা থেকে বরাবর শুধু পায়ে হেঁটে এসেছি! ভক্তেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আর আধখানা কাপড় কোথা গেল?" রবীন্দ্র বলিলেন, সে আসবার সময় টানাটানি করলে, তাই আধখানা ছিঁড়ে গেল। ভক্তেরা বলিলেন, তুমি গঙ্গা স্নান ক'রে এসো; এসে ঠাণ্ডা হও। তারপর কথাবার্ত্তা হবে!

রবীন্দ্র কলিকাতার একটী অতি সম্ভ্রান্ত কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বয়ক্রম ২০।২১ বৎসর হইবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে দর্শন করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার বিশেষ কৃপা-ভাজন হইয়াছিলেন। একবার তিন রাত্রি তাঁহার কাছে বাস করিয়াছিলেন। স্বভাব অতি মধুর ও কোমল। ঠাকুর খুব স্নেহ করিয়াছিলেন,কিন্তু বলিয়াছিলেন,'তোর কিন্তু দেরী হবে,এখন তোর একটু ভোগ আছে। এখন কিছু হবে না। যখন ডাকাত পড়ে,তখন

ঠিক সেই সময় পুলিশে কিছু করতে পারে না। একটু থেমে গেলে তবে পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে।' আজ রবীন্দ্র বারাঙ্গনার মোহে পড়িয়াছেন! কিন্তু অন্য সকল গুণ আছে। গরীবের প্রতি দয়া, ঈশ্বর চিন্তা, এ সমস্ত আছে। বেশ্যাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া অন্ধ বস্ত্রে মঠে আসিয়াছেন। সংসারে আর ফিরিবেন না, এই সঙ্কল্প।

রবীন্দ্র গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন। পরামাণিকের ঘাটে যাইবেন। একটি ভক্ত সঙ্গে যাইতেছেন। তাঁহার বড় সাধ যে, ছেলেটির সাধু-সঙ্গে চৈতন্য হয়। স্নানের পর তিনি রবীন্দ্রকে ঘাটের নিকটস্থ শ্মশানে লইয়া গেলেন। তাঁহাকে মৃতদেহ দর্শন করাইতে লাগিলেন। আর বলিলেন, "এখানে মঠের ভাইরা মাঝে মাঝে একাকী এসে রাত্রে ধ্যান করেন। এখানে আমাদের ধ্যান করা ভাল। সংসার যে অনিত্য, তা বেশ বোধ হয়।" রবীন্দ্র সেই কথা শুনিয়া ধ্যানে বসিলেন। ধ্যান বেশীক্ষণ করিতে পারিলেন না। মন অস্থির রহিয়াছে।

উভয়ে মঠে ফিরিলেন। ঠাকুরঘরে উভয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ভক্তটী বলিলেন, এই ঘরে মঠের ভাইরা ধ্যান করেন। রবীন্দ্রও একটু ধ্যান করিতে বসিলেন। কিন্তু ধ্যান বেশীক্ষণ হইল না।

মণি। কি, মন কি বড় চঞ্চল? তাই বুঝি উঠে পড়লে? তাই বুঝি ধ্যান ভাল হ'ল না।

রবীন্দ্র। আর যে সংসারে ফিরিব না তা নিশ্চিত। তবে মনটা চঞ্চল বটে।

মণি ও রবীন্দ্র মঠের এক নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। মণি বুদ্ধ দেবের গল্প করিতেছেন। দেবকন্যাদের একটী গান শুনে বুদ্ধদেবের প্রথমে চৈতন্য হয়েছিল। আজকাল মঠে বুদ্ধচরিত ও চৈতন্য-চরিতের আলোচনা সর্ব্বদাই হয়। মণি সেই গান গাহিতেছেন।

গান। জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই, কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই। ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।

রাত্রে নরেন্দ্র, তারক ও হরীশ—কলিকাতা হইতে ফিরিলেন, আসিয়া বলিলেন, উঃ খুব খাওয়া হয়েছে! তাঁহাদের কলিকাতায় কোন ভক্তের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

নরেন্দ্র ও মঠের ভাইরা, মাষ্টার, রবীন্দ্র ইত্যাদি এঁরাও, দানাদের ঘরে বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র মঠে আসিয়া সমস্ত কথা শুনিয়াছেন।

[সন্তপ্তজীব ও নরেন্দ্রের উপদেশ।]

নরেন্দ্র গাহিতেছেন।

গীতচ্ছলে যেন রবীন্দ্রকে উপদেশ দিতেছেন।

গান। ছাড় মোহ ছাড় ছাড়রে কুমন্ত্রণা, জান তাঁরে তবে যাবে যন্ত্রণা।

নরেন্দ্র আবার গাইলেন—যেন রবীন্দ্রকে হিতবচন ব'লছেন—

পিলেরে অবধূত হো মাতুয়ারা পেয়ালা প্রেম হরি রসকারে।
বাল অবস্থা খেল গোঁয়াই, তরুণ ভয়ে নারী বশকারে,
বৃদ্ধ ভয়ো কফ বায়ুনে ঘেরা, খাট পড়া রহে শামসকারে।
নাভ কমলমে হ্যায় কস্তুরী, ক্যায়সে ভরম মিটে পশুকারে,
বিনা সৎগুরু নর অ্যাসাহি ঢোঁড়ে, জ্যেসা মৃগ্ ফিরে বনকারে।

কিয়ৎক্ষণ পরে মঠের ভাইরা কালীতপস্বীর ঘরে বসিয়া আছেন। গিরীশের বুদ্ধচরিত ও চৈতন্যচরিত দুইখানি নূতন পুস্তক আসিয়াছে। নরেন্দ্র, শশী, রাখাল, প্রসন্ন, মাষ্টার ইত্যাদি বসিয়া আছেন। নূতন মঠে আসা পর্য্যন্ত শশী এক মনে দিনরাত ঠাকুরের পূজাদি সেবা করেন। তাঁহার সেবা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়াছে। ঠাকুরের অসুখের সময় তিনি রাতদিন যেরূপ তাঁহার সেবা করিয়াছেন, আজও সেইরূপ অনন্যমন, একভক্তি হইয়া সেবা করিতেছেন।

মঠের একজন ভাই বুদ্ধচরিত ও চৈতন্যচরিত পড়িতেছেন। সুর করিয়া একটু ব্যঙ্গভাবে চৈতন্যচরিতামৃত পড়িতেছেন। নরেন্দ্র বইখানি কাড়িয়া লইলেন। বলিলেন, "এই রকম ক'রে ভাল জিনিসটা মাটি করে?' নরেন্দ্র নিজে চৈতন্যদেবের প্রেমবিতরণ কথা পড়িতেছেন।

মঠের ভাই। আমি বলি, কেউ কাককে প্রেম দিতে পারে না।

নরেন্দ্র। আমায় পরমহংস মহাশয় প্রেম দিয়েছেন।

মঠের ভাই। আচ্ছা, তুমি কি তাই পেয়েছ?

নরেন্দ্র। তুই কি বুঝ্‌বি? তুই Servant Class (ঈশ্বরের সেবকের থাক্)। আমার সবাই পা টিপ্‌বে। শরতা মিত্তির আর

দেসো পর্য্যন্ত। (সকলের হাস্য।) তুই মনে করছিস বুঝি যে সব তুই বুঝিছিস? (হাস্য) লে তামাক সাজ্। (সকলের হাস্য)

মঠের ভাই। সাজ—বো—না —(সকলের হাস্য)।

মাষ্টার (স্বগতঃ)। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ভাইদের অনেকের ভিতর তেজ দিয়াছেন। শুধ নরেন্দ্রের ভিতর নয়। এ তেজ না থাকলে কি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ হয়।

মঠের ভাইদের সাধন।

পর দিন মঙ্গলবার ১০ ই মে। আজ মহামায়ার বার। নরেন্দ্রাদি মঠের ভাইরা আজ বিশেষরূপে মার পূজা করিতেছেন। ঠাকুরঘরের সম্মুখে ত্রিকোণ যন্ত্র প্রস্তুত হইল, হোম হইবে। বলি পরে হইবে। তন্ত্রমতে হোম ও বলির ব্যবস্থা আছে। নরেন্দ্র গীতাপাঠ করিতেছেন।

মণি গঙ্গাস্নানে গেলেন। রবীন্দ্র ছাদের উপরে একাকী বিচরণ করিতেছেন। শুনিতেছেন, নরেন্দ্র স্তব করিয়া স্তব করিতেছেন—

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তানি নাহং, ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে,
ন চ ব্যোমভূমির্ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥
ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ুর্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষঃ।
ন বাক্‌পাণিপাদং ন চোপস্থপায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং।
ন মে দ্বেষরাগৌ, ন মে লোভমোহৌ মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্যভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং, ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা, চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥

এইবার রবীন্দ্র গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াছেন ভিজে কাপড়।

নরেন্দ্র (মণির প্রতি, একান্তে)। এই নেয়ে এসেছে, এবার সন্ন্যাস দিলে বেশ হয়। (মণি ও নরেন্দ্রের হাস্য)।

প্রসন্ন রবীন্দ্রকে ভিজে কাপড় ছাড়িতে বলিয়া তাঁহাকে একখান গেরুয়া কাপড় আনিয়া দিলেন।

নরেন্দ্র (মণির প্রতি)। এইবার ত্যাগীর কাপড় পরতে হবে।

মণি (সহাস্যে)। কি ত্যাগ? নরেন্দ্র। কামকাঞ্চনত্যাগ।

রবীন্দ্র গেরুয়া কাপড়খানি পরিয়া কালীতপস্বীর ঘরে গিয়া নির্জ্জনে বসিলেন। বোধ হয় একটু ধ্যান করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে।

শ্রীযুক্ত কেশব সেন (১৮৮১), ৺দেবেন্দ্র ঠাকুর, অচলানন্দ, শিবনাথ, হৃদয়, নরেন্দ্র, গিরীশ।

"প্রাণের ভাই শ্রীম, তোমার প্রেরিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ খণ্ড, কোজাগর পূর্ণিমার দিন পেয়ে আজ দ্বিতীয়বার শেষ করিছি। ধন্য তুমি। এত অমৃত দেশময় ছড়ালে। * * । ভাই, তুমি অনেকদিন হ'ল ঠাকুরের সঙ্গে আমার কি আলাপ হ'য়েছিল জানতে চেয়েছিলে। তাই জানাবার একটু চেষ্টা করি। কিন্তু আমি ত আর 'শ্রীম' মত কপাল করে আসিনি, যে শ্রীচরণ দর্শনের দিন, তারিখ, মুহূর্ত, আর শ্রীমুখনিঃসৃত সব কথা একেবারে ঠিক ঠিক লিখে রাখবো। যতদূর মনে আছে লিখে যাই, হয়ত, একদিনের কথা আর একদিনের বলে লিখে ফেলবো। আর কত ভুলে গেছি।

বোধ হয় ১৮৮১ সালের শারদীয় অবকাশের সময় প্রথম দর্শন। সে দিন কেশব বাবুর আসিবার কথা। আমি নৌকায় দক্ষিণেশ্বর গিয়া ঘাটে থেকে উঠে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পরমহংস কোথায়?" তিনি উত্তর দিকের বারাণ্ডায় তাকিয়া ঠেসান দেওয়া এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন, 'এই পরমহংস।' কালাপেড়ে ধুতি পরা আর তাকিয়া ঠেসান দেওয়া দেখে আমি ভাবলাম, 'এ আবার কি রকম পরমহংস?' কিন্তু দেখলাম, দু'টি হাঁটু উঁচু ক'রে, আবার তাই দু'হাত দিয়ে বেষ্টন ক'রে আবাটিং হ'য়ে তাকিয়ায় ঠেসান দেওয়া হ'য়েছে। মনে হ'ল 'এঁর কখনও বাবুদের মত তাকিয়া ঠেসান দেওয়া অভ্যাস নাই, তবে বোধ হয় ইনিই পরমহংস হবেন।' তাকিয়ার অতি নিকটে তাঁহার ডান পাশে একটি বাবু ব'সে আছেন—শুনলাম তাঁর নাম রাজেন্দ্র মিত্র, যিনি বেঙ্গল গবর্মেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী হ'য়েছিলেন। আরও ডান দিকে কয়েকটি লোক বসে আছেন। একটু পরেই রাজেন্দ্র বাবুকে বল্লেন, 'দ্যাখো দিখিন কেশব আসছে কি না?' একজন একটু এগিয়ে ফিরে এসে বল্লেন, 'না'। আবার একটু শব্দ হ'তে বল্লেন:—"দ্যাখো, আবার দ্যাখো।" এবারও একজন দেখে এসে বল্লেন, 'না'। অমনি পরমহংসদেব হাসতে হাসতে বল্লেন, 'পাতের উপর পড়ে পাত, রাই বলে—ওই এল বুঝি প্রাণনাথ।' হ্যাঁ দ্যাখো, কেশবের চিরকালই কি এই রীত! আসে, আসে, আসে না।" কিছুকাল পরে সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় কেশব দলবল সহ এসে উপস্থিত।

এসে যেমন ভূমিষ্ঠ হ'য়ে ওঁকে প্রণাম করলেন, উনিও ঠিক তদ্রূপ ক'রে একটু পরে মাথা তুল্লেন, তখন সমাধিস্থ—বল্‌ছেন :—

"রাজ্যের কল্‌কাতার লোক জুটিয়ে নিয়ে এসেছেন—আমি কি না বক্তৃতা ক'র্‌বো ? তা আমি পারবো টারবো নি। করতে হয়, তুমি কর। আমি ও সব পার্‌বো নি।"

ঐ অবস্থায় একটু দিব্য হাসি হেসে বলছেন :—

"আমি তোমার খাবো দাবো থাকবো, আমি তোমার খাবো শোবো আর বাহ্যে যাবো। আমি ও সব পারবো নি।" কেশব বাবু দেখ্‌ছেন আর ভাবে ভরপুর হ'য়ে যাচ্ছেন, এক একবার ভাবের ভরে 'আঃ আ.' করছেন।

আমি ঠাকুরের অবস্থা দেখে ভাবছি, 'এ কি হ'ল ?' আর ত কখনও এমন দেখি নাই, আর সেরূপ বিশ্বাসী তাও' জানই।

সমাধি ভঙ্গের পর কেশব বাবুকে বল্লেন, "কেশব, একদিন তোমার ওখানে গেছলাম, শুনলাম তুমি বল্‌ছ, 'ভক্তিনদীতে ডুব দিয়ে সচ্চিদানন্দ সাগর গিয়ে পড়বো।' আমি তখন উপর পানে তাকাই যেখানে কেশব বাবুর স্ত্রী ও অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ বসছিলেন, আর ভাবি তাহ'লে এঁদের দশা হবে কি ?' তোমরা গৃহী, একেবারে সচ্চিদানন্দ সাগরে কি ক'রে গিয়ে প'ড়বে ? সেই নেউলের মত, পেছনে বাঁধা ইট, কোন কিছু হ'লে কুলঙ্গায় উঠে ব'সলো, কিন্তু থাকবে কেমন ক'রে। ইঁটে টানে আর ধপ্‌ ক'রে নেবে পড়ে। তোমরাও একটু ধ্যান ট্যান করতে পার, কিন্তু ঐ দারাসুত ইঁট টেনে আবার নাবিয়ে ফেলে। তোমরা ভক্তিনদীতে একবার ডুব দেবে আবার উঠবে, আবার ডুব দেবে আবার উঠবে। এমনি চলবে। তোমরা একেবারে ডুবে যাবে কি ক'রে ?"

কেশব বাবু বল্লেন, "গৃহস্থের কি হয় না ? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ?"

পরমহংসদেব ' দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্র, দেবেন্দ্র,' দুই তিন বার ব'লে উদ্দেশে ক'বার প্রণাম করলেন, তার পর বল্লেন :—

"তা জানো, এক জনার বাড়ী দুর্গোৎসব হ'তো, উদয়াস্ত পাঁঠাবলি হ'তো কয়েক বৎসর পরে আর বলির সে ধমধাম নাই। একজন জিজ্ঞাসা ক'রলে 'মশাই, আজকাল যে আপনার বাড়ীতে বলির ধমধাম নাই ?' সে বল্লে, আরে ' এখন যে দাঁত প'ড়ে গেছে। দেবেন্দ্র ও এখন ধ্যান ধারণা করছে, তা করবেই ত। তা কিন্তু খুব মানুষ।

"ভাখো, যতদিন মায়া থাকে, ততদিন মানুষ থাকে ডাবের মত। নারকেল যতদিন ডাব থাকে, তার শেয়াপাতি তুলতে গেলেই সঙ্গে মালার একটুকু উঠে আসবেই। আর যখন মায়া শেষ হ'য়ে যায় তখন হয় ঝুনো। ঐ

শাঁস আর মালা পৃথক্ হ'য়ে যায়, তখন শাঁসটা ভিতরে ঢপর ঢপর করে। আত্মা হয় আলাদা আর শরীর হয় আলাদা। দেহটারসঙ্গে আর যোগ থাকে না।

"ঐ যে 'আমি'টে ওটাতেই বড মুস্কিল বাধায়। শালার 'আমি' কি যাবেই না? এই পোড়া বাড়ীতে অশ্বত্থ গাছ উঠেছে, খুঁড়ে ফেলে দাও আবার পরদিন দ্যাখো এক ফেকড়ী গজিয়েছে,—ঐ 'আমি' ও অমনি ধারা। পেঁয়াজের বাটী সাতবার ধোও শালার গন্ধ কি কিছুতেই যাবে নি?

কি ব'লতে ব'লতে কেশব বাবুকে বল্লেন:—'হ্যা কেশব, তোমাদের কলকাতায় বাবুরা নাকি বলে 'ঈশ্বর নাই'? বাবু শিঁড়ি দিয়ে উঠছেন, এক পা ফেলে আর এক পা ফেলতেই 'উঃ পাশে কি হ'লো' ব'লে অজ্ঞান। ডাক্ ডাক ডাক্তার ডাক' ডাক্তার আসতে আসতে হয়ে গেছে। আঁ। এঁরা, বলেন 'ঈশ্বর নাই?"

এক কি দেড় ঘণ্টা পরে কীর্ত্তন আরম্ভ হ'ল। এমন না দেখলাম যা বোধ হয় জন্ম জন্মান্তরেও ভুলব না। সকলে নাচতে লাগলেন, কেশবকেও নাচতে দেখলাম, মাঝখানে ঠাকুর, আর সবাই তাঁকে ঘিরে নাচছেন। নাচতে নাচতে একেবারে স্থির—**সমাধিস্থ**। অনেকক্ষণ এই ভাবে গেল। শুনতে শুনতে, দেখতে দেখতে বুঝলাম, 'এ পরমহংস বটে'।

আর একদিন, বোধ হয় ১৮৮১ সনে শ্রীরামপুরের কয়েকটী যুবক সঙ্গে নিয়ে গেছলাম। সে দিন তাঁদের দেখে বল্লেন:—'এঁরা এসেছেন কেন?"

আমি বল্লাম—"আপনাকে দেখতে।"

ঠাকুর—আমায় দেখবে কি? এরা সব বিল্ডিং টিল্ডিং দেখুক না?

আমি—এরা তা দেখতে আসে নাই, আপনাকে দেখতে এসেছে।

ঠাকুর—তবে এরা বুঝি চকমকির পাথর। ভিতরে আগুন আছে। হাজার বছর জলে ফেলে রাখো, যেমন ঠুকবে অমনি আগুন বেরবে। এরা বুঝি সেই জাতীয় জীব। আমাদের ঠুকলে আগুন বেরোয় কই?

আমরা এই শেষ কথা শুনে হাসলাম। সে দিন আর কি কি কথা হ'ল ঠিক মনে নাই। তবে 'আমির গন্ধ যায় না' আর কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের কথাও যেন হ'য়েছিল।

আর একদিন গেছি। প্রণাম করে বসেছি, বল্লেন:—

"সেই যে কাক্ খুল্লে ফস্ ফস ক'রে উঠে, একটু টক্ একটু মিষ্টি, তার একটা এনে দিতে পার?" আমি বল্লাম—লেমনেড্? ঠাকুর বল্লেন—"আন না?" মনে হয় একটা এনে দিলাম। এ দিন যতদূর মনে পড়ে আর কেউ ছিল না। কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম—"আপনার কি জাতিভেদ আছে।"

ঠাকুর—কই আর আছে? কেশব সেনের বাড়ী চড়চড়ী খেয়েছি, তা একদিনের কথা বলছি। একটা লোক লম্বা দাড়ীওয়ালা বরফ নিয়ে এসেছিল, তা কেমন খেতে ইচ্ছা হ'লো না। আবার একটু পরে একজন—তারই কাছ থেকে বরফ নিয়ে এল—ক্যাচড় ম্যাচড় ক'রে চিবিয়ে খেয়ে ফেল্লাম। তা জানো, জাতিভেদ আপনি খসে যায়। যেমন নারিকেল গাছ তাল গাছ বড় হয়, বাল্‌তো আপনি খসে পড়ে। জাতিভেদ তেমনি খ'সে যায়। টেনে ছিঁড়ো না, ঐ শালাদের মত।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"কেশব বাবু কেমন লোক?"

ঠাকুর—ওগো, সে দৈবী মানুষ। আমি—আর ত্রৈলোক্য বাবু?
ঠাকুর—বেশ লোক, বেশ গান। আমি—শিবনাথ বাবু?

ঠাকুর—* * বেশ মানুষ, তবে তর্ক করে।

আমি—হিন্দুতে ও ব্রাহ্মতে তফাৎ কি? বল্লেন—তফাৎ আর কি? এইখানে রোসনচৌকি বাজে, একজন সানাইয়ের পোঁ ধরে থাকে, আর একজন তারই ভিতর 'রাধা আমার মান ক'রেছে,' ইত্যাদি রং পরং তুলে নেয়। ব্রাহ্মেরা নিরাকারের পোঁ ধ'রে ব'সে আছে আর হিন্দুরা রং পরং তুলে নিচ্ছে।

'জল আর বরফ—নিরাকার আর সাকার। যা জল তাই ঠাণ্ডায় বরফ হয়। জ্ঞানের গরমীতে বরফ জল হয়, ভক্তির হিমে জল বরফ হয়।

"সেই এক জিনিস, নানা লোকে নানা নাম করে। যেমন পুকুরের চার পাশে চার ঘাট। এ ঘাটের লোক জল নিচ্ছে জিজ্ঞাসা কর, ব'লবে 'জল'। ও ঘাটে যারা জল নিচ্ছে ব'লবে 'পানি'। আর এক ঘাটে 'ওয়াটার', আর এক ঘাটে 'অ্যাকোয়া'। জল ত একই।'

বারাণসে অচলানন্দ তীর্থাবধূতের সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল বলাতে বল্লেন—সেই কোতরঙ্গের রামকুমার ত? আমি বল্লাম 'আজ্ঞা হাঁ'।

ঠাকুর। তাকে কেমন লাগলো। আমি। খুব ভাল লাগলো।
ঠাকুর। আচ্ছা সে ভাল, না আমি ভাল?

আমি। তাঁর সঙ্গে কি আপনার তুলনা হয়? তিনি পণ্ডিত, বিদ্বান লোক, আর আপনি কি পণ্ডিত জ্ঞানী? উত্তর শুনে একটু অবাক হ'য়ে চুপ করে রইলেন। এক আধ মিনিট পরে আমি বল্লাম:—"তা তিনি পণ্ডিত হ'তে পারেন আপনি মজার লোক। আপনার কাছে মজা খুব'

এইবার হেসে বল্লেন, "বেশ বলেছ, বেশ বলেছ, ঠিক বলেছ।"
আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার পঞ্চবটী দেখেছ?" বল্লাম, আজ্ঞা হাঁ।

সেখানে কি কি করতেন তাও কিছু বল্লেন, সেই নানা ভাবের সাধনের কথা। ন্যাংটার কথাও বল্লেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তাঁকে পাবো কি করে?"

উত্তর। ওগো সে ত চুম্বক লোহাকে যেমন টানে, তেমনই আমাদের টান্‌তেই আছে। লোহার গায়ে কাদা মাখা থাক্‌লেই লাগতে পাবে না। কাঁদতে কাঁদতে যেমন কাদা টুকু ধুয়ে যায় অমনি টুক্ করে লেগে যায়।

আমি ঠাকুরের উক্তি গুলি শুনে শুনে লিখ্‌ছিলাম, বল্লেন:—

"ন্যা ন্যাপা, সিদ্ধি সিদ্ধি কর্‌লে হবে না। সিদ্ধি আনো, সিদ্ধি ঘোঁটো, সিদ্ধি খাও।" * * * এর পর আমায় বল্লেন—

"তোমরা ত সংসারে থাকবে, তা একটু গোলাপী নেশা ক'রে থেকো। কাজ কর্ম্ম করছ অথচ নেশাটি লেগে আছে। তোমরা ত আর শুকদেবের মত হ'তে পারবে না—সে খেয়ে খেয়ে ন্যাংটো ভাংটো হ'য়ে পড়ে থাকবে।

"সংসারে থাকবে তো একখানি আমমোক্তারনামা লিখে দাও—বকলমা দিয়ে দাও। উনি যা হয় ক'রবেন। তুমি থাকবে বড়লোকের বাড়ীর ঝির মত। বাবুর ছেলে পুলেকে কত আদর করছে, নাওয়াচ্ছে, ধোয়াচ্ছে, খাওয়াচ্ছে যেন তারই ছেলে, কিন্তু মনে মনে জান্‌ছে, 'এ আমার নয়।' যেমন জবাব দিলে—বস্‌—আর কোন সম্পর্ক নাই।

"যেমন কাঁঠাল খেতে হ'লে হাতে তেল মেখে নিতে হয়, তেমনি ঐ তেল মেখে নিও, তা হ'লে আর সংসারে জড়াবে না, লিপ্ত হবে না।

এতক্ষণ মেজেয় বসে কথা হচ্ছিল, এখন তক্তোপোষের উপরে উঠে লম্বা হ'য়ে শুলেন। আমায় বল্লেন, "হাওয়া কর।" আমি হাওয়া ক'র্‌তে থাকলাম। চুপ করে রইলেন। একটু পরে বল্লেন, "বড্ড গরম গো, পাখাখানা একটু জলে ভিজিয়ে নাও না?" আমি বল্লাম, 'আবার শোক ত আছে দেখছি।' হেসে বল্লেন—"কেন থাকবে নি? কা—নো থাক্‌বে নি?" আমি বল্লাম, 'তবে থাক্ থাক্, খুব থাক্। সেদিন কাছে ব'সে যে সুখ পেয়েছি সে আর বলবার নয়।

শেষ বার—যে বারের কথা তুমি তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছ—সেইবার আমার স্কুলের হেডমাষ্টারকে নিয়ে গেছলাম। তাঁর বি, এ, পাশ করার অব্যবহিত পরে। এইবার এই সে দিন তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে।

ওঁকে দেখেই বল্লেন—"আবার ইটি পেলে কোথায়? বেড়ে ত।"

"ওগো তুমি ত উকীল। উঃ বড় বুদ্ধি। আমায় একটু বুদ্ধি দিতে পার? তোমার বাবা যে সে দিন এসেছিলেন, এখানে তিন দিন ছিলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তাঁকে কেমন দেখলেন?"

বল্লেন—"বেশ লোক, তবে মাঝে মাঝে হিজিবিজি বকে।"

আমি বল্লাম, "আবার দেখা হ'লে হিজিবিজিটি ছাড়িয়ে দেবেন।"

একটু হাসলেন। আমি বল্লাম, "আমাদের গোটা কতক কথা শুনান।"

বল্লেন, "হৃদয়কে চেনো?" (হৃদয় মুখোপাধ্যায়)

আমি বল্লাম. "আপনার ভাগ্নে ত? আমার সঙ্গে আলাপ নাই।"

ঠাকুর। হৃদে ব'লতো, 'মামা' তোমার বুলিগুলি সব এক সময়ে ব'লে ফেলোনা। ফি বার এক বুলি কেন ব'লবে?' আমি বলতাম, তা তোর কি রে শালা? আমার বলি আমি লক্ষবার ঐ এক কথা বলবো, তোর কি রে?

আমি হাসতে হাসতে বল্লাম, "তা বটেই ত।"

কিঞ্চিৎ পরে ব'সে ব'সে ওঁ ওঁ করতে করতে গান ধরলেন—

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।

দুই এক পদ গাইতে গাইতেই, ডুব্ ডুব্ ডুব, বলতে বলতে ডুব্। সমাধি ভঙ্গ হলো, পাইচারি করতে লাগিলেন। ধুতি যা পরা ছিল তা দুই হাত দিয়ে টানতে টানতে একেবারে কোমরের উপর তুলেছেন, এদিক দিয়ে খানিকটে মেঝে ঝেঁটিয়ে যাচ্ছে, ও দিক দিয়ে খানিকটে অমনি পড়ছে। আমি আর আমার সঙ্গী টেপাটিপি করছি, আর চুপি চুপি বলছি 'ধুতিটি পরা হ'য়েছে ভালো, একটু পরেই 'ত্তর শালার ধুতি' ব'লে, ধুতিটে ফেলে দিলেন। দিয়ে দিগম্বর হয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। উত্তর দিগ থেকে কার যেন ছাতা ও লাঠি আমাদের সম্মুখে এনে জিজ্ঞাসা করলেন—এ ছাতা লাঠি তোমাদের? আমি বল্লাম, "না'। অমনি বল্লেন, "আমি আগেই বুঝেছি, এ তোমাদের নয়। আমি ছাতা লাঠি দেখেই মানুষ বুঝতে পারি। সেই একটা লোক হাউ মাঁউ ক'রে কতকগুলো গিলে গেল, এ তারই নিশ্চয়।"

কিছুকাল পরে ঐ ভাবেই খাটের উত্তর পাশে পশ্চিমমুখো হ'য়ে ব'সে পড়লেন। বসেই আমায় জিজ্ঞাসা—"ওগো আমায় কি অসভ্য মনে করছ?"

আমি বল্লাম, না আপনি খুব সভ্য। আবার এ জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

ঠাকুর। আরে শিবনাথ টিবনাথ অসভ্য মনে করে। ওরা এলে কোন রকমে একটা ধুতি টুতি জড়িয়ে বসতে হয়। গিরীশ ঘোষকে চেনো?

আমি। কোন গিরীশ ঘোষ? থিয়েটার করে যে?

ঠাকুর। হাঁ। আমি। দেখিনি কখনও, নাম জানি।

ঠাকুর। ভাল লোক। আমি। শুনি মদ খায় নাকি?

ঠাকুর। খাক না, খাক না, ক' দিন খাবে?

বল্লেন :—"তুমি নরেন্দ্রকে চেনো ?"

আমি। আজ্ঞা না।

ঠাকুর। আমার বড় ইচ্ছা, তার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়। সে বি, এ, পাশ দিয়েছে, বিয়ে করেনি।

আমি। যে আজ্ঞা, আলাপ করবো।

ঠাকুর। আজ রাম দত্তের বাড়ী কীর্ত্তন হবে। সেইখানে দেখা হবে। সন্ধ্যার সময় সেইখানে যেও। আমি 'যে আজ্ঞা'। ঠাকুর। 'যাবে ত ? যেও কিন্তু।

আমি। আপনার হুকুম হ'লো, তা মানবো না ? অবিশ্যি যাবো।

ঘরে ছবি দেখান। দেখালেন পরে জিজ্ঞাসা করলেন, "বুদ্ধদেবের ছবি পাওয়া যায় ?

আমি। শুনতে পাই, পাওয়া যায়।

ঠাকুর। সেই ছবি একখানি তুমি আমায় দিও।

আমি। যে আজ্ঞা, যখন এবার আসবো নিয়ে আসবো।

আর দেখা হ'লো না। আর সে শ্রীচরণপ্রান্তে বসতে ভাগ্য ঘটে নাই।

সে দিন সন্ধ্যার সময় রামবাবুর বাড়ী গেলাম। নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হ'ল। ঠাকুর একটি কামরায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছেন, নরেন্দ্র তাঁর ডান পাশে। আমি সম্মুখে। নরেন্দ্রকে আমার সহিত আলাপ করতে বল্লেন।

নরেন্দ্র বল্লেন, আজ আমার বড় মাথা ধরেছে। কথা কইতে ইচ্ছা হচ্ছে না। আমি বল্লাম, "থাক, আর একদিন আলাপ হবে।

সেই আলাপ হয় ১৮৯৭ সালের মে কি জুন মাসে, আলমোড়ায়।

ঠাকুরের ইচ্ছা ত পূর্ণ হতেই হবে, তাই বারো বছর পরে পূর্ণ হল। আহা! সেই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আলমোড়ায় কটা দিন কত আনন্দেই কাটাইয়াছিলাম। কখনও তাঁর বাড়ীতে কখন ও আমার বাড়ীতে, আর একদিন নির্জ্জনে তাঁকে নিয়ে একটি পর্ব্বতশৃঙ্গে। আর তার সঙ্গে পরে দেখা হয় নাই। ঠাকুরের ইচ্ছা পূর্ণ করতেই সে বারের দেখা।

ঠাকুরের সঙ্গেও মাত্র চার পাঁচ দিনের দেখা, কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই এমন হ'য়েছিল যে তাকে (ঠাকুরকে) মনে হ'ত যেন এক ক্লাসে পড়েছি, কেমন বেয়াদবের মত কথা বলেছি, সম্মুখ থেকে সরে এলেই মনে হ'ত 'ওরে বাপরে! কার কাছে গেছলাম!' ঐ কদিনেই যা দেখেছি ও পেয়েছি তাতে জীবন মধুময় করে রেখেছে। সেই যে দিব্যামৃতবর্ষী হাসিটুকু, যতনে পেটরায় পুরে রেখে দিইছি। সে যে নিঃসম্বলের অক্ষয়সম্বল গো! আর সেই হাসিচ্যুত অমৃতকণায় আমেরিকা অবধি অমৃতায়িত হচ্ছে এই ভেবে "হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ, নমামি চ পুনঃ পুনঃ।" আমারই যদি এত, [illegible] তুমি কেমন ভাগ্যবান।

